নূতন আঙ্গিকে

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধবিধিসহ

শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ

আমার বিনম্র হৃদয়ের প্রার্থনা, — এই সামান্যতম কাজটি যাঁদের শুভ আশীর্বাদে সম্পন্ন হলো,

সেই আমার পিতৃদেব ৺**গোবিন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,**

পরমকারুণিক পণ্ডিতমশাই ৺**করুণাময় কাব্য স্মৃতিতীর্থ,**

আমার জীবন পথের দিশারী স্নেহময় ছোটমামা **শ্রীমদনমোহন পঞ্চতীর্থ,**

পরমারাধ্য গুরুদেব **শ্রীরামপ্রসাদ কাব্য স্মৃতিতীর্থ,**

কৈশোরের শিক্ষক ৺**পরেশনাথ কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতিতীর্থ আর**

স্নেহময় অগ্রজ প্রতিম ৺ **বিনয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য**

সাক্ষাৎ বাক্‌পতি করুণানিধি আমার দুই পিতৃকল্প আচার্য —

ডঃ বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও

ডঃ অনন্তলাল ঠাকুর —

আমার জীবনের অষ্টনিধি

আমার নিবেদিত এই অকৃত কৃতিটিকে গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন।

প্রস্তাবনা

প্রতিষ্ঠা বিষয়ে এপর্যন্ত বহু পুঁথি প্রকাশিত হ'য়েছে এবং হচ্ছে; সুতরাং প্রতিষ্ঠাবিষয়ক পদ্ধতি এখন সুলভই বলা যায়। তথাপি **'প্রতিষ্ঠামুকুর'** প্রকাশরূপ প্রচেষ্টা সর্বাংশে বৃথা নয়; বরং অর্থবতী। যে কারণ ও উপযোগিতা উপলব্ধি করে পদ্ধতিটি প্রণয়ন করা হ'য়েছে সেগুলি উল্লেখ করলেই **'প্রতিষ্ঠামুকুর'** এর যাথার্থ্য স্বীকৃত হবে।

প্রথমতঃ— গৃহারম্ভ অর্থাৎ আমরা যাকে সাধারণতঃ 'ভিত পূজা' বলি — তার সুনির্দিষ্ট কোন বিধি প্রায় নাই বলা যায়। যাও আছে তাও যথাযথ শাস্ত্রসম্মত বিধি নয়। তাই এই গ্রন্থে প্রতিটি পদ্ধতি রচনার পূর্বেই প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের বচন উল্লেখ করে শাস্ত্রীয় বিধিগুলি প্রদর্শিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ— 'গৃহপ্রবেশ' পদ্ধতি একটিও নাই। উপরন্তু দুঃখের কথা যে, এখন দেশে গৃহপ্রবেশের পদ্ধতি না থাকার ফলে ব্রাহ্মণগণ **'ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা'** ইত্যাদি 'যাত্রামঙ্গল'—নির্গমনের বাক্য বলিয়ে গৃহে প্রবেশ করান। এই গ্রন্থে গৃহপ্রবেশের জন্য 'পারস্কর গৃহ্যসূত্র' থেকে প্রকৃত গৃহপ্রবেশের মন্ত্রটিই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন কুতার্কিক এমন প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, 'পারস্কর গৃহ্যসূত্র' যজুর্বেদীয়, অতএব সেই মন্ত্রে সামবেদী বা ঋগ্‌বেদীদের কাজ কি করে হবে? তার উত্তর গৃহ্যপরিশিষ্টের বচন—

'যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং পারক্যমবিরোধী যৎ। বিদ্বদ্ভিস্তদনুষ্ঠেয়মগ্নিহোত্রাদি কর্মবৎ।।

অর্থাৎ স্বশাখোক্ত গ্রন্থে কোন অনুল্লেখ বিধির পরকীয়শাখায় উল্লেখ থাকলে এবং তা বিরুদ্ধমত না হ'লে বিদ্বজ্জন কর্তৃক গ্রহণীয়।

তৃতীয়তঃ— প্রচলিত পদ্ধতিগুলিতে 'বাস্তুযাগ'টি অত্যন্ত অপরিশুদ্ধভাবে লিখিত আছে। বাস্তুযাগতত্ত্বেও বাস্তুযাগ সম্পর্কে মৎস্যপুরাণীয় বচনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিগুলিতে একাশীতিপদ মণ্ডল ও চতুঃষষ্টিপদ মণ্ডল উভয় স্থলেই দেবতাদের নাম সন্নিবেশে ক্রম এবং নামের পার্থক্য বিদ্যমান। এই গ্রন্থে সে ত্রুটি সংশোধন করা হ'য়েছে। চিরকাল ইষ্টকারোপণ হ'য়ে আসছে, কিন্তু তার পূজার কোন বিধি নাই। তাও এই গ্রন্থেই প্রথম দেওয়া হ'য়েছে। **বাস্তুযাগে গোভিল, পারস্কর, আশ্বলায়ন সকলেই**

চরুদ্বারা হোমের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু বাংলার পদ্ধতিকারগণ সেদিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত করেননি। এই গ্রন্থে উক্ত ঋষিদের নির্দেশ অনুসারে গৃহ্যসূত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা চরুহোমের বিধি লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে। প্রচলিত পদ্ধতিগুলিতে বাস্তুপুরুষের বিল্বপঞ্চক দ্বারা হোমের জন্য প্রযুক্ত পাঁচটি মন্ত্রেরই ঋষি ও ছন্দঃ ভুল মুদ্রিত আছে। দীর্ঘদিনের ভুলের অবসান ঘটল এই প্রতিষ্ঠা মুকুরে।

বিশেষতঃ চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডলে প্রচলিত পদ্ধতিতে কতকগুলি এমন দেবতার নাম প্রবেশ করিয়েছেন, যাঁদের ঠিকানা কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

চতুর্থতঃ— আমাদের দেশে বর্তমানে অধিকাংশ লোকই 'রাসযাত্রা' চারবছর করেই উদ্‌যাপন করছেন, কিন্তু তার নির্দিষ্ট কোন বিধি এযাবৎকাল রচিত হয়নি। সেই অভাবটিও পূরণ করা হ'য়েছে এই গ্রন্থটির মাধ্যমে।

পঞ্চমতঃ— দেবতার পুনঃসংস্কার বিষয়েও অনেক মতপার্থক্য আছে। এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয়বিধি উল্লেখ করে যথাযথ করণীয় বিধি অনুসারে প্রয়োগপদ্ধতি রচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠতঃ— এযাবৎকাল বৃক্ষপ্রতিষ্ঠায় বাস্তুযাগ করার বিধি কোন পদ্ধতিকার উল্লেখ করেননি। এই গ্রন্থেই শাস্ত্রীয় বিধিগুলি উল্লেখ করে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠায় বাস্তুযাগ অবশ্য কর্তব্য হিসাবে প্রদর্শন তথা নির্দেশ করা হ'য়েছে।

সপ্তমতঃ— পদ্ধতিতে নিবদ্ধ প্রতিটি কৃত্যের পূর্বে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ করণীয় বলে এই সংস্করণে সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধবিধি সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

সুতরাং গ্রন্থটির মধ্যে কিছু অভিনবত্ব, বিশেষত্ব তথা যথার্থতা আছে — একথা আশা করি শাস্ত্রনিষ্ণাত পণ্ডিত মহাশয়গণ স্বীকার করবেন। তবে এই সমস্ত কথা বলার পরও সকলের কাছে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে লিপিকর প্রমাদগুলির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

গ্রন্থটি সম্পর্কে আমি নিজে শত প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করলেও এর কোন সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত হবে না, যদি পণ্ডিতবর্গ ও পুরোহিত সমাজ সমাদর ও সাধুবাদ না করেন। তাই সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ, যেন তাঁরা এই গ্রন্থটির মৌলিকতা ও গুণাগুণ যথাযথভাবে বিচার করেন।

এই প্রসঙ্গে কয়েকজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অবশ্য কর্তব্য। প্রথমেই আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের নাম। তিনিই প্রথম আমাকে পদ্ধতি রচনার নির্দেশ দেন এবং মনে করি, তাঁর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদেই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হ'য়েছে। দ্বিতীয়—আমার স্নেহভাজন শংকরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নিরন্তর প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েই এই গ্রন্থটি রচনা করিয়েছে। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করে তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

বিশুদ্ধ প্রতিষ্ঠা মুকুরের বিজ্ঞাপন

বিশেষ আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে সংক্ষিপ্তাকারে প্রতিষ্ঠামুকুর প্রকাশিত হয়। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হ'লেও তার মৌলিকতার গুণে কৃতী ব্যক্তিদের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। ফলে দু'বছরের মধ্যেই সে সংস্করণ নিঃশেষ হ'য়ে যায়। তখন সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের অর্থানুকূল্যে বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠা মুকুরটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়। তার আকর্ষণ সজ্জনগণ কতখানি উপলব্ধি করেছেন, সে সম্পর্কে আমার মনে সন্তোষ থাকলেও কিছু কিছু সন্দেহ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আমার সন্দেহের নিরসন হয়েছে দুজন সজ্জন চোরের অসাধু প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করে। প্রতিষ্ঠা মুকুরের দ্বিতীয় সংস্করণেও কিছু অশুদ্ধি ও অসম্পূর্ণতা ছিল; সেগুলি সংশোধন করার চিন্তা করেও সময়াভাবে তা আর করা সম্ভব হয় নি। ইত্যবসরে এক প্রতিষ্ঠিত প্রকাশক দুটি মোষককে স্তেয় নামক প্রসিদ্ধ কাজে নিয়োগ করেন। এই মহাব্রাহ্মণদ্বয় কাজটি যথারীতি সম্পন্ন করেছে। এমনকি **তারা যথার্থ মোষকের গুণানুসারে ভুল ও অসম্পূর্ণ অংশগুলিও আত্মসাৎ করেছে।**

এদের এই স্তেয় কর্মে আমি অভিভূত হ'য়ে তাদের অভিযুক্ত না করে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ তাদের এই অপকর্ম প্রত্যক্ষ করার পরই এতদিন 'সময়াভাব' নামক অজুহাতবশতঃ যে সংশোধনগুলি করার ইচ্ছা নিয়েও করা সম্ভব হয়নি তা অবিলম্বে করার তাগিদ পেয়েছি। তবে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার এই দুষ্কর্মকারীদের বিরুদ্ধে কিছু না করায় আমি কিছুটা বিরক্ত হ'য়েই পুস্তকটির যথাযথ বিশুদ্ধি সাধন করে 'বিশুদ্ধ প্রতিষ্ঠা মুকুর' নামে 'সদেশ' থেকে প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি। সেইসঙ্গে মোষকদের প্রতি সতর্কবাণী থাকছে যে, বার বার ধান খেতে গেলে ফাঁদে পড়ার ভয় থাকে একথা যেন স্মরণে থাকে।

সাধু সহৃদয় ব্যক্তিদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদনান্তে ইতি।

বৈশাখ-১৪০৯

শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

গৃহ-প্রতিষ্ঠা

গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ ও বাস্তুযাগ — এই কর্মগুলি নিয়ে গৃহপ্রতিষ্ঠাবিধি সম্পন্ন হয়।

গৃহারম্ভ ঃ গৃহারম্ভের কাল সম্পর্কে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিবিধ বচন আছে। গৃহারম্ভের পূর্বে প্রথমে বিবাহের যোটক নিয়মানুসারে বাস্তুর রাশির সঙ্গে গৃহকর্তার রাশির বিচার করতে হয়। তারপর শুদ্ধকালে বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ বা ফাল্গুন মাসে সোম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারে (রবি ও মঙ্গলবার নিষিদ্ধ) উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, অনুরাধা, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, মূলা, অশ্বিনী, রেবতী, মৃগশিরা, পুনর্বসু বা শ্রবণা নক্ষত্রে শুক্লপক্ষে যুতযামিত্রবেধ রহিত শুভতিথিতে, শুভযোগে ও শুভকরণে কর্তার চন্দ্র ও তারাশুদ্ধিতে গৃহারম্ভ কর্তব্য। তবে, মূলতঃ দিন নির্ধারণের জন্য পঞ্জিকাকেই অবলম্বন করা হয়; কিন্তু বিধি সম্পর্কে আলোচনার আবশ্যক আছে।

বাসভূমি নির্ণয় ঃ

১) যে ভূমির দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক, নৈঋত ও বায়ুকোণ উঁচু এবং উত্তর ও পূর্ব দিক, ঈশান ও অগ্নিকোণ নীচু, — তার নাম **গজপৃষ্ঠ**। তাতে বাস করলে সলক্ষ্মী ধনপূর্ণ ও আয়ুঃবৃদ্ধি হয়।

২) যে ভূমির মধ্যস্থান উঁচু ও চারদিক নীচু, — তার নাম **কূর্মপৃষ্ঠ**। তাতে বাস করলে উৎসাহ ও সুখ হয়।

৩) যে ভূমির পূর্বদিক, অগ্নি ও ঈশান কোণ এবং পশ্চিমদিক নীচু, — তার নাম **দৈত্যপৃষ্ঠ**। তাতে বাস করলে লক্ষ্মীহীন ও ধনপুত্রপশুনাশ হয়।

৪) যে ভূমির পূর্বপশ্চিমদিক দীর্ঘ এবং উত্তর ও দক্ষিণদিক উঁচু, তার নাম **নাগ পৃষ্ঠ**। তাতে বাস করলে উচাটন ও মৃত্যু হয়।

বর্ণবিচার—

(১) কুশযুক্ত ভূমির নাম **ব্রাহ্মণী**। তাতে বাস সর্বসুখকর।

(২) শরযুক্ত ভূমির নাম **ক্ষত্রিয়া**। তাতে বাস করলে রাজ্যলাভ।

(৩) কুশ ও কাশাদিযুক্ত ভূমির নাম **বৈশ্যা**। তাতে বাস ধনধান্যকর।

(৪) অন্যান্য তৃণবিশিষ্ট ভূমির নাম **শূদ্রা**। তা বাসের অযোগ্য।

বাস্তুর শুভাশুভ পরীক্ষা—

নারদ বচন— হস্তমাত্রং খনেৎ খাতং নিশাদৌ জলপূরিতম্। প্রাতর্দৃষ্টে জলেবৃদ্ধিঃ সমেপঙ্কে ব্রণক্ষয়ঃ।।

অর্থ— (বাস্তুভূমির ঈশান বা অগ্নিকোণে) একহাত পরিমিত একটিগর্ত কেটে সন্ধ্যায় জল দিয়ে পূরণ করতে হবে। সকালে জল থাকলে শুভ, পাঁক থাকলে মধ্যম আর কিছুই না থাকলে ক্ষত, ক্ষতি প্রভৃতি অশুভ।

আর একপ্রকার পরীক্ষার কথা বাস্তুপ্রদীপে আছে—

'অরত্নিমাত্রে বৈ গর্তে চানুলিপ্তে চ সর্বশঃ। ঘৃতমামশরাবস্থং কৃত্বা বর্তিচতুষ্টয়ম্।।
জ্বালয়েদ্ ভূপরীক্ষার্থং পূর্বং তৎসর্বদিঙ্মুখম্। দীপ্ত্যা পূর্বাদিগৃহ্নীয়াৎ বস্তুনামানুপূর্বশঃ।
বাস্তুসমৃদ্ধিকো নাম দীপ্যতে সর্বতো হি যঃ। শুভদঃ সর্ববর্ণানাং প্রাসাদেষু গৃহেষু চ।।

অর্থ— (ভূমির ঈশান বা অগ্নিকোণে) অরত্নি (কনুই থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুলির ডগ পর্যন্ত মাত্র গর্ত কেটে গর্তের মধ্যে কাঁচা শরায় গব্যঘৃত পূর্ণ চারটি দীপ জ্বালাতে হবে। যদি পূর্বদিকের দীপ উজ্জ্বল হয়, তাহলে সে জায়গাটি ব্রাহ্মণের পক্ষে শুভ। এই ভাবে দক্ষিণ-ক্ষত্রিয়ের, পশ্চিম বৈশ্যের, উত্তর শূদ্রের এবং সবগুলি দীপই উজ্জ্বল থাকলে সকল বর্ণের পক্ষেই শুভ।

বাস্তুর জাতি বিচার

হাতদিয়ে বা বাস্তুভূমির দৈর্ঘপ্রস্থ মেপে যোগ করে তার সঙ্গে তিন যোগ করে ৮ দিয়ে ভাগ করে অবশিষ্ট অনুসারে বাস্তুর জাতি এবং বাসের পক্ষে শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়।

যথা—

নির্ণয়বিধি	অবশিষ্ট	জাতি	ফল
হাতের মাপে বাস্তুর দৈর্ঘ্য + প্রস্থ + ৩÷৮	১	ব্রাহ্মণ	ধনহানি কারক
	২	ক্ষত্রিয়	যুদ্ধাদি কারক
	৩	বৈশ্য	ধনাদিহানি কারক
	৪	শূদ্র	রোগকারক
	৫	নীচ	সম্মানবৃদ্ধি কারক
	৬	যবন	ধনপ্রাপ্তিকারক
	৭	নর্তক	আনন্দকারক
	০	হাড়ী	সর্বসুখপ্রদ

নক্ষত্র	রাশি	নক্ষত্র	রাশি
১ অশ্বিনী ২ ভরণী বাকৃত্তিকা নক্ষত্র হলে	মেষ	১৫ স্বাতী বা ১৬ বিশাখা	তুলা
৪ রোহিণী বা ৫ মৃগশিরা নক্ষত্র হলে	বৃষ	১৭ অনুরাধা বা ১৮ জ্যেষ্ঠা	বৃশ্চিক
৬ আর্দ্রা বা ৭ পুনর্বসু	মিথুন	১৯ মূলা, ২০ পূর্বাষাঢ়া বা ২১ উত্তরাষাঢ়া	ধনুঃ
৮ পুষ্যা বা ৯ অশ্লেষা নক্ষত্র হলে	কর্কট	২২ শ্রবণা বা ২৩ ধনিষ্ঠা	মকর
১০ মঘা ১১ পূর্বফল্গুনী বা ১২ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র হলে	সিংহ	২৪ শতভিষা বা ২৫ পূর্বভাদ্রপদ	কুম্ভ
১৩ হস্তা বা ১৪ চিত্রা	কন্যা	২৬ উত্তরভাদ্রপদ বা ২৭ রেবতী	মীন

রাশি মেলন বিচার

১) কর্তার রাশি থেকে গৃহের রাশি ২য় বা ১২শ ফল অর্থনাশ।

২) কর্তার রাশি থেকে গৃহের রাশি ৫ম বা ৯ম হলে ফল নিঃসন্তান বা সন্তানহানি।

৩) কর্তার রাশি থেকে গৃহের রাশি ৬ষ্ঠ বা ৮ম হলে ফল জীবনহানি বা ধনহানি।

৪) গৃহরাশি থেকে কর্তার রাশি ৬ষ্ঠ বা ৮ম হলে ফল বিপরীত অর্থাৎ শুভ।

৫) কর্তার রাশি থেকে গৃহের রাশি সমান, ৪র্থ, ৭ম বা ১০ হলে ফল শুভ।

বাস্তুরাশি নির্ণয় বিধি—

প্রথমে বাস্তুর নক্ষত্র নির্ণয় করতে হয়। তার বিধিটি অত্যন্ত সরল। যেমন গৃহকর্তা বা তাঁর ধর্মপত্নীর হাত অনুসারে গৃহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মেপে দৈর্ঘ্যের অঙ্ককে প্রস্থর অঙ্ক দিয়ে গুণ করতে হবে। সেই গুণফলকে আবার ৮ দিয়ে গুণ করে ২৭ দিয়ে ভাগ করে যত অবশিষ্ট থাকবে সেই অঙ্কের নক্ষত্রই বাস্তুর নক্ষত্র। যেমন— অবশিষ্ট ১ হলে অশ্বিনী, ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা, ৪ রোহিণী, ৫ মৃগশিরা, ৬ আর্দ্রা, ৭ পুনর্বসু, ৮ পুষ্যা, ৯ অশ্লেষা, ১০ মঘা, ১১ পূর্বফল্গুনী, ১২ উত্তরফল্গুনী, ১৩ হস্তা, ১৪ চিত্রা, ১৫ স্বাতী, ১৬ বিশাখা, ১৭ অনুরাধা, ১৮ জেষ্ঠ্যা, ১৯ মূলা, ২০ পূর্বাষাঢ়া, ২১ উত্তরাষাঢ়া, ২২ শ্রবণা, ২৩ ধনিষ্ঠা ২৪ শতভিষা, ২৫ পূর্বভাদ্রপদ ২৬ উত্তরভাদ্র ও ২৭ বা ০ রেবতী। এরপর এই নক্ষত্র অনুসারে রাশি নির্ণয় করতে হয়। তার নিয়ম—

তারাগণনা নিয়ম ঃ এরপর দেখতে হয় পরস্পরের নক্ষত্র অনুসারে ফল। এখানে বিচার্য খুবই অল্প। যেমন— কর্তার জন্ম নক্ষত্র থেকে গৃহের নক্ষত্র ৩য় হলে দুঃখ। ৫ম হলে যশোহানি ও অপবাদ এবং ৭ম হলে আয়ুক্ষয়। এরপর গৃহের সঙ্গে নিত্যসম্পর্কযুক্ত জল ও বৃক্ষগুলি কোন কোন দিকে রাখা কর্তব্য সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

জলাশয় বা কূপ নির্মাণের শুভাশুভ স্থান—

১) বাস্তুর মাঝখানে করলে **অর্থহানি**, ২) পূর্বে — **ঐশ্বর্যবৃদ্ধি**, ৩) অগ্নিকোণে — **পুত্রনাশ**, ৪) দক্ষিণে — **পত্নীনাশ**, ৫) নৈঋতে-**মৃত্যু**,

৬) পশ্চিমে — ধনবৃদ্ধি, ৭) বায়ুকোণে — শত্রুপীড়া, ৮) উত্তরে — সুখ এবং ৯) ঈশানে পুষ্টি হয়ে থাকে।

গৃহের চতুর্দিকে বৃক্ষানুসারে ফল—

গৃহের পূর্বে বট, দক্ষিণে উড়ুম্বর, পশ্চিমে অশ্বত্থ ও উত্তরে পাঁকুড় থাকা শুভ।

বিপরীতভাবে অর্থাৎ পূর্বে অশ্বত্থ, দক্ষিণে পাঁকুড়, পশ্চিমে বট ও উত্তরে উড়ুম্বর থাকা অশুভ।

লেবু, সুপারি, আম, কাঁঠাল, কেতকী, মালতী, পদ্ম, টগর, মল্লিকা, নারিকেল, কদলী ও পারুল প্রভৃতি বৃক্ষ গৃহের শোভাবর্ধক। বিল্ব, দাড়িম, নাগকেশর, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি গৃহের যেখানেই থাক শুভকারক। আর রক্তপুষ্প, কন্টকী ও শিমূলবৃক্ষ নানাপ্রকার অশুভকারক বলে গৃহের নিকটে রোপণ করা বিধেয় নয়।

গৃহনির্মাণের আবশ্যক ঃ

গৃহ ছাড়া গৃহীর কোন কাজ সিদ্ধ হয় না, তাই গৃহারম্ভ ও প্রবেশ বিধি জানা আবশ্যক। পরগৃহে বেদধ্যান ও শাস্ত্রবিহিত দৈব পৈত্রাদি কাজ করলে তৎভূস্বামী তার ফলভোগ করে। তাই কখনও পরালয়ে দৈব বা পৈত্র কোন কাজই করা উচিত নয়।

বিধিঃ গৃহারম্ভ বিধি সম্পর্কে ভট্টরঘুনন্দন তাঁর জ্যোতিস্তত্ত্বে নির্দেশ করেছেন— **দীপিকায়াম্—**

গণেশং গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্লোকপালানথ গ্রহান্, পূজয়েৎ ক্ষেত্রপালাংশ্চ ক্রূরভূতাংশ্চ বাহ্যতঃ। ব্রহ্মাণং বাস্তুপুরুষং তদ্‌গেহস্থাশ্চ দেবতাঃ। তাশ্চ শিখিপ্রভৃতয়ঃ।

শিখীচৈবাথ পর্জন্যো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ। সূর্যঃ সত্যো ভৃশশ্চৈব আকাশো বায়ুরেব চ।।
পুষা চ বিতথশ্চৈব গৃহক্ষতযমাবুভৌ। গন্ধর্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগঃ পিতৃগণস্তথা।।
দৌবারিকোঽথ সুগ্রীবঃ পুষ্পদন্তো জলাধিপঃ।অসুরঃ শেষপাপৌ চ রোগাহী মুখ্য এব চ।।
ভল্লাটঃ সোম-সর্পৌ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা। আপশ্চৈবাথ সাবিত্রো জয়ো রুদ্রস্তথৈবচ।।
অর্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ। মিত্রোঽথ রাজযক্ষ্মা চ তথা পৃথিধরঃ ক্রমাৎ।।
আপবৎসস্তথা ব্রহ্ম বাস্তুদেহগতাস্তিমে। চরকী চ বিদারী চ পূতনা পাপরাক্ষসী।।

স্কন্দার্যমা জম্ভকাশ্চ পিলিপিঞ্জস্তথাষ্টমঃ এতান্ মৎস্যপুরাণোক্তান্ গৃহারম্ভে প্রপূজয়েৎ।।

অর্থাৎ —(গৃহারম্ভে) গণেশ, লোকপাল, নবগ্রহ, ক্ষেত্রপাল ও ক্রূরভূতগণকে বর্হিভাগে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করবে। তারপর ব্রহ্মা, বাস্তুপুরুষ এবং তদ্‌গৃহে অধিষ্ঠিত শিখী থেকে পিলিপিঞ্জ পর্যন্ত (৫৩ জন) দেবতাকে পূজা করবে।

তারপর মহাকপিল পঞ্চরাত্রের বচন উদ্ধৃত করেছেন —

জলাধার-গৃহার্থঞ্চ যজেদ্বাস্তুং বিশেষতঃ। ব্রহ্মাদ্যদিতি পর্যন্তাঃ পঞ্চাশৎ ত্রয়সংযুতাঃ।।
সর্বেষাং কিল বাস্তুনাং নায়কাঃ পরিকীর্তিতাঃ।। অসম্পূজ্য হি তান্ সর্বান্ প্রাসাদাদীহ্ কারয়েৎ।
অনিষ্পত্তির্বিনাশঃ স্যাদুভয়োধর্মধর্মিণঃ।।

অর্থ ঃ জলাশয়ও গৃহের জন্য বাস্তু ও ব্রহ্মাদি অদিতি পর্যন্ত তিপান্নটি দেবতার পূজা করা উচিত। এঁরা সকলপ্রকার বাস্তুর নায়ক। এঁদের পূজা না করে প্রাসাদাদি আরম্ভ করলে সেই সেই কার্য অসিদ্ধ হয় এবং কর্মকর্তার বিনাশ হয়।

এ প্রসঙ্গে রঘুনন্দন দেবীপুরাণের ৬টি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন —

মধ্যভাগে ততঃ কুর্যাদ্ বাসুদেবস্য পূজনম্। শ্রিয়শ্চ পূজনং কুর্যাদ্ বাসুদেবগণস্য চ।।
গন্ধার্ঘ্য পুষ্প-নৈবেদ্য-ধূপাদ্যৈঃ সুরসত্তমাম্। ততঃ সম্পূজয়েত্তস্মিন্ সর্বলোকধরাং মহীম্।।
সুরূপাং প্রমোদরূপাং দিব্যাভরণভূষিতাম্। ধ্যাত্বাতামর্চয়েদ্ দেবীং পরিতুষ্টাং স্মিতাননাম্।
ততঃ প্রণম্য বিজ্ঞাপ্য তন্ময়ত্বেন চিন্তয়েৎ। এবং প্রপূজিতা দেবাঃ শান্তিপুষ্টিপ্রদা নৃণাম্।।
অপূজিত্বা বিনিঘ্নন্তি গৃহারম্ভেষু কারকম্। গৃহাদেঃ শিল্পরূপত্বাদ্ বিশ্বকর্মাপি পূজয়েৎ।।
শিল্পাচার্যায় দেবায় নমস্তে বিশ্বকর্মণে। স্বাহা ব্রহ্মপুরাণীয়-মন্ত্রেণেতি মতং মম।।

অর্থ ঃ মধ্যভাগে বাসুদেব, লক্ষ্মী ও বাসুদেবগণের পূজা করে গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা সর্বলোকধারিণী পৃথিবীর পূজা করবে। ...... গৃহারম্ভে উক্ত দেবতাগণ পূজিত হলে শান্তি ও পুষ্টিদান করেন আর পূজিত না হলে গৃহকর্তাকে নাশ করেন। গৃহ মঠ প্রভৃতি শিল্পকার্য বলে **'শিল্পাচার্যায় দেবায় নমস্তে বিশ্বকর্মণে স্বাহা'** মন্ত্রে বিশ্বকর্মারও পূজা করা উচিত।

পূজার আধার সম্পর্কে আচার্য রঘুনন্দন উদ্ধৃত করেছেন, জ্যোতিষের বচন —

তদ্ধস্তায়তমাত্র গর্তমতুলং কর্তুর্বিশুদ্ধেদিনে। খাত্বা শাদ্বলগোময়ৈঃ শুচিতরং কৃত্বাম্বুপূর্ণংসুরান্।।
সম্পূজ্যামলপুষ্পকৈর্জলঘটং কৃত্বাম্রশাখাযুতাং। দদ্যাদর্ঘ্যমনেন বিপ্রবচসা মন্ত্রেণ বাস্তোষ্পতেঃ।।

অর্থ ঃ শুভদিনে গৃহকর্তার হস্তপরিমিত সুন্দর একটি গর্ত খনন করে কোমল দূর্বা ও গোময় দ্বারা গর্তের মধ্যভাগে সুন্দরভাবে লেপন করে গর্তটি জল দিয়ে ভর্তি করবে। ঐ জলে সাদা ফুল দিয়ে গণেশাদি দেবতাদের পূজা করবে। অনন্তর আম্রপল্লবযুক্ত জলপূর্ণ একটি ঘট বসিয়ে মন্ত্র দ্বারা বাস্তুপুরুষকে অর্ঘ্য দান করবে।

এ প্রসঙ্গে আরও উদ্ধৃত দেবীপুরাণ বচন —

ততোগর্তং খনেন্ মধ্যে হস্তমাত্রং প্রমাণতঃ। চতুরঙ্গুলমাত্রং তদধঃখন্যাৎ সুসংমিতম্।।
আচার্যঃ প্রাঙ্মুখো ভূত্বা ধ্যায়েদ্দেবং চতুর্মুখম্। অর্ঘ্যং দদ্যাৎ সুরশ্রেষ্ঠ কুম্ভ তোয়েন মন্ত্রবিৎ।।
তস্মিন্ শুক্লানি পুষ্পাণি প্রক্ষিপেদোমিতি স্মরন্। তদাগর্তং পরীক্ষেত দধিভক্তান্বিতং ক্ষিপেৎ।।
ঈশানে সূত্রপাতঃ স্যাদাগ্নেয্যাং স্তম্ভ রোপণম্। দ্বারং নবমভাগেতু কার্যং বামাৎ প্রদক্ষিণম্।।

দেবী পুরাণের বচনের অর্থ ঃ চার আঙ্গুল গভীর, এক হাত পরিমিতি একটি গর্ত খনন করে জল দিয়ে ভর্তি করবে। আচার্য পূর্বমুখে বসে ব্রহ্মার ধ্যান করে অর্ঘ্য প্রদান করবেন। তারপর **'ওঁ'** মন্ত্রে কয়েকটি সাদা ফুল ঐ গর্তে ফেলে শুভাশুভ পরীক্ষণ করে (অর্থাৎ পুষ্প স্থির থাকলে কর্তার স্থিরতা, দক্ষিণাবর্তে ঘুরলে শুভ আর বামাবর্তে ঘুরলে অশুভ) দধিমিশ্রিত চাল গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। ঈশান কোণে সূত্রপাতন ও অগ্নিকোণে স্তম্ভারোপণ করবে। নবম ভাগে দ্বার করবে, ঘরের মধ্যে সমস্ত কাজ ঈশান কোণ থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণাবর্তে কাজগুলি শেষ করবে।

(এই শাস্ত্রীয় বিধিগুলি অবলম্বন করেই প্রয়োগ পদ্ধতি লিখিত।)

গৃহারম্ভ (ভিত পূজা)

আয়োজন ঃ বাসগৃহ মন্দির বা তুলসীমঞ্চাদি নির্মাণের জন্য যতখানি (গৃহাদি ছাড়াও অতিরিক্ত জায়গা সমেত) বাস্তু হিসাবে নির্ণয় করা হবে। সেই জায়গাটির চারকোণে চারটি পরিষ্কার খুঁটি পুঁতে দেওয়া হবে এবং ঐ জায়গার দক্ষিণপূর্ব প্রান্তের কিছুটা অংশ পরিষ্কার করে অগ্নিকোণে একহাত দীর্ঘ, একহাত প্রস্থ ও চার আঙ্গুল গভীর একটি খাত কাটতে হবে। খাতের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে শক্ত করে একটি খুঁটি পুঁতে একটি লাল পতাকা লাগাতে হবে। খাতটিকে সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করে গোময় দিয়ে লেপে জল দিয়ে ভর্তি করতে হবে। খাতের একপাশে একটি ঘট পঞ্চপল্লব বা আম্রপল্লব প্রভৃতি দিয়ে যথাযথ ভাবে সাজিয়ে রাখা হবে। ঐ ঘটের উত্তর দিকে রাখা হবে শালগ্রাম- শিলা এবং তাঁর উপরেই সমস্ত বাস্তু দেবতার পূজা হবে এবং তার পাশেই একটি ছোট তামার ঘট আমশাখা দিয়ে সাজিয়ে জলপূর্ণ করে রাখা হবে। কোনস্থানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া সম্ভব না হলে খাতের জলেই বাস্তুদেবতাদের পূজা করা হবে। পূজা আরম্ভ হলে লাল সূতো নিয়ে ঈশান কোণের খুঁটিতে একটি প্রান্ত বেঁধে ঐ ঈশান কোণ থেকে আরম্ভ করে তিন তার সূতো দিয়ে বাস্তুটি বেষ্টন করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

খাতের সম্মুখে স্বয়ং কর্তা বা পুরোহিত পূর্বমুখে বসে অঙ্গুরী ধারণ, তিলক ধারণ, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, গন্ধাদির অর্চনা, নারায়ণাদির অর্চনা, সূর্যার্ঘ্য দান, গায়ত্রীজপ, (দীক্ষা হলে) — গুরুপূজা, ইষ্টমন্ত্র জপ — এই সাধারণ নিত্যকর্মগুলি করে স্বস্তিবাচন করবে।

স্বস্তিবাচন ঃ — ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ বাসগৃহারম্ভে বাসগৃহবাস্তুকর্মাঙ্গ/(দেবগৃহারম্ভে দেবগৃহবাস্তুকর্মাঙ্গ) সপরিবারবাস্তুদেবতাপূজনকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। প্রতিবচন — ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং।

ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ বাসগৃহারম্ভে বাসগৃহবাস্তু কর্মাঙ্গ/(দেবগৃহারম্ভে দেবগৃহবাস্তু কর্মাঙ্গ) সপরিবার বাস্তুদেবতাপূজন কর্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। প্রতিবচন — ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ বাসগৃহারম্ভে বাসগৃহবাস্তু কর্মাঙ্গ/(দেবগৃহারম্ভে দেবগৃহবাস্তু কর্মাঙ্গ) সপরিবার বাস্তুদেবতাপূজন কর্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। প্রতিবচন — ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্।

শূদ্র, স্ত্রী ও অনুপনীত ব্রাহ্মণ সন্তান এই কাজটি করতে বসলে নমঃ কর্তব্যেঽস্মিন্ বাসগৃহারম্ভে বাসগৃহ বাস্তু কর্মাঙ্গ /(দেবগৃহারম্ভে দেবগৃহ বাস্তু কর্মাঙ্গ) সপরিবার বাস্তুদেবতাপূজন কর্মণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। এই একবারই বলবে। প্রতিবচন হবে — স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি।

স্বস্তিসুক্ত ঃ (সামবেদী) ওঁ সোমং রাজানং বরুণ-মগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।

(যজুর্বেদী) — ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।। ওঁ গণনাস্ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে প্রিয়াণাস্ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে। নিধিনাস্ত্বা নিধিপতিগুঁ হবামহে। বসো মম।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।

(ঋগ্বেদী) — ওঁ স্বস্তি নো মিমীতা-মশ্বিনা ভগঃ, স্বস্তি দেব্যদিতি-রনর্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরোদধাতু নঃ, স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা। ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে, স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ। ওঁ বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্ত্বৃভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি

নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। ওঁ স্বস্তি পন্থামনু-চরেম, সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনদ্দর্দতা ঘ্নতা, জানতা সঙ্গমেমহি।। ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং, মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্‌যশো নাবমিবারুহেম। ওঁ অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ, স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যম্, প্রযতপাণিঃ শরণমহং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেষ্বভয়ং নো অস্তু।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।

অথ সাক্ষ্যমন্ত্র ঃ সঙ্কল্পের পূর্বে কৃতাঞ্জলি হয়ে পাঠ — ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ, সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ্ সন্নিধিম্।।

সঙ্কল্প ঃ দক্ষিণজানু মাটিতে পেতে বসে বাঁহাতে তাম্রকোশায় কুশ, তিল, হরীতকী, তুলসী, সাদাফুল ও জল নিয়ে ডান হাত চাপা দিয়ে বলবেন —

বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ (স্ত্রী ও শূদ্র হলে বিষ্ণুর্নমঃ) অদ্য .... মাসি(মুখ্য চান্দ্রামাস) .... পক্ষে .... তিথৌ .... গোত্রঃ .... দেবশর্মা (পুরোহিত করলে যজমানের) গোত্রস্য/গোত্রয়াঃ .... দেবশর্মণঃ/দাসস্য/ দেব্যাঃ/দাস্যাঃ করিষ্যমানস্য অস্য বাস্তোঃ শুভতাসিদ্ধ্যর্থং তথা নির্বিঘ্নমচিরেণ বাসগৃহ/(দেবগৃহ) সিদ্ধিরায়ুরারোগ্যৈশ্বর্যাভিবৃদ্ধিকামঃ বাস্তো ভূমিপূজনং শিলান্যাসঞ্চ করিষ্যে (পরার্থে — করিষ্যামি) তদঙ্গভূতং সগণাধিপবাস্তুদেবতানাং পূজনমহং করিষ্যে (করিষ্যামি)। পাত্রের জল ঈশান কোণে ফেলে দিয়ে তাম্রকুণ্ডে পাত্রটি উপুড় করে রেখে ভালোভাবে বসে সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করবে। স্ত্রী ও শূদ্র হলে নমোনমঃ বলবে।

সঙ্কল্পসূক্তম্ (সামবেদী) — **ওঁ দেবো বো দ্রাবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাচিম্। উদ্‌বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্ বো দেব ওহতে।**

(যজুষাম্)— ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি, দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।

(ঋগ্বেদিনাম্)— ওঁ যা গুংগূর্য্যা সিনীবালি, যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীম উতয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে।

তন্ত্রোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত — ওঁ ইন্দ্রাদ্যানো বিবেশী পুষ্টাং মা কৃণোতি সতাং সিঞ্চধ্বং প্রহিতামমরোভিঃ স্বর্গমাদধৎ কৃষ্ণায়ুর্দেব ওহতে।

সুক্তপাঠানন্তর — কৃতাঞ্জলি হয়ে যজমান বলবে **(ওঁ) অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু।** ওমস্তু ইতি প্রতিবচন।

পঞ্চগব্য-শোধনমন্ত্রাঃ (সামগানাং) —

গোমূত্র — গায়ত্রী।।

গোময় — ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ।।

দুগ্ধ — ওঁ গব্যো যু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাম্।।

দধি — ওঁ দধিক্রাব্‌ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ।।

ঘৃত— ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানা-মভিশ্রিয়োর্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা।।

কুশোদক — ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং, পুষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্নামি।।

তারপর **গায়ত্রী দ্বারা একীকরণ।**

(যজুষাং)—

গোমূত্র— গায়ত্রী।।

গোময় — ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং, নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং, ত্বামিহোপ- হ্বয়ে শ্রিয়ম্।

দুগ্ধ— ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে।।

দধি— ওঁ দধিক্রাব্‌ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্রণ আয়ুগুঁষি তারিষৎ।।

ঘৃত — ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্য-মৃতমসি ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।।

কুশোদক— ওঁ দেবসা ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং, পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে।।
তারপর **গায়ত্রী দ্বারা একীকরণ**।।
(ঋগ্বেদিনাং)—
গোমূত্র— গায়ত্রী।।
গোময়— ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ।।
দুগ্ধ— ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি, তং মা সং সৃজ বর্চসা।।
দধি— উদ্ বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীডাঃ। দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবী, মিন্দ্রাবতোঽবসে নি হবয়ে বঃ।।
ঘৃত— ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম।।
কুশোদক— ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে।। তারপর গায়ত্রী দ্বারা একীকরণ।।
তন্ত্রমতে — মূলমন্ত্রেই শোধন ও একীকরণ হবে।

অথ বেদীশোধনমন্ত্রঃ — ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে, বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যতে, প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা।

চন্দ্রাতপশোধনম্ — ওঁ উর্ধ্ব উযূণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। উর্ধ্বো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে।

[গৃহারম্ভে অন্যান্য ন্যাস না করলে ও চলবে, তবে — কেবল করন্যাস, অঙ্গন্যাস করতেই হবে।]

করন্যাস ঃ আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। উং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ আং হৃদয়ায় নমঃ। ঈং শিরসে স্বাহা। উং শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায়হুং। ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করে খাতটিকে দুই হাতে স্পর্শ করে বলবে —

ওঁ যথা বৈ খনতে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রস্তথৈব চ। তথাহং খনয়িষ্যামি আচন্দ্রার্কং স্থিরোভব।।

তারপর **ভূতাদি আবাহন করে মাষভক্ত বলি** ভূতাদির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে — **ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমিসংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবজ্ঞায়।** — এই মন্ত্রটি বলে কতকগুলি শ্বেতসর্ষপ দশদিকে ছড়িয়ে দিতে হয়।

অতঃপর শালগ্রামে বা জলে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করে গন্ধপুষ্প দ্বারা বা পঞ্চোপচারে নিম্নোক্ত দেবতার পূজা করতে হবে — ওঁ গণেশায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে প্রতিনামের **আদিতে ওঁ এবং শেষে নমঃ যোগ** করে পূজা করতে হবে। **ইন্দ্রায়, অগ্নয়ে, যমায়, নৈঋতায়, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায়, সূর্যায়, সোমায়, মঙ্গলায়, বুধায়, বৃহস্পতয়ে, শুক্রায়, শনৈশ্চরায়, রাহবে, কেতুভ্যঃ, ক্ষেত্রপালেভ্যঃ, ক্রুরভূতেভ্যঃ, ব্রহ্মণে, বাস্তুপুরুষায়, শিখিনে, পর্জন্যায়, জয়ন্তায়, ইন্দ্রায়, সূর্যায়, সত্যায়, ভৃশায়, আকাশায়, বায়বে, পুষ্ণে, বিতথায়, গৃহক্ষতায়, যমায়, গন্ধর্বায়, ভৃঙ্গরাজায়, মৃগায়, পিতৃভ্যঃ, দৌবারিকায়, সুগ্রীবায়, পুষ্পদন্তায়, বরুণায়, অসুরায়, শেষায়, পাপায়, রোগায়, অহয়ে, মুখ্যায়,ভল্লাটায়, সোমায়, সর্পায়, অদিত্যৈ, দিত্যৈ, অদ্ভ্যঃ, সাবিত্রায়, জয়ায়, রুদ্রায়, অর্যম্নে সবিত্রে, বিবস্বতে, বিবুধাধিপায়, মিত্রায়, রাজক্ষ্মণে, ধরাধরায়, আপবৎসায়, ব্রহ্মণে, চরক্যৈ, বিদার্যৈ, পূতনায়ৈ, পাপরাক্ষস্যৈ, স্কন্দায়, অর্যম্নে, জম্ভকায়, পিলিপিঞ্জায়।** তারপর ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে বিষ্ণুর পূজা করে — ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা মন্ত্রে — **বিষ্ণুকে তুলসী পাতা ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ** মন্ত্রে বাসুদেবের পূজা করে নিম্নোক্ত মন্ত্রে বাসুদেবকে অর্ঘ্য দান করবে।

অর্ঘ্যদানের মন্ত্র ঃ ওঁ আধারশক্তিরূপস্ত্বং কূর্মরূপী জনার্দনঃ। গৃহণার্ঘ্যং ময়াদত্তমাচন্দ্রার্কং স্থিরো ভব। তারপর **ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ** মন্ত্রে শ্রী বা লক্ষ্মীর পূজা করে — **ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ**, মন্ত্রে বাসুদেবগণের পূজা করা হবে। এরপর **অনন্তকে অর্ঘ দিতে হবে।**

মন্ত্র— ওঁ হিমকুন্দ প্রতীকাশ নাগান্তক মহাফণিন্। স্থানং দেহি গৃহং কর্তুং গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তুতে। পাঠ করে ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ-এষঃ অর্ঘ্যঃ) ওঁ অনন্তায় নমঃ বলে অর্ঘ্যটি খাতে দেওয়া হবে।

ওঁ সর্বলক্ষণ সম্পন্ন সর্বেশ কমলাধিপ, স্থানং দেহি গৃহং কর্তুং বিষ্ণুরূপ নমোঽস্তুতে।। পাঠ করে ইদমর্ঘ্যং (যজু— এষঃ অর্ঘ্যঃ ওঁ কূর্মায় নমঃ বলে খাতে দিতে হবে।

তারপর **ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ** মন্ত্রে পৃথিবীকে পূজা করে শঙ্খে জল, দুধ, তিল, আতপচাল, শ্বেতসরিষা, ফুল দিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে অর্ঘ্য পাত্রটি মাথায় নিয়ে নিম্নোক্ত মন্ত্রটি বলবে —

ওঁ হরিণ্যগর্ভে বসুধে শেষস্যোপরিশায়িনি। উদ্ধৃতাসিবরাহেণ সশৈলবনকাননা।। (প্রাসাদং) গৃহংমে কারয়াম্যদ্য ত্বদূর্ধ্বং শুভলক্ষণম্। বসাম্যহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রি মে।। পাঠ করে ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ এষঃ অর্ঘ্য) ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ — বলে অর্ঘ্যটি খাতে দিয়ে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা করবে —

ওঁ সমুদ্রমেখলে দেবি পর্বতস্তনমণ্ডলে। বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং শস্ত্রপাতং ক্ষমস্ব মে।।
ওঁ শুভে চ শোভনে দেবি চতুরস্রে মহীতলে। শুভদে সুখদে দেবি গৃহে কাশ্যপি রম্যতাম্।।
অব্যঙ্গে চাক্ষতে পুণ্যে মুনেশ্চাঙ্গিরসঃসুতে। তুভ্যংময়া কৃতাপূজা সমৃদ্ধিং গৃহিণঃ কুরু।।
ওঁ বসুন্ধরে বরারোহে স্থানং মে দীয়তাং শুভে। ত্বৎ প্রসাদাম্মহাদেবি কার্যং মে সিধ্যতাং দ্রুতম্।।

এরপর মাষভক্ত বলি অর্চনা করে নিবেদন মন্ত্র— ওঁ অগ্নিভ্যোঽপ্যথ সর্পেভ্যো যে চান্যে তৎ সমাশ্রিতাঃ। তেভ্যে বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমম্।। ভূতানি রাক্ষাসাবাপি যেহত্র তিষ্ঠন্তি কেচন। তে গৃহ্নন্ত বলিং সর্বে বাস্তুং গৃহ্নাম্যহং পুনঃ।।

ভূতপ্রণাম মন্ত্রঃ— ভূতানি যানীহ বসন্তি তানি, বলিং গৃহীত্বা বিধিনোপপাদিতং।
অন্যত্রবাসং পরিকল্পয়ন্ত, ক্ষমন্ত তানীহ নমোঽস্তু তেভ্যঃ।।

তারপর **ওঁ বাস্তোস্পতয়ে নমঃ** মন্ত্রে বাস্তোস্পতিকে পূজা করে পূর্বের সজ্জিত ঘটটি মাথায় নিয়ে **ওঁ বাস্তোস্পতে ত্বমুত্তিষ্ঠ সংসারস্থিতিকারক। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং গৃহারম্ভংকরোম্যহম্।। নমঃ সর্বহিতার্থায় বিষ্ণুলোকায় তে নমঃ। ওঁ এষঃ অর্ঘ্যঃ** (সামবেদী পক্ষে — **ওঁ ইদমর্ঘ্যং) বাস্তোস্পতয়ে নমঃ** বলে সম্পূর্ণ ঘট সহ অর্ঘ্যটি বাস্তোস্পতির উদ্দেশ্যে খাতে দেবে। তারপর **ওঁ শিল্পাচার্যায় দেবায় নমস্তে বিশ্বকর্মণে স্বাহা, ওঁ বিশ্বকর্মণে নমঃ** মন্ত্রে বিশ্বকর্মার পূজা করে **প্রণাম —ওঁ আজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি দোষাঃ স্যুশ্চ যদুদ্ভবাঃ। নাশায় ত্বহিতান্ সর্বান্ বিশ্বকর্মন্ নমোঽস্তুতে।।**

শিলা বা ইষ্টকা পূজন— একটি অভগ্ন ইটকে নিম্নাক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য বা শুদ্ধ জল দ্বারা সিক্ত করবে । মন্ত্র - **ওঁ আপঃ শুদ্ধা ব্রহ্মরূপাঃ পাবয়ন্তি জগৎত্রয়ম্। চাভিরত্তি শিলাং স্নাপ্য স্থাপয়ামি শুভস্থলে।।** এইভাবে প্রক্ষালিত ইটকে হলুদ মাখিয়ে সিঁদূর ও চন্দন মাখিয়ে স্বস্তিক ও পুত্তলিকা এঁকে মালা ও কাপড় দিয়ে সাজিয়ে সামনে রেখে গন্ধপুষ্পদ্বারা নিম্নোক্তক্রমে পূজা করবে।

ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ। ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ। ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ রিক্তায়ৈ নমঃ। ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ।। পূজা শেষে হাঁটু গেড়ে বসে ইটকে দুহাতে ধরে — **ওঁ ইষ্টকে ত্বং প্রযচ্ছেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহম্। পুত্রদারাধনায়ুষ্য ধর্মবৃদ্ধিকরী ভব।। দেশস্বামি পুরস্বামি গৃহস্বামি পরিগ্রহে। মনুষ্যধনহস্ত্যশ্ব পশুবৃদ্ধিকরী ভব।।** মন্ত্রটি বলে ইটকে খাতের অগ্নিকোণে পূর্ব পশ্চিমে লম্বা করে স্থাপন করবে। তারপর পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চামৃত স্বর্ণ, রৌপ্য দিয়ে একটি জলপূর্ণ তামার ঘট আমশাখা, ফুল ফুলমালা প্রভৃতি দিয়ে সাজিয়ে ইটের উপর বসিয়ে নিজে ভাল ভাবে বসে ঐ ঘটে গন্ধ পুষ্প দিয়ে পূজা করবে— **ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ মহাপদ্মায় নমঃ। ওঁ শঙ্খায় নমঃ। ওঁ মকরায় নমঃ। ওঁ সমুদ্রায় নমঃ।** তারপর ঐ ইটে পুনরায় গন্ধপুষ্প দিয়ে নন্দাদির পৃথক পৃথক পূজা করে স্তুতি পাঠ করবে। যথা—

(১) ওঁ **নন্দায়ৈ নমঃ**।। ওঁ নন্দী ত্বং নন্দিনী পুংসাং ত্বামত্র স্থাপয়াম্যহম্। অস্মিন্ রক্ষা ত্বয়া কার্যা প্রাসাদে যত্নতো মম।।

(২) ওঁ **ভদ্রায়ৈ নমঃ**।। ওঁ ভদ্রে ত্বং সর্বদা ভদ্রং লোকানাং কুরু কাশ্যপি। আয়ুর্দা কামদা দেবি সুখদাচ সদা ভব।।

(৩) ওঁ **জয়ায়ৈ নমঃ**।। জয়েত্বং সর্বদা দেবি তিষ্ঠ ত্বং স্থাপিতা ময়া। নিত্যং জয়ায় ভূত্যৈ চ স্বামিনো ভব ভার্গবি।।

(৪) ওঁ **রিক্তায়ৈ নমঃ**।। ওঁ রিক্তে ত্বরিক্তে দেষঘ্নে সিদ্ধিবুদ্ধিপ্রদে শুভে। সর্বদা সর্বদোষঘ্নে তিষ্ঠাস্মিন্ মম মন্দিরে।।

(৫) ওঁ **পূর্ণায়ৈ নমঃ**।। ওঁ পূর্ণে ত্বং সর্বদা ভদ্রে সর্বসন্দোহলক্ষণে। সর্বং সম্পূর্ণমেবাত্র কুরুষ্বাঙ্গিরসঃ সুতে।।

দক্ষিণা— তারপর দক্ষিণাস্বরূপ একটি টাকা বাঁদিকে স্থাপিত কোন পাত্রে রেখে **ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চন মূল্যায় নমঃ** ইত্যাদি

২ ক্রমে অর্চনা করে এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ সগণাধিপ বাস্তুদেবতাভ্যো নমঃ বলে উৎসর্গ করে ডান হাতে তিল হরীতকী ধরে বাক্য পাঠ— বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য ...মাসি — পক্ষে —তিথৌ— গোত্রঃ— দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকস্য গোত্রস্য—অমুক দেবশর্মণঃ/দাসস্য) এতদ্ বাসগৃহারম্ভে/(দেবতাগৃহারম্ভে) বাস্তোঃ শুভতাসিদ্ধিপূর্বকং নির্বিঘ্নচিরেণ বাসগৃহ/(দেবগৃহ) সিদ্ধিরায়ুরারোগ্যৈশ্বর্যাভিবৃদ্ধি কামনয়া কৃতৈতদ্ বাস্তু পূজন কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং সগণাধিপ বাস্তুদেবতাভ্যঃ অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)। দক্ষিণার টাকাটি নারায়ণে স্পর্শ করে খাতে দিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলবে— **ওঁ যাস্তুদেবগণা সর্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাৎ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ ।। ক্ষমধ্বং** বলে খাদে জল প্রোক্ষণ করে পূজিত দেবতাদের বিসর্জন করে বিসর্জনান্তে পূর্বে স্থাপিত অর্ঘ্যসমন্বিত ঘটের জলটি খাদে ঢেলে দিয়ে 'ওঁ' উচ্চারণ করে ঐ জলে একটি সাদা ফুল নিক্ষেপ করবে ।

গৃহারম্ভ

শুভাশুভ নির্ণয়— নিক্ষিপ্ত ফুলটি স্থির থাকলে গৃহস্বামীর স্থিরত্ব, দক্ষিণাবর্তে ঘুরলে— মঙ্গল এবং বামাবর্তে ঘুরলে অমঙ্গল সূচিত হয়।

সূত্রপাত— এরপর ঈশান কোণে গিয়ে পূর্বরোপিত খোঁটাটি ধরে বলবে—

ওঁ বিশন্ত তে তলে নাগা লোকপালাশ্চ কামগাঃ। অস্মিন্ গৃহে চ তিষ্ঠন্তু আয়ুর্বলকরাঃ সদা।। তারপর সুতাটি ধরে ধরে অগ্নি কোণে, নৈঋত কোণে ও বায়ু কোণে গিয়ে প্রতিকোণের খোঁটা ধরে ধরে একই ভাবে ঐ মন্ত্র পাঠ করে ঐ সূতা ধরে ঈশান কোণ দিয়ে ঘুরে অগ্নিকোণে সেই খাতের নিকট যে ধ্বজাটি আছে সেই ধ্বজার দণ্ডটি ধরে (**স্তম্ভারোপণ**) ;পাঠ করবে —**ওঁ যথাচলো গিরির্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ। শুভপ্রদস্তথাস্তম্ভ (শুম্ভারম্ভো গৃহস্তম্ভ) স্তথা ত্বমচলো ভব।।**

অচ্ছিদ্রাবধারণ— অতঃপর কৃতাঞ্জলি হয়ে —**ওঁ কৃতৈতৎ শুভবাসগৃহারম্ভে বাস্তুদেবতাপূজন কর্ম —(দেব মন্দির হলে-শুভ দেবতাগৃহারম্ভকর্ম) অচ্ছিদ্রমস্তু। প্রতিবচনম্ —অস্তু।**

বৈগুণ্য সমাধান— তিল হরীতকী ধরে (বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদি কৃতেঽস্মিন্ বাসগৃহারম্ভে (দেবতাগৃহারম্ভে) বাস্তুদেবতাপূজন কর্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনকামঃ ওঁবিষ্ণু (শ্রীবিষ্ণুঃ) স্মরণমহং করিষ্যে। **ওঁ বিষ্ণু বা শ্রীবিষ্ণুঃ** মন্ত্র জপ করে বিষ্ণু ও বাস্তুদেবতাকে প্রণাম করবে।

দেবমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন পূজাতেও একই রকম পূজা হবে কেবল বাস্তুমণ্ডলস্থ দেবতাদের পূজায় প্রথমে 'শিখিনে নমঃ' মন্ত্রের পরিবর্তে হবে 'ঈশায় নমঃ'।

বিঃ দ্রঃ — দেববাস্তুতে কয়েকটি বিভিন্ন নাম প্রচলিত পদ্ধতিতে এবং বাস্তুযাগ তত্ত্বে পাওয়া যায়। কিন্তু মূলগ্রন্থ মৎস্য পুরাণ ও দেবী পুরাণে সেরকম ভিন্নতার কোনরূপ উল্লেখ নাই। বরং দেববাস্তুতেও উক্ত দেবতাদেরই পূজা হবার কথা বলা হয়েছে। রঘুনন্দনও উল্লেখ করেছেন কৃত্যচিন্তামণির বচন — **'গৃহেষু যো বিধিঃ প্রোক্তো বিনিবেশ-প্রবেশয়োঃ। স এব বিদুষা কার্যো দেবতায়তনেষ্বপি।।**

অর্থঃ গৃহারম্ভ ও গৃহপ্রবেশে যে বিধি নির্দিষ্ট আছে, বিদ্বান ব্যক্তি দেবগৃহেও সে বিধি গ্রহণ করবেন।

প্রতিষ্ঠামুকুর

ইতি গৃহারম্ভ (ভিত পূজা)

গৃহ প্রবেশ

বিধি ঃ গৃহারম্ভের কাল, মাস, বার, তিথি নক্ষত্রানুসারে নির্ধারিত শুভদিনে কর্তা নিত্যকর্ম সমাধা করে পূর্বাহ্ণ মধ্যে প্রথমেই গৃহপ্রবেশের স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করবেন। প্রতিটি নৈমিত্তিক বা কাম্য কর্মের জন্য সঙ্কল্প অবশ্য কর্তব্য। ব্রহ্মাণ্ড ও ভবিষ্য পুরাণে উক্ত আছে — 'মাসপক্ষতিথীনাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্বশঃ। উল্লেখনমকুর্বাণো ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ'।। এসময়ই ষোড়শমাতৃকাপূজা, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বাস্তুযাগ এবং (যদি করা হয়) পঞ্চাঙ্গ— স্বস্ত্যয়ন কর্মগুলিরও সঙ্কল্প ও ব্রাহ্মণ বরণ করা হবে। তারপর গৃহস্বামী শুক্ল বস্ত্র, উত্তরীয় ও মালা পরিধান করে সম্মুখে ব্রাহ্মণ, দধি, অক্ষত, আম্রপল্লব, পুষ্প ও ফল শোভিত জলপূর্ণ একটি কলশ স্থাপন করে নারায়ণ ও ব্রাহ্মণদের অগ্রে করে স্ত্রীকে বামে এবং পুত্র পরিজনদের পশ্চাতে সঙ্গে নিয়ে শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি মাঙ্গল্য বাদ্য সহকারে গোপুচ্ছ স্পর্শ করতে করতে গৃহে প্রবেশ করবেন। সেই সময় স্ত্রীর বামকক্ষে একটি জলপূর্ণ কলশ এবং মাথায় ধান্যপূর্ণ লক্ষ্মীডালা থাকবে।

পারস্কর গৃহ্যসূত্রের হরিহর ভাষ্যে গৃহপ্রবেশ বিধি সম্পর্কে উক্ত আছে — 'ব্রাহ্মণৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো মঙ্গলতূর্য গীতশান্তিপাঠেন সজল কলশব্রাহ্মণপুরঃসর শুক্ল মাল্যানুলেপনস্তাদৃশসকল পুত্রপৌত্রকলত্রাদি সমেতঃ সুশকুনসূচিতাভ্যুদয়স্তোরণাঢ্যাং শালাং দ্বারেণপ্রবিশতি।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে — 'গোপুচ্ছবিন্যস্তকরঃ প্রবিশেচ্চ গৃহংগৃহী। অনুলিপ্ত সুখী স্রগ্বী সপত্নীকস্তথৈব চ।।'

মাৎস্যে — 'কৃত্বাগ্রতো দ্বিজবরানথ পূর্ণকুম্ভং দধ্যক্ষতাম্রদলপুষ্প ফলোপশোভম্। দত্ত্বা হিরণ্যবসনানি তথা দ্বিজেভ্যো মাঙ্গল্যশান্তিনিলয়ং বিশেচ্চ।। গৃহ্যোক্ত হোমবিধিনা বলিকর্ম-কুর্যাৎ প্রাসাদবাস্তুশমনে চ বিধির্য উক্ত।'

গৃহপ্রবেশে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ও বাস্তুযাগ অবশ্য কর্তব্য। মৎস্যপুরাণে— **'অন্নপ্রাশে চ সীমন্তে পুত্রোৎপত্তিনিমিত্তকে। পুংসবনে নিষেকে চ নববেশ্ম প্রবেশনে। দেববৃক্ষজলাদীনাং প্রতিষ্ঠায়াং বিশেষতঃ তীর্থযাত্রা বৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রকীর্তিতম্।।'**

গৃহপ্রবেশে বাস্তুযোগের অবশ্য কর্তব্যতা সম্পর্কে **মাৎস্যে** —

'বাস্তুপশমনং কুর্যাৎ সমিদ্ভির্বলিকর্মণা। জীর্ণোদ্ধারে তথোদ্যানে তথা গৃহনিবেশনে।।

নবপ্রাসাদভবনে প্রাসাদ পরিবর্তনে। দ্বারাভিবর্তনে তদ্বৎ প্রাসাদেষু গৃহেষু চ।।'

বাস্তুযোগের সঙ্কল্প হয় আগে, স্বস্তিবাচন পরে।

আয়োজন ঃ যে ঘরটিতে প্রবেশ করা হবে সেই ঘরটি পরিষ্কার ও সুসজ্জিত করে একটি ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে এবং ধূপ ধূনা দিয়ে তার গন্ধে ঘরটিকে আমোদিত করে রাখা হবে। দ্বারদেশে দুদিকে দুটি কলাগাছ রোপণ করে আম্রপল্লব ও ফলযুক্ত দুটি জলপূর্ণ দ্বারঘট বসানো হবে। প্রবেশ পথের পাশে একটি সবৎসাগাভী, প্রজ্বলিত দীপ, দধি অক্ষত আম্রপল্লব-পুষ্প-ফলযুক্ত পূর্ণ কলস, পুষ্পমাল্য, পতাকা, জীবন্ত মাছ, ঘৃত, দধি, রৌপ্য, স্বর্ণ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি সাজিয়ে রেখে বিধি পর্যায়ে উক্তানুরূপে গৃহকর্তা স্ত্রী পরিজনের সঙ্গে গৃহপ্রবেশের উদ্দেশ্যে যে দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে সেখান থেকে দক্ষিণাবর্তে প্রথমে পুর্বদিকে উপস্থিত হবে।

[গৃহবাস্তু প্রদক্ষিণ করার বিধি আছে, কিন্তু যদি একান্তপক্ষে প্রদক্ষিণের উপায় না থাকে তাহলে প্রবেশের পূর্বে দাঁড়িয়ে পূর্বাদি দিকে মুখ ঘুরিয়ে সেই সেই মন্ত্রগুলি পাঠ করবে।]

প্রয়োগ পদ্ধতি

গৃহকর্তা নিত্যকর্ম সমাপন করে হাত পা ধুয়ে শুদ্ধাসনে পূর্বমুখে বসে প্রথমে — ডান হাতে এক গন্ডুষ গঙ্গাজল নিয়ে — **ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্য সম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি। ধর্মদ্রবিতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি।। ওঁ শ্রদ্ধয়াভক্তি সম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি। অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্।।**— মন্ত্র দুটি পাঠ করে ওঁ গঙ্গা, ওঁ গঙ্গা, ওঁ গঙ্গা, বলতে বলতে হাতের জলটি নিজের মাথায় ও সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দেবে। তারপর **তিলক ও অঙ্গুরী** ধারণ করে **আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি** করে গন্ধাদি ও **নারায়ণাদির** অর্চনা করবে। তারপর **সূর্যার্ঘ্য** দিয়ে **গায়ত্রী ও ইষ্টমন্ত্র** জপ

করে প্রথমে গৃহপ্রবেশের জন্য হাতে অক্ষত দূর্বা পুষ্প নিয়ে স্বস্তিবাচন — ওঁ কর্তব্যে অস্মিন্ শুভ নববেশ্মপ্রবেশকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ইত্যাদি ক্রমে স্বস্তিবাচন, স্বশাখোক্ত স্বস্তিসূক্ত ও সাক্ষ্যমন্ত্র (পৃ. ১২) পাঠান্তে দক্ষিণ জানু পেতে কুশ-তিল-ফল-জল সমন্বিত তাম্রপাত্রটি বাম হাতে রেখে ডান হাতে চাপা দিয়ে সঙ্কল্প করবে।

গৃহপ্রবেশের সঙ্কল্প ঃ বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি (মাস, (মুখ্যচান্দ্র মাস) তিথি, পক্ষ, নিজের গোত্র নাম উল্লেখ করে) জ্ঞাতাজ্ঞাত- কায়মনোবাক্‌কৃত-সকলপাপক্ষয়সহিত-নির্বিঘ্নপূর্বক-স্ত্রীপুত্রপৌত্রাদ্যখিলপরিজন-ধনবাহনৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ চিরকাল-বাসস্থিতি কামঃ শুভনববেশ্মপ্রবেশ কর্মাহং করিষ্যে।

স্বশাখোক্ত/সঙ্কল্পসূক্ত (পৃ. ১৩) পাঠ করে আবার হাতে অক্ষত নিয়ে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধের জন্য সঙ্কল্প করবেন। [যদি কোন স্ত্রী সঙ্কল্প করে গৃহপ্রবেশ করেন, তাহলে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ হবে না।]

সঙ্কল্পঃ বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি......(এখানেও মুখ্যচান্দ্রমাসেরই উল্লেখ হবে) অমুক দেবশর্মা/দাসঃ শুভ নববাসগৃহপ্রবেশকর্মাভ্যুদয়ার্থং[১] সগণাধিপ গৌর্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজা বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রদ্ধান্যহং-করিষ্যে। অসমর্থ হলে ভোজ্যদান করবেন। বাক্য হবে— বিষ্ণুরোম . . . . .আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধানুকল্পভোজ্যদানমহং করিষ্যে।তারপর সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করে পুনরায় বাস্তুযাগের সঙ্কল্পের জন্য পূর্বের ন্যায় তাম্রপাত্রটি হতে রেখে সঙ্কল্প করবে।

সঙ্কল্পঃ বিষ্ণুরোম্ তৎসৎঅদ্যেত্যাদি ......(মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুক দেবশর্মা/দাসঃ শুভনববেশ্মপ্রবেশে এতদ্‌বাস্তোঃ সর্ব দোষোপশমনকামঃ বাস্তুযাগকর্মাহং করিষ্যে।

---

১) বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে 'বাস্তুযোগকর্মাভ্যুদয়ার্থং' কথাটির উল্লেখ আছে। কিন্তু এ প্রয়োগটি যথার্থ নয়। কারণ গৃহপ্রবেশেই অভ্যুদয়িকের বিধি বাস্তুযাগে নয়। সুতরাং **নববেশ্মপ্রবেশকর্মাভ্যুদয়ার্থং** বলাই সঙ্গত। তবে যখন গৃহপ্রবেশ ব্যতীত কেবল বাস্তুদোষোপশমন কামনায় বাস্তুযাগ করা হয় তখন 'বাস্তুযাগকর্মাভ্যুদয়ার্থং' বলা হবে। বাস্তুযাগেও আভ্যুদয়িকের বিধি সম্পর্কে স্মার্তবচন—

পিতৃভ্যো বৃদ্ধয়ে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং কৃত্বা সদক্ষিণম্।
ক্রূরভূতবলিঞ্চৈব সম্পূজ্য বাস্তুদেবতাঃ।।'

সঙ্কল্প সূক্ত পাঠান্তে স্বস্তিবাচন—ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ বাস্তুযাগ কর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ইত্যাদি ক্রমে স্বস্তিবাচনের পর স্বস্তিসূক্ত ও সাক্ষ্যমন্ত্র (পৃ. ১২) পাঠ করবে।

(পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নের অয়োজন থাকলে এ সময়ই পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নের স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করা হবে।)

স্বস্তিবাচন— ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন কর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ইত্যাদিকর্মে স্বস্তিবচনান্তে স্বস্তিসূক্ত ও সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ্য। তারপর **সঙ্কল্প** —বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি....... অমুক দেবশর্মা শুভনববাসগৃহপ্রবেশে অদিত্যাদিনবগ্রহসংসূচিত সংসূচ্যমান সংসূচয়িষ্যমান সর্বরিষ্টিপ্রশমন পূর্বকমায়ুরারোগ্যৈশ্বর্যাভিবৃদ্ধি সহিত গার্হস্থ্য সুখশান্তি প্রাপ্তিকামঃ শ্রীশ্রীচণ্ডিকায়াঃ পূজা পূর্বকং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাসপ্রোক্তজয়াখ্যমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ সাবর্ণিসূর্যতনয় ইত্যারভ্য সাবর্ণির্ভবিতামনুরিত্যন্তং সকৃদাবৃত্তিঃ/ (দ্বিরাবৃত্তিঃ/ত্রিরাবৃত্তিঃ) দেবীমাহাত্ম্য পাঠকর্ম শ্রীমদ্‌ভগবদ্দুর্গাপূজাপূর্বকং ভগবদ্দুর্গায়াঃ দুর্গেতি দ্ব্যক্ষরনামাত্মকমন্ত্রাষ্টোত্তর সহস্রসংখ্যক জপকর্ম অষ্টসংখ্যক পার্থিবলিঙ্গাধিকরণক শিবার্চন কর্ম শ্রীমধুসূদনপূজা পূর্বকং মধুসূদনস্য মধুদূদন ইতি পঞ্চাক্ষর নামাত্মকমন্ত্রাষ্টোত্তর সহস্রসংখ্যক জপকর্ম শ্রীবিষ্ণুপূজা পূর্বকম্ এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রং প্রতিবারমুচ্চার্যমানঃ অষ্টোত্তর শতসংখ্যকানি সচন্দন তুলসী পত্রাণি বিষ্ণবে দানকর্মচ পঞ্চকর্মাত্মকং পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নমহং করিষ্যে। সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করে ব্রাহ্মণদের বরণ করতে হয়।

বরণ— প্রথমে নারায়ণ, গুরুদেব ও পুরহিতের গন্ধ পুষ্প, বস্ত্রাদির দ্বারা বরণ। তারপর ব্রহ্ম কর্মের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে বলবে —**ওঁ সাধুভবানাস্তাম্।** ব্রাহ্মণ উত্তর মুখে বসে আচমন করে বলবেন —**ওঁ সাধ্বহমাসে।** যজমান—**ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।** ব্রাহ্মণ—ওঁ অর্চয়। যজমান— **এতে গন্ধপুষ্পে ব্রাহ্মণায় নমঃ** বলে ব্রাহ্মণকে পূজা করে গন্ধপুষ্প বস্ত্রাদি অর্চনা করে ব্রাহ্মণকে দিয়ে ডানহাতে দূর্বাক্ষত নিয়ে ব্রাহ্মণের ডান হাঁটু ধরে বলবেন—**বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি** .... **অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক মৎসঙ্কল্পিত বাস্তুযাগ কর্মণি ব্রহ্মকর্ম করণায় অমুকগোত্রং অমুক দেবশর্মাণম্ এভিঃ**

গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ব্রহ্মত্বেন ভবন্তমহং বৃণে। কৃতাঞ্জলি হয়ে বলবে,—'যথা চতুর্মুখো ব্রহ্মা সর্বলোক পিতামহঃ। তথা ত্বং মম যজ্ঞেঽস্মিন্ ব্রহ্মাভব দ্বিজোত্তম।। ব্রাহ্মণ—ওঁ বৃতোঽস্মি। যজমান কৃতাঞ্জলি হয়ে —ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্মকুরু। ব্রাহ্মণ—ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি। এই ক্রমে হোতা, আচার্য ও সদস্য বরণ। আচার্যবরণে বলবেন,—আচার্যস্তু যথা স্বর্গে শক্রাদীনাং বৃহস্পতিঃ। তথা ত্বং মম যজ্ঞেস্মিন্ আচার্যো ভব সুব্রতঃ।। হোত্রাদি বরণে পাঠ্য—ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞঃ সর্বধর্মপরায়ণঃ। বিততে পুণ্যযজ্ঞেঽস্মিন্ ঋত্বিক্ ত্বং মে মখে ভব।। পরে স্বস্ত্যয়নের জন্য বরণ করতে হবে। তার বরণ বাক্য হবে —বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি..... শুভনবগৃহপ্রবেশে মৎসঙ্কল্পিত পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন কর্মণি পূজকাদিকর্মকরণায় অমুক গোত্রং অমুক দেবশর্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য বৃতত্বেন ভবন্তমহং বৃণে। অন্যান্য কর্ম পূর্বের ন্যায়।

প্রদক্ষিণকর্ম— এরপর যজমান যথোক্ত বিধানে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে বলবেন —ব্রাহ্মণ প্রবিশামি। ব্রাহ্মণ বলবেন—ওঁ প্রবিশ। যজমান — ঋতং প্রপদ্যে, শিবং প্রপদ্যে বলে পূর্বদিকে যাবে । কৃতাঞ্জলি হয়ে—ওঁ কেতা চ মা সুকেতা চ পুরস্তাদ্‌গোপায়েতামিত্যগ্নির্বৈ কেতাদিত্যঃ সুকেতা তৌ প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোঽস্তু তৌমা পুরস্তাদ্ গোপায়েতাম্। বলে পূর্বদিককে প্রণামের দ্বারা পূজা করবে। তারপর যাবেন দক্ষিণদিকে কৃতাঞ্জলি হয়ে মন্ত্র— ওঁ দক্ষিণতো গোপায়মানং চ মা রক্ষমাণা চ দক্ষিণতো গোপায়েতামিত্যহর্বৈ গোপায়মানং রাত্রী রক্ষমানা তে প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোঽস্তুতে মা দক্ষিণতো গোপায়েতাম্ — বলে দক্ষিণ দিকের পূজা । তারপর পশ্চিমদিকে—ওঁ পশ্চাৎ দীদিবিশ্চ মা জাগৃবিশ্চ পশ্চাদ্ গোপায়েতামিত্যন্নং বৈ দীদিবিঃ প্রাণো জাগৃবিস্তৌ প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোঽস্তু তৌ মা পশ্চাদ্‌গোপায়েতাম্। পশ্চিম দিকের পূজা করে যাবেন উত্তরদিকে—ওঁ উত্তরতোঽস্বপ্নশ্চ মানবদ্রাণশ্চোত্তরতো গোপায়েতামিতি চন্দ্রমা বা অস্বপ্নো বায়ুরনবদ্রাণস্তৌ প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোঽস্তু তৌ মোত্তরতো গোপায়েতাম্। বলে উত্তর দিকে পূজা করে দক্ষিণবর্তে ঘুরে প্রবেশদ্বারের নিকট গৃহাভিমুখে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ নবগৃহপ্রবেশ কর্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ওঁ ব্রুবন্তু ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ব্রাহ্মণেরা ওঁ স্বস্তি ৩ বার বলে, ওঁ স্বস্তিন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবা ইত্যাদি ৩টি ঋক্ উচ্চারণ করবেন। যজমান পূর্ণকলশাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যগুলি দর্শন করে গোপুচ্ছ স্পর্শ করতে করতে দ্বারদেশে দিয়ে গৃহাভিমুখে

প্রবেশ করতে করতে বলবেন —ব্রহ্মা ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রদেবতা নবগৃহপ্রবেশে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধর্মস্থুণা রাজগুঁ শ্রীস্তুপমহোরাত্রে দ্বার ফলকে। ইন্দ্রস্য গৃহা বসুমন্তো বরুথিনস্তানহং প্রপদ্যে সহ প্রজয়া পশুভিঃ সহ।। ১।। ব্রহ্মাঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ শালাদেবতা নবগৃহপ্রবেশে বিনিয়োগ। ওঁ যন্মে কিঞ্চিদস্ত্যপহূতঃ সর্বগণসখায়সাধুসংবৃত। তাং ত্বা শালেঽরিষ্টবীরা গৃহান্নঃ সন্তু সর্বতঃ।। ২।।

অতঃপর ব্রাহ্মণগণ ওঁ কয়ানশ্চিত্র......।। ওঁ কস্ত্বা সত্যো.....।। ওঁ অভীষুণঃ.....।। তিনটি মন্ত্র এবং স্বস্তিন......।। ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করবেন। তারপর ঘরের ঈশান কোণে লক্ষ্মীডালাটি এবং কাঁখের জলপূর্ণ কলসটি নামিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে বলবেন—

প্রার্থয়ামীত্যহং দেবং শালায়ামধিপস্তু যঃ। প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গেন গৃহার্থং যন্ময়াকৃতম্।।
মূলচ্ছেদং তৃণচ্ছেদং কৃমীণাং চ নিপাতনম্। হননং জলজীবানাং ভূমেঃ শস্ত্রেণ পাতনম্।।
অনৃতং ভাষিতং যচ্চ কিঞ্চিদর্থস্য পাতনম্। তৎসর্বং হি ক্ষমস্ব ত্বং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।।
গৃহার্থে যৎকৃতং পাপমজ্ঞানেনাথ চেতসা । তৎসর্বং ক্ষম্যতাং দেবি শালে মম ক্ষমাং কুরু।।

মনে মনে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের চিন্তা করে প্রণাম করবে। আবার প্রার্থনা করবে—

ওঁ সুখং দেহি ধনং দেহি দেহি পুত্রমনুত্তমম্। আয়ুর্বৃদ্ধিঞ্চ ধান্যঞ্চ আরোগ্যং দেহি গেহয়োঃ।।
আরোগ্যং মম ভার্যায়াঃ পিতৃমাতৃসুখং সদা। ভ্রাতৃণাং পরমং সৌখ্যং পুত্রাণাং সৌখ্যমেব চ ।
সর্বস্বং দেহি মে বিষ্ণো গৃহে সংবিশতাং প্রভো। নবগৃহযুতাং ভূমিং পালয়স্ব বরপ্রদ।।

এর পর ভূমিষ্ঠ হয়ে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, পৃথিবী ও বাস্তুদেবকে প্রণাম করবে। অতঃপর আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বাস্তুযাগাদি ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান হবে।[আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধাদির আগে বা পরে উভয় কল্পেই গৃহপ্রবেশ করার বিধি আছে। তবে সব সময়েই বারবেলা কালবেলাদি পরিত্যাগ করে শুভসময়ে পূর্বাহ্ণ মধ্যেই গৃহপ্রবেশ করা বিধেয়।]

ইতি গৃহপ্রবেশ

বাস্তুযাগ

বিধি ঃ বাস্তুযাগের বিধি সম্পর্কে আশ্বলায়ন গৃহ্যপরিশিষ্টে, গোভিল গৃহ্যসূত্রে, পারস্কর গৃহ্যসূত্রে, লিঙ্গপুরাণে, অগ্নিপুরাণে, গরুড় পুরাণে ও মৎস্যপুরাণে বহু নির্দেশ পাওয়া যায়। ভট্টরঘুনন্দন বাস্তুযাগতত্ত্ব প্রণয়নে মুখ্যতঃ মৎস্যপুরাণের নির্দেশ গ্রহণ করেছেন। স্থল বিশেষে দেবীপুরাণেরও কিছু বচন উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু পাঞ্চাননতর্করত্ন মহাশয় সম্পাদিত দেবীপুরাণে অনুরূপ কোন বচন বা নির্দেশ পাওয়া যায় না।

বাস্তুযাগের বহু বিধি গৃহারম্ভ পর্যায়ে আলোচনা করা হলেও গুরুত্ব হিসাবে তার পুনরালোচনার প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ জ্ঞাতব্য— বাস্তুযাগে যে বাস্তুমন্ডলটি রচনা করতে হয় সে সম্পর্কে লিঙ্গপুরাণের নির্দেশ—

চুতঃষষ্টিপদং বাস্তু সর্বদেবগৃহং প্রতি। একাশীতিপদং বাস্তু মানুষং প্রতি সিদ্ধিদম্। (অর্থাৎ সমস্ত দেববাস্তুতে চতুঃষষ্টিপদ এবং মনুষ্যবাস্তুতে একাশীতিপদ বাস্তুর কথাই বলা হয়েছে। আশ্বলায়ন গৃহ্যপরিশিষ্টের নির্দেশ—

অথ পূর্তান্যুদগয়ন আপূর্য্যমান পক্ষে জ্যোতির্বিদুক্ত পুণ্যদিনে পূর্বেদ্যুঃ কৃতস্বস্তিবাচনস্তত ঈশান্যাং দিশি চতুস্রাং চতুরঙ্গুলমুচ্ছ্রিতাং হস্তমাত্রাং বেদিং কৃত্বা যথোক্তবিধানেন বাস্তুমন্ডলং কৃত্বা গৃহ্যোক্তবদুদীচ্যামভিষেককুম্ভং নিধায়ামীত্যুচ্যতে.......।

যাহোক বাস্তুযাগতত্ত্ব অনুসারে লিঙ্গ ও মৎস্যপুরাণের নির্দেশক্রমে আমাদের দেশে মনুষ্যবাস্তুতে একাশীপদ এবং দেববাস্তুতে চৌষট্টিপদ বাস্তুমন্ডলেই পূজা করা হয়।

একাশীতি পদ বাস্তুমন্ডলে দেবতাদের সন্নিবেশের নির্দেশ মৎস্যপুরাণেই সুস্পষ্ট। যথা— *একাশীতিপদং কৃত্বা বাস্তুবিৎ সর্ববাস্তুষু। পদস্থান্ পূজয়েদ্দেবাংস্ত্রিংশৎপঞ্চদশৈব তু। দ্বাত্রিংশদ্বাহ্যতঃ পূজ্যাঃ পূজ্যাশ্চান্তস্ত্রয়োদশাঃ।। নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি স্থানানি চ নিবোধত। ঈশানকোণাদিযুতান্ পূজয়েদ্ধবিষা নরঃ।। শিখিচৈবাথ পর্জন্যো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ। সূর্যসত্যৌ ভৃশশ্চৈব আকাশো বায়ুরেব চ। পূষা চ বিতথশ্চৈব গৃহক্ষতযমাবুভৌ। গন্ধর্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগঃ পিতৃগণস্তথা।। দৌবারিকোঽথ সুগ্রীবঃ পুষ্পদন্তো জলাধিপঃ। অসুরঃ শেষ পাপৌ*

চ রোগোঽহিমুখ্য এব চ।। ভল্লাটঃ সোমসর্পৌ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা। বহির্দ্বাত্রিংশদেতেতু তদন্তস্ত ততঃ শৃণু।। ঈশানাদি চতুষ্কোণে সংস্থিতান্ পূজয়েদ্বুধঃ। আপেশ্চৈবাথ সাবিত্রো জয়োরুদ্রস্তথৈব চ।। মধ্যে নবপদে ব্রহ্মা তস্যাষ্টৌ চ সমীপগান্। সাধ্যানেকান্তরান্ বিদ্যাৎ পূর্বাদ্যান্ নামতঃশৃণু।। অর্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ। মিত্রোঽথ রাজযক্ষ্মা চ তথা পৃথ্বীধরস্মৃতঃ।। পরিতো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। আপশ্চৈবাপবৎসশ্চ পর্জন্যোঽগ্নির্দিতিস্তথা।। পাদিকানান্ত বর্গোঽয়মেবং কোণেষ্বশেষতঃ। তন্মধ্যে তু বহির্বিংশদ্দ্বিপদাস্তে তু সর্বশঃ।। (সার অর্থ হলো—একাশীপদ বাস্তুমণ্ডলের বাইরের দিকের ঘরগুলিতে শিখি থেকে দিতি পর্যন্ত বত্রিশজন দেবতাকে স্থাপন করা হবে। তারই নীচে ঈশানাদি চারটি কোণে আপ, সাবিত্র, জয় এবং রুদ্র— চারজনকে স্থাপন করে মাঝে নবপদে ব্রহ্মাকে স্থাপন করা হবে। তার পর চতুর্দিকে পূর্বদিক থেকে আরম্ভ করে অর্যমা থেকে আপবৎস পর্যন্ত আটজনকে স্থাপন করা হবে। এই দেবতাদের পদ সন্নিবেশের রীতি হ'লো বাহিরের দিকের কোণের দুটি করে ঘর এক পদে, এক পদে বারজন দেবতা, তারপরে ভিতরে দুটি লাইনের কোণের ঘরগুলিতে এক পদ করে আটজন দেবতা এবং ব্রহ্মার চারিদিকে তিন পদ করে নিয়ে চারজন দেবতা আর বাইরের দিকে প্রথম লাইনের ও দ্বিতীয় লাইনের ঘর ধরে দুটি করে পদ নেবেন কুড়িজন দেবতা। তিন পদ করে নেবেন চারজন দেবতা। এইভাবে মোট ৪৫ জন দেবতাকে স্থাপন করা হয় একাশিপদে।

চতুঃষষ্টিপদের ক্ষেত্রে দেবতা স্থাপনের কিছুটা বৈষম্য থাকবে;কারণ দেবতা ৪৫ জনই থাকবে কিন্তু মণ্ডলে ঘর থাকবে চৌষট্টিটি। এখানে মণ্ডল রচনার বিষয়ে গ্রহণীয় মৎস্যপুরাণের নির্দেশ—

চতুঃষষ্টিপদোবাস্তু প্রাসাদে ব্রহ্মণাস্মৃতঃ। ব্রহ্মা চতুষ্পদস্তত্র কোণেম্বর্ধপদাস্তথা।। বহিঃকোণেষু বাস্তৌ তু সার্ধশ্চোভয় সংস্থিতাঃ। বিংশতিৰ্দ্বিপদাশ্চৈব চতুঃষষ্টিপদেস্মৃতাঃ।।

(অর্থাৎ চতুষষ্টিপদের বাহিরের দিকের কোণগুলিতে অর্ধপদে অর্ধপদে এক একজন করে আটজন দেবতাকে স্থাপন করা হবে। মাঝখানে ব্রহ্মার থাকবে চারপদ। কুড়িটি দ্বিপদে কুড়িজন এবং বাকি ষোলটি একপদে ষোলজন দেবতাকে স্থাপন করা হবে।)

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য বাস্তুযাগতত্ত্বে মৎস্যপুরাণের নাম উল্লেখ করা হলেও পদবিন্যাসে ব্যতিক্রম আছে। সম্ভবত এটি সংস্করণগত ত্রুটি। বিশেষ করে একাশিপদের দেবতার নামের সঙ্গে চৌষট্টিপদের দেবতার নামের ঐক্য না থাকাটা বিশেষ আশ্চর্যজনক। কারণ কোণ আকর

গ্রন্থেই দেববাস্তুর জন্য বিশেষ কোন দেবতার নাম উল্লেখ নাই। ভট্টরঘুনন্দন তাঁর জ্যোতিষতত্ত্বে উদ্ধৃত করেছেন কৃত্যচিন্তামণিবচন— **গৃহেষু যো বিধিপ্রোক্তবিনিবেশ প্রবেশয়োঃ। স এব বিদুষা কার্যো দেবতায়নেষ্বপি।'** ইহাই স্বাভাবিক যে, বস্তুপশমনের ক্রিয়া একই রকম হবে। দেববাস্তুতে প্রথমেই শিখীর পরিবর্তে ঈশ ব্যবহার করা হয় তাও ঠিক সঙ্গত নয়। কারণ বাস্তু দেবতাদের নামের পর্যায়ে মৎস্যপুরাণে আছে শিখিনাদি এবং অগ্নিপুরাণে আছে ঈশাদি। অগ্নিপুরাণে যেহেতু বাস্তুর ক্ষেত্রে প্রাসাদ কথাটি উল্লেখ করে চৌষট্টিপদের কথা উল্লেখ করেছেন; সেকারণেই সম্ভবতঃ চৌষট্টিপদে 'ঈশ' নামটির প্রবর্তন হয়েছে। কিন্তু বৈদিক গ্রন্থের পর্যায়ভুক্ত আশ্বলায়ন গৃহ্য পরিশেষ্টে 'শিখিনাদি' নামেরই উল্লেখ আছে। সুতরাং কেবল মণ্ডলের বৈচিত্র্য ছাড়া নামের বৈচিত্র্য ঘটান উচিত নয়। তাতে বাস্তুশাস্ত্রোক্ত বিধি লঙ্ঘন করা হয়।

দ্বিতীয় অলোচ্য, বহির্মণ্ডলস্থ চরক্যাদির স্থাপনেও বাস্তুযাগতত্ত্বে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। দেববাস্তুতে চরক্যাদি আটজনের নাম উল্লেখ করে একাশীতিপদ বাস্তুতে কেবল ঈশানাদি চারকোণে চারজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু **আশ্বলায়ন গৃহ্যপরিশিষ্টে** বাস্তুপূজনবিধিতে উল্লেখ আছে - **'অথ বহির্মণ্ডলাদৈশান্যাদি চতুর্দিক্ষুচরকীং পুতনাং পাপরাক্ষসীমথ প্রাগাদি স্কন্দমর্যমনং জৃম্ভকং পিলিপিঞ্জঞ্চ পূজয়িত্বৌদন পায়সাজ্যদধিমধুশাকসূপসমন্বিত নানা ভক্ষ্যাণি সমর্প্য প্রণম্য.......।**

রঘুনন্দন গৃহারম্ভে বাস্তুমণ্ডলস্থ দেবতাদের পূজায় দীপিকার বচন উদ্ধৃত করেছেন— **'চরকীচ বিদারীচ পুতনা পাপরাক্ষসী। স্কন্দার্যমা জম্ভকাশ্চ পিলিপিঞ্জাস্তথাষ্টমঃ।।** তিনি আরও উদ্ধৃত করেছেন মহাকপিল পঞ্চরাত্রের বচন— **ব্রহ্মাদ্যদিতিপর্যন্তাঃ পঞ্চাশৎত্রয়সংযুতাঃ। সর্বেষাং কিল বাস্তুনাং নায়কাপরিকীর্তিতাঃ। অসম্পূজ্য হি তান্ সর্বান্ প্রাসাদাদীহ কারয়েৎ। অনিষ্পত্তির্বিনাশঃ স্যাদুভয়োর্ধর্মধর্মিণঃ।।** সুতরাং চরক্যাদি আটজনকে ধরা না হলে ৫৩ জন বাস্তু নায়ক হয় না। একথাও স্মরণীয় যে, এখানে বলা হয়েছে —'শিখিনাদি পিলিপিঞ্জান্ত ৫৩ জন সকল বাস্তুরই নায়ক। সুতরাং আগে ঈশানাদি কোণক্রমে চারজন ও পরে পূর্বাদি দিকক্রমে চারজন— মোট আটজনেরই সকল প্রকার বাস্তুযাগেই পূজা হবে।

পূজা ও হোম সম্পর্কে মৎস্যপুরাণ ও বাস্তুযাগতত্ত্বের ক্রমে দেখা যায় একাশীপদ বা চৌষট্টিপদ বাস্তুমণ্ডল স্বর্ণশলাকা দ্বারা অংকন করে পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে মণ্ডলটি বিধি অনুসারে পূর্ণ করে চারকোণে চারটি ঘট এবং যাগবেদির ঈশানে শান্তিকুম্ভ বা অভিষেক ঘট বসান হবে। এই চারটি ঘটে পূজার বিষয়ে প্রায় সকলেই নিরুত্তর। কিন্তু দীপিকার একটি বচনদ্বারা এই সমস্যার সমাধান হয়। দীপিকার বচন—

গণেশং গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্লোকপালনথ গ্রহান্। পূজয়েৎ ক্ষেত্রপালাংশ্চ ক্রূরভূতাংশ্চ বাহ্যতঃ।। ব্রহ্মাণং বাস্তুপুরুষং তদ্গেহস্থাশ্চ দেবতাঃ।।

অর্থাৎ মণ্ডলের বহিঃস্থিত প্রথম ঘটে (ঈশানকোণস্থ) গণেশ, দ্বিতীয় ঘটে (অগ্নিকোণে) ইন্দ্রাদি লোকপাল, তৃতীয় ঘটে (নৈঋতে) সূর্যাদি নবগ্রহ , এবং চতুর্থ ঘটে (বায়ুকোণে) ক্ষেত্রপাল ও ক্রূরভূতগণের পূজা করে ব্রহ্মা, বাস্তুপুরুষ, মণ্ডলস্থ দেবতা প্রভৃতির পূজা হবে।

বাস্তুমণ্ডলে পূজা সম্পর্কে দেবীপুরাণোক্ত বচনানুসারে **বাস্তুযাগতত্ত্বের** নির্দেশ—

মধ্যভাগে ততঃ কুর্যাদ্ বাসুদেবস্য পূজনম্। শ্রিয়শ্চ পূজনং কুর্যাদ্ বাসুদেবগণস্য চ। গন্ধপুষ্পার্ঘ্য নৈবেদ্যধূপাদ্যৈঃ সুরসত্তমঃ। ততঃ সংপূজয়েত্তস্মিন্ সর্বলোকধরাং মহীম্। সুরূপাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাম্। ধ্যাত্বা তামর্চয়েদ্দেবীং পরিতুষ্টাং স্মিতাননাম্।। ততঃ স্বনামমাত্রেণ সর্বদেবময়ং হরিং। ধ্যাত্বাতমর্চয়েত্তত্র যজেদ্ বাস্তুমতঃপরম্।। ব্রহ্মস্থানে ততো বিদ্বান্ কুর্যাদাধারমক্ষতৈঃ। তস্মিন্ সংস্থাপয়েৎ কুম্ভং বর্ধন্যা সহপূরিতম্।। হৈমংবা রাজতং পাত্রং মৃণ্ময়ং বা দৃঢ়ং নবং। সর্ববীজৌষধিযুক্তং সুবর্ণরজতান্বিতম্।। ব্রহ্মস্থানে ততো মন্ত্রী কলসং স্থাপ্য পূজয়েৎ। তস্মিংশ্চতুর্মুখং দেবং প্রাজেশং মন্ত্রবিগ্রহম্।।

সুতরাং মণ্ডলমধ্যে মণ্ডলস্থ শিখিনাদি পিলিপিঞ্জান্ত তিপ্পান্নজন দেবতার পূজা করে ব্রহ্মস্থানে (নবপদে) বাসুদেব, লক্ষ্মী, বাসুদেবগণ, পৃথিবী, সর্বদেবময়হরি ও বাস্তুপুরুষের পূজার পর সেখানে বর্ধনীসহ ঘটস্থাপন করে তাতে চতুর্মুখে প্রজাপতি ব্রহ্মার পূজা করা হবে। (চতুর্মুখ ও প্রজাপতি, ব্রহ্মার বিশেষণ মাত্র, পৃথক কোন দেবতা নয়।)

অতঃপর হোমীয় বিধিঃ

বাস্তুযাগতত্ত্বে হোম বিধি সম্পর্কে বচন — ততোমণ্ডলবাহ্যে তু প্রতীচ্যাং প্রাঙ্মুখঃস্থিতঃ। আচার্যো গৃহ্যসম্ভারং ব্রহ্মাদিস্তর্পয়েৎসুরান্। প্রাজেশং তর্পয়েদ্বিদ্বানাহুতীনাংশতেন চ । ইতরান্ দশভির্দেবানাহুতিভিঃ প্রতর্পয়েৎ।।

অর্থাৎ পূজার পর আচার্য মণ্ডলের বাহিরে পূর্বমুখে বসে **ব্রহ্মার শতসংখ্যক আহুতিদ্বারা** এবং অন্যান্য **দেবতাদের দশ দশ আহুতিদ্বারা** হোম করবে। কিন্তু চরু বা পায়স দ্বারা হোমের উল্লেখ নাই।

গোভিল গৃহ্যসূত্রের নির্দেশ— **'মধ্যেহগ্নিমুপসমাধায় কৃষ্ণয়া গবা যজেতাজ্যেন বা শ্বেতেন সপায়সাভ্যাং পায়সেন বা বসামাজ্যং মাংসং পায়সমিতি সযূয়াষ্টগৃহীতং গৃহীত্বা জুহুয়াৎ বাস্তোষ্পত ইতি প্রথমা, বামদেব্যর্চো মহাব্যাহৃতয়ঃ প্রজপতয় ইত্যুত্তমা।।'**—

এই বচনের সারকথা হল পায়স পাক করে সেই পায়স দিয়ে'বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহি....' ইত্যাদি চারটি ঋক্ দ্বারা তারপর 'কয়ানশ্চিত্র.....' ইত্যাদি তিনটি ঋক্দ্বারা এবং মহাব্যাহৃতি মন্ত্র তিনটি দ্বারা আহুতি দিয়ে শেষে কেবল প্রজাপতয়ে স্বাহা মন্ত্র দ্বারা একটি আহুতি দেওয়া হবে। এই হোমগুলির পর দশদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালের উদ্দেশে পায়স বলিদানেরও বিধি আছে। —**'হুত্বা দশ বলীন্ হরেৎ প্রদক্ষিণং প্রতিদিশমবান্তরদেশেষ্বানুপূর্বেণাব্যতিহরন্।** (এই বিধান সামবেদীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

পারস্কর গৃহ্যসূত্রের তথা কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রের নির্দেশ— দক্ষিণতো ব্রহ্মাণমুপবেশ্যোত্তরত উদপাত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা..... আজ্যং সংস্কৃত্যেহরতিরিত্যাজ্যাহুতী হুত্বা অপরা জুহোতি বাস্তোষ্পতে প্রতি..... এধিনঃ স্বাহেতি। স্থলীপাকস্য জুহোতি — অগ্নিমিন্দ্রং...... দেবত্য স্বাহেতি।

সার অর্থ হলো—চরু বা পায়স পাক করে এবং আজ্য সংস্কার করে 'ইহরতি..... ও উপসৃজন, ... এবং বাস্তোষ্পতে ..... ইত্যাদি চারটি মন্ত্রদ্বারা মোট চারটি আজ্যাহুতি দিয়ে পায়স দ্বারা 'অগ্নিমিন্দ্রং ইত্যাদি মন্ত্রে ছয়টি আহুতি দিতে হয়। (এই বিধি যজুর্বেদীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

সুতরাং উভয় শাখার বিধিগ্রহণ করে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধি— পায়স পাক করে তার দ্বারা প্রথমতঃ—**'বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহি ইত্যাদি চারটি মন্ত্রে আহুতি,** দ্বিতীয়তঃ **বামদেব্য মন্ত্রে তিনটি আহুতি,**তৃতীয়তঃ **মহাবাহৃতি দ্বারা তিনটি আহুতি,** চতুর্থঃ **অগ্নিমিন্দ্রং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ছয়টি আহুতি** দিয়ে **'প্রজাপতি'** এবং **'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিকে'** আহুতি দিয়ে চরু হোম সম্পন্ন করে দশদিকে ইন্দ্রাদিকে দশটি পায়স বলিদান করতে হবে। তারপর — আজ্যদ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করে **'ইহরতি'** ইত্যাদি দুটি মন্ত্রে **বস্তোষ্পতে প্রতিজানীহি** ইত্যাদি চারটি মন্ত্রে মোট ছয়টি ও নবগ্রহ মন্ত্র দ্বারা নয়টি আজ্যাহুতি দিয়ে মহাব্যহৃতি হোম করে বাস্তুযাগতন্ত্রোক্ত ক্রমে বাস্তুমণ্ডলস্থ দেবতাদির সমিধাহুতি হবে।

মণ্ডলস্থদেবতাদের হোমে সচরাচর যজ্ঞডুম্বুর সমিধ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তার অভাবে তিল যব দ্বারাও আহুতি হতে পারে। বাস্তুযাগতন্ত্রে ধৃত মৎস্যপুরাণীয় বচন— **যবৈঃ কৃষ্ণতিলৈস্তদ্বৎ সমিদ্ভিঃ ক্ষীরবৃক্ষকৈঃ পলাশৈঃ খদিরৈরাপমার্গোডুম্বুরসম্ভবৈঃ। কুশদূর্বাময়ৈর্বাপি মধুসর্পিঃসমন্বিতৈঃ।** বাস্তুপুরুষের জন্য বিশেষ—**'কার্যস্তুপঞ্চভির্বিল্বৈর্বিল্ববীজৈরথাপি বা।** সেখানেও হোমের শেষে মণ্ডলস্থ দেবতাদের উদ্দেশে বলিদানের উল্লেখ আছে—**'হোমান্তে ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ বাস্তুদেশে বলিং হরেৎ'।** মৎস্যাদি পুরাণে এসমস্ত

বলি সম্পর্কে বিশেষ উপচারের কথা বলেও শেষে অভাবে কেবল পায়সবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—**'পায়সোবাপি দাতব্যঃ স্বনাম্না সর্বতঃ ক্রমাৎ।।**

হোম ও বলিপ্রদানের পরবর্তী বিধি বাস্তুযাগতন্ত্রে— ততঃ প্রণম্য বিজ্ঞাপ্য কৃত্বা বৈ স্বস্তিবাচনম্। প্রগৃহ্য কর্করীং সম্যক্ মণ্ডলান্ত প্রদক্ষিণম্। সূত্রমার্গেণ দেবেশ তোয়ধারেণ কারয়েৎ। পূর্বাবর্তেন মার্গেন সপ্তবীজানি বাপয়েৎ।। আরম্ভং তেন মার্গেণ তস্য খাতস্য কারয়েৎ। ততো গর্তং খনেন্মধ্যে হস্তমাত্রং প্রমাণতঃ। চতুরঙ্গুলমাত্রং তদধঃ খন্যাৎ সুসম্মিতং। গোময়েন প্রলিপ্যাথ চন্দনেন বিভূষয়েৎ। মধ্যে দত্ত্বা তু পুষ্পাণি শুক্লান্যক্ষতমেব চ । আচার্যো প্রাঙ্মুখো ভূত্বা ধ্যায়েদ্দেবং চতুর্মুখম্। তুর্যমঙ্গল ঘোষেণ ব্রহ্মঘোষরবেন চ। অর্ঘ্যং দদ্যাৎ সুরশ্রেষ্ঠ কুম্ভতোয়েন মন্ত্রবিৎ। প্রগৃহ্য কর্করীং তাস্তু তৎখাতংপূরয়েঞ্জলৈঃ।.....বীজৈঃশালিযবাদীনাং গর্তং তৎপুরয়েৎততঃ। ক্ষেত্রজাভিঃ পবিত্রাভির্মৃদ্ভির্গর্তং প্রপূরয়েৎ।।

বাস্তুমণ্ডলে পৃথিবীর পূজার বিধান আছে, কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে রৌপ্য প্রতিমায় পূজার বিধান থাকায় বর্তমানে তাই প্রচলিত আছে।

সর্বশেষ বিধি— যজমানের অভিষেক। মৎস্যপুরাণীয়— **ততঃ সর্বৌষধিস্নানং যজমানস্যকারয়েৎ।।**

বিঃ দ্রঃ— উক্ত শাস্ত্রবিধিগুলি অবলম্বন করেই বাস্তুযাগের প্রয়োগ-পদ্ধতি প্রণয়ন করা হবে। গৃহপ্রবেশনিমিত্তক বা দেবতা, মন্দির, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নিমিত্তক যে বাস্তুযাগ তাও একক্রমেই হবে, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে,তথাপি পুনরায় স্মরণ করান হচ্ছে, বাস্তুযাগে কোন ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য হবেনা, কেবল মণ্ডলরচনা ছাড়া।

আয়োজনঃ বাস্তুমধ্যে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ চারহাত এবং এক হাত উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বেদি নির্মাণ করে তার চারকোণে কলাগাছ, দ্বারঘট বসিয়ে চারকোণে চারটি নারিকেল ডাল বসিয়ে ফুল মালা প্রভৃতি দিয়ে যজ্ঞমণ্ডপের মতো সুসজ্জিত করতে হবে। বেদীর ঈশান কোণে শান্তি ঘট বসাবার জন্য পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে অষ্টদল পদ্ম আঁকা হবে। সেই পরিমাণ মত জায়গা ছেড়ে একহাত দৈর্ঘ্য, একহাত প্রস্থ ও চার আঙ্গুল উচ্চতা বিশিষ্ট বাস্তুমণ্ডলের একটি বেদী নির্মাণ করা হবে এবং বেদীর একবারে দক্ষিণ দিকে একহাত দৈর্ঘ্য, একহাত প্রস্থ ও চার আঙ্গুল গভীর একটি হোম কুণ্ড নির্মাণ করা হবে।

বাস্তুমণ্ডলের বেদির নীচে চার কোণে চারটি ঘট বসাবার জন্য চারটিঅষ্টদল পদ্ম আঁকা হবে এবং বাস্তুমণ্ডলটি ছক অনুসারে আঁকা

হবে। বাস্তুমণ্ডলের চার কোণে বার আঙ্গুল পরিমাপের চারটি খদিরশঙ্কু পুঁতে ঈশান কোণ থেকে আরম্ভ করে তিনতার লাল সূতো দিয়ে বাস্তুমণ্ডলটি বেষ্টন করে ঐ ঈশান কোণ থেকে সূতা ধরে সমস্ত বাস্তুর চারিদিক ঘিরে দিতে হবে।

● চিহ্নিতবেদির চারকোণে কলাগাছ, নারিকেলের ডাল ও দ্বারঘট।
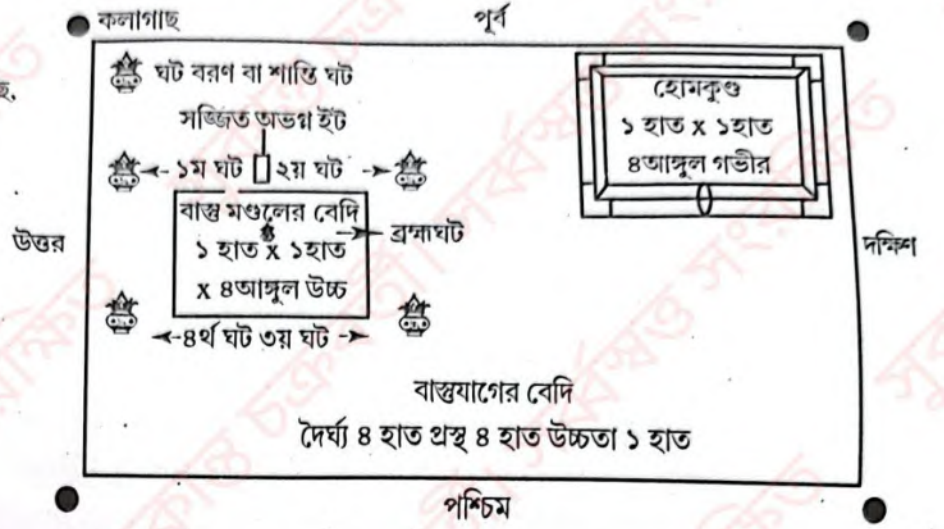
ব্রহ্মার ঘটটি ভৃঙ্গার বা কমণ্ডলুসহ সাজিয়ে পাশে রেখে দেওয়া হবে। সুতরাং বাস্তুবেদিতে মোট ছটি ঘট থাকবে। একটি নিখুঁত ইটকে হলুদ মাখিয়ে মাঝে স্বস্তিক চিহ্ন বা পুত্তলি এঁকে বাস্তুমণ্ডলের বেদির নীচে পূর্বদিকে রাখা হবে।

বাস্তুর শেষ প্রান্তে অগ্নিকোণে একটি একহাত দৈর্ঘ্য, একহাত প্রস্থ, এবং গভীর চার আঙ্গুল ১টি খাত কাটা হবে। চার আঙ্গুল গভীরে ইষ্টকাদি স্থাপন করা অসম্ভব তাই বাস্তুপরীক্ষায় খাতের যে মাপ আছে অরত্নিমাত্র অর্থাৎ মুষ্টিবদ্ধ একহাত সেটিই স্বীকার্য। ঐ রূপ একটি

খাত কেটে গোময় দিয়ে লেপে জায়গাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হবে। তবে খাতের মাটিগুলি পাশে থাকবে, কারণ শেষেঐ মাটিগুলি দিয়েই খাতটি পুরণ করে দিতে হবে। নিজ গোত্রজ ছাড়া অপরকে দিয়ে খাত পুরণ করান উচিত নয়। একটি পতাকা উত্তোলন করতে হবে। শাস্ত্রে ঐ স্তম্ভারোপণের স্থান অগ্নিকোণে বলা হলেও ঈশান কোণেই দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত।

মাষভক্ত বলি ও পায়স বলি দেওয়ার জন্য ৮০টি মাটির পাত্র রাখা প্রয়োজন।

প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

বৃত ব্রহ্মণ বাস্তুমণ্ডল বেদির সম্মুখে পূর্বমুখে বসে **তিলক, কুশাঙ্গুরীয়** ধারণ করে **আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, গন্ধাদি ও নারয়ণাদির অর্চনা করে, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি ও পুষ্পশুদ্ধি, সূর্যার্ঘ্য দানান্তে** স্বশাখোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করবেন।

পঞ্চগব্যশোধনমন্ত্র (সামবেদী)—গোমূত্র —গায়ত্রী।।

গোময়—ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে কুকুভে মিথঃ।।

দুগ্ধ— ওঁ গব্যো যু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাম্।।

দধি —ওঁ দধিক্রব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ।।

ঘৃত— ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্বভিতে অজরে ভুরিরেসা।।

কুশোদক— ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং, পুষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্নামি।। তারপর গায়ত্রী দ্বারা একীকরণ।

(যজুর্বেদী)— গোমূত্র—গায়ত্রী।।

গোময়— ওঁ গন্ধদ্বারাংদুরাধর্ষাং, নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সবর্বভূতানাং, ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।

দুগ্ধ— ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে; বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে।।

দধি— ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্রণ আয়ুগুঁষি তারিষৎ।।

ঘৃত— ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্য-মৃতমসি ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।।

কুশোদক— ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং, পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে।। তারপর গায়ত্রী দ্বারা একীকরণ।।
(ঋগ্বেদী)— গোমূত্র—গায়িত্রী।।

গোময়— ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ।

দুগ্ধ— ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং, রসেণ সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি, তং মা সং সৃজ বর্চসা।।

দধি— ওঁ উদ্ বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীডাঃ। দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবী, মিন্দ্রাবতোবসে নি হ্বয়ে বঃ।।

ঘৃত— ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতংমে আসন্। অর্ক স্ত্রিধাতু রজসো বিমানো,- অজস্রো ঘর্ম্মো হবিরস্মি নাম।।

কুশোদক —ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং, বাজে-বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে। তারপর গায়ত্রী দ্বারা একীকরণ।।

বেদিশোধনমন্ত্রঃ—ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে, বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যতে, প্রণীতোঅগ্নিরগ্নিনা।।

চন্দ্রাতপশোধনম্—ওঁ উৰ্দ্ধ ঊযূণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। উর্দ্ধো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে।

তারপর শরৎপক্ক ধান্য, মুগ, শ্বেতসরিষা, তিল, যব মিশ্রিত জল দ্বারা বেদিটিকে অভিষিক্ত করে বাস্তুমণ্ডলের চারকোণে (ঈশানাদিক্রমে) খদির শঙ্কু চারটি প্রতিবার নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করে প্রোথিত করতে হয়।

শঙ্কু রোপণ ঃ ওঁ বিশন্তু তে তলে নাগা লোকপালাশ্চকামগাঃ। অস্মিন্ প্রাসাদে তিষ্ঠন্তু আয়ুর্বলকরঃ সদা।।

শঙ্কু বলি ঃ শঙ্কুগুলির পাশে পাশে অগ্ন্যাদি কোণক্রমে (শঙ্কুবলি) মাষভক্তবলি সাজিয়ে উৎসর্গ করে করে নিবেদন করতে হয়।

অগ্নিকোণে—অর্চনা-(**সম্প্রদানেভ্যঃ অগ্নিভ্যঃ সর্পেভ্যশ্চ নমঃ**) উৎসর্গান্তে নিবেদন মন্ত্র—

ওঁ অগ্নিভ্যোঽপ্যথ সর্পেভ্যো যে চান্যে তৎসমাশ্রিতাঃ। তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমম্।।

নৈঋতকোণে— মাষভক্তবলি উৎসর্গ করে (**সম্প্রদানেভ্যো নৈঋতাধিপতি খেচরেভ্যো নমঃ**) নিবেদন মন্ত্র ওঁ নৈঋতাধিপতিশ্চৈব নৈঋত্যাং যে চ খেচরাঃ। তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি সর্বে গৃহ্নন্তু মন্ত্রিতম্।।

বায়ুকোণে— (**সম্প্রদানেভ্যো বায়ুরক্ষোভ্যো নমঃ**) নিবেদন মন্ত্র—

ওঁ নমো বায়ুরক্ষোভ্যো যে চান্যে তৎসমাশ্রিতাঃ। তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমম্।।

ঈশানকোণে— (**সম্প্রদানেভ্যো রুদ্রেভ্যঃ সর্পেভ্যশ্চ নমঃ**) নিবেদন মন্ত্র

ওঁ রুদ্রেভ্যশ্চৈব সর্পেভ্যো যে চান্যে তৎসমাশ্রিতাঃ। তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি গৃহ্নন্তু সততোৎসুকাঃ।।

দিগ্‌বলি ঃ [ছক অনুসারে মনুষ্য বাস্তু হ'লে একাশীপদ ও দেবাবাস্তু হ'লে চৌষট্টিপদ বাস্তু আগেই এঁকে রাখতে হয়। এসময় স্বর্ণশলাকাটি সমস্ত রেখায় স্পর্শ করিয়ে পূর্বাদি চতুর্দিকে এবং তারপর ঈশানাদি চারটি কোণে শেষে উৰ্দ্ধ ও অধঃ এই ক্রমে দশদিকে মাষভক্তবলি দিতে হয়।]

উৎসর্গ মন্ত্র — ওঁ এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ **পূর্বাশাস্থিতেভ্যো/ দক্ষিণাশাস্থিতেভ্যো/ পশ্চিমাশাস্থিতেভ্যো/ উত্তরাশাস্থিতেভ্যো/ ঐশান্যাংস্থিতেভ্যো / অগ্নেয্যাংস্থিতেভ্যো / নৈঋত্যাংস্থিতেভ্যো / বায়ব্যাংস্থিতেভ্যো / ঊর্দ্ধস্থিতেভ্যো / অধঃস্থিতেভ্যো ভূতরক্ষোভ্যো** নমঃ। সম্প্রদান করে নিবেদন করতে হয়। **নিবেদন মন্ত্র —**

ওঁ ভূতানি রাক্ষসাবাপি যেঽত্র তিষ্ঠন্তি কেচন।

তে গৃহ্নন্তু বলিং সর্বে বাস্তুং গৃহ্ণাম্যহং পুনঃ।

(দশবারই পাঠ্য) নিবেদনের পর প্রাণাম করতে করতে একবার প্রার্থনা করবে।—

ওঁ ভূতানি যানীহ বসন্তু তানি, বলিং গৃহীত্বা বিধিনোপপাদিতম্।

অন্যত্র বাসং পরিকল্পয়ন্তু, ক্ষমন্তু তানীহ নমোঽস্তুতেভ্যঃ।।

দ্বারপূজা ঃ ওঁ দ্বারদেবতা ইহাগচ্ছত ইত্যাদিক্রমে আবাহন করে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করা হবে। (দক্ষিণ দ্বারে) — **ওঁ ধাত্রে নমঃ।** (বামে)— **ওঁ বিধাত্রে নমঃ। ওঁ গণেশায় নমঃ। ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ। ওঁ পট্টশালায়ৈ নমঃ। ওঁ মণ্ডলদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ কন্ডনীভ্য নমঃ। ওঁ পেষণ্যৈ নমঃ। ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।**

বিঘ্নপসারণ ঃ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং মন্ত্র উচ্চারণ করে দিব্য অবলোকন করে **ওঁ অস্ত্রায় ফট্** মন্ত্রে জল ছিটিয়ে বাম পায়ের গোড়ালি মাটিতে তিনবার ঠুকতে হয়।

মাষভক্ত বলি ঃ ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করে সেখানে ওঁ ভূতাদয় ইহাগচ্ছত .... ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করে **ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ** মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করে কোন পাত্রে মাষভক্ত বলি সাজিয়ে অর্চনা করে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে মন্ত্রপাঠ—

ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্মাণঃ রৌদ্রস্থাননিবাসিনঃ। মাতরোঽপ্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে।। বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্যে দিগ্‌বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ। সর্বে তে প্রীতিমনসং প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমংবলিম্।। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ মন্ত্রে উৎসর্গ করে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে পাঠ —

ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ।। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্ বিনিসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্। তারপর — **ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্** মন্ত্রে বিসর্জন করে লাজ-চন্দন-সিদ্ধার্থ-ভস্ম, দূর্বা-কুশ অক্ষত (অথবা কেবল যব বা কেবল শ্বেতসরিষা) নিয়ে ফট্ মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করে **ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা ভূমিপালকাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তেনশ্যন্তু শিবজ্ঞয়া।। ভূতানামবিরোধেন দেবপূজাং করোম্যহম্।। ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেন তাড়িতাঃ** এই মন্ত্র বলতে বলতে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ভূতশুদ্ধিঃ 'রং' ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য, স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা, সোঽহম্ ইতি মন্ত্রেণ হৃদয়স্থং জীবাত্মানং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থিত-কুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্ণাবর্ত্মনা মূলধার-স্বধিষ্ঠান-মনিপুরকানাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য-ষট্-চক্রাণি ভিত্ত্বা, শিরোঽবস্থিতাধোমুখ-সহস্রদল-কমল-কর্ণিকান্তর্গতপরমাত্মনি সংযোজ্য, তত্রৈব পৃথিব্যপ্‌তেজোবায্বাকাশ-গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দ-নাসিকাজিহ্বাচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্র-বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থ-প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপ-চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি *লীননি* বিভাব্য; দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা, **'যং'** ইতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামানাসাপুটে বিচিন্ত্য, অস্য *ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য;*

নাসাপুটৌ ধৃত্বা, তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা বামকুক্ষিস্থ-কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য; তস্য দ্বাত্রিংশদ্‌বারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততো দক্ষিণনাসাপুটে 'রংইতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য; নাসাপুটৌ ধৃত্বা,তস্য চতু ঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা পাপপুরুষেণ সহ দেহং দগ্ধ্বা; তস্য দ্বাত্রিংশদ্‌বারজপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ 'ঠং' ইতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসাপুটে ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বান্নাসাপুটৌ ধৃত্বা'বং' ইতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা; তস্মাল্ললাটস্থচন্দ্রাদ্ গলিতসুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচয্য; 'লং' ইতি পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্‌বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ; ততঃ হংসঃ (শক্তিবিষয়ে সোঽহম্) ইতি মন্ত্রেণ জীবাত্মানং স্বহৃদয়মানীয়, কুলকুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদীনি চ যথাস্থানে স্থাপয়েৎ।। ততঃ স্বহৃদয়ে হস্তং দত্বা **'আং সোহম্'** ইতি পঠেৎ, এতেন স্বহৃদয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ভবতি।।

সংক্ষেপভূতশুদ্ধি ঃ ধর্মকন্দসমূদ্ভূতং জ্ঞাননালং সুশোভনম্। ঐশ্বর্য্যাষ্টদলোপেতং পরং বৈরাগ্যকর্ণিকম্। স্বীয়হৃৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন প্রকাশিতম্। কৃত্বা তৎকর্ণিকাসংস্থং প্রদীপকলিকানিভম্। জীবাত্মানং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সঞ্চিন্ত্য কুন্ডলীম্। সুষুম্ণাবর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ।।৪।।

প্রকারান্তরম্ — ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্ণাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা। যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা। রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা। পরমশিব সুষুম্ণাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস, জ্বল, জ্বল, প্রজ্বল, প্রজ্বল,হংসঃ সোঽহং স্বাহা।।

মাতৃকান্যাস ঃ অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষি-র্গায়ত্রী চ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে (লিপিন্যাসে বা) বিনিয়োগঃ।। [ঋষ্যাদিন্যাসঃ] **(শিরসি)** ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, **(মুখে)** ওঁ গায়ত্র্যৈ চ্ছন্দসে নমঃ **(হৃদি)** ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, **(গুহ্যে)** ওঁ হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, **(পাদয়োঃ)** ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।। [করন্যাসঃ] অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং

ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।। [অঙ্গন্যাসঃ] অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্।।

অন্তর্মাতৃকান্যাসঃ ঃ ওঁ আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়সরসিজে তালুমূলে ললাটে। দ্বৈপত্রে ষোড়শারে দ্বিদশদশদলে দ্বাদশার্ধে চতুষ্কে। বাসান্তে বালমধ্যে ডফকঠসহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং। হং ক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপং নামামি।। অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ (ইতি ষোড়শ বর্ণান্ সবিন্দূন্ ষোড়শদলকমলে **কণ্ঠমূলে** ন্যসেৎ)। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং (ইতি দ্বাদশ বর্ণান্ সবিন্দুন্ দ্বাদশদলকমলে **হৃদয়ে** ন্যসেৎ)। ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং (ইতি দশ বর্ণান্ সবিন্দূন্ দশদলকমলে **নাভৌ** ন্যসেৎ)। বং ভং মং যং রং লং (ইতি ষড় বর্ণান্ সবিন্দূন্ ষড়্দলকমলে **লিঙ্গমূলে** ন্যসেৎ)। বং শং ষং সং (ইতি চতুরো বর্ণান্ সবিন্দূন্ চতুর্দ্দলকমলে **মূলাধারে** ন্যসেৎ)। হং ক্ষং (ইতি দ্বৌ বর্ণৌ সবিন্দূ দ্বিদলকমলে **ভ্রূমধ্যে** ন্যসেৎ)।। (প্রতিটি বর্ণের শেষে 'নমঃ' যোগ করে বলতে হয়।)

বাহ্যমাতৃকান্যাস ঃ ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং, ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধ-চন্দ্রশকলা-মপীন-তুঙ্গ স্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলশং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ, র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে।। (ইতি ধ্যাত্বা ন্যসেৎ), অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখে), ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঊং নমঃ (বামকর্ণে), ঋং নমঃ (দক্ষিণনাসাপুটে), ৠং নমঃ (বামনাসাপুটে), ঌং নমঃ (দক্ষিণগন্ডে), ৡং নমঃ (বামগন্ডে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং নমঃ (উর্দ্ধদন্তপঙক্তৌ), ঔং নমঃ (অধোদন্তপঙক্তৌ), অং নমঃ (মস্তকে), অঃ নমঃ (মুখে) , ক ং নমঃ (দক্ষিণবাহুমূলে), খং নমঃ (কর্পূরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), চং

নমঃ (বামবাহুমূলে), ছং নমঃ (কূর্পরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে); টং নমঃ (দক্ষিণোরুমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুলফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ণং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), তং নমঃ (বামোরুমূলে), থং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুল্ফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে) বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ (দক্ষিণ-স্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), শং নমঃ (হৃদয়াদি-দক্ষিণকরাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদয়াদি-বামকরাগ্রে), সং নমঃ (হৃদয়াদি-দক্ষিণপদাগ্রে), হং নমঃ (হৃদয়াদি-বামপদাগ্রে), লং নমঃ (হৃদয়াদি-জঠরে), ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদি-মুখে)।।

সংহারমাতৃকান্যাসঃ ঃ ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্ক ং বিদ্যাং করৈ-রবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দু-মৌলিমরুণা-মরবিন্দ-বাসাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্।। ধ্যান করে বিলোম-মাতৃকান্যাসং করবে। যথা — ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদি-মুখে), লং নমঃ (হৃদয়াদি-জঠরে), হং নমঃ (হৃদয়াদি-বামপদাগ্রে), সং নমঃ (হৃদয়াদি-দক্ষিণপদাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদয়াদি-বামকরাগ্রে), শং নমঃ (হৃদয়াদি-দক্ষিণকরাগ্রে), বং নমঃ (বাম স্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), যং নমঃ (হৃদি), মং নমঃ (উদরে), ভং নমঃ (নাভৌ), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ফং নমঃ (বাম পার্শ্বে), পং নমঃ (দক্ষিণ পার্শ্বে), নং নমঃ (বামপাদস্য-অঙ্গুল্যগ্রে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), দং নমঃ (গুলফে), থং নমঃ (জানুনি), তং নমঃ (বামোরুমূলে), ণং নমঃ (দক্ষিণপাদস্য-অঙ্গুল্যগ্রে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ডং নমঃ (গুলফে), ঠং নমঃ (জানুনি), ট ং নমঃ (দক্ষিণোরুলে), ঞং নমঃ (বামবাহোঃ-অঙ্গুল্যগ্রে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ছং নমঃ (কূর্পরে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ঙং নমঃ (দক্ষিণবাহোঃঅঙ্গুল্যগ্রে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), খং নমঃ (কূর্পরে), কং নমঃ (দক্ষিণবাহুমূলে), অঃ নমঃ (মুখে), অং নমঃ (মস্তকে), ঔং নমঃ (অধোদন্তপঙ্ক্তৌ), ওং নমঃ (উর্ধ্বদন্তপঙ্ক্তৌ), ঐং নমঃ (অধরে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ৡং নমঃ (বামগন্ডে), ঌং নমঃ (দক্ষিণগন্ডে), ৠং নমঃ (বামনাসাপুটে), ঋং নমঃ (দক্ষিণনাসাপুটে), ঊং নমঃ (বামকর্ণে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), আং নমঃ (মুখে), অং নমঃ (ললাটে)।।

অথ প্রাণায়ামঃ ঃ দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা, বামহস্তে মূলমন্ত্রস্য বীজস্য প্রণবস্য বা (কালীকল্পে তু হ্রীঁ বীজস্যৈব) যোড়শবারজপেন বামনাসয়া বায়ুং পূরয়েৎ (ইতি পূরক); ততো বামনাসাপুটং ধৃত্বা চতুঃষষ্ঠিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা দক্ষিণনাসাং ত্যক্তা বামনাসয়া দ্বাত্রিংশদ্‌বারজপেন বায়ুং রেচয়েৎ (ইতি রেচকঃ) ।। পুনঃ যোড়শবারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুমাপূর্য্য; দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা চতুঃষষ্ঠিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা; বানাসাপুটং পরিত্যজ্য, দ্বাত্রিংশদ্‌বারজপেন বায়ুং রোচয়েৎ।। পুনঃ যোড়শবারজপেন বামনাসয়া বায়ুমাপূর্য্য, বামনাসাপুটং ধৃত্বা, চতুঃষষ্ঠিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা; দক্ষিণনাসাপুটং পরিত্যজ্য, দ্বাত্রিংশবারজপেন বায়ুং রোচয়েৎ।। *।। ইতি প্রাণায়ামাত্রম্।। অশক্তৌ একমেব প্রাণায়ামং প্রথমবৎ কুর্য্যাৎ।। যোড়শবারস্থলে চতুর্ব্বারং, চতুষষ্ঠিবারস্থলে যোড়শবারং, দ্বাত্রিংশদ্‌বারস্থলে অষ্টবারং বা জপেৎ।।

(* অসমর্থ হ'লে একবার করবে। অথবা ১৬-৬৪-৩২ বারের পরিবর্তে ৪-১৬-৮ বার করে ৩ বার করবে।)

পীঠন্যাসঃ ঃ (হৃদয়ে) ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমন্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ, (দক্ষিণাংসে) ওঁ ধর্মায় নমঃ, (বামাংসে) ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, (বামোরুমূলে) ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, (দক্ষিণোরুমূলে) ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ, (মুখে) ওঁ অধর্মায় নমঃ, (বামপার্শ্বে) ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, (নাভৌ) ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, (দক্ষিণপার্শ্বে) ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ, (পুনর্হৃদয়ে) ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ; অং সূর্যমন্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমন্ডলায় যোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমন্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।।

কালীকল্পে [প্রথমাবধিন্যাসঃ] ঃ (হৃদয়ে) ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এবং প্রকৃত্যৈ, কমঠায়, শেষায়, পৃথিব্যৈ, সুধাম্বুধয়ে, মণিদ্বীপায়, চিন্তামণিগৃহায়, পারিজাতায়, রত্নবেদিকায়ৈ, মণিপীঠায়।। (চতুর্দিক্ষু) মুনিভ্যঃ, দেবেভ্যঃ, শিবাভ্যঃ, শবমুন্ডেভ্যঃ, (দক্ষিণাংশে) ধর্মায়, (বামাংশে) জ্ঞানায়, (বামোরুমূলে) বৈরাগ্যায়, (দক্ষিণোরুমূলে) ঐশ্বর্যায়, (মুখে) অধর্মায়, (বামপার্শ্বে) অজ্ঞানায়, (নাভৌ) অবৈরাগ্যায়, (দক্ষিণপার্শ্বে) অনৈশ্বর্যায়; (পুনর্হৃদয়ে) ওঁ শেষায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং সুর্যমন্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, উং সোমমন্ডলায় যোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমন্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।। (পূর্ব্বাদ্যষ্টকেশরেষু) ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, এবং জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, নন্দায়ৈ; (মধ্যে) ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ; (তদুপরি) ওঁ হেসৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ।।

জগদ্ধাত্র্যাশ্চ—দুর্গাকল্পঃ দুর্গকল্পে— [হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনের পর] আং প্রভায়ৈ নমঃ, ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, উংজয়ায়ৈ নমঃ, সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ঐ বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ, ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, অং বিজয়ায়ৈ নমঃ; (মধ্যে) অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ, (তদুপরি) ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ।।

বিষ্ণুকল্পে— [জ্ঞানাত্মনের পর] ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ, উৎকির্ষণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্বে, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ, (মধ্যে) অনুগ্রহায়ৈ, (তদুপরি) ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্বাত্মসংযোগ-যোগপদ্ম-পীঠাত্মনে নমঃ)।।

শিবকল্পেঃ [জ্ঞানাত্মনের পর] ওঁ বামায়ৈ নমঃ, এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, বলবিকরণ্যৈ, বলপ্রমথিন্যৈ, সর্বভূতদমন্যৈ, (মধ্যে) মনোন্মন্যৈ, (তদুপরি) ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ।।

ঘটস্থাপন

'ফট' মন্ত্রে ঘটটি ধুয়ে এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ কুম্ভায় নমঃ বলে পূজা করে ওঁ উচ্চারণ করে পঞ্চশস্য অভাবে ধানের উপর বসানো হবে। [বাস্তুমণ্ডলের ঈশান কোণস্থ ঘট থেকে প্রথম স্থাপন শুরু হবে। **শেষে শান্তি কুম্ভ**।]

ঘটস্থাপনমন্ত্র (সামবেদী) ভূমি— ওঁ মহি ত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য।। **ধান্য**— ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ, মপুপবন্তমুক্‌থিনং। ইন্দ্র প্রাতর্জ্জুষস্ব নঃ।। **ঘট**— ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো, বিশ্বা অর্ষন্নভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায়

ধীয়তে।। **জল**— ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যুতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ।। **পল্লবং**— ওঁ অয়মুর্জ্জাবতো বৃক্ষ, উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ।। **ফল**— ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎ পার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চ কান, আগোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ।। **বস্ত্র**— ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আ গাৎ, স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।। **সিন্দূর**— ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে, ক্রতুরিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে। সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে ।। **পুষ্প**— ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব।। **স্থিরীকরণ**— ওঁ ত্বাবতঃ পুরূবসো, বয়মিন্দ্রপ্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্।। **কৃতাঞ্জলি**— ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য, তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ।।

(যজুর্বেদী)— **ভূমি**— ওঁ ভূরসি, ভুমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া, বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃগুঁহ, পৃথিবীং মা হিগুঁসী।। **ধান্য**— ওঁ ধান্যমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।। **ঘট**— ওঁ আ জিঘ্র কলশং, মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ।। **জল**— ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থো বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ।। **পল্লব**—ওঁ ধন্বনাগা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি,ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম।। **ফল**—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তানো মুঞ্চন্ত্বগুঁহসঃ।। **বস্ত্র**— ওঁযুবা সুবাসাঃ ইত্যাদি। **সিন্দূর**—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠাভিন্দন্নুর্মিভিঃ পিন্নমানঃ।। **পুষ্প**— ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা, বাহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপ, মশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্বলোকম্ম ইষান।। **স্থিরীকরণ**— ওঁ স্থিরো ভব বীড়বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যবর্বন্। পৃথুর্ভব সুষদ, স্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ।। **কৃতাঞ্জলি**— ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য, তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ।।

ঋগ্বেদী ঃ— ভূমি— ওঁ উবর্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন, হুবে দেবানা-মবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে, দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ।। **ধান্য**— ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ, -মপূপবন্ত-মুক্‌থিনং। ইন্দ্রপ্রাতজুষস্ব নঃ।। **ঘট**— ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম, কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্ বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্মি। **জল**— ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি ইত্যাদি। **পল্লব**— ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম। ধন্বনাঃ তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি, ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম।। **ফল**— ওঁ যা ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ।। **বস্ত্র**— ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আ গাৎ ইত্যাদি। **সিন্দূর**— সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শুঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নুর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ।। **পুষ্প**— ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা,-বহোরাত্রে পাশে নক্ষত্রাণি রূপ,-মশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্মইষাণ, সর্ব্বলোকম্ম ইষাণ।। **স্থিরীকরণ**— ওঁ স্থিরোভব বীড্ঙ্গ, আশুর্ভব বাজ্যর্বন্ পৃথুর্ভব সুষদ-স্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ।। **কৃতাঞ্জলি**— ওঁ সর্ববতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য,তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ।।

এরপর পঞ্চদেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করতে হবে।

পঞ্চদেবতার পূজা — (কূর্মমুদ্রায় পুষ্পটি বুকের কাছে হাত রেখে গণেশাদি দেবতার ধ্যান করে ফুলটি দেবতার উদ্দেশ্যে শালগ্রামে বা তাম্রকুণ্ডের জলে দিয়ে পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে প্রণাম করতে হয়।)

গণেশের ধ্যান— ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং, প্রস্যন্দন্ মদগন্ধলুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাত বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।। এষঃ গন্ধঃ ও গণেশায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওঁ গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ। এতদ্ অক্ষত নৈবেদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ। (এই রীতিতে পূজা হবে)

প্রণাম ঃ ওঁ দেবেন্দ্রমৌলি-মন্দার-মকরন্দ-কণারুণা। বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজ-রেণবঃ।।

সূর্যের ধ্যান— ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্।। এষ গন্ধঃ ওঁ সূর্যায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা হবে।

প্রণাম ঃ ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।

বিষ্ণুর ধ্যান— ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী, হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ।। এষঃ গন্ধঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ইত্যাদিক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করে চয়নমন্ত্র বলে 'এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে 'স্বাহা' মন্ত্রে একটি তুলসীপাতা দিতে হয়।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।।

শিবের ধ্যান— ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং,. রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈ র্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্। এষ গন্ধঃ ও নমঃ শিবায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করে এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রং 'ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ বলে একটি বেলপাতা দিতে হয়।

প্রণাম ঃ ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।।

জয়দুর্গার ধ্যান— ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুল ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং, ধ্যায়েদ্ দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।

অতঃপর (ঈশানকোণস্থ) প্রথম ঘটে **গণেশের** ধ্যান আবাহনাদি করে ষোড়শোপোচারে পূজা করা হবে।

তারপর (অগ্নিকোণস্থ) দ্বিতীয় ঘটে—**ইন্দ্রাদি দিকপাল পূজা—**

ইন্দ্রের ধ্যান

ওঁ সহস্রনয়নং ধ্যায়েৎ মত্তবারণসংস্থিতম্। পৃথূরুবক্ষোবদনং সিংহস্কন্ধং মহাভুজম্।।
কিরীটকুণ্ডলধরং পীবরোরুভুজেক্ষণম্। বজ্রোৎপলধরং তদ্বন্নানাভরণভূষিতম্।।
পূজিতংদেবগন্ধর্বৈরপ্সরোগণ সেবিতম্। ছত্রচামরধারিণ্যঃ স্ত্রিয়ঃ পার্শ্বে চ চিন্তয়েৎ।।
সিংহাসনগতঞ্চাপি গন্ধর্বগণসংযুতম্। ইন্দ্রানী বামতশ্চাস্য কুর্যাদুৎপল ধারিণীম্।।

এই ধ্যান ও আবাহন করে যথাশক্তি উপচারে **ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ মন্ত্রে** পূজার পর **প্রার্থনা—**

এহ্যেহি সর্বামর-সিদ্ধসাধ্যৈঃ রভিষ্টুতো বজ্রধরোমহেশঃ।
সংবীজ্যমানোঽপ্সরসাংগণেন রক্ষাধ্বরং নো ভগবন্ নমস্তে।।

প্রণাম — ওঁ ইন্দ্রস্তু মহসাদীপ্তঃ সর্বদেবাধিপো মহান্। বজ্রহস্তো মহাসত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

অগ্নির ধ্যান

ওঁ ধ্যায়েদ্ বৈশ্বানরং দেবং সর্বকাম ফলপ্রদম্। দীপ্তং সুবর্ণবপুষমর্ধচন্দ্রাসনে স্থিতম্।।
বালর্কসদৃশংতস্য বদনঞ্চাপি চিন্তয়েৎ। যজ্ঞোপবীতিনং দেবং লম্বকুটধরংতথা।।
কমণ্ডলু বামকরে দক্ষিণে ত্বক্ষসূত্রকম। জ্বালাবিতান সংযুক্তমজবাহনমুজ্জ্বলম্।।

এইভাবে ধ্যান ও আবাহনান্তে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ মন্ত্রে পূজা।

প্রার্থনা— ওঁ এহ্যেহি সর্বামরহব্যবাহ মুনিপ্রবীরৈরভিতোঽভিজুষ্টঃ।
তেজস্বিনা লোকগণেনসার্ধং মহাধ্বরংরক্ষ কবে নমস্তে।।

প্রণাম— ওঁ আগ্নেয়ঃ পুরুযো রক্তঃ সর্বদেবময়োঽব্যয়ঃ। ধুমকেতুরণাধৃয্যস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

যমের ধ্যান

ওঁ ধ্যায়েৎ বৈবস্বতং যমং দণ্ডপাশধরংবিভুম্। মহামহিষমারূঢ়ং কৃষ্ণাঞ্জনচয়োপমম্।।
সিংহাসনগতঞ্চাপি দীপ্তাগ্নিসমলোচনম্। মহিষশ্চিত্রগুপ্তশ্চ করালাঃ কিংকরাস্তথা।।
সমন্তাৎচিন্তয়েৎ তস্য সৌম্যা সৌম্যান্ সুরাসুরান্।।

—ধ্যানের পর আবাহন। ওঁ যমায় নমঃ মন্ত্রে পূজা।

প্রার্থনা— ওঁ এহ্যেহি বৈবস্বত ধর্মরাজ সর্বামরৈরর্চিত দিব্যমূর্তে। শুভাশুভানন্দ শুচামধীশ শিবায় নঃ পাহি মখং নমস্তে।।

প্রণাম— ওঁ যমশ্চোৎপলপত্রাভঃ কিরীটী দণ্ডধৃক্‌সদা। ধর্মসাক্ষীবিশুদ্ধাত্মা তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

নিঋতির ধ্যান

রাক্ষসেন্দ্রংতথাধ্যায়েৎ লোকপালঞ্চ নৈর্ঋতম্। নরারূঢ়ং মহামায়ং রক্ষোভির্বহুভির্বৃতম্।।
খড়্গহস্তং মহানীলং কজ্জলাচল সন্নিভম্। নরযুক্তবিমানস্থং পীতাভরণভূষিতম্।।

ধ্যানের পর অবাহন। ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ মন্ত্রে পূজা ।

প্রার্থনা— ওঁ এহ্যেহি রক্ষগণনায়কস্ত্বং সর্বৈস্তু বেতাল- পিশাচসঙ্ঘৈঃ।
মমাধ্বরংপাহি শুভাদি নাথ লোকেশ্বরস্ত্বং ভগবন্ নমস্তে।।

প্রণাম— ওঁ নির্ঋতস্তু পুমান্ যস্তু সর্বরক্ষোঽধিপোমহান্। খড়্গহস্তো মহাসত্তস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

বরুণের ধ্যান

ওঁ বরুণং ধবলং ধ্যায়েৎ পাশহস্তং মহাবলম্। শুদ্ধস্ফটিকবর্ণাভং সিতহারাম্বরাবৃতম্।।
ঝসাসনগতং শান্তং কিরীটাঙ্গদধারিণম্।।

ধ্যান করে আবাহন। ওঁ বরুণায় নমঃ মন্ত্রে পূজা।

প্রার্থনা— ওঁ এহ্যেহি যাদোগণবারিধীনাং গণেন পর্জন্য মহাপ্সরোভিঃ।
বিদ্যাধরেন্দ্রামর গীয়মান পাহি ত্বমস্মান্ ভগবন্ নমস্তে।।

প্রণাম— ওঁ বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুযো নিম্নগাধিপঃ। পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈনিত্যং নমো নমঃ।।

বায়ুর ধ্যান

ওঁ বায়ুরূপং ধ্যায়েৎ সদা ধূম্রন্তু মৃগবাহনম্। চিত্রাম্বরধরং শান্তং যুবানং কুঞ্চিতভ্রুবম্।।
মৃগাধিরূঢ়ং বরদং পতাকাধ্বজসংযুতম্।।

ধ্যানের পর আবাহন। ওঁ বায়বে নমঃ মন্ত্রে পূজা।

প্রার্থনা— ওঁ এহ্যেহি যজ্ঞে মম রক্ষণায় মৃগাধিরূঢ়ঃ সহসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।
প্রাণাধিপ কালকবেঃ সহায়ো গৃহাণ পূজাং ভগবন্ নমস্তে।।

প্রণাম—ওঁ বায়ুশ্চ সর্ববর্ণোঽয়ংসর্বগন্ধবহঃ শুভঃ। পুরুযো ধ্বজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

কুবেরের ধ্যান

ওঁ কুবেরং চিন্তয়াম্যহং কুণ্ডলাভ্যামলংকৃতম্। মহোদরং মহাকায়ং নিধ্যষ্টক সমন্বিতম্।।
গুহ্যকৈর্বহুভির্যুক্তং ধনব্যয়করৈস্তথা। হারকেয়ূররচিতং সিতাম্বরধরং সদা।।

গদাধরঞ্চ কর্তব্যং বরদং মুকুটান্বিতম্। নরযুক্তবিমানস্থং দেবদেবং ভজাম্যহম্।।

ধ্যান, আবাহনের পর ওঁ কুবেরায় নমঃ মন্ত্রে পূজা।

প্রার্থনা— ওঁ গদাহস্তো মহাবাহো নরো যস্য চ বাহনম্। তমিমং যক্ষরাজানম্ কুবেরমাহ্বয়াম্যহম্।।
ভগবন্নেহি কুবের এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ততে। ইমাং পূজাং গৃহাণ ত্বং যজ্ঞরক্ষাং সদা কুরু।।

প্রণাম —ওঁ কুবেরঃ কনকাকারঃ রত্নসিংহাসনস্থিতঃ। স্তুতো যক্ষগণৈঃ সর্বৈস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

ঈশানের ধ্যান ওঁ ধ্যায়েদীশং মহাদেবং ধবলং ধবলেক্ষণম্। ত্রিশূলপাণিনং দেবং ত্র্যক্ষং বৃষগতং প্রভুম্।।

ধ্যান, আবাহন। ওঁ ঈশানায় নমঃ মন্ত্রে পূজা।

প্রার্থনা— ওঁ এহ্যেহি বিশ্বেশ্বর নস্ত্রিশূল কপালখট্বাঙ্গধরেণ সার্ধম্।
লোকেশ যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞসিদ্ধ্যৈ গৃহাণ পূজাং ভগবন্ নমস্তে।।

প্রণাম— ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃশুক্রঃ সর্ববিদ্যাধিপো মহান্। শূলহস্তো বিরূপাক্ষস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

ব্রহ্মার ধ্যান ওঁ রক্তোৎপলনিভো ব্রহ্মা চতুরাস্যশ্চতুর্ভুজঃ। হংসারূঢ়োবরাভীতিমালাপুস্তকপাণিকঃ।। ধ্যান ও আবাহনের পর ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ মন্ত্রে পূজা।

প্রার্থনা— ওঁ এহ্যেহি বিশ্বাধিপতে মুনীন্দ্র লোকেন সার্ধং পিতৃদেবতাভিঃ।
সর্বস্য ধাতাস্যমিতপ্রভাব বিশ্বাধ্বরং নো ভগবন্ নমস্তে।।

প্রণাম— ওঁ পদ্মযোনিশ্চতুর্মূর্তির্হেমবাসা পিতামহঃ। যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্বক্ত্রস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

অনন্তের ধ্যান ওঁ হিমকুন্দেন্দুধবলঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সহস্রপাণিবদনোধ্যেয়োঽনন্তঃ সুরাসুরৈঃ।। ধ্যান, আবাহনের পর ওঁ অনন্তায় নমঃ মন্ত্রে পূজা।

প্রার্থনা — এহ্যেহি পাতালধরাধরেন্দ্র নাগাঙ্গনা কিন্নরগীয়মান। যক্ষোরগেন্দ্রামরলোক সার্ধমনন্ত রক্ষাধ্বরমস্মদীয়ম্।।

প্রণাম— ওঁ যোঽসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্। পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্ধ্নি তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

অতঃপর কৃতাঞ্জলি হয়ে— ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ সার্ধং রক্ষাং কুর্বন্তু তানি মে।। দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।। ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। সর্বে মমাধ্বরে রক্ষাং প্রকুর্বন্তি মুদান্বিতাঃ।।

নৈঋতকোণস্থ তৃতীয় ঘটে সবিষ্ণুক আদিত্যাদি নবগ্রহ পূজা।

বিষ্ণুপূজা ধ্যান ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী,হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।।

ধ্যান, মানসপূজা, পুনর্ধ্যান এবং ভূর্ভুবঃস্ববিষ্ণো ইহাগচ্ছ........ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে যথাশক্তি উপাচারে পূজা। (শালগ্রামে পূজা করলে আবাহন হবে না।)

প্রণাম– ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণহিতায় চ । জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।

সূর্যগ্রহপূজা ধ্যান

ওঁ ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্। পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্।।
শিবাধিদৈবতংসূর্যং বহ্নি প্রত্যধিদৈবতম্।।

ধ্যান করে মানসপূজা, পূনর্ধ্যান এবং ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ ভোঃ সূর্য ইহাগচ্ছ........ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্যায়নমঃ মন্ত্রে রক্ত পুষ্প দ্বারা পূজা করে পুষ্পাঞ্জলি দান।

প্রণাম–ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।

গন্ধপুষ্পদ্বারা —ওঁ শিবায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। ওঁ হ্রীং হ্রূং মাতঙ্গ্যৈ নমঃ।

চন্দ্রগ্রহপূজা ধ্যান

ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্। শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্।।
দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্। জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্যাস্যমাহ্বয়েৎ তথা।।

ধ্যান করে মানসপূজা, পুনর্ধ্যান এবং ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃভোঃ সোম ইহাগচ্ছ......ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে ওঁ ঐং ক্লীং সোমায় নমঃ মন্ত্রে শ্বেতপুষ্প দ্বারা পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দান।

প্রণাম – ওঁ দিব্যশঙ্খ তুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্। নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্।।

গন্ধপুষ্পদ্বারা ওঁ উমায়ৈ নমঃ। ওঁ অম্ভো নমঃ। ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ফট্ কমলাম্বিকায়ৈ নমঃ।

মঙ্গলগ্রহপূজা ধ্যান

ওঁ আবন্তং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্। আরক্তমাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্।।
দক্ষিণোর্ধ্বক্রমাচ্ছক্তিবরাভয়গদাকরম্। আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ।।
স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতিপ্রত্যধিদৈবতম্।।

ধ্যান করে মানসপূজা, পুনর্ধ্যান এবং ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভো মঙ্গল ইহাগচ্ছ .... ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ মন্ত্রে রক্তপুষ্পদ্বারা পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দান।

প্রণাম – ওঁ ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভম্। কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্।।

গন্ধপুষ্পদ্বারা —ওঁ স্কন্দায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ হ্লীং বগলামুখ্যৈ নমঃ।

বুধগ্রহপূজা ধ্যান

ওঁ মাগধং দ্ব্যঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যংপীতং চতুর্ভুজম্। বামোর্ধ্বক্রমতশ্চর্ম গদাবরদখড়্গিনম্।।
সূর্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ। নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্।।

ধ্যান, মানসপূজা, পুনর্ধ্যান এবং ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ ভো বুধ ইহাগচ্ছ........ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে 'ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ' মন্ত্রে পীতপুষ্প দ্বারা পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দান।

প্রণাম – ওঁ প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্। সৌম্যং সর্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্।।

গন্ধপুষ্পদ্বারা ওঁ নারায়ণায় নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরাসুন্দর্যৈ নমঃ।

বৃহস্পতিগ্রহপূজা ধ্যান

ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চষড়ঙ্গুলম্। ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজম্।।
দক্ষোর্ধ্বদক্ষবরদকরকাদন্ডমাহ্বয়েৎ। ব্রহ্মাধিদৈবং সূর্যাস্যমিন্দ্র প্রত্যধিদৈবতম্।।

ধ্যান, মানসপূজা পুনর্ধ্যান এবং ওঁ ভূর্ভূবঃস্বঃ ভো বৃহস্পতে ইহাগচ্ছ......... ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে নমঃ মন্ত্রে পীতপুষ্প দ্বারা পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দান।

প্রণাম – ওঁ দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্। বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্।।

গন্ধপুষ্পদ্বারা —ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ তারাদেব্যৈ নমঃ।

শুক্রগ্রহপূজা ধ্যান

ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চনবাঙ্গুলম্। পদ্মস্থমাহ্বয়েৎ সূর্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্।।
গদাক্ষবরকরকাদন্ডহস্তং সিতাম্বরম্। শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েচ্ছচী প্রত্যধিবৈতম্।।

ধ্যান, মানসপূজা, পুনর্ধ্যান এবং ওঁ ভূর্ভূবঃস্বঃ ভো শুক্র ইহাগচ্ছ......... ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় নমঃ মন্ত্রে শ্বেতপুষ্প দ্বারা পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দান।

প্রণাম – ওঁ হিমকুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানাংপরমং গুরুম্। সর্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্।।

গন্ধপুষ্পদ্বারা —ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং ভুবনেশ্বর্যৈ নমঃ।

শনিগ্রহপূজা ধ্যান

ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্।।
তদ্বদ্ বাণধরং শূল-ধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ। যমাধিদৈবতং প্রজাপতিপ্রত্যধিদৈবতম্।।

ধ্যান, মানসপূজা, পুনর্ধ্যান এবং ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ ভো শনৈশ্চর ইহাগচ্ছ......... ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ মন্ত্রে নীলপুষ্প দ্বারা পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দান।

প্রণাম – ওঁ নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসুনুং মহাগ্রহম্। ছায়ায়াগর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্।।

গন্ধপুষ্প দ্বারা —ওঁ যমায় নমঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ। ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ নমঃ।

রাহুগ্রহপূজা ধ্যান

ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠীনং দ্বাদশাঙ্গুলম্। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েৎ।।
চতুর্বাহুং খড়্গাবরশূলচর্ম করং তথা। কালাধিদৈবং সূর্যাস্যং সর্পপ্রত্যধিদৈবতম্।।

ধ্যান, মানসপূজা, পুনর্ধ্যান এবং ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ ভো রাহো ইহাগচ্ছ......... ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে নমঃ মন্ত্রে কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দান।

প্রণাম – ওঁ অর্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দকম্। সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্।।

গন্ধপুষ্পদ্বারা —ওঁ কালায় নমঃ। ওঁ সর্পায় নমঃ। ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং ঐং হুং ফট্ ছিন্নমস্তায়ৈ নমঃ।

কেতুগ্রহপূজা ধ্যান

ওঁ কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলম্। ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েৎ বিকৃতাননম্।।

সূর্যাস্যং ধূম্রবসনং বরদং গদিনং তথা। চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্মপ্রত্যধিদৈবতম্।।

ধ্যান, মানসপূজা, পুনর্ধ্যান এবং ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ ভো কেতুগণ ইহাগচ্ছ......... ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে নমঃ মন্ত্রে ধূম্রপুষ্প দ্বারা পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দান।

প্রণাম – ওঁ পলাল ধূমসংকাশং তারাগ্রহবিমর্দকম্। রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্।

গন্ধপুষ্পদ্বারা —ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ ধূং ধূং ধূমাবতি ধূমাবত্যৈ নমঃ

কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা –

ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বর। যৎপূজিতং ময়া দেবাঃ পরিপূর্ণং তদস্তু মে।।
ওঁ যৎকৃতং পূজনং দেবাঃ ভক্তিশ্রদ্ধাবিবর্জিতম্। পরিগৃহ্নন্তু তৎসর্বং সূর্যদ্যাগ্রহনায়কাঃ।।

বায়ুকোণে চতুর্থ ঘটে ক্রূর ভূত ও ক্ষেত্রপালের পূজা। এতেগন্ধপুষ্পে ক্রূরভূতেভ্যো নমঃ বলে গন্ধপুষ্প দিয়ে ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভো ক্রূর ভূতা ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত ইহ সন্নিধত্ত ইহ সন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মম পূজাং গৃহ্নীত বলে আবাহন করে এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ক্রূরভূতেভ্যো নমঃ ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা ।

ক্ষেত্রপালের ধ্যান

ওঁ ভ্রাজচ্চন্দ্রজটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং, দোর্দণ্ডাত্তগদাকপালমরুণ স্রগসৃগ্বস্ত্রোজ্জ্বলম্।
ঘন্টামেখলঘর্ঘরধ্বনিমিলজ্ ঝঙ্কার ভীমং বিভুং, বন্দেহংসিতসর্পকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা।।

এরূপ ধ্যান, মানসপূজা পুনর্ধ্যান ও ওঁ ভুর্ভুবঃ স্বঃ ক্ষেত্রপালা ইহাগচ্ছত ইত্যাদিক্রমে আবাহন করে 'ওঁ ক্ষৌং ক্ষেত্রপালেভ্যঃ নমঃ মন্ত্রে পূজা করতে হবে। মন্ডলের বহিঃস্থিত ঘট চতুষ্টয়ে পূজার পর বাস্তুমন্ডলের ছক অনুসারে ঈশান কোণ থেকে আরম্ভ করে ৫৩ জন দেবতার পূজা হবে।

মন্ডলস্থ দেবতাদের পূজা ঃ [পুষ্প অক্ষত নিয়ে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক আবাহন করে পঞ্চোপচারে পূজা করা হবে। যথা ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ শিখিন্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ। এষঃ গন্ধঃ ওঁ শিখিনে নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওঁ শিখিনে নমঃ। এষ ধূপঃ শিখিনে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শিখিনে নমঃ। এতৎ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যংওঁ শিখিনে নমঃ। এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি ওঁ শিখিনে নমঃ। ওঁ শিখিনে নমঃ। এইক্রমে প্রত্যেকের পূজা করতে হবে।]

মনুষ্যবাস্তুস্থলে একাশীতি পদ বাস্তুমন্ডলে – (ঈশানে) ১। রক্ত একপদে **শিখিনে।** (পরপর দক্ষিণে) ২। কৃষ্ণ একপদে **পর্জন্যায়।** ৩। শ্বেত দ্বিপদে **জয়ন্তায়।** ৪। পীত দ্বিপদে **কুলিশায়ুধায়।** ৫। রক্ত দ্বিপদে **সূর্যায়।** ৬। শুক্ল দ্বিপদে **সত্যায়।** ৭। পীত দ্বিপদে **ভৃশায়।** ৮। কৃষ্ণ একপদে আকাশায়। (অগ্নিকোণে) ৯। শ্বেতএকপদে **বায়বে।** (পরপর পশ্চিম দিকে) ১০। রক্ত একপদে **পুষ্ণে।** ১১। কৃষ্ণ দ্বিপদে **বিতথায়।** ১২। শ্বেত দ্বিপদে **গৃহক্ষতায়।** ১৩। কৃষ্ণ দ্বিপদে **যমায়।** ১৪। পীত দ্বিপদে **গন্ধর্বায়।** ১৫। শ্যাম দ্বিপদে **ভৃঙ্গরাজায়।** ১৬। পীত একপদে **মৃগায়।** (নৈঋত কোণে) ১৭। শ্বেত একপদে **পিতৃগণায়।** (পরপর উত্তর দিকে) ১৮। কৃষ্ণ একপদে **দৌবারিকায়।** ১৯। শ্বেত দ্বিপদে **সুগ্রীবায়।** ২০। পীত দ্বিপদে **পুষ্পদন্তায়।** ২১। শ্বেত দ্বিপদে **বরুণায়।** ২২। কৃষ্ণ দ্বিপদে **অসুরায়।** ২৩। শ্বেত দ্বিপদে **শেষায়।** ২৪। কৃষ্ণ একপদে **পাপায়।** (বায়ুকোণে)২৫। শ্যাম একপদে **রোগায়।** (পরপর পূর্বদিকে) ২৬। পীত একপদে **অহয়ে।** ২৭ শ্যাম দ্বিপদে **মুখ্যায়।** ২৮। পীত দ্বিপদে **ভল্লাটায়।** ২৯। শ্বেত দ্বিপদে **সোমায়।** ৩০। কৃষ্ণ দ্বিপদে **সর্পায়।** ৩১। রক্ত দ্বিপদে **অদিত্যৈ।** ৩২। শ্যাম একপদে **দিত্যৈ।** (পর্জন্যেরনীচে দ্বিতীয় লাইনে ঈশানে) ৩৩। শ্বেত একপদে **অদ্ভ্যঃ।** (আকাশের নীচে দ্বিতীয় লাইনে অগ্নিকোণে) ৩৪। শ্বেত একপদে **সাবিত্রায়।** (দৌবারিকের উপরে নৈঋতে) ৩৫। শ্বেত একপদে **জয়ায়।** (পাপের উপর বায়ুকোণে) ৩৬। শ্বেত একপদে **রুদ্রায়।** (তৃতীয় লাইনে পূর্বদিকে মাঝে) ৩৭। শ্বেত ত্রিপদে **অর্যম্নে।** (তার পাশে

অগ্নিকোণে) ৩৮। রক্ত একপদে **সবিত্রে।** (তার নীচে উত্তরে) ৩৯। শ্বেত ত্রিপদে **বিবস্বতে।** (তার নীচে নৈঋতে) ৪০। পীত একপদে **বিবুধাধিপায়।** (তার পাশে পশ্চিমে) ৪১। শ্বেত ত্রিপদে **মিত্রায়।** (তার পাশে বায়ুকোণে) ৪২। রক্ত একপদে **রাজযক্ষ্মণে।** (তার উপরে দক্ষিণে) ৪৩। শ্বেত ত্রিপদে **ধরাধরায়।** (তার উপরে ঈশানে) ৪৪। পীত একপদে **আপবৎসায়।** (মাঝে) ৪৫। রক্ত নবপদে **ব্রহ্মণে।** (মন্ডলের বহিঃর্ভাগে ঈশানে কৃষ্ণ) ৪৬। **চরক্যৈ।** ৪৭। (অগ্নিকোণে কৃষ্ণ) **বিদার্যৈ।** ৪৮। (নৈঋতে কৃষ্ণ) **পূতনায়ৈ।** ৪৯। (বায়ুকোণে কৃষ্ণ) **পাপরাক্ষস্যৈ।** ৫০। (পূর্বে পীত) **স্কন্দায়।** ৫১। (দক্ষিণে রক্ত) **অর্যম্নে।** ৫২। (পশ্চিমে কৃষ্ণ) **জম্ভকায়।** ৫৩। (উত্তরে কৃষ্ণ) **পিলিপিঞ্জায়।**

চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডলে — (দেববাস্তু স্থলে) – (ঈশানে) ১। শ্বেত অর্ধপদে **ঈশায়।** (পরপর দক্ষিণে) ২। কৃষ্ণ একপদে **পর্জন্যায়।** ৩। শ্বেত দ্বিপদে **জয়ন্তায়।** ৪। পীত দ্বিপদে **কুলিশায়ুধায়।** ৫। রক্ত দ্বিপদে **সূর্যায়।** ৬। শুক্ল দ্বিপদে **সত্যায়।** ৭। পীত দ্বিপদে **ভৃশায়।** ৮। (অগ্নিকোণে) কৃষ্ণ অর্ধ পদে **আকাশায়।** ৯। শ্বেতঅর্ধপদে **বায়বে।** (পরপর পশ্চিম দিকে) ১০। রক্ত একপদে **পুষ্ণে।** ১১। কৃষ্ণ দ্বিপদে **বিতথায়।** ১২। শ্বেত দ্বিপদে **গৃহক্ষতায়।** ১৩। কৃষ্ণ দ্বিপদে **যমায়।** ১৪। পীত দ্বিপদে **গন্ধর্বায়।** ১৫। শ্যাম একপদে **ভৃঙ্গরাজায়।** ১৬। (নৈঋত কোণে) পীত অর্ধপদে মৃগায়। ১৭। শ্বেত অর্ধপদে **পিতৃগণায়।** (পরপর উত্তর দিকে) ১৮। কৃষ্ণ একপদে **দৌবারিকায়।** ১৯। শ্বেত দ্বিপদে **সুগ্রীবায়।** ২০। পীত দ্বিপদে **পুষ্পদন্তায়।** ২১। শ্বেত দ্বিপদে **বরুণায়।** ২২। কৃষ্ণ দ্বিপদে **অসুরায়।** ২৩। শ্বেত একপদে **শেষায়।** ২৪। (বায়ুকোণে) কৃষ্ণ অর্ধপদে **পাপায়।** ২৫। শ্যাম অর্ধপদে **রোগায়।** (পরপর পূর্বদিকে) ২৬। পীত একপদে **অহয়ে।** ২৭ শ্যাম দ্বিপদে **মুখ্যায়।** ২৮। পীত দ্বিপদে **ভল্লাটায়।** ২৯। শ্বেত দ্বিপদে **সোমায়।** ৩০। কৃষ্ণ দ্বিপদে **সর্পায়।** ৩১। রক্ত একপদে **অদিত্যৈ।** ৩২। শ্যাম অর্ধপদে **দিত্যৈ।** (পর্জন্যেরনীচে দ্বিতীয় লাইনে ঈশানে) ৩৩। শ্বেত একপদে **অদ্ভ্যঃ।** (ভৃশের নীচে দ্বিতীয় লাইনে

অগ্নিকোণে) ৩৪। শ্বেত একপদে **সাবিত্রায়**। (দৌবারিকের উপরে নৈঋতে) ৩৫। শ্বেত একপদে **জয়ায়**। (শেষের উপর বায়ুকোণে) ৩৬। শ্বেত একপদে **রুদ্রায়**। (তৃতীয় লাইনে পূর্বদিকে মাঝে) ৩৭। শ্বেত দ্বিপদে **অর্যম্নে**। (তার পাশে অগ্নিকোণে) ৩৮। রক্ত একপদে **সবিত্রে**। (তার নীচে উত্তরে) ৩৯। শ্বেত দ্বিপদে **বিবস্বতে**। ৪০। (তার নীচে নৈঋতে) পীত একপদে **বিবুধাধিপায়**। ৪১। (তার পাশে উত্তরে) শ্বেত দ্বিপদে **মিত্রায়**। ৪২। (তার পাশে বায়ুকোণে) রক্ত একপদে **রাজযক্ষ্মণে**। (তার উপরে উত্তরে) ৪৩। শ্বেত দ্বিপদে **ধরাধরায়**। (তার উপরে ঈশানে) ৪৪। পীত একপদে **আপবৎসায়**। (মাঝে) ৪৫। রক্ত চারিপদে **ব্রহ্মণে**। (মন্ডলের বহিঃর্ভাগে ঈশানে কৃষ্ণ) ৪৬। **চরক্যৈ**। (অগ্নিকোণে কৃষ্ণ) ৪৭। **বিদার্যৈ (নৈঋতে কৃষ্ণ)**। ৪৮। **পূতনায়ৈ**। (বায়ুকোণে কৃষ্ণ) ৪৯। **পাপরাক্ষস্যৈ**। ৫০। (পূর্বে পীত) **স্কন্দায়**। (দক্ষিণে রক্ত) ৫১। **অর্যম্নে**। (পশ্চিমে কৃষ্ণ) ৫২। **জম্ভকায়**। (উত্তরে কৃষ্ণ) ৫৩। **পিলিপিঞ্জায়**।

অতঃপর ব্রহ্মস্থানে বা ব্রহ্মঘটটি বসিয়ে স্বশাখোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করে সেই ঘটে যথাক্রমে **বাসুদেব, লক্ষ্মী, বাসুদেবগণ, পৃথিবী, সর্বদেবময় হরি ও বাস্তুদেবের যোড়শোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করা হবে।**

বাসুদেবের ধ্যান **ওঁ বাসুদেবং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং, গরুড়ারূঢ়ং বনমালাবিভূষিতং। লক্ষ্মীসরস্বতীসহিতং নানালংকারভূষিতং, প্রসন্নবদনং কমললোচনম্।।** -- ধ্যান ও মানোসপচারে পূজা করে পুনরায় ধ্যান ও আবাহন করে পূজা করা হবে।

প্রণাম মন্ত্র —ওঁ নমস্তে বাসুদেবায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ। হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো।।
ওঁ নমঃ পরমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বভাবন। বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ।।

তারপর **লক্ষ্মীর** উক্ত ক্রমে ধ্যান, মানসপূজা, ধ্যান ও আবাহনাদিক্রমে পূজা হবে।

বাসুদেবগণ – ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ বাসুদেবগণ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করে **এতৎ পাদ্যং ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ** মন্ত্রে দশোপচারে পূজা হবে।

পৃথিবীর পূজা। ধ্যান (১) ওঁ সুরূপাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাম্। ধ্যাত্বা তামর্চয়েদ্ দেবীং পরিতুষ্টাং স্মিতাননাম্।। বা

(২) ওঁ শ্বেতচম্পক বর্ণাভাং শরচ্চন্দ্র সমপ্রভাম্। চন্দনোক্ষিত সর্বাঙ্গীং রত্নভূষণ ভূষিতাম্।।
রত্নাধারাং রত্নগর্ভাং রত্নাকর সমন্বিতাম্। চন্দনোক্ষিত সর্বাঙ্গীং রত্নভূষণ ভূষিতাম্।।

অথবা ধ্যানান্তর

(৩) ধ্যায়েৎ তাং বসুধাং দেবীং ত্রিদশৈরপি পূজিতাম্। প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামাং মুকুটাদ্যৈরলঙ্কৃতাম্।।
দিব্যবস্ত্রপরীধানাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্। যজ্ঞপুণ্যপ্রদাং সৌম্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্।।

ও মানসোপচারে পূজা করে পুনরায় ধ্যান ও আবাহন করে **ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ** মন্ত্রে পূজা করা হবে।

[রাজতী পৃথিবী হলে তাম্রপাত্রের উপর স্থাপন করে পুনরায় পঞ্চগব্যে অভিষিক্ত করে আবাহনের পর ওঁ আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি মন্ত্রে পৃথিবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পুনরায় ধ্যান করে পূজা করা হবে।]

পৃথিবীকে অর্ঘ্যদানের বিধি -- শঙ্খপাত্রে দুগ্ধ সহ অর্ঘ্য সাজিয়ে অর্চনা করে পরের মন্ত্র দুটি পাঠ করে অর্ঘ্য দান করতে হবে।

মন্ত্র —ওঁ অত্র তিষ্ঠন্তি যে নাগা ভূমিষ্ঠা ভূমিপালকাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রি মে।।
ওঁ হিরণ্যগর্ভে বসুধে শেষস্য পরিশায়িনি। বসাম্যহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রিমে।।

পুজান্তে কৃতাঞ্জলি হয়েপ্রার্থনা–

ওঁ শুভে চ শোভনে দেবি চতুরস্রে মহীতলে। শুভদে সুখদে দেবি গৃহে কাশ্যপি রম্যতাম্।।
ওঁ অব্যঙ্গে চাক্ষতে পুণ্যে মুনেশ্চাঙ্গিরসঃ সুতে। তব ময়া কৃতা পূজা সমৃদ্ধিং গৃহিণঃ কুরু।।
ওঁ বসুন্ধরে বরারোহে স্থানং মে দীয়তাং শুভে। ত্বৎ প্রসাদান্মহাদেবি কার্যং মে সিদ্ধতাং দ্রুতম্।।

প্রনাম– ওঁ সর্বাধারে সর্ববীজে সর্বশক্তি সমন্বিতে। সর্বকামপ্রদে দেবি বসুধায়ৈ নমোঽস্তুতে।।

সম্ভব হলে পৃথিবীর স্তোত্রটি পাঠ করবেন।

বিষ্ণুরুবাচ।—

জয় জয় জয়াধারে জয়শীলে জয়প্রদে। যজ্ঞশূকরজায়ে চ জয়ং দেহি জয়প্রদে।। ১।।
মঙ্গলে মঙ্গলাধারে মঙ্গলে মঙ্গলপ্রদে। মঙ্গলার্থে মঙ্গলাংশে মঙ্গলং দেহিমে ভবে।। ২।।
সর্বাধারে সর্ববীজে সর্বশক্তি সমন্বিতে। সর্বকামপ্রদে দেবি সর্বেষ্টং দেহি মে ভবে।। ৩।।
পুণ্যস্বরূপে জীবানাং পুণ্যরূপে সনাতনি। পুণ্যাশ্রয়ে পুণ্যবতামালয়ে পুণ্যদে ভবে।। ৪।।
রত্নাধারে রত্নগর্ভে রত্নাকর সমন্বিতে। স্ত্রীরত্নরূপে রত্নাঢ্যে রত্নসারপ্রদে ভবে।। ৫।।
সর্বশস্যালয়ে সর্বশস্যাঢ্যে সর্বশস্যদে। সর্বশস্য হরে কালে সর্বশস্যাত্মিকে ভবে।। ৬।।
ভূমে ভূমিপসর্বস্বে ভূমিপাল পরায়ণে। ভূমিপাহঙ্কাররূপে ভূমিং দেহি চ ভূমিদে।। ৭।।
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং তাং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ। কোটি কেটি জন্ম জন্ম স ভবেদ্ ভূমিপেশ্বরঃ।। ৮।।

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে পৃথিবীস্তোত্রম্।

সর্বদেবময় হরি ধ্যান

ওঁ উদ্যৎকোটি দিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং, চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা বসুমতীসংশোভিপার্শ্বদ্বয়ম্।
কোটিরঙ্গদহারকুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তুভো, দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎ শ্রীবসৎসচিহ্নং ভজে।।

ধ্যান, মানোসোপচারে পূজা, পুনর্ধ্যান ও আবাহন কার **ওঁ সর্বদেবময়হরয়ে নমঃ** মন্ত্রে পূজা করে **ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়** ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করতে হয়। তারপর বাস্তুদেব পূজা করতে হবে।

বাস্তুদেব-পূজা ধ্যান

ওঁ অরুণিতমণিবর্ণং কুণ্ডলং শ্রেষ্ঠকর্ণং, সুসিতসুভগসৌম্যং দণ্ডপাণিং সুবেশম্।
নিখিলজননিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপং, নতজনভয়নাশং বাস্তুদেবং ভজামি।।

ধ্যান, মানসোপচারে পুজা,পুনর্ধ্যান ও আবাহন করে **ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ** মন্ত্রে পূজা করা হবে।

অর্ঘ্য নিবেদন মন্ত্র— ওঁ বাস্তোষ্পতে ত্বমুত্তিষ্ঠসংসারস্থিতিকারক। গৃহাণার্ঘ্যং ময়াদত্তং সর্বহিতার্থায় নমঃ।।

প্রণাম— ওঁ সর্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্বং বাস্তুময়ং জগৎ। পৃথ্বীধরস্তু বিজ্ঞেয়ো বাস্তুদেব নমোঽস্তুতে।।

পূজার শেষে বাস্তুদেব স্তোত্র পাঠ্য—

দ্যূতেন হৃতসর্বস্বো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। কাম্যকং বনমাশ্রিত্য ন্যবসদ্ ভ্রাতৃভিঃ সহ।। ১।।
তত্রৈকদা প্রযাতস্য মহর্ষের্নারদস্য চ। আদেশাদ্ রাজ্যলাভায় বাস্ত্বীশং স্তুতবান্ নৃপঃ।। ২।।
মহাবিপদ্ বারণকেশরী যঃ সর্বার্থসিদ্ধেস্তু নিদানমেকঃ।
ত্রিলোক সঞ্চিন্তিত পাদপদ্মং তং বাস্তুরাজং সততং ভজামি।। ৩।।

সব্যাপসব্যেন করেণ নিত্যং বরাভয়ং যোহ্বনতায় ধত্তে।
ত্রিলোক সংস্থিত পাদপদ্মং তং বাস্তুরাজং সততং ভজামি।।৪।।
স্বর্ণোপবীতেন সুশোভমানঃ সমুজ্জ্বলো হেমকিরীটধারী।
ত্রিলোক সংস্থিত পাদপদ্মং তং বাস্তুরাজং সততং ভজামি।।৫।।
জুগুপ্সতে যঃ স্বরুচা হিমাংশুং জগৎকৃতো যঃ পরমঃ সহায়ঃ।
ত্রিলোক সংস্থিত পাদপদ্মং তং বাস্তুরাজং সততং ভজামি।।৬।।
রুষ্টে চ যস্মিন্ জগদেব সর্বং ঈশোহ্পি নেশঃ পরিরক্ষিতুঞ্চ।
ত্রিলোক সংস্থিত পাদপদ্মং তং বাস্তুরাজং সততং ভজামি।।৭।।
যস্য প্রসাদাদ্দিবি দেবরাজো বিরাজমানঃ স্তুতিনম্রমূর্ধা।
ত্রিলোক সংস্থিত পাদপদ্মং তং বাস্তুরাজং সততং ভজামি।।৮।।
স্থিতিস্ত্রিলোকস্য চিরায় যস্য কটাক্ষমূলা রমণীয়মূর্তেঃ।
ত্রিলোক সংস্থিত পাদপদ্মং তং বাস্তুরাজং সততং ভজামি।।৯।।
সংপূজিতে যত্র চ ভক্তিপূর্বং ভুঞ্জন্তি কব্যং পিতরোহ্তিতৃপ্তাঃ।
ত্রিলোক সংস্থিত পাদপদ্মং তং বাস্তুরাজং সততং ভজামি।।১০।।
বাস্তোস্তোত্রমিদং যস্তু শ্রাদ্ধকালে পঠেন্নরঃ। তুষ্টঃ পিতৃগণস্তত্র দদাতি বরমীপ্সিতম্।
একাগ্রমানসো ভূত্বা যঃ পঠেৎ প্রতিবাসরম্। ভূমিদোষা বিনশ্যন্তি গ্রহদোষাস্তথৈব চ।।
ইতি ভবিষ্যপুরাণে বাস্তুদেবস্তোত্রম্।

[এরপর পাশে বর্দ্ধনীসহ ব্রহ্মাঘটটি (পূর্বস্থাপন না করা হলে এসময় ব্রহ্মস্থানে বসিয়ে স্বশাখোক্ত মন্ত্রে স্থাপন করেব্রহ্মার পূজা করা হবে।]

ব্রহ্মার ধ্যান

ওঁ ব্রহ্মাণমমরশ্রেষ্ঠং নানালঙ্কারভূষিতম্। অক্ষকমণ্ডলুধরং কীর্তিদং সৃষ্টিকারকম্। পদ্মযোনিং সুরশ্রেষ্ঠং ব্রহ্মাণঞ্চ ভজাম্যহম্।।

ধ্যান ও মানসোপচারে পূজান্তে পুনরায় ধ্যান এবং **ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ ব্রহ্মন্ ইহাগচ্ছ** ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করে ষোড়োশোপচারে পূজান্তে পুষ্পাঞ্জলি দানান্তে

প্রণাম — ওঁ বেদাধারায় বেদ্যায় জ্ঞানগম্যায় সূরয়ে।
কমণ্ডল্বক্ষমালাস্রুকস্রুবহস্তায় তে নমঃ।।

বরুণপূজা

ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।
আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ। মন্ত্রে তীর্থসমূহকে স্থাপন করে ঐ ঘটে বরুণের পূজা করবেন।

অতঃপর বেদির ঈশানে স্থিত কুম্ভটি স্বশাখোক্ত মন্ত্রে স্থাপন করে **বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্যস্কম্ভসর্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরণস্য ঋত সদনমসি, বরুণস্যঋত সদনমাসীদ** মন্ত্রে বরুণ কে স্থাপন করে তাতে।

বরুণের ধ্যান—

ওঁ প্রসন্নবদনং সৌম্যং হিমকুন্দেন্দু সন্নিভম্। সর্বাভরণ সংযুক্তং সর্বলক্ষণ লক্ষিতম্।।
কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তমিবস্থিতম্। লাবণ্যামৃতধারাভিস্তর্পয়ন্তমিব প্রজাঃ।।

রাজহংস সমারূঢ়ং পাশব্যগ্রকরং শুভম্। পুষ্করাদ্যৈর্গনৈঃ সর্বৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্।।
গৌর্য্যাকান্ত্যা চানুগতঃ নদীভিঃ পরিবারিতম্। নাগৈর্যাদোগণৈর্যুক্তং ব্রহ্মাণমিব চাপরম্।
সৃষ্টিসংহার কর্তারং নারায়ণমিবাপরম্।। এরূপ ধ্যান করে মানসপূজান্তে পুনরায় ধ্যান ও আবাহনের পর ওঁ বং বরুণায় নমঃ মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করে প্রণাম—

ওঁ বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ। পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

তারপর ঐ ঘটেই শান্তিদেবীর পূজা করা হবে।

**ধ্যান—ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভির্ভুজৈঃ, শঙ্খং চক্রধনুঃ শরাংশ্চ দধতী নৈত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরণৎ কাঞ্চীক্বণন্নূপুরা, দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎ কুন্ডলা।।**

ধ্যানের পর মানসোপচারে পূজা পুষ্পাঞ্জলি দান করে ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম।

শিলা বা ইষ্টকা পূজন— একটি অভগ্ন ইটকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য বা শুদ্ধ জল দ্বারা সিক্ত করবে।

মন্ত্র- ওঁ আপঃ শুদ্ধা ব্রহ্মরূপাঃ পাবয়ন্তি জগৎত্রয়ং। চাভিরদ্ভি শিলাং স্নাপ্য স্থাপয়ামি শুভেস্থলে।। এইভাবে প্রক্ষালিত ইটটিকে হলুদ মাখিয়ে সিঁদুর ও চন্দন দিয়ে স্বস্তিক ও পুত্তলিকা এঁকে মালা ও কাপড় দিয়ে সাজিয়ে সামনে রেখে গন্ধপুষ্পদ্বারা নিম্নোক্তক্রমে পূজা করবে।

(১) ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ।। ওঁ নন্দী ত্বং নন্দিনী পুংসাং ত্বামত্র স্থপয়াম্যহম্। অস্মিন্ রক্ষা ত্বয়া কার্যা প্রাসাদে যত্নতো মম।

(২) ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ।। ওঁ ভদ্রে ত্বং সর্বদা ভদ্রং লোকানাং কুরু কাশ্যপি। আয়ুর্দা কামদা দেবি সুখদা চ সদা ভবে।।

(৩) ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ।। জয়ে ত্বং সর্বদা দেবি তিষ্ঠত্বং স্থাপিতা ময়া। নিত্যং জয়ায় ভূত্যৈ চ স্বামিনো ভব ভার্গবি।।

---

(৪) ওঁ রিক্তায়ৈ নমঃ।। ওঁ রিক্তে ত্বরিক্তে দোষঘ্নে সিদ্ধিবুদ্ধিপ্রদে শুভে। সর্বদা সর্বদোষঘ্নে তিষ্ঠাস্মিন্ মম মন্দিরে।।

(৫) ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ।। ওঁ পূর্ণে ত্বং সর্বদা ভদ্রে সর্ব সন্দোহলক্ষণে। সর্বংসম্পূর্ণমেবাত্র কুরুষ্বাঙ্গিরসঃ সুতে।।

হোম

সামবেদী

কুশণ্ডিকা বেদির অগ্নিকোণে নির্মিত হোম কুন্ডের সম্মুখে ব্রাহ্মণ পূর্বমুখে বসে যজ্ঞীয় দ্রব্যগুলি যথাস্থানে স্থাপন করে স্থন্ডিলটিতে পঞ্চগব্য অভ্যুক্ষণ করে দুবার আচমন করবে।

কুশ পাতন — স্থন্ডিলের দক্ষিণ প্রান্তে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ছেড়ে এবং পশ্চিমদিকে দুআঙ্গুল স্থান ছেড়ে ১২ আঙ্গুল প্রমাণ ১টি কুশ পূর্বাগ্র করে পাতা হবে। তার মূল থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম প্রান্তে ২১ আঙ্গুল একটি কুশ উত্তরাগ্র করে পাততে হবে। তারপর ৭ আঙ্গুল মাপের তিনটি কুশ উত্তরাগ্র করে পেতে ঐ ২১ আঙ্গুলকে ভাগ করে তাদের অগ্রদেশ থেকে তিনটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ পূর্বাগ্র করে পাতা হবে। এরপর ডান জানু পেতে উত্তরাগ্র কুশের উপর বাঁ হাত অগ্নিস্থাপন পর্যন্ত চিৎ করে পেতে রাখতে হবে।

রেখাকরণ — ডান হাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে একটি কুশ ধরে তার মূল দিয়ে ১। (দক্ষিণ প্রান্তে পূর্বাভিমুখী ১২ আঙ্গুল) **ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা।** ২। (পশ্চিম প্রান্তে উত্তরাভিমুখী ২১ আঙ্গুল) **ওঁ রেখেয়ম্ অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা।** ৩। (২১ আঙ্গুলের পর ৭ আঙ্গুল ব্যবধানে পূর্বাভিমুখী প্রাদেশ প্রমাণ) **ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতি দেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা।** ৪। (তার পরবর্তী ৭ আঙ্গুল দূরে পূর্বাভিমুখী প্রাদেশ প্রমাণ) **ওঁ রেখেয়ম্ ইন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা।** ৫। (শেষ পূর্বাভিমুখী প্রাদেশ প্রমাণ) **ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা।** তারপর ডান হাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে উক্ত রেখাগুলি থেকে উৎকর (তৃণ মৃত্তিকাদি) নিয়ে **প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা উৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।** বলে ঈশানে অরত্নিমাত্র দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর রেখাগুলিতে জলের ছিটা দিতে হবে।

অগ্নিসংস্কার— দক্ষিণ দিকে স্থাপিত কাংস্যপাত্র, তাম্রপাত্র বা নূতন মাটির সরায় রাখা আগুন থেকে একটি জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে **প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং, যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।** মন্ত্রটি বলে কাঠটি দক্ষিণ দিকে ফেলে দিতে হবে।

অগ্নিস্থাপন— তারপর অপর একটি জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে **প্রজাপতিঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ** মন্ত্রটি পাঠ করে আত্মাভিমুখে তৃতীয় রেখার উপর অগ্নিটি স্থাপন করে বাম হাত তুলে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলবে- **প্রজাপতিঋষি স্ত্রিষ্টুপচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্বকর্মসু।।** তারপর একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক আগুনে দিয়ে ব্রহ্মস্থাপন করা হবে।

ব্রহ্মস্থাপন কুশময় ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা ছত্র, উত্তরীয় বস্ত্র বা কমণ্ডলুকে ব্রহ্মজ্ঞান করে হোতা, দক্ষিণাবর্তে জলধারা দিয়ে দক্ষিণ দিকে অরত্নি প্রমাণ দূরে গিয়ে তার উপর পূর্বাগ্র কতকগুলি কুশ পেতে বাঁ হাতে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ঐ পাতা কুশ থেকে একগাছি কুশ নিয়ে **প্রজাপতিঋষিরগ্নি র্দেবতা তৃণ নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ** বলে কুশটি নৈঋতকোণে ফেলে দেওয়া হবে। তারপর জলস্পর্শ করে উত্তর মুখ হয়ে পাতিত কুশগুলিতে জলের ছিটা দিয়ে **প্রজাপতিঋষি রনুষ্টুপ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আবসো সদনে সীদামি।** বলে জলের ছিটা দিয়ে **ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ** মন্ত্রে ব্রহ্মাকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করে পরবর্তী মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে– **প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণু দেবতা অযজ্ঞীয়বাগ্বচননিমিত্ত জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণু র্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।**

চরুপাক ব্রহ্মস্থাপনের পর পায়স চরুপাকের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমুহ যথাস্থানে রেখে তণ্ডুল মুষ্টি নিয়ে প্রতিবার মন্ত্র বলে বলে উদুখলে রাখতে হবে।

মন্ত্র–১। ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ২। ওঁ ইন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ইত্যাদিক্রমে **৩। ভূস্ত্বা। ৪। ওঁ ভুবস্ত্বা। ৫। ওঁ স্বস্ত্বা ৬। ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা।**

[তারপর অমন্ত্রক দুবার দুমুঠো তণ্ডুল গ্রহণ করে মূষল দিয়ে আঘাত করে শূর্প (কুলা) করে ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে তিন বার জলে ধুতে হবে। তারপর বিনা মন্ত্রে একটি পবিত্র (কুশাগ্র) চরুস্থালীতে উত্তরাগ্র করে রেখে চাল দুধ, জল প্রভৃতি দিয়ে পাক করতে হবে। পাক হয়েছে বুঝতে পারলে একটি জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে চরুস্থালীটি দেখে **ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং** .....ইত্যাদি মন্ত্রটি উচ্চারণ করে 'ওঁ' বলে স্থালীতে ঘৃত দিয়ে মেক্ষণ (হাতা) দিয়ে চরুটি ভাল করে নেড়ে নিয়ে উত্তর দিকে নামিয়ে আবার একটি জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে দেখে আর একবার ঘৃত দিতে হবে।]

(চরুপাকের এই বিধিটি সর্ববেদীরই সমান। তাই আর অন্যত্র উল্লেখ করা হবে না।)

ভূমিজপাদি কর্ম দক্ষিণ জানু ভূমিতে পেতে অধোমুখ বাঁ হাতের উপর আধোমুখ ডান হাত মাটিতে রেখে মন্ত্র পাঠ–**পরমেষ্ঠী ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অগ্নির্দেবতাভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং ভূমের্ভজামহ ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলম্। পরা সপত্নান্ বাধ স্বান্যেষাং বিন্দতে ধনম্।**

(রাত্রিতে কোন হোম হ'লে এই মন্ত্রে প্রযুক্ত 'ধনম্' শব্দটির পরিবর্তে 'বসু' বলতে হয়।)

স্থণ্ডিল মার্জন কয়েক গাছি কুশ নিয়ে অগ্নির উত্তর দিক থেকে দক্ষিণাবর্তে তিনবার মার্জনা করা হবে তিনটি মন্ত্র পাঠ করতে করতে (মন্ত্র তিনটি একই সূক্তের অর্ন্তগত এবং একই বিনিয়োগে প্রযুক্ত তাই কেবল প্রথমবার ঋষি, ছন্দ প্রভৃতি পাঠ করলেই হবে।) **কুৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেহ হনি, অগ্নিমারুতে শস্ত্রে, পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সম্মহেমো মনীষয়া । ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মারিষামা বয়ংতব।। ওঁ ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্বণা পর্বণা বয়ম্। জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মারিষামা বয়ং তব।। ওঁ শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয় স্ত্বে দেবা হবি রদন্ত্যাহূতম্। ত্বমাদিত্যা আ বহ তান্**

হ্যশ্ম, স্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।। তারপর ঈশানকোণে কুশগুলি ফেলে দিতে হবে।

কুশাচ্ছাদন তারপর অগ্নির পূর্বদিকে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত দক্ষিণ দিকে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত, উত্তর দিকে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এবং পশ্চিম দিকে দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত এক একটি করে কুশ পূর্বাগ্র করে পেতে তারপর আবার একগাছি করে কুশের অগ্রভাগ দিয়ে আগের পাতা কুশগুলির মূল পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া হবে, আরও একবার ঐভাবে পাতা হবে **তারপর ঘি মাখান আতপ চাল** নিয়ে পূর্বাদিক্রমে অগ্নিতে দেওয়া হবে, যথা — **ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ যমায় স্বাহা। ওঁ নিঋতয়ে স্বাহা। ওঁ বরুণায় স্বাহা। ওঁ বায়বে স্বাহা। ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ওঁ ঈশানায় স্বাহা** (পূর্বে ও ঈশানের মধ্যে) **ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা।** (নৈঋত ও পশ্চিমের মধ্যে) **ওঁ অনন্তায় স্বাহা।** এরপর প্রাদেশদ্বয় পরিমিত **(বিংশতিকাষ্ঠিকা)** খদির/পলাশ/বা যজ্ঞডুম্বুর সমিধ ২০টি নিয়ে ঘৃতাক্ত করে মনে মনে প্রজাপতিকে চিন্তা করতে করতে অগ্নিতে অমন্ত্রক আহুতি দেবেন।

পবিত্রচ্ছেদন দুটি সাগ্র কুশকে অন্য একটি কুশ দিয়ে বেষ্টন করে অগ্র থেকে প্রাদেশ প্রমাণ রেখে নখ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ছেদন করতে হয়। (ছেদনের মন্ত্র)-- **প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ।** তারপর (পবিত্রমার্জন)-**প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্র মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসাপূতে স্থঃ।** মন্ত্রটি বলে জলের ছিটা দিয়ে ঐটি কোশার উপর উত্তরাগ্র করে রেখে বাঁহাতের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ঐ কুশদুটিরমূল এবং ডান হাতের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠদিয়ে কুশের অগ্রভাগটি ধরে (হাত দুটি উপুড় করে এবং বাঁহাতের উপর ডান হাতটি রেখে ধরতে হয়)নিম্নোক্ত মন্ত্রটি বলে কুশের মধ্যভাগ দিয়ে ঘি তুলে একবার অহুতি দিতে হয়- আর মন্ত্র না বলে দুবার আহুতি দিতে হয়। **মন্ত্র— প্রজাপতির্ঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যং দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁদেবস্ত্বা সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেন। বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।** তিনবার আহুতির পর পবিত্র দুটিকে জলের ছিটা দিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করতে হয়।

আজ্যপাত্র ও স্রুব সংস্কার এরপর আজ্য পাত্রটিকে জলের ছিটা দিয়ে আগুনে চাপিয়ে উত্তর দিকে নামিয়ে রাখতে হবে। এরকম ৩ বার করতে হবে। তারপর স্রুবটির (অর্থাৎ আহুতি দেওয়ার পাত্রটি) অনুরূপ ভাবে সংস্কার করা হবে।

উদকাঞ্জলিসেক ডান জানু মাটিতে পেতে এক এক অঞ্জলি জল নিয়ে ১) **প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দেবতাউদকাঞ্জলি-সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অনুমন্যস্ব।** মন্ত্রটি বলে অগ্নির দক্ষিণ দিকে পশ্চিম থেকে পূর্ব জলসেক করা হবে। ২) **প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অনুমন্যস্ব।** বলে অগ্নির পশ্চিম দিকে দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত জলসেক। ৩) **প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব।** বলে অগ্নির উত্তর দিকে পশ্চিম থেকে পূর্বে পর্যন্ত জলসেক। ৪) **প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃসবিতা দেবতা অগ্নিপর্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং, প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্ন স্বদতু।।** মন্ত্রটি বলতে বলতে এক অঞ্জলি জল দিয়ে দক্ষিণাবর্তেঅগ্নিকে বেষ্টন করা হবে।

তারপর ডান জানুটি তুলে **কৃতাঞ্জলি হয়ে** বলতে হবে —**ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চত্যাগশ্চ ধর্মশ্চ সত্ত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চাত্মা চ ব্রহ্ম চ, তানি প্রপদ্যে, তানি মামবন্তু।।**

বিরূপাক্ষজপ (ডান হাতের মুঠি উপরে ও বাম হাতের মুঠি নীচে রেখে দুহাতের মুঠির মধ্যে হরীতকী, ফুল ও কুশ নিয়ে বিরূপাক্ষ জপ করতে হবে।)--**পরমেষ্ঠী ঋষি রুদ্ররূপো অগ্নির্দেবতা বিরুপাক্ষ জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরোঁমহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে, বিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জি, স্তস্য তে শয্যাপর্ণে, গৃহান্তরিক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং, তদ্দেবানাং হৃদয়ান্যয়স্ময়ে কুম্ভে ঽন্তঃ সন্নিহিতানি। তানি বলভৃচ্চ বলসাচ্চ রক্ষতোঽপ্রমনী অনিমিষৎ। তৎ সত্যং, যত্তে দ্বাদশপুত্রা, স্তে ত্বা সংবৎসরে সংবৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা, পুনর্ব্রহ্মচর্যমুপয়ন্তি। ত্বং দেবষু ব্রাহ্মণোঽস্যহং মনুষ্যেষু। ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপ ধাবত্যুপ ত্বা ধাবামি; জপন্তং মা প্রতিজাপী, জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ, কুর্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষী স্ত্বাং প্রপদ্যে। ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম করিষ্যামি। তন্মে রাধ্যতাং তন্মে সমৃধ্যতাং তন্ম উপপদ্যতাং। সমুদ্রো**

মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাতু, তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোঽনুজানাতু, শ্বাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রোবরুণো ঽনুজানাতু। তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে, সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে, তুথায় বিশ্ববেদসে, শ্বাত্রায় প্রচেতসে, সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ। মন্ত্রটি পাঠ করে হাতের কুশগুলি ঈশান কোণে ফেলে দিয়ে হরীতকী ও ফুলটি ব্রহ্মাকে নিবেদন করা হবে।

প্রকৃত কর্ম

(অগ্নির নামকরণ) --ওঁ অগ্নে ত্বং প্রজাপতি নামাসি। বলে কূর্মমুদ্রায় নিয়ে ধ্যান-- ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ। ধ্যান করে --ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রজাপত্যগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করে পঞ্চোপচারে পূজা করা হবে।

চরুহোম (চরুস্থালীটিকে সামনে এনে চরুগ্রহণের স্থানে আগে ঘৃত দিয়ে মেক্ষণে করে চরু নিয়ে আবার সেই মেক্ষণস্থ চরুতে ঘৃতধারা দিতে হয়। আহুতির পর হুত শেষ অন্য পাত্রে রাখতে হয়, তবে অন্যবেদীর মত সামবেদীর 'ইদংঅমুকায়' বলতে হয় না।)

প্রতিবার চরু নিয়ে--

১। বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা পায়সচরু হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মান্‌স্বাবেশো অনমীবো ভবা নঃ। যত্ত্বেমহে পতি তন্নো জুযস্ব শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা।।

২। বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা পায়স চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো। অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুযস্ব শন্নোভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা।।

৩। বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা পায়সরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সংসদা তে সক্ষীমহি রণ্বয়া গাতুমত্যা। পাহি ক্ষেম উত যোগে বরং নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ স্বাহা।।

৪। বশিষ্ঠঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা পায়সরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বারূপাণ্যাবিশন্। সখা সুশেব এধি নঃ স্বাহা।।

৫। বামদেবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ইন্দ্রো দেবতা পায়স চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব, দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা।।

৬। বামদেবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ইন্দ্রোদেবতা পায়স চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ কস্ত্বা সত্যো দানাং, মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ় চিদারুজে বসু স্বাহা।।

৭। বামদেবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ইন্দ্রোদেবতা পায়স চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অভীষুণঃ সখীনা, মবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবাস্যুতয়ে স্বাহা।।

৮। প্রজাপতির্ঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূ স্বাহা।

৯। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দোবায়ুর্দেবতা পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা।

১০। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্যো দেবতা পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।

১১। প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা।

১২। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।

১৩। মেক্ষণে প্রচুরতর পায়সচরু নিয়ে ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা মন্ত্রে শেষ আহুতি।

দিকপালবলি (চরুহোমের পর মেক্ষণ দ্বারা দশদিক পালের জন্য দশটি পাত্রে চরু রেখে মেক্ষণটি অগ্নিতে নিক্ষেপ করে পূর্ব, অগ্নি ক্রমে দশদিকে দশটি পায়স বলি দান করা হবে।

এষ পায়সবলিঃ ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ (পূর্বদিকে) ইত্যাদি ক্রমে ওঁ মহারাজায় নমঃ (অগ্নিকোণে)। ওঁ যমায় নমঃ (দক্ষিণে)। ওঁ পিতৃভ্যো নমঃ নৈঋতকোণে)। ওঁ বরুণায় নমঃ (পশ্চিমে)। ওঁ বায়বে নমঃ (বায়ুকোণে)। ওঁ সোমায়

নমঃ (উত্তরে) ওঁ মহেন্দ্রায় নমঃ (ঈশান কোণে)। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ (পূর্বও ঈশানের মধ্যে)। ওঁ বাসুকয়ে নমঃ। (পশ্চিম ও নৈঋতের মধ্যে)।

(এইভাবে দশদিকে দিকপালের উদ্দেশ্যে পায়স বলি নিবেদন করে আজ্য দ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করা হবে।)

আজ্য হোম

মহাব্যাহৃতি হোম — প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিকৃছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।

বাস্তোষ্পতির **'বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহি...'** ইত্যাদি চরুহোমের **১২টি মন্ত্র দ্বারা ১২টি আজ্যাহুতির পর মহাব্যাহৃতি হোম করে নবগ্রহর ৯টি মন্ত্রে ৯টি আহুতি দিতে হবে—**

সূর্য– ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্তঞ্চ। হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা।।

সোম–ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্ ভবাবাজস্যসঙ্গথে স্বাহা।।

মঙ্গল– ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ, পতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা।।

বধু– ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রংরাধো অমর্ত্য। আদাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ স্বাহা।।

বৃহস্পতি– ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রাথেন, রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জন্ৎ সেনাঃ প্রমৃণো যুধা, জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা।।

শুক্র–ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্ যজতন্তে অন্যদ্ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্, ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা।।

শনি– ওঁশন্নো দেবীরভিষ্টয়ে, শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা।।

রাহু– ওঁ কয়া ন শ্চিত্র আভুব, দূতী সদা বৃধঃ সখা, কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা।।

কেতু–ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকতবে, পেশোমর্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা।।

(অতঃপর সর্ববেদীর সাধারণ সমিধহোম হবে। ৭৮ পৃষ্ঠা-৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

যজুর্বেদী ঃ

বহ্নি স্থাপন সামবেদীর ন্যায় স্থণ্ডিলরচনা করে স্থণ্ডিলের মধ্যে তিনটি প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাগ্র কুশ পেতে অন্য একটি কুশ দিয়ে ঐ তিনটি কুশের পাশ দিয়ে তিনটি রেখে করা হবে। তারপর ডানহাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ঐ রেখাগুলি থেকে উৎকর তুলে ঈশান কোণে ফেলে দিয়ে ঐ রেখাগুলিতে জলের ছিটা দেওয়া হবে। এরপর নিজের ডান দিকে একটি কাঁসার বা তামার অথবা নূতন মাটির পাত্রে রাখা অগ্নি থেকে একটি জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে **ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।** বলে কাঠটি দক্ষিণদিকে ফেলে দেওয়া হবে। তারপর আবার অন্য একটি জ্বলন্তকাঠ নিয়ে **ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।** বলে জ্বলন্ত কাঠটি নিজের অভিমুখে মধ্যরেখার উপর রেখে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলবেন — **ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্বকর্মসু।**

ব্রহ্মস্থাপন অগ্নির দক্ষিণ দিকে কতকগুলি কুশ পেতে ব্রহ্মাসন করে **ওঁ অহে দৈধিষব্যোদতস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদ, যোঽস্মৎপাকতরঃ।** মন্ত্রটি বলে ব্রহ্মাসনটি দেখে বাঁহাতের আনমিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে একটি কুশ নিয়ে **ওঁ নিরস্তঃ পাপ্মা সহ তেন বয়ং দ্বিষ্মঃ।** বলে কুশটি নৈঋত কোণে ফেলে দিতে হবে। তারপর নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে

ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সীদামি, প্রসূতো দেবেন সবিত্রা, তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি তদ্ বায়বে তৎ পৃথিব্যৈ।

(ব্রহ্মস্থাপনে উক্ত তিনটি মন্ত্রই ব্রহ্মার পাঠ্য, তবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ব্রহ্মা হলে হোতাই মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন।)

তারপর হোমের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি যথাস্থানে সাজিয়ে নিয়ে কতকগুলি কুশ নিয়ে পূর্বাগ্র করে ঈশান কোণে থেকে আরম্ভ করে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে বিছিয়ে দুটি কুশাগ্র নিয়ে -- **'ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ'** বলে ডগ থেকে প্রাদেশ প্রমাণ রেখে কুশী দিয়ে কেটে **'ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ'** বলে পবিত্র দুটিতে জলের ছিটা দিয়ে কোশার উপরে উত্তরাগ্র করে রেখে চিৎ বাম হাতের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কুশের ডগ এবং ডান হাতের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কুশের গোড়ার দিকটি ধরে কুশের মাঝখানে দিয়ে জল একটু মাটিতে ফেলে পবিত্র দুটি কোশায় আবার রেখে দিয়ে কোশাটি ডানহাতে তুলে বামহাতে রেখে ডান হাতদিয়ে জলটি একটু নেড়ে ঐ জল দিয়ে হোমীয় দ্রব্যগুলিতে একবার ছিটা দিতে হবে।

স্রুকস্রুবসংস্কার তারপর কোশাটি নামিয়ে রেখে আজ্যস্থালীতে ঘৃত ঢেলে আগুনে চাপিয়ে একটি জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ঐ আজ্যস্থালীর চারদিকে ৩ বার ঘুরিয়ে আজ্যস্থালীটিকে নামিয়ে স্রুব বা কুশীটিকে উপুড় করে ডান হাতে করে ধরে আগুনে তাতিয়ে বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে করে একটি কুশ দিয়ে মূল থেকে অগ্র পর্যন্ত এবং অগ্র থেকে মূল পর্যন্ত ৩বার মার্জন করে জলের ছিটা দিয়ে আবার তাতিয়ে পেতে রাখা কুশের উপর রেখে দেওয়া হবে।

চরুপাক চরুপাকের জন্য উদুখল মূষল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি যথাস্থানে রেখে তন্ডুল মুষ্টি নিয়ে পশ্চাল্লিখিতক্রমে জুষ্ট গ্রহণ করতে হবে। --

ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি (তন্ডুল মুষ্টি গ্রহণ)। **ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে ত্বা** জুষ্টং নির্বপামি (উদুখলে স্থাপন)। ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি(তাতে জলের ছিটা)। এইক্রমে **ওঁ অগ্নয়ে ত্বা। ওঁ বৃহস্পতয়ে ত্বা। ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য স্ত্বা। ওঁ সরস্বত্যৈত্বা। ওঁ বাজীভ্য স্ত্বা। ওঁ সর্প দেবজনেভ্য স্ত্বা। ওঁ হিমবতে ত্বা। ওঁ সুদর্শনায় ত্বা। ওঁ বসুভ্য স্ত্বা। ওঁ রুদ্রেভ্য স্ত্বা। ওঁ আদিতেভ্য স্ত্বা। ওঁ ঈশানায় ত্বা। ওঁ জগদেভ্য স্ত্বা। ওঁ পূর্বাহ্লায় ত্বা। ওঁ অপরাহ্লায় ত্বা। ওঁ কর্ত্রে ত্বা। ওঁ বিকর্ত্রে ত্বা। ওঁ বিশ্বকর্মণে ত্বা। ওঁ ওষধিভ্য স্ত্বা। ওঁ বনস্পতিভ্য স্ত্বা। ওঁ ধাত্রে ত্বা। ওঁ বিধাত্রে ত্বা। ওঁ নিধিপতয়ে ত্বা। ওঁ ব্রহ্মণে ত্বা। ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা।** তারপর চরুপাকের ক্রিয়া (৬২-৬৩ পৃঃ) উল্লেখানুযায়ী করতে হবে।

তারপর হাত দুটিকে চিৎভাবে রেখে পবিত্র দুটিকে আগের মত বাম হাতের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ডগাটি এবং ডান হাতের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে মূলদেশটি ধরে **ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।** মন্ত্রটি বলে পবিত্রের মধ্যভাগ দিয়ে ঘৃত তুলে আগুনে দিয়ে দেখে আবার ঐ পবিত্র দিয়ে কোশার জল একটু তুলে ফেলে দিয়ে **উপযমন কুশগুলি ডানহাতে করে বামহাতে বেঁধে** একটি ঘৃতাক্ত কুশ আগুনে ফেলে একগন্ডুষ জল নিয়ে ঈশান কোণ থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণাবর্তে আগুনটিকে বেষ্টন করে দেওয়া হবে। তারপর

আঘার-আজ্যভাগ আহুতি দক্ষিণ জানু পেতে কুশীতে ঘৃত নিয়ে প্রজাপতিকে মনে মনে চিন্তা করে **ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।** বলে (বায়ুকোণ থেকে ঈশাণ কোণ পর্যন্ত) অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিয়ে -- **ইদং প্রজাপতয়ে** বলে প্রত্যাহুতি রাখতে হবে। আবার ইন্দ্রকে স্মরণ করে **ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা।** বলে (নৈঋত কোণ থেকে অগ্নি কোণ পর্যন্ত) ঘৃতধারা দিয়ে **ইদম্ ইন্দ্রায়। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা** বলে (উত্তরদিকের মাঝ থেকে পূর্বদিকের মাঝ পর্যন্ত) ঘৃতধারা দিয়ে **ইদম্ অগ্নয়ে** বলে প্রত্যাহুতি রাখতে হবে এবং **ওঁ সোমায় স্বাহা।** মন্ত্রে (দক্ষিণ দিকের মাঝ থেকে পূর্বদিকের মাঝ পর্যন্ত) ঘৃতধারা দিয়ে **ইদং সোমায়।** বলে প্রত্যাহুতি দিয়ে প্রকৃতকর্ম আরম্ভ হবে।

প্রকৃতকর্ম

ওঁ অগ্নে ত্বং প্রজাপতি নামাসি। বলে কূর্মমুদ্রায় পুষ্প নিয়ে **ধ্যান -- ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোহরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ।** ধ্যান করে ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রজাপত্যগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ -- ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করে **'এষ গন্ধ ওঁ প্রজাপত্যগ্নয়ে নমঃ'** -- ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করা হবে।

চরুহোম তারপর চরুদ্বারা আহুতি হবে। যথা --

১। **ওঁ ইহরতিরিহরমধ্বমিহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিঃ স্বাহা। -- ইদমগ্নয়ে।**

২। ওঁ উপসৃজং ধরুণং মাত্রে ধরুণো মাতরং ধয়ন্। রায়স্পোষমস্মাসু দীধরৎ স্বাহা। – ইদমগ্নয়ে।

১। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মান্‌স্বাবেশো অনমীবো ভবা নঃ। যত্ত্বেমহে প্রতি তন্নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা।। – ইদং বাস্তোষ্পতয়ে।

২। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভি রশ্বেভিরিন্দো। অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা।। –ইদং বাস্তোষ্পতয়ে।

৩। ওঁ বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সংসদা তে সক্ষীমহি, রণ্বয়া গাতুমত্যা। পাহি ক্ষেম উত যোগে বরং নো যূয়ংপাত স্বস্তিভিঃ সদানঃ স্বাহা।। –ইদং বাস্তোষ্পতয়ে।

৪। ওঁ অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বারূপাণ্যাবিশন্। সখা সুশেব এধি নঃ স্বাহা।। –ইদং বাস্তোষ্পতয়ে।

৫। ওঁ অগ্নিমিন্দ্রং বৃহস্পতিং বিশ্বান্ দেবানুপহ্বয়ে। সরস্বতীং চ বাজীং চ বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা।। – ইদম্ অগ্নয়ে, ইন্দ্রায়, বৃহস্পতয়ে, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সরস্বত্যৈ, বাজ্যৈ চ।

৬। ওঁ সর্পদেবজনান্ সর্বান্ হিমবন্তং সুদর্শনম। বসূং রুদ্রানাদিত্যানীশানং জগদৈঃ সহ। এতান্ সর্বান্ প্রপদ্যে হং বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা।। – ইদং সর্পদেবজনেভ্যো, হিমবতে, সুদর্শনায়, বসুভ্যঃ, রুদ্রেভ্যঃ, আদিত্যেভ্যঃ, ঈশানায়, জগদেভ্যশ্চ।

৭। ওঁ পূর্বাহ্ণমপরাহ্ণং চোভৌ মধ্যন্দিনা সহ। প্রদোষমর্ধরাত্রং চ ব্যুষ্টাং দেবীং মহাপথাম্। এতান্ সর্বান্ প্রপদ্যে হং বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা।। – ইদং পূর্বাহ্ণায়, অপরাহ্ণায়, মধ্যন্দিনায়, প্রদোষায় অর্ধরাত্রায়, ব্যুষ্টায়ৈ দেব্যৈ, মহাপথায়ৈ চ।

৮। ওঁ কর্তারং চ বিকর্তারং বিশ্বকর্মাণমোষধীংশ্চ বনস্পতীন্। এতান্ সর্বানি প্রপদ্যে হং বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা। – ইদং কর্ত্রে, বিকর্ত্রে, বিশ্বকর্মণে, ওষধিভ্যঃ, বনস্পতিভ্যশ্চ।

৯। ওঁ ধাতারং চ বিধাতারং নিধীনাং চ পতিং সহ। এতান্ সর্বান্ প্রপদ্যে হং বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা।– ইদং ধাত্রে,বিধাত্রে,নিধিপতয়ে চ।

১০। ওঁ স্যোনওঁ শিবমিদং বাস্তু মে দত্ত ব্রহ্মপ্রজাপতী। সর্বাশ্চ দেবতাঃ স্বাহা। – ইদং ব্রহ্মণে, প্রজাপতয়ে, সর্বাভ্যো দেবতাভ্যশ্চ।

শেষে মেক্ষণে প্রচুরতর পায়স চরু নিয়ে আহুতি – **ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা** – ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে।

দিকপাল বলি–(৬৭ পাতায়) সামবেদী প্রয়োগে প্রদত্ত দিক্‌পাল বলির নির্দেশ ক্রমে দশদিকে ইন্দ্রাদি দিকপালগণের উদ্দেশে পায়সবলি দেওয়া হবে।

আজ্যহোম

মহাব্যাহৃতি হোম – অতঃপর ঘৃতদ্বারা আহুতি – **ওঁ ভূঃস্বাহা। –ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। –ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃস্বাহা। ইদং সূর্যায়।**

ওঁ ইহরতিরিহরমধ্বমিহ ধৃতি রিহ স্বধৃতিঃ স্বাহা—ইদমগ্নয়ে।

ওঁ উপসৃজং ধরুণং মাত্রে ধরুণো মাতরং ধয়ন্। রায়স্পোষমস্মাসু দীধরৎ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে।

তারপর পুনরায় চরুহোমের **১০টি** মন্ত্রে আজ্য দ্বারা **১০টি** আহুতি হবে। এরপর নবগ্রহমন্ত্রে—

সূর্য – ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা।। – ইদং সুর্যায়।

সোম – ওঁ ইমং দেবা অসপত্নওঁ সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায়, মহতেজ্যৈষ্ঠায় মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইম মমুষ্য পুত্র মমুষ্যৈ পুত্র মস্যৈ বিশ, এষ বোহমী রাজা, সোমোহস্মাকং ব্রাহ্মণানাওঁ রাজা স্বাহা। – ইদং সোমায়।

মঙ্গল – ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ পতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাওঁরেতাওঁসি জিন্বতি স্বাহা। – ইদং মঙ্গলায়।

বুধ – ওঁ উদ্‌বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্ব মিষ্টাপূর্তে সওঁসৃজেথা ময়ঞ্চ। অস্মিন্‌ৎ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্‌, বিশ্বে দেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা। –ইদং বুধায়।

বৃহস্পতি -- ওঁ বৃহস্পতে অতিযদর্যো অর্হাদ, দ্যুমদ্ বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছবস ঋতপ্রজাত, তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রওঁ স্বাহা। – ইদং বৃহস্পতয়ে।

শুক্র – ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ, ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানওঁ শুক্রমন্ধস, ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োহমৃতং মধু স্বাহা। – ইদং শুক্রায়।

শনি – ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়, আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা। – ইদং শনৈশ্চরায়।

রাহু – ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী, পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু, সহস্রেণ শতেন চ স্বাহা। – ইদং রাহবে।

কেতু – ওঁ কেতুং কৃন্বন্ন কেতবে, পেশো মর্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা। – ইদং কেতুভ্যঃ।

(এরপর সমিধ হোম)

ঋগ্বেদী

বহ্নিস্থাপন প্রথমে বাহুপ্রমাণ স্থণ্ডিল করে কুশ দ্বারা ছয়টি রেখা করা হবে। স্থণ্ডিলের পশ্চিমভাগে একটি উত্তরাগ্র, তার দুই পার্শ্বে পূর্বাগ্র দুইটি, মধ্যে তিনটি রেখা করে অভ্যুক্ষণ করে পরিষ্কার করবেন। স্থণ্ডিলে, কাঠ সাজিয়ে তারপর ক্যাংস্যপাত্রে তাম্রপাত্রে বা নুতন সরায় আনা আগুন থেকে একটু অংশ নিয়ে দক্ষিণ দিকে নিক্ষেপ করবেন। মন্ত্র যথা— **"দমনঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ, ছন্দো অগ্নিসংস্কারার্থং জ্বলৎতৃণ নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ"** তারপরে—**"বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীছন্দোঅগ্নির্দেবতা উত্তরার্দ্ধেনাগ্নিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রাজনন্"** এই মন্ত্রে প্রজ্বলিত অগ্নি নিয়ে—*"প্রজাপতিদেবতা বৃহতীছন্দোঅগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্"* বলে তৃতীয় রেখার উপর আত্মাভিমুখে সংস্থাপন করত প্রচুর কাষ্ঠ দ্বারা ঐ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করবেন। কৃতাঞ্জলি হয়ে পাঠ— ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্বতো ক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্বকর্মসু। দমন ঋষিরগ্নিদেবতা ত্রিক্ষুপ্ ছন্দঃ অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন। বসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ জুষ্টো দমুনা অতিথিদুরোন, ইমং নো যজ্ঞমুপয়াহি বিদ্বান্। বিশ্ব অগ্নো অভিযুজো বিহত্যা শত্রুয়তা মা ভরা ভোজনানি। পরে পূজা করবেন। ধ্যান মন্ত্র—"বামদেব ঋ ষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঅগ্নির্দেবতা অগ্নিধ্যানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়ো অস্য পাদাঃদ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসোঅস্য ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি, মহো দেবো মর্ত্যান্ আবিবেশ।। সর্বলক্ষণসম্পন্নং জটামুকুটমণ্ডিতং। চতুঃ শ্রোত্রং দ্বিনাসঞ্চ ষণ্নেত্রঞ্চ দ্বিমস্তকং। দ্বিমুখং সপ্তজিহ্বঞ্চ সপ্তহস্তং ত্রিপাদকং। সোপবীতজটামৌলিং প্রলম্বহারকণ্ঠকং। সর্বাভরণ সন্দীপ্তং পীতাম্বরবিভুষিতম্। বালার্কশতকোটীনাং মহাপিঙ্গললোচনম্। সিতপদ্মাসনং দেবমজবাহনসংস্থিতম্। পাদাঃ পশ্চিমতঃ স্থাপ্যা পূর্বতঃ শির উচ্যতে। দক্ষিণে স্য চতুর্হস্তং বামভাগে ত্রিহস্তকম্। শক্তিঞ্চাপি গদাঞ্চাপি স্রুক্-স্রুবৌ দক্ষিণে করে। তোমরং পরশুং পাত্রং তস্য বামকরে স্থিতম্। দধীচিগোত্রসম্ভূতং প্রবরং ঘৃত কৌশিকম্। এবমগ্নিং পরিজ্ঞায় হোমং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ।। ধ্যানের পর আবাহন 'বামদেবঋ ষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা অগ্ন্যাবাহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ এহ্যগ্ন ইহ হোতা নিষীদাদব্ধঃ সুপুর এতা ভবা নঃ। অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিন্বে যজামহে সৌমনসায় দেবান্।। অগ্নে ত্বং প্রজাপতি নামাসি মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করে পূজা করবে।

অর্ঘপাত্রস্থ জল দ্বারা বহ্নি বেষ্টন করা হবে। যথা—ওঁ এষোহ দেব ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপছন্দোহগ্নিপশ্চিমাভিমুখী করণে বিনিয়োগঃ। ওঁ এষোহ দেবঃ প্রদিসোনু সর্বা পূর্বোহজাতঃ স জনিষ্যামাণঃ প্রত্যঞ্জনাস্তিষটি সর্বতো মুখঃ। পরে ওঁ গোপায়না সৌপত্যনা বন্ধুঃ স্ববন্ধুঃ শ্রুতবন্ধুর্বিপ্রবন্ধুদ্বিপদাঋষয়ো র্বিরাট্ ছন্দোঅগ্নির্দেবতা অগ্ন্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। অগ্নে ত্বংনোঅন্তমি উত ত্রাতা শিবো ভবাবরুথ্যঃ। বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছানক্ষি দ্যুমত্তমং রয়িন্দাঃ। ওঁ স নো বোধি শ্রুধী হবম্। পরে অমন্ত্রক দুইটি সমিধ অগ্নিতে দিয়ে অগ্নির পূর্বদিকে থেকে

আরম্ভ করে দক্ষিণাদিক্রমে উত্তরদিক পর্যন্ত জলধারা দ্বারা তিনবার অগ্নিবেষ্টন করতে হবে। মন্ত্র যথা— পূর্বদিকে "ওঁ পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ সুপূর্ণমসি সুপূর্ণং মে ভূয়াঃ সর্বমসি সর্বং মে ভূয়াঃ অক্ষতমসি মামৈক্ষেষ্ঠাঃ অমুত্রামুষ্মিন লোকে দেবা ঋত্বিজো মার্জয়ন্তা।।" দক্ষিণ দিকে — মাসাঃ পিতরো মার্জয়ন্তাং পশ্চিমদিকে—"গৃহাঃ পশবো মার্জয়ন্তাং।" উত্তর দিকে — "ওষধয়ো বনস্পতয়ো মার্জয়ন্তাং" উর্দ্ধ দিকে—যজ্ঞঃ সম্বৎসরঃ প্রজাপতির্মার্জয়ন্তাং।"

তৎপরে অগ্নির পূর্ব হইতে দক্ষিণ দিকে তিন গাছি কুশ দ্বারা নৈঋতিকোণ পর্যন্ত মূলের দ্বারা মূল আচ্ছাদন করে এবং পশ্চিম দিক হতে উত্তরাদিক্রমে ঈশানকোণ পর্যন্ত তিন-তিন গাছি কুশ অগ্রের দ্বারা অগ্র আচ্ছাদন করে দেবেন। কিন্তু সকল কুশেরই অগ্র পূর্বদিকে রাখতে হবে। ব্রহ্মাত্বে ব্রাহ্মণ বরণ না করলে কুশময় স্থাপন করবেন। তদনন্তর হোমকর্তা ব্রহ্মার আসন থেকে একটি কুশ নিয়ে— প্রজাপতিঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।" বলে কুশটি দক্ষিণ দিকে ফেলে দেবেন।

এরপর হোতা— " প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঅগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমহমর্বাবসোঃ সদনে সীদ।" ব্রহ্মা— ওঁ সীদামি। কুশময় ব্রহ্মাস্থলে স্বয়ং হোতাই ওঁ সীদামি" বলিবেন।

তৎপরে হোতা গন্ধাদিদ্বারা ব্রহ্মাকে অর্চ্চনা করবেন। পরে হোতা মন্ত্রপাঠ করবেন। "প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ব্রহ্মা দেবতা ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ বৃহস্পতিব্রহ্মা ব্রহ্ম সদন আসিষ্যতে বৃহস্পতেযজ্ঞং গোপায় স যজ্ঞং পাহি স মাং পাহি।। তৎপরে ব্রহ্মা—ওঁ গোপায়মি। কুশময় ব্রহ্মার পক্ষে হোতাই বলবেন—গোপায়ামি।

চরুপাক—যজুর্বেদের ক্রমে জুষ্ট গ্রহণাদি চরুপাক করতে হবে (৬২-৬৩ পৃ.)।

তারপর প্রোক্ষণী পাত্রে পবিত্র, যব ও পুষ্প দিয়ে তিনবার উঠিয়ে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করবেন। যথা—" প্রজাপতিঋষি গায়ত্রীছন্দো ব্রহ্মা দেবতা অপপ্রণয়ণার্থজপে বিনিয়োগঃ ওঁ ব্রহ্মন্নপ প্রণেষ্যামি। ওঁ বৃহস্পতিব্রর্হ্মা ব্রহ্মসদন আশিষ্যতে বৃহস্পতির্যজ্ঞং গোপায় সযজ্ঞাং পাহি স মাং পাহি।"

অতপরঃ ব্রহ্মা মন্ত্র বলিবেন— প্রজাপতিঋষির্বৃহস্পতির্দেবতা ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্বৃহস্পতি প্রসূত। ওঁ প্রণয়, তৎপরে কুশ দিয়ে আচ্ছাদন করে প্রোক্ষণীপাত্রকে ব্রহ্মার সম্মুখে অগ্নির নিকট স্থাপন করবেন। পরে সাগ্র গর্ভশূন্য প্রাদেশ পরিমিত কুশপত্রদুটি হাতে নিয়ে "প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্র ছেদনে বিনিয়োগঃ।" ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ। বলে নখভিন্নছেদন পূর্বক বামহস্তে নিয়ে—প্রজাপতি ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রে মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোমর্নসা পূতে স্থঃ। মন্ত্রে অভ্যুক্ষন করবেন। অতঃপর পরস্পর অসংশ্লিষ্ট পবিত্র দুগাছার অগ্রে বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্টাঙ্গুলী দ্বারা উত্তানরূপে ধারণ করে আজ্য মধ্যে নিক্ষেপ পূর্বক, তা দ্বারা ঘৃত নিয়ে প্রক্ষেপ করবেন। মন্ত্র "হিরণ্যস্তুপঋষিরুষ্ণিক ছন্দঃ সবিতা দেবতা অজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতু স্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।" (১) মন্ত্রে পবিত্র দ্বারা আজ্য তুলবেন। ২ বার আমন্ত্রক। পরে ঐ পবিত্র প্রোক্ষণ করে অগ্নিতে দিবেন। ওঁ ভূর্ভুবস্বরোম্ তৎসবিতুর্বরেণ্যমিত্যাদি এবং ওঁ সবিতুস্ত্বা ইত্যাদি পাঠ করে স্রুব অগ্নিতে তাপ দিয়ে কুশ দ্বারা মার্জন ও জলদ্বারা প্রক্ষালন করে কুশের উপর রাখবেন। পরে অগ্নির অর্চনা। যথা—বসুশ্রুতঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোহগ্নির্দেবতা অগ্ন্যলঙ্করণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ। সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতিপর্ষি। অগ্নেরত্রিবন্নমসা গৃণানোঅস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্। ওঁ যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানো মর্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশোহস্মাসু ধেহি, প্রজাভিরগ্নেহমৃতত্বমশ্যাম্। ওঁ যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ, উ; লোকমগ্নে অকৃণবঃ স্যোনম্। অশ্বিনং স পুত্রিণং, বীরবন্তং, গোমন্তং, রয়িং নশতে স্বস্তি।। ইত্যাদি মন্ত্রে গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা অগ্নির অর্চনা করে ইধ্ম বন্ধনরজ্জু দ্বারা ইধ্ম (কাষ্ঠ) বন্ধন করে মূল, মধ্য ও অগ্রদেশে ঘৃত দিয়া বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপছন্দোজাতবেদো অগ্নির্দেবতা ইধ্মাধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়ন্ত ইধ্ম আত্মা জাতবেদস্তেনেধ্যস্ব বর্দ্ধস্ব চেদ্ধ। বর্দ্ধয়াস্মান্ প্রজয়া পশুভি র্ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সমেধয় স্বাহা মন্ত্রে অগ্নিতে দিবেন।

পরে ঘৃত নিয়ে ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা বলে প্রজাপতিকে স্মরণ করে বায়ুকোণ হতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত ঘৃত ধারা পুনঃ নৈঋতকোণ হতে ঈশান কোণ পর্যন্ত ঘৃতধারা দিবেন। (ইহাকে "আঘার"বলে) উত্তর ভাগে—ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। দক্ষিণ ভাগে—

ওঁ সোমায় স্বাহা। (ইহা আজ্যভাগ) এ পর্যন্ত কুশণ্ডিকা ভাগ। (এরপর প্রকৃতকর্ম যজুর্বেদীর (৭১পাতা-৭৩ পাতার) ন্যায় হবে।)

অতঃপর সর্ববেদীয় সাধারণ সমিধ হোম

সমিধ্ হোম অতঃপর মহাব্যাহৃতি হোম করে প্রথমে ওঁ গং গণপতয়ে স্বাহা মন্ত্রে ২৮টি বিল্বপত্রে গণেশের তারপর **তিল যব আজ্য সমিধে ২৮টি করে** ইন্দ্রাদি দশ দিকপালের তারপর ২৮টি যজ্ঞডুম্বুর সমিধ দ্বারা "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ **পরমং** ইত্যাদি মন্ত্রে **বিষ্ণুর** হোম করে **২৮টি ২৮টি** করে অর্ক-পলাশাদি সমিধে স্ব স্ব শাখোক্ত **নবগ্রহ** মন্ত্রে **নবগ্রহের হোম করতে** হবে। শেষে ওঁ ক্রূরভূতেভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে ২৮ বার তিল যব সমিধের আহুতি এবং ওঁ ক্ষৌং ক্ষেত্রপালেভ্যঃ **স্বাহা** মন্ত্রে তিলযবাজ্য সমিধে ২৮টি আহুতি দানের পর ওঁ **শিখিনে স্বাহা** (দেববাস্তুর স্থলে ওঁ ঈশায় স্বাহা) ইত্যাদি পূজার ক্রম অনুসারে ওঁ **পিলিপিঞ্জায় স্বাহা** পর্যন্ত ৫৩ জন দেবতার উদ্দেশে দশটি দশটি করে ঔডুম্বর সমিধ আহুতি দিতে হবে। (এস্থলে অভিলাপ বাক্য একবারই বলা হবে, কিন্তু প্রত্যেকের নামে আহুতির পূর্বে পূর্বে প্রতিবার অর্চনা করে নিতে হবে। মহাব্যাহৃতি হোম, মন্ডলস্থ দেবতাদের উদ্দেশে আহুতির পূর্বে এবং ৫৩জনের নামে আহুতির শেষে – এই দুবার হবে।)

অভিলাপ বাক্য— বিষ্ণুরোম্ তদসদদ্য ..... অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্মণঃ/দাসস্য বাস্তুযাগ কর্মণি শিখিনাং মন্ডলস্থানাং দেবতানাং প্রীতয়ে– তেষাং স্বাহান্তনামাত্মকমন্ত্রমুচ্চার্যমাণঃ প্রত্যেকং দশভিঃ দশভিঃ সাজ্যৌড়ম্বর সমিদ্ভিঃ শিখিনাদি পিলিপিঞ্জান্তানাং দেবতানাং হোমমহং করিষ্যামি।

(মন্ডলস্থ দেবতার নামের ক্রম ৬০ ও ৬০ পাতায় দ্রষ্টব্য)

তারপর 'ওঁ বাসুদেবায় স্বাহা', ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা, ওঁ বাসুদেবগণায় স্বাহা, ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা ওঁ সর্বদেবময় হ্নয়ে স্বাহা মন্ত্রে প্রত্যেকের **২৮টি** করে সমিধ আহুতি দিয়ে **বাস্তুপুরুষের** হোম। **(বিল্বপঞ্চক দ্বারা পাঁচটি আহুতি।)**

(যজুর্বেদী ও ঋগ্বেদী স্থলে প্রতিবার 'ইদং বাস্তোষ্পতয়ে' মন্ত্রে প্রত্যাহুতি হবে।)

বিল্বহোম

১। বশিষ্টঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা বিল্বহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মান্ স্বাবেশো অনমীবো ভবা নঃ। যত্ত্বে মহে প্রতি তন্নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা।।১।।

২। বশিষ্টঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা বিল্বহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো। অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুষস্ব শন্নোভব দ্বিপদে শংচতুষ্পদে স্বাহা। স্বাহা।।২।।

৩। বশিষ্টঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা বিল্বহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সংসদা তে সক্ষীমহী রণ্বয়া গাতুমত্যা। পাহি ক্ষেম উতযোগে বরং নো যূয়ংপাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ স্বাহা।।৩।।

৪) বশিষ্টঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা বিল্বহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বারূপাণ্যাবিশন্ সখা সুশেব এধি নঃ স্বাহা।।৪।।

৫। ইরিম্বিঠিঋষি র্বৃহতীচ্ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা বিল্বহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণাং সত্রং সোম্যানাম্। দ্রপ্সঃ ভেত্তা পুরাং শাশ্বতীনামিন্দ্রোমুনীনাং সখা স্বাহা ।৫। (প্রতিবার যজুর্বেদীর 'ইদং বাস্তোসাতয়ে' বলে প্রত্যাহতি।)

অতঃপর 'ওঁ ব্রৌং ব্রহ্মণে স্বাহা' মন্ত্রে ১০০টি ঔড়ম্বর সমিধ দ্বারা ব্রহ্মার হোম করা হবে।

এরপর মহাব্যাহৃতি হোম —সোমবেদী

প্রজাপতির্ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃস্বাহা।

প্রজাপতির্ঋষি রুষ্ণিকছন্দোবায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃস্বাহা।

প্রজাপতির্ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্যদেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।

শেষে অমন্ত্রক ঘৃতাক্ত একটি সমিধ আহুতি দিতে হয়।

যজুর্বেদী – ওঁ ভূঃস্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্যায়। শেষে অমন্ত্রক একটি ঘৃতাক্ত সমিধ আহুতি দিতে হয়।

উদীচ্যকর্ম

সামবেদী কুশ, তিল, হরীতকী ধরে বিষ্ণুরোম্ ...... বাস্তুযাগকর্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে। এভাবে সংকল্প করে **'ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি'** বলে অগ্নির নামকরণ করে ওঁ পিঙ্গভ্রূ ইত্যাদি মন্ত্রে (৬৬ পাতা) ধ্যান করে **ওঁ বিধ্বগ্নে ইহাগচ্ছ** ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করে এবং **গন্ধঃ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ** ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করে ঘৃতাক্ত কুশ আহুতি দিয়ে **মহাব্যাহৃতি হোম** (৬৮ পাতা) করে **ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিহোম করা হবে।** যথা –

প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।

প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা।

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্যোদেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।

প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।

এরপর আবার মহাব্যাহৃতি হোম (৭৭ পৃষ্ঠা) করে একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করে অর্কপলাশাদি সমিধ দ্বারা বা তিলযবাজ্য সমিধ দ্বারা নবগ্রহের মন্ত্রে নবগ্রহ হোম (৭৭ পৃ.) এবং আজ্য সমিধ দ্বারা **দিকপাল হোম—**

দিকপাল হোম

ইন্দ্র – ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্। হুবে নু শক্রং পুরুহুতমিন্দ্র মিদং হবির্মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ স্বাহা।

অগ্নি – ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে, হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্যসুক্রতুম্ স্বাহা।

যম – ওঁ নাকে সুপর্ণমুপ যৎ পতন্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা। হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং, যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম্ স্বাহা।

নিঋত – ওঁ বেথা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্তপরিবৃজম্। অহরহঃ শুন্ধ্যঃ পরিপদামিব স্বাহা।

বরুণ – ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভি শ্রিয়োর্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা, বিস্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা স্বাহা।

বায়ু – ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং, শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্রণআয়ুংষি তারিষৎ স্বাহা।

কুবের – ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নি মন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং স্বাহা।

ঈশান – ওঁ অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশ, মীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ স্বাহা।

ব্রহ্মা – ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্, বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ, সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ স্বাহা।

অনন্ত – ওঁ চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্থ্যমিন্দ্রং গিরো বৃহতীরভ্যনূষত। বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভি, রমর্ত্যং জরমাণং দিবে দিবে স্বাহা।

(মন্ত্রদ্বারা আহুতিদানে অসমর্থ হ'লে **ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা** ইত্যাদি ক্রমে আহুতি দিবেন।)

অতঃপর **প্রত্যক্ষ দেবতার হোম –**

গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকাভ্যঃ স্বাহা।

(ঐ সময় পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন হ'লে বাস্তুযাগের হোমকুণ্ডেই আহুতি দিলে এসময় অগ্নির 'বরদ' নামকরণ করে পূজা এবং মহাব্যাহৃতি হোম করে পঞ্চাঙ্গ দেবতাদের ১০৮ সংখ্যক করে স্ব স্ব মন্ত্রে আহুতি হবে।) যথা –

১) চণ্ডী – (বিল্বপত্র সমিধ) মন্ত্র – ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে স্বাহা।

২) দুর্গা —(বিল্বপত্র সমিধ) ওঁ অম্বে অম্বিকেঽম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন। সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীল্যবাসিনীং স্বাহা।

৩) শিব — (বিল্বপত্র সমিধ) মন্ত্র — ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বাহা।

৪) মধুসূদন — (পিপ্পল সমিধ) মন্ত্র — ওঁ মধুসূদনায় স্বাহা।

৫) বিষ্ণু — (ঔডুম্বর সমিধ) মন্ত্র — ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা। শেষে ওঁ বরুণায় স্বাহা 'ওঁ হ্রীং শান্তি দেব্যৈ স্বাহা'। মন্ত্রে বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা শান্তির হোম করে ওঁ শীতলাদেব্যৈ স্বাহা। ওঁ মনসাদেব্যৈ স্বাহা। ওঁ গ্রামদেবতাভ্যঃ স্বাহা। ওঁ স্থানদেবতাভ্যঃ স্বাহা ইত্যাদি ক্রমে একটি একটি করে আজ্যাহুতি দেওয়া হবে।

উদকাঞ্জলি সেক এরপর পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম (৬৮ পৃষ্ঠা) করে প্রতিবার ১ অঞ্জলি করে জল নিয়ে স্থণ্ডিলের চতুর্দিকে জলসেক করতে হবে। **প্রথমে** প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। **ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং, প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু।** বলে অগ্নির চর্তুদিকে বেষ্টন করে দেওয়া হবে। **দ্বিতীয়** অঞ্জলি নিয়ে **প্রজাপতিঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতেঽ ন্বমংস্থা।** বলে (অগ্নির দক্ষিণে পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত) জলসেক। **তৃতীয়** অঞ্জলি নিয়ে **প্রজাপতিঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতেঽন্বমংস্থা।** বলে (অগ্নির পশ্চিমে দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত) জলসেক। **চতুর্থ অঞ্জলি** নিয়ে **প্রজাপতিঋষি সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যন্বমংস্থা।** বলে অগ্নির (উত্তরে পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত) জলসেক।

দর্ভজুটিকা হোম — তারপর চিৎ দুহাতের মুঠায় কতকগুলি কুশ নিয়ে — **প্রজাপতিঋষির্বয়ো দেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ।** ওঁ অক্তগুঁরিহাণা বিয়ন্ত (ব্যন্তু) বয়ঃ। মন্ত্রটি প্রতিবার বলে আগে মূল, তারপর মধ্য ও তারপর অগ্রভাগে ঘৃত লাগাতে হবে। এরপর সেই কুশগুলিতে জলের ছিটা দিয়ে **প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ ছন্দো রুদ্রো দেবতা দর্ভজুটিকা হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশূনামধিপতী রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা। পশুনস্মাকং মা হিংসীরেতদস্তু হুতং তব স্বাহা।** — মন্ত্রটি বলে হাতের কুশগুলি অগ্নিতে দেওয়া হবে।

পূর্ণহোম — তারপর **'ওঁ অগ্নেত্বং মৃড়নামাসি'** বলে নামকরণ করে 'ওঁ পিঙ্গভ্রূ' ইত্যাদি (৭০ পৃ.) মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করে ওঁ **ভূর্ভুবঃস্বঃমৃড়াগ্নে ইহাগচ্ছ** ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করে — **'এষ গন্ধ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ'** ইত্যাদিক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করে যজমানের সহিত ফলপুষ্প ঘৃত নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে ১ কুশি ঘৃত নিয়ে—**ওঁ হ্রীং য়জ্ঞপতে! ওঁ পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হৃষ্যন্তু যজ্ঞ দেবতাঃ, ফলানি সম্যগ্ যচ্ছন্তু স্বাহা।।** মন্ত্রে আহুতি দিয়ে কুশ-কুসুম-দূর্বা নারিকেলসহ ঘৃত নিয়ে **প্রজাপতিঋষি বিরাড়্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা যশস্কামস্য যজনীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি, যোঽস্মৈ জুহোতি, বরস্মৈ দদাতি বরং বৃণে যশসাভামি লোকে স্বাহা।।** মন্ত্রবলে পূর্ণাহুতি দান করে অগ্নি প্রণাম—**ওঁ বুদ্ধিং বিদ্যাং বলং মেধাং শ্রদ্ধাং প্রজ্ঞাং যশঃ শ্রিয়ম্। আরোগ্যং তেজ আয়ুষ্যং দেহি মে হব্যবাহন।** [পরবর্তী কৃত্য সমগ্র হোম বিধির শেষে (৮৯ পৃ.) দ্রষ্টব্য।

পূর্ণাহুতিবিধি— পূর্ণাহুতি সবসময় দাঁড়িয়ে দিতে হয়। 'পূর্ণাহুতিং সমুত্থায় দদ্যাদেবেতি নিশ্চয়ঃ।'

উপকরণ— 'বস্ত্রং মাল্যং কুশো দূর্বা গন্ধপুষ্পাক্ষতং তিলাঃ। সুবর্ণং নারিকেলঞ্চ এভিঃ পূর্ণাহুতিঃ স্মৃতা।।'

যজুর্বেদী উদীচ্যকর্ম

প্রথমে মহাব্যাহৃতি হোম – ওঁ ভূঃ স্বাহা। – ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে। ওঁ স্ব স্বাহা। – ইদং সূর্যায়। তারপর-

প্রায়শ্চিত্ত হোম প্রথমে তিল, হরীতকী ধরে বিষ্ণুরোম্ .... গোত্র .... দেবশর্মা কৃতেঽস্মিন্ বাস্তুযাগাঙ্গ হোম কর্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় ওঁ ত্বন্নো অগ্নে ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে। – এরূপ সঙ্কল্প করে **'ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি'** বলে নামকরণ করে ওঁ পিঙ্গ ভ্রূ ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান, আবাহন ও পঞ্চোপচারে পূজা (৬৬ পৃষ্ঠা) করে একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ বিনামন্ত্রে আহুতি দিয়ে ৫টি আজ্যহুতি –

১) বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নীবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্, দেবস্য হেড়ো অবযাসি সীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো, বিশ্বা দ্বেষাওঁসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা। – ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্।

২) বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নীবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স ত্বন্নো অগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ। অব যক্ষ্ব নো বরুণওঁররাণো। বীহি মৃড়ীকওঁ সুহবো ন এধি স্বাহা।। –ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্।

৩) বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়শ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ, সত্যমিত্ত্বময়া অসি। অয়া নো যজ্ঞং বহাস্যয়া নো ধেহি ভেষজওঁ স্বাহা – ইদমগ্নয়ে।

৪) বামদেবঋষির্জগতীচ্ছন্দো বরুণাদয়ো দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং, যজ্ঞিয়া পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা।। –ইদং বরুণায়, সবিত্রে, বিষ্ণবে, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যোঃ, মরুদ্ভ্যঃ, স্বর্কেভ্যঃ।

৫) শুনঃশেপঋষি স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণো দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্ম, দবাধমং বিমধ্যমওঁশ্রথায়। অথা বয়মাদিত্যব্রতে, তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা।। ইদং বরুণায়।

ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে। তারপর একটি ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক আহুতি দিয়ে – তিলাজ্য বা স্ব স্ব সমিধ দ্বারা **নবগ্রহ হোম** (৭৮ পৃষ্ঠা) করে আজ্য দ্বারা **দশদিকপাল হোম করবেন—**

ইন্দ্র – ওঁ ত্রাতারমিন্দ্র মবিতারমিন্দ্রওঁ হবে হবে সুহবওঁ শূরমিন্দ্রম্। হুয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রওঁ স্বস্তি ন মঘবা ধাত্বিন্দ্র স্বাহা। ইদম্ ইন্দ্রায়।

অগ্নি – ওঁ বৈশ্বানর ন উতয়, আ প্রয়াতু পরাবতঃ। অগ্নিরুক্থেন বাহসা স্বাহা।। ইদম্ অগ্নয়ে।

যম – ওঁ অসি যমো অস্যাদিত্যো অর্বন্নসি, ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত, আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা। ইদং যমায়।

নিঋত – ওঁ যংতে দেবী নিঋতিরাববন্ধঃ, পাশং গ্রীবাস্ববিচৃত্যম্। তংতে বিষ্যামায়ুষো ন মধ্যা দথৈতং পিতুমদ্ধি প্রসূতঃ স্বাহা।। ইদং নিঋতয়ে।

বরুণ – ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্ম, দবাধমং বি মধ্যমওঁশ্রথায়। অথা বয়মাদিত্য ব্রতে, তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা।। ইদং বরুণায়।।

বায়ু – ওঁ বাতো বা মনো বা গর্ন্ধবাঃ সপ্তবিওঁশতি। তে অগ্রে অশ্বমযুঞ্জং স্তে অস্মিঞ্জবমাদধুঃ স্বাহা।। ইদং বায়বে।

কুবের – ওঁ কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবঞ্চিদ্, যথা দান্ত্যনুপূর্বং বিয়ূয়। ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নম উক্তিং যজন্তি স্বাহা। ইদং কুবেরায়।

ঈশান – ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং, ধিয়ং জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসা মসদ্ বৃধে রক্ষিতা পায়ূরদব্ধ স্বস্তয়ে স্বাহা।। ইদম্ ঈশানায়।

ব্রহ্মা – ওঁ আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তা, মা রাষ্ট্রে রাজন্যশূরঃ। ইযব্যোঽতিব্যাধী মহারথো জায়তাং দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢ়াঽনড্বান্, নাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা, জিষ্ণুরথেষ্ঠাঃ,, সভেয়ো যুবাঽস্য যজমানস্য বীরো জায়তাং নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু, ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং যোগক্ষেমো ন কল্পতাওঁ স্বাহা।। ইদং ব্রহ্মণে।

অনন্ত – ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্যো, যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরিক্ষে যে দিবি, তেভ্যঃ সর্পেভ্যো, নমঃ স্বাহা।। ইদমনন্তায়।

(মন্ত্রদ্বারা আহুতি দানে অসমর্থ হ'লে কেবল **ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।** ইত্যাদি ক্রমে হোম করবেন।)

অতঃপর **প্রত্যক্ষদেবতা হোম** – (৮১ পৃষ্ঠা)

(পঞ্চস্বস্ত্যয়নাঙ্গ হোম) – (৯১ পৃষ্ঠা)

পূর্ণহোম – অগ্নেত্বং মৃড়নামাসি – নামকরণ ধ্যান, আবাহনাদি ও **ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ** মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করে যজমানের সহিত ফলপুষ্প ঘৃত নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে –

ভরদ্বাজঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বৈশ্বানরোদেবতা পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিম্। কবিওঁসম্রাজমতিথিং জনানা মাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা।।

মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে (সর্বসাধারণ) অগ্নিকে প্রণাম –

ওঁ ত্বমগ্নে সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক। হব্যং বহসি দেবানামতঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে। পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন। সাক্ষীত্বং পুণ্যপাপানাং ধনঞ্জয় নমোঽস্তুতে।।

হুতশেষ ঘৃত নিয়ে হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ স্বিষ্টকৃদগ্নির্দেবতা প্রকৃতিশ্ছন্দঃ স্বিষ্টকৃদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদস্য কর্মণোঽত্যরীরিচং, যদ্ বা ন্যূনমিহাকরম্। অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্ বিদ্বান্‌ৎ সর্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতুমে। অগ্নয়েস্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং, কামানাং সমর্দ্ধায়ত্রে সর্বান্নঃ কামান্ সমর্দ্ধয় স্বাহা। **ইদমগ্নয়েস্বিষ্টকৃতে।** ইধ্ম বন্ধনরজ্জু বাম হাত থেকে খুলে স্রুকস্রুবলেপ মুছে **ওঁ রুদ্রায়স্বাহা** বলে অগ্নিতে নিক্ষেপ করুন।

তারপর

প্রায়শ্চিত্ত হোম (ঘৃত দ্বারা) তত্র **ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি** নামকরণ করে, **ওঁ পিঙ্গভ্রুশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ** মন্ত্রে ধ্যান করে। **ওঁ বিধ্বগ্নে ইহাগচ্ছে** ক্রমে আবাহন করে **এষ গন্ধ ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ** মন্ত্রে পূজা করে, **মহাব্যাহৃতি হোম** (৬৮ পৃ.) করে ঘৃত দ্বারা আহুতি। যথা— অয়াশ্চেত্যস্য বিমদ ঋষি-রয়ানামাগ্নির্দেবতা পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃপ্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চগেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ, সত্যমিত্ত্বময়া অসি। অয়সাবয়সা কৃতোঽয়া সন্ হব্যমূহিষেঽয়া নো ধেহি ভেষজং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে অয়াসে। অতো দেবা ইত্যস্য মেধাতিথিঋর্ষির্বিষ্ণুর্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অতো দেবা অবন্তু নো, যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যা সপ্তধামভিঃ স্বাহা।। ইদং দেবেভ্যঃ।। ইদং বিষ্ণুরিত্যস্য মেধাতিথিঋর্ষি র্বিষ্ণুর্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে, ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ় মস্য পাংসুরে স্বাহা।। ইদং বিষ্ণবে।। পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঋর্ষি-রগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-প্রজাপতয়ো দেবতা দৈবীগায়ত্রী দৈব্যনুষ্টুব্ দৈবী বৃহত্যশ্ছন্দাংসি প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়। ওঁ ভু র্ভুবঃস্বঃ স্বাহা। ইদং প্রজাতয়ে। ওঁ ভূরগ্নয়ে চ পৃথিব্যৈ চ মহতে চ স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়। ওঁ ভূর্ভুবঃ সুবশ্চন্দ্রমসে চ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ মহতে চ স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়। ওঁ ভুর্ভুবঃ সুবচন্দ্রমসে চ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ মহতে চ স্বাহা। ইদং চন্দ্রমসে। তারপর **নবগ্রহে হোম, দিকপাল হোম ও প্রত্যক্ষদেবতা হোম** কর্তব্য।

নবগ্রহহোম। (শুক্র ও শনৈশ্চর বাদে সমস্ত যজুর্বেদীর মত)। ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্ যজতন্তে অন্যদ্ বিষুরূপেঅহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবো, ভদ্রাতে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা।। শনৈশ্চরস্য—ওঁ শমগ্নি রগ্নিভিঃ কর, শন্নস্তপতু সূর্য্যঃ। শং বাতো বাত্বরপা অপ স্রিধঃ স্বাহা। দিকপালমন্ত্রাঃ (সাম ও যজুর্বেদীর মত ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ইত্যাদি ক্রমে হবে)। তারপর প্রত্যক্ষদেবতার (৮১ পৃ.) করে ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি এই নামকরণ করে, ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষ ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করে, মৃড়াগ্নে ইহাগচ্ছেত্যাদি আবাহন করে, এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করে, এতানি সগন্ধফলবস্ত্রতাম্বুলানি ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ মন্ত্রে দিয়ে, স্রুবপূর্ণ আজ্য নিয়ে যজমানসহিত উঠে, ধামন্ ত ইত্যস্যবামদেবঋ ষি রগ্নি-র্দেবতা জগতী ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধামন তে বিশ্বং ভুবন মধিশ্রিত, মন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুষি। অপামনীকে সমিথে য আভৃত স্তমশ্যাম মধুমন্তং ত ঊর্মিং স্বাহা। মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়ে ভস্ম আহরণ করে তিলক করে প্রণীত পাত্রটি নিয়ে পরের মন্ত্রটি বলতে বলতে যজমানের মাথায় জলের ছিটা দিতে হবে। বেদশ্রবা ঋ ষিরাপো দেবতাঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু, ঘৃতেন নো ঘৃতপঃ পুনন্তু। বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবী, রুদিদাভ্যঃ শুচিরাপূত এমি।। মেধাতিথির্ঋষি রাপো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দোমার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। যদ্ বাহ মভি দুদ্রোহ, যদ্ বা শেপ উতানৃতম্।। প্রজাপতির্ঋষিরাপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুমিত্র্যা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু, দুর্মিত্র্যাস্তস্মৈ। ভূয়াসু, যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি, যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। তারপর সংস্থাজপ। যথা— হিরণ্যগর্ভঋষিঃ সারস্বতোঽগ্নির্দ্দেবতা স্বরাড়নুষ্টুপ্ ছন্দঃ সংস্থাজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওঞ্চ মে, স্বরশ্চ মে, যজ্ঞোপ চ তে নমশ্চ, যত্তে ন্যূনং তস্মৈ তউপ, যত্তেঽতিরিক্তং তস্মৈতে নমঃ। তারপর পূর্বের মত পরিসমূহন ও পর্যুক্ষণ করে যজ্ঞ বিসর্জ্জন করা হবে। যথা (সর্ববেদী)— প্রজাপতি ঋষির্যজ্ঞো দেবতা যজ্ঞবিসর্জ্জনে বিনিয়োগঃ।। ওঁ যজ্ঞ, যজ্ঞপতিং গচ্ছ, যজ্ঞং গচ্ছ হুতাশন। স্বাংযোনিংগচ্ছ যজ্ঞেশ পূরয়াস্মন্মনেরথান্।। অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহা বলে অগ্নিরউত্তর দিকে দুগ্ধ নিক্ষেপ করে কশ্যপ গ্রহণ করবেন।

* অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োঽষ্টৌ তু পুষ্কলম্। পুষ্কলানি চ চত্বারি পূর্ণপাত্রং বিধীয়তে।।

ওঁ তারপর (সর্বসাধারণ কৃত্য) পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্য উৎসর্গ

তারপর পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্য (২৫৬ মুঠি চাল)

উৎসর্গ বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে অর্চনা করে – **বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্যেত্যাদি..... অস্মিন্ বাস্তুযাগ কর্মণি কৃতৈতদ্ব্রহ্মকর্ম প্রতিষ্ঠার্থং পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং .... গোত্রায় .... নাম্নে ব্রাহ্মণায় ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে** (পরার্থে – দদানি)। তারপর **'ওঁ ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব** মন্ত্রে ব্রহ্মাকে বিসর্জন দিয়ে (কুশময় ব্রহ্মা হলে গ্রন্থিমোচন করে) **গৃহীত** ভস্ম দিয়ে তিলক করতে হয়। প্রথমে অগ্নি, নারায়ণ, পূজিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে ঘটে ও ব্রাহ্মণকে দিয়ে তারপর যজমানকে দিতে হয়। তিলকদানের বিধি – **কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং** (ললাটে), **জমদগ্নে-স্ত্র্যায়ুষং** (কণ্ঠে), **যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং** (দক্ষিণ বাহুমূলে), **তত্তে অস্তু ত্র্যায়ুষং** (হৃদয়ে)। তিলক দিয়ে **ওঁ অগ্নে ত্বংসমুদ্রংগচ্ছ** বলে অগ্নিকে বিসর্জ্জন করে আচারবশতঃ **ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব** বলে ভূমিতে দধি দেওয়া হবে।

পায়স বলি – এরপর শিখিনাদি ৫৩ জন মন্ডলস্থ দেবতাকে ৫৩টি পাত্রে **পায়স বলি** দেওয়া হবে। **এষ পায়স বলি ওঁ শিখিনে নমঃ (দেববাস্তু স্থলে — ওঁ ঈশায় নমঃ। এষ পায়স বলি পর্জন্যায় নমঃ)** ইত্যাদি রূপে (৬০-৬২ পৃষ্ঠায়) লিখিত দেবতাদের নামের (ক্রম অনুসারে) **পায়স বলি** দেওয়া হবে।

এরপর যজমান স্ত্রীপুত্র পরিবারের সঙ্গে অগ্নির উত্তর দিকে পূর্বমুখে বসে **তিলকধারণ করে** কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বলবেন – **কৃতেঽস্মিন্ বাস্তুযাগ কর্মণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু** ৩ বার। প্রতিবচন -- ওঁ স্বস্তি – ৩ বার।

অনেকে পূর্ণাহুতির পর ব্রহ্মবিসর্জনকে ভুল করে অগ্নিবিসর্জন মনে করে ভস্মগ্রহণ করেন; কিন্তু এটি যথার্থক্রম নয়। ক্রমটি হলে পূর্ণাহুতির পর পূর্ণপাত্র উৎসর্গ, ব্রহ্মাবিসর্জন, ভস্মগ্রহণ, অগ্নিবিসর্জন, তিলকগ্রহণ, দক্ষিণা বিসর্জন শান্তি ও অচ্ছিদ্রাবধারণ।

ছন্দোগ পরিশিষ্ট বচন— ঐশান্যামাহরেদ্ভস্ম স্রুবেণাথ স্রুচাপি বা। বন্দনাং কারয়েত্তেন শিরঃ কণ্ঠাংসকেষু চ। কশ্যপস্যেতি মন্ত্রেণ যথানুক্রমযোগতঃ। দক্ষিণা চ প্রদাতব্যা দেবাদীনাং বিসর্জনম্। ততঃ শান্তিং প্রকুর্বীত অবধারণ বাচনম্।

ভস্মগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে ভবদেব কৌমুদীর বচন — যজ্ঞং কৃত্বা তু যো ভস্মং ন গৃহ্নাতি বিমূঢ়ধীঃ। অজ্ঞানাতথবা মোহাৎ তস্য তন্নিস্ফলং ভবেৎ।।

কৃতেঽস্মিন্ বাস্তুযাগ কর্মণি (ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু) ৩ বার। প্রতিবচন — **ওঁ ঋধ্যতাম্** — ৩ বার। তারপর ব্রাহ্মণ **কয়ানশ্চিত্র** ইত্যাদি **বৈদিক শান্তি মন্ত্রে** যজমানকে অভিষিক্ত করবেন। যজমান পুনরায় পূর্বের ন্যায় **স্বস্তি ও ঋদ্ধি বাচন** করাবেন।

খাতপূজা

তারপর **ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্তেমহে। উপপ্রায়ন্ত মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশুর্ভবা স চা।।** মন্ত্রটি বলতে বলতে শঙ্খাদি বাদ্য সহ ব্রহ্ম ঘটটি তুলে নিয়ে জলধারা দিয়ে বাস্তুর অগ্নিকোণে পূর্বনির্মিত গোময় লিপ্ত খাতের নিকট গিয়ে যজমান পূর্বমুখে বসে **ব্রহ্মাঘট, ইষ্টক, বর্ধনী** প্রভৃতি নিজের পাশে রেখে আচমন ও আসন শুদ্ধি করে **এতে গন্ধ পুষ্পে গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ মন্ত্রে** খাতের জলে **গণেশাদি পঞ্চদেবতার** পূজা করে **'ওঁ ব্রহ্মাণমমরশ্রেষ্ঠং নানালঙ্কারভূষিতম্। অক্ষকমন্ডলুধরং কীর্তিদং সৃষ্টিকারকং। পদ্মযোনিং সুরশ্রেষ্ঠং ব্রহ্মাণঞ্চ ভজাম্যহম্।।** মন্ত্রে ব্রহ্মার ধ্যান করে **'ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ'** মন্ত্রে পঞ্চোপচারে (খাতে) ব্রহ্মার পূজা করে **'ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ'** মন্ত্রে বাস্তোষ্পতির পঞ্চোপচারে পূজা করে কোশায় অর্ঘ্য সাজিয়ে অর্চনা করে দুহাতে কোশাটি নিয়ে নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করে অর্ঘ্যটি খাতে দিতে হবে। মন্ত্র — **ওঁ বাস্তোষ্পতে ত্বমুত্তিষ্ঠ সংসারস্থিতিকারক। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং সর্বহিতার্থায় নমঃ।।**

তারপর হাঁটু গেড়ে বসে ব্রহ্মা ঘটটি তুলে নিয়ে বরুণদেবকে চিন্তা করে — **ওঁ আয়াহি ভগবন্, দেব তোয়মুর্তে জলেশ্বর। গৃহণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পরিতোষায়তে নমঃ।। ওঁ বরুণায় নমঃ** মন্ত্রটি বলে ঘটটি বাদে সমস্ত খাদে দেওয়া হবে। ঐ সময় '**ওঁ** মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে করতে বর্ধনীর জলটিও ঢেলে একটি সাদা ফুল নিক্ষেপ করা হবে। তারপর পূর্বপূজিত ইটটি নিয়ে ওঁ **ইষ্টকে ত্বং প্রযচ্ছেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহম্। পুত্রদারধনায়ুষ্য-ধর্মবৃদ্ধিকরী ভব।। দেশস্বামি পুরস্বামি গৃহস্বামি পরিগ্রহে। মনুষ্য ধনহস্ত্যশ্বপশুবৃদ্ধিকরী ভব।।** মন্ত্রটি বলে *খাতের দক্ষিণ দিকে পূর্ব পশ্চিম করে রেখে কৃতাঞ্জলি*

হয়ে বলবেন -- ওঁ স্থিরো ভব বীড়্ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন্। পৃথুর্ভব সুষদ স্ত্বমগ্নে পুরীষবাহনঃ।। তারপর সেই খাতে পঞ্চরত্ন, দধি, দুগ্ধ, শালিধান, যবাদি বীজ, স্বর্ণ ও রৌপ্য খণ্ড দিয়ে নিজে কমপক্ষে তিন মুষ্ঠি মাটি দেবে তারপর নিজের পুত্রাদি পরিজনদের নিয়ে খাতটি পূরণ করান হবে। তারপর পতাকার দণ্ডটিকে **'ওঁ স্তম্ভায় নমঃ'** মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করে স্তম্ভটি ধরে বলবেন --' **ওঁ যথাচলো গিরির্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ। তথা ত্বমচলো ভূত্বা তিষ্ঠ চাত্র শুভালয়ে।।**

ঈশানাভিমুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে—'ওঁ প্রজাপতিপতের্গেহঃ পুষ্পমালাদিভূষিতঃ। অস্মাকং শুভবাসায় সর্বথাসুখদা ভব।।

তারপর আবার বেদিতে ফিরে এসে দক্ষিণাদান--

ব্রহ্মা হোতাদির দক্ষিণান্ত **বিষ্ণুরোম্.................কৃতৈতৎ বাস্তুযাগ কর্মণি ব্রহ্মকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন মূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুক গোত্রায় .... দেবশর্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদে** এইক্রমে **'হোতৃকর্মণঃ', আচার্যকর্মণঃ, সদস্য কর্মণঃ** বলে বলে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণান্ত করে **মূলদক্ষিণা--বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য................এতৎ বাস্তোঃ সর্বদোষোপশমন কামনয়া কৃতৈতদ্ বাস্তুযাগ কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ বাস্তুদেবতাভ্যঃ অহং সম্প্রদদে।।**

অতঃপর

গৃহপ্রবেশ দক্ষিণা **বিষ্ণুরোম্....................জ্ঞাতাজ্ঞাত কায়মনোবাক্কৃত-সকলপাপক্ষয় সহিত নির্বিঘ্নপূর্বকস্ত্রীপুত্র-পৌত্রাদ্যখিল পরিজন ধনবাহনৈশ্বর্য পরিপূর্ণ চিরকাল বাসস্থিতিকামনয়া কৃতৈতৎ নববাসগৃহপ্রবেশকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে অহং সম্প্রদদে।**
ঐদিন পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন হ'লে এই সময়ই স্বস্ত্যয়নের ব্রাহ্মণ দক্ষিণা ও মূলদক্ষিণা উৎসর্গ করা হবে।

 কৃতাঞ্জলি হয়ে পাঠ— ওঁ বাস্তুদেবগণাঃ সর্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাৎ। ইষ্টকাম প্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ।।

৯ ওঁ পুজিতোঽসি ময়া বাস্তো হেমাদ্যৈরর্চনৈঃ শুভৈঃ। প্রসীদ যাহি বিশ্বেশ দেহিমে গৃহজং সুখম্।। ওঁ গচ্ছধ্বমমরাঃ সর্বে গৃহীত্বার্চাং স্বমালয়ম্। সন্তুষ্টা বরমস্মাকং দত্ত্বেদানীং সুপূজিতাঃ।। ওঁ ক্ষমধ্বম্। বলে দেবতাদের বিসর্জন করে শান্তি কলসটি নিয়ে ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ইত্যাদি পৌরাণিক মন্ত্রে ও ওঁ কয়ানশ্চিত্র ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রে যজমানের মাথায় পুনর্বার শান্তিবারি দিবেন -- এরপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধানের শেষে সর্বৌষধি জলে নিম্নোক্ত মন্ত্রে যজমানকে অভিষিক্ত করা হবে।

অভিষেক মন্ত্র

(১) ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুব স্তান ঊর্জেদধাতন। মহেরণায় চক্ষসে।।

(২) ওঁ যো বঃ শিবতমো রস স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। ঊশতীরিব মাতরঃ।।

(৩) ওঁ তস্মাঅরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ।।

(৪) ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভণমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋতসদন মসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ।।

(৫) ওঁ পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনসা ধিয়ঃ। পুনন্তু বিশ্বভূতানি জাতবেদঃ পুনীহিমাম্।।

(৬) ওঁ পয়ঃ পৃথিব্যা পয় ওষধিষু পয়ো দিব্যন্তরিক্ষে পয়োধাঃ। পয়স্বতী প্রদিশ সন্তু মহ্যম্।।

(৭) ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাং সরস্বত্যৈ বাচো যন্তু। যন্ত্রিয়ে দধামি বৃহস্পতেষ্টা সাম্রাজ্যে নাভিষিঞ্চামি।।

অতঃপর ব্রাহ্মণ যজমানের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাণী পাঠ করবেন --

ওঁ ধান্যং ধনং পশু বহুপুত্রলাভং শতসংবৎসরং দীর্ঘমায়ুঃ। *পুনস্ত্বাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সমিন্ধতাং পুনর্ব্রাহ্মণো*

বসুতীর্থযজ্ঞৈঃ।। ঘৃতেন তত্ত্বং বর্ধয়স্ব সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ। মন্ত্রার্থাঃ সফলাঃ সন্তু পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ।
শত্রূণাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রানামুদয়ায় চ।।
ওঁ আয়ুষ্কামো যশস্কামঃ পুত্রপৌত্র স্তথৈব চ। আরোগ্যং ধনকামশ্চ সর্বেকামা ভবন্তু তে।।
বিঘ্ন বিনাশমায়ান্তু নাশমায়ান্তু শত্রবঃ। প্রযত্নাঃ সফলাঃ সন্তু পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ।।

সবান্ধব বেদী ৩বার প্রদক্ষিণ করবে। মন্ত্র—

ওঁ যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তর কৃতানি চ।
তানি তানি বিনশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে।।

প্রদক্ষিণের পর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

বাস্তুযাগঃ সমাপ্তঃ

(বাস্তুযাগের বিধি ও প্রশংসা — এতদ্বাস্তুপশমনঃ কৃত্বা কর্ম সমারভেৎ। প্রাসাদে-ভবনোদ্যান প্রারম্ভে বিনিবর্তনে। পুরবেশ্ম প্রবেশেষু সর্বদোষাপনুত্তয়ে।। রক্ষোঘ্নপবমানেন সূক্তেন ভবনাদিকম্। নৃত্যমঙ্গল বাদ্যেন কুর্যাদ্ব্রাহ্মণ বাচনম্।। অনেন বিধিনা যস্তু প্রতিসংবৎসরং বুধঃ। গৃহে বাতায়নে কুর্যান্ন স দুঃখমবাপ্নুয়াৎ। ন চ ব্যাধিভয়ং তস্য ন চ বন্ধুধনক্ষয়ঃ। জীবেৎবর্ষশতং স্বর্গে কল্পমেকঞ্চ তিষ্ঠতি।। মাৎস্যে ২৬৮।৩২-৩৬।।

অর্থ – এই প্রকার বাস্তুপশমন কর্ম সমাধা করে প্রাসাদ, ভবন ও উদ্যানের প্রারম্ভে, বিনিবর্তনে এবং পুরপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশ করতে হ'লে, সকল দোষ বিনাশের জন্য রক্ষোঘ্ন ও পবমান সূক্তপাঠ পূর্বক নৃত্য ও মঙ্গলবাদ্য পুরঃসর ব্রাহ্মণ স্বস্তি বাচন করবে। যে বিদ্বান ব্যক্তি প্রতিবৎসর গৃহে বা আয়তনে উক্ত রূপ কর্ম করেন, তিনি কোন প্রকার দুঃখ পান না; তাঁর ব্যাধি ভয়, বন্ধুনাশ বা ধনক্ষয় হয় না। অধিকন্তু তিনি শতবর্ষকাল জীবিত থেকে এক কল্পকাল স্বর্গে বাস করেন।) (বাস্তুযাগ গৃহারম্ভের সময় বা গৃহপ্রবেশের সময় করা উচিত)।

ইতি বাস্তুযাগ ।।

বাস্তুপূজা

বিধি— পূর্বে মানুষ সব সময় বাস্তুযাগ করতে না পারলেও বৎসরে একবার করে বাস্তুপূজা করতেন। বেশির ভাগ উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতেই এই পূজাটি অনুষ্ঠিত হতো। কেউ কেউ আবার শুদ্ধকালে কোন পুণ্যদিনে এই অনুষ্ঠানটি করতেন। বর্তমান এই অনুষ্ঠানটি লুপ্তপ্রায় হলেও গৃহস্থদের করা উচিত বলেই এর প্রয়োগ বিধিটি পুরাতন পুঁথি থেকে উদ্ধার করে প্রকাশ করা হচ্ছে।

আয়োজন ঃ এই অনুষ্ঠানে আয়োজনের বিশেষ বাহুল্য নাই। বাস্তুমধ্যে কোন একটি স্থানকে পরিষ্কার করে গোময় দিয়ে লেপন করে আলপনা দিয়ে সাজান হবে। সেখানে ১টি ঘট বসিয়ে তাতেই গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ দশদিক পাল ও বিষ্ণুর যথাশক্তি উপচারে পূজা করে **শঙ্খপাল, বঙ্ক পাল, ক্ষেত্রপাল, নাগপাল ও বাস্তুপালের** বিশেষ পূজা করা হবে।

প্রয়োগ ঃ

গৃহকর্তা বা ব্রাহ্মণ নিত্যক্রিয়া সমাপন করে শুদ্ধাসনে বসে **আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, গন্ধাদিনারায়ণাদির অর্চনা করে সূর্যার্ঘদানান্তে** স্বস্তিবাচন-সঙ্কল্প করবেন।

স্বস্তিবাচন কর্তব্যেঽস্মিন্ শঙ্খপাল-বঙ্কপাল-ক্ষেত্রপাল-নাগপাল-বাস্তুপাল পূজারূপ বাস্তুপূজণ কর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু — ইত্যাদি ক্রমে স্বস্তিবাচন করে স্বশাখোক্ত স্বস্তিসূক্ত ও সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করবেন (১১ পৃ.)।

সঙ্কল্প বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য .... মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) শুক্লেপক্ষে ....তিথৌ .... সংক্রান্ত্যাম্ .... গোত্র .... দেবশর্মা (পরার্থে হলে এরপর .... গোত্রস্য .... দেবশর্মণঃ/দাসস্য) বাস্তুদেবতানাং কৃপয়া সর্বাপচ্ছান্তি পূর্বক বিপুলধনধান্যরাজসম্মান-গার্হস্থ্য সুখ-সমৃদ্ধি বিবর্ধন-আধিভৌতিক সর্বোপদ্রবোপশমন-সর্বাশুভনাশ কামঃ গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজাপূর্বক শঙ্খপাল-বঙ্কপাল-ক্ষেত্রপাল— নাগপাল-বাস্তুপালানাং পূজারূপ বাস্তুপূজন মহং করিষ্যে (পরার্থে - করিষ্যামি।)

সঙ্কল্পান্তে স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (১২-১৩ পৃ.) পাঠ করবেন।

তারপর যথাক্রমে পঞ্চগব্য শোধনাদি পঞ্চদেবতার পূজা পর্যন্ত (৩৫ পয়. - ৪৭ পৃ. পর্যন্ত) কাজগুলি করে প্রথমেই যথাশক্তি উপচারে **বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর** পূজা করবেন। তারপর

শঙ্খপালের পূজা

ধ্যান— ওঁ শঙ্খপালং মহাদেবং দ্বিভুজং ব্যাঘ্রবাহনম্। শূলহস্তং পিঙ্গলাক্ষং পরমং পুরুষং ভজে।।

ধ্যানের পর মানসপূজা, পুনরায় ধ্যান ও আবাহন করে 'এতৎপাদ্যং ও শঙ্খপালায় নমঃ' ইত্যাদিক্রমে পূজা হবে। তারপর

বঙ্ক পালের পূজা

ধ্যান— ওঁ বঙ্ক পালং মহাভাগং ভীষণাক্ষং মহাভুজম্। লোকবিঘ্নহরং দেবং তং বন্দে বঙ্ক পালকম্।।

ধ্যানের পর মানস পূজা, পুনরায় ধ্যান ও আবাহনান্তে **'এতৎপাদ্যং ওঁ বঙ্ক পালায় নমঃ'** ইত্যাদিক্রমে পূজা। এরপর

ক্ষেত্রপালের পূজা

ধ্যান— ওঁ মূর্দ্ধ্নি পিঙ্গলকেশং উর্ধ্বত্রিলোচনং সম্পাদ্য জটা কলাপম্। দিগ্বাসসং ভুজঙ্গভূষণদংষ্ট্রকং ক্ষেত্রেশংশম্ভু তনয়ং ভজে।।

ধ্যানের পর মানসপূজা পুনরায় ধ্যান ও আবাহনান্তে **'এতৎপাদ্যং ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ'** ইত্যাদিক্রমে পূজা। তারপর

নাগপালের পূজা

ধ্যান — ওঁ নাগপালং নাগরাজং বিষবীর্যমদান্বিতম্। বিষোপদ্রব নাশায় নাগপালং সদা ভজে।।

ধ্যানের পর মানসপূজা পুনরায় ধ্যান ও আবাহনান্তে এতৎ পাদ্যং ওঁ নাগপালায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে পূজা। তারপর বাস্তুপালের ষোড়শোপচারে পূজা হবে।

বাস্তুপালের পূজা

ধ্যান— ওঁ শশধর সমবর্ণং রত্নহারোজ্জলাঙ্গংকনকমুকুটচূড়ং সর্পযজ্ঞোপবীতম্।
অভয়বরদহস্তং সর্বলোকৈকনাথংতমিহ ভুবনরূপং বাস্তুরাজং ভজামি।।

ধ্যানের পর মানসপূজা, পুনরায় ধ্যান করে আবাহন করবেন। যথা—

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ বাস্তুরাজ ইহাগচ্ছ ইত্যাদিক্রমে আবহনীমুদ্রা দেখিয়ে আবাহন করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলবেন—

ওঁ দেবেশ ভক্তিসুলভ পরিবার সমন্বিত। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরো ভব।।

তারপর ইদং রজতাসনম্ ওঁ বাস্তুরাজায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে পূজা করে

প্রণাম— ওঁ বাস্তুরাজ নমস্তুভ্যং পরমস্থান দায়ক। সর্বভূতজিতত্বঞ্চ বাস্তুরাজ নমোঽস্তুতে।।

প্রণামান্তে 'ও বাস্তুরাজস্যাবরণ দেবতাভ্যো নমঃ' মন্ত্রে আবরণ দেবতায় পূজা করে 'এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ গ্রামদেবতায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে পূজা করে প্রণাম। যথা—

ওঁ গ্রামদেবং গ্রামপালং গ্রামোপদ্রব নাশকম্। গ্রামরক্ষা করং দেবং গ্রামদেবং নমাম্যহম্।।

এরপর প্রত্যেককে পায়স (ঘরে রান্না) বলি দিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে পাঠ—

'এহ্যেহি ভগবন্ বাস্তো এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ততে। ইমং ভোগ বলিং গৃহ্ন তিষ্ঠ দেব নমোঽস্তুতে।।

শেষে বাস্তুরাজের স্তুতি পাঠ করবেন।—

ওঁ ক্ষেত্রে অখণ্ডিতে ধান্যে পূর্বযাত্রা পুরা তব। রাজ্যবৃদ্ধির্যশোবৃদ্ধিঃ প্রবৃদ্ধিঃ পুত্রদারয়োঃ।।
রাজসম্মানবৃদ্ধিশ্চ গবাংবৃদ্ধিস্তথৈব চ। মন্ত্রসাধনবৃদ্ধিশ্চ ধনবৃদ্ধি রহর্নিশম্।
অস্মাকং সততং যাবৎ পূর্ণমস্তু ন বৎসরম্।।

তারপর শান্তিবারি গ্রহণান্তে পিত্রাদি ত্রিপুরুষের তর্পণ করবেন। সধবা স্ত্রী হলে একটি ভাল বস্ত্র নিজ স্বামীকে দেবেন এসময় ১টি ডালাও স্বামীর হাতে দেবেন। তারপর ব্রাহ্মণকে একটি ডালা দিয়ে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করতে হবে।

প্রাসাদ (দেবমন্দির, মঠাদি) প্রতিষ্ঠা

বিধি –

মঠ বা মন্দির প্রতিষ্ঠার ফল – যম বলেছেন -- **কৃত্বা দেবালয়ং সর্বং প্রতিষ্ঠাপ্য চ দেবতাং। বিধায় বিধিবচ্চিত্রং তল্লোকং বিন্দতে ধ্রুবম্।।** বিষ্ণুবচন হলো -- **যস্য দেবায়তনং করোতি স তল্লোকমাপ্নোতি।** অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে, যদি কোন মানুষ মনে মনেও দেবমন্দির করার কথা চিন্তা করে, তাহলেও তার কায়জ পাপগুলি নষ্ট হয়ে যায়;—'**দেবাগারং করোমীতি মনসা যস্তু চিন্তয়েৎ। তস্য কায়গতং পাপং তদহ্না হি প্রণশ্যতি।।** অগ্নি ৪১।৩৩। দেবতার মন্দির করার জন্য ভূমি দান করলেও অভীষ্ট দেবতার কৃপালাভ করা যায়। চিত্রগুপ্ত বচন, -- **দত্ত্বা চ দেববেশ্মার্থং তস্য দেবস্য সোহশ্নুতে।।** ফলগুলি উল্লেখ করার বিশেষ কারণ হ'লো, এরদ্বারা সংকল্প বাক্যে কামনা নির্ণয় করা যায়।

মন্দির প্রতিষ্ঠার কাল – কাল সম্পর্কে জ্যোতিষতত্ত্ব অনুসারে নির্ণীত পঞ্জিকায় উল্লিখিত দিনগুলিই স্বীকার্য। তথাপি সময় বিশেষে যখন পঞ্জিকায় নির্ধারিত দিন ছাড়াও দিন নির্ধারণ করতে হয় তখন যে মাস, তিথি, বার নক্ষত্রগুলি অবশ্য বিচার্য সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা থাকছে। প্রথমেই উল্লেখ্য যে উত্তরায়ণে এই প্রতিষ্ঠাকর্ম কর্তব্য। ব্যবহার সমুচ্চয়ে বলা হয়েছে --

চৈত্রে বা ফাল্গুনে বাপি জ্যৈষ্ঠে বা মাধবে তথা। মাঘে বা সর্বদেবানাং প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ।।
প্রাপ্য পক্ষ শুভং শুক্লমতীতে চোত্তরায়ণে। পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা।।
দশমী পৌর্ণমাসী চ তথা শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশী। তাসু প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কৃতা বহুফলা ভবেৎ।।

এখানে উত্তরায়ণ শব্দটির উল্লেখ থাকায় আষাঢ় মাসটিকেও এই কর্মের প্রশস্ত মাস হিসাবে ধরা হয়। **ভূজবলভীমে কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী ও অষ্টমীতে** প্রতিষ্ঠার কথা বলা হ'লেও উত্তরায়ণে হতে হবে। বচনটি হলো --

প্রতিষ্ঠা সর্বদেবানাং কেশবস্য বিশেষতঃ। উত্তরায়নমাপন্নে শুক্লপক্ষে শুভ দিনে। কৃষ্ণপক্ষে চ পঞ্চম্যামষ্টম্যাঞ্চৈব শস্যতে।।

পদ্মপুরাণের বচনে আরও কয়েকটি দিন পাওয়া যায় -- যেমন **যুগাদ্যাগুলিতে, দুটি বিষুবসংক্রান্তিতে, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ দিনে, পর্বদিন**গুলিতে এবং **যে তিথি যে দেবতার প্রশস্তা** সেই দেবতার সেই তিথিতে প্রতিষ্ঠা করা যায়। বচন –

যুগাদাবয়নে পুণ্যে কর্তব্যা বিষুবদ্বয়ে। চন্দ্রসূর্য গ্রহেবাপি দিনে পুণ্যেষ্থ পর্বসু।।
যা তিথির্যস্য দেবস্য তস্যাং বা তস্য কীর্তিতা। গৃহ্যাগম বিশেষেণ প্রতিষ্ঠা মুক্তিদায়িনী।।

কোন দেবতার কোন তিথি প্রশস্তা —

শ্রিয়ো দেব্যা দ্বিতীয়াচ তিথীনামুত্তমা স্মৃতা। তৃতীয়া তু ভবান্যাশ্চ চতুর্থী তৎ সুতস্য চ।।
পঞ্চমী সোমরাজস্য ষষ্ঠী প্রোক্তা গুহস্য চ। সপ্তমী ভাস্করস্যোক্তা দুর্গায়াশ্চাষ্টমী তথা।।
মাতৃণাং নবমী প্রোক্তা দশমী বাসুকে স্তথা। একাদশী ঋষীণাঞ্চ দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ।
ত্রয়োদশী ত্বনঙ্গস্য শিবস্যোক্তা চতুর্দশী। মম চৈব মুনিশ্রেষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিস্মৃতা।

প্রতিষ্ঠাকর্মে প্রশস্ত বারাদি সম্পর্কে ভবিষ্যপুরাণের নির্দেশ হলো—

সোমো বৃহস্পতিশ্চৈবশুক্রশ্চৈব তথা বুধঃ। এতে সৌম্যগ্রহঃ প্রোক্তাঃ প্রতিষ্ঠা যজ্ঞ কর্মণি।।
প্রতিষ্ঠা সর্বদেবানাং কেশবস্য বিশেষতঃ। উত্তরায়ণমাপন্নে শুক্লে পক্ষে শুভে দিনে।।
পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা। দশমী পৌর্ণমাসী চ তথা শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশী।।
যা তিথি যস্য দেবস্য সা তস্যৈব প্রকীর্তিতা। আসুপ্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কৃত্বা বহুফলা ভবেৎ।।

কল্পতরুতে উক্ত দেবীপুরাণ বচন। দক্ষিণায়নে কেবল দুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠার নির্দেশ পাওয়া যায়। দেবীপুরাণে — **'মহিষাসুরহন্ত্র্যাশ্চ প্রতিষ্ঠা দক্ষিণায়ণে'**।। বার সম্পর্কে মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে, — **'রবিবার ও মঙ্গলবার' ছাড়া সকল বারই প্রশস্ত। 'অদিত্যভৌমবর্জন্তু সর্বে বারাঃ শুভাবহাঃ।।** নক্ষত্র সম্পর্কে দীপিকায় উল্লেখ আছে —

আষাঢ়ে দ্বে তথা মূলমুত্তরত্রয়মেব চ। জ্যেষ্ঠাশ্রবণরোহিণ্যঃ পূর্বভাদ্রপদস্তথা।।

হস্তাশ্বিনী রেবতী চ পুষ্যা মৃগশিরাস্তথা। অনুরাধা তথাস্বাতী প্রতিষ্ঠাদিষু শস্যতে।।

অর্থাৎ প্রশস্ত নক্ষত্রগুলি হ'লো পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফাল্গুনী, মুলা, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, রোহিণী, হস্তা, অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, মৃগশিরা, অনুরাধা এবং স্বাতী।

মন্দির প্রতিষ্ঠায় করণীয় বিধি নির্ণয়ে প্রথমেই কৃত্যচিন্তামণিতে উদ্ধৃ ত যোগীশ্বর বচনটি স্মরণীয় — **গৃহেস্বে যো বিধিঃ প্রোক্তো-বিনিবেশ প্রবেশয়োঃ। স এব বিদুষা কার্যো দেবতায়তনেষ্বপি।।** অর্থাৎ পূর্বোক্ত গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ বিধির নিয়ম অনুসারে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা স্থলেও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ও বাস্তুযাগ করে মন্দির প্রতিষ্ঠার বিশেষ করণীয় কাজগুলি করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ — বর্তমানে প্রায়শঃই দেখা যায় মন্দির প্রতিষ্ঠার বেদিতে ছটি ঘট স্থাপন করে ব্রতপ্রতিষ্ঠার বিধি অনুসারে পূজাদি করা হয়। কিন্তু কোন পুরাণ, তন্ত্র এমনকি প্রচলিত পদ্ধতিগুলিতেও তেমন বিধান পাওয়া যায় না। বরং শ্রদ্ধেয় রামগোপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয় কৃত প্রতিষ্ঠাপদ্ধতিতে যে একটি ঘট স্থাপনের বিধান দেওয়া হয়েছে, সেই মতটিই গ্রহণীয়। উক্ত ঘটে গণেশাদি পঞ্চদেবতা ছাড়াও যে সমস্ত দেবতার হোমের বিধান আছে তাঁদের যথাশক্তি উপচারে পূজা করা উচিত। যথা — বিষ্ণু, অগ্নি, বায়ু, সূর্য, আদিত্যাদি নবগ্রহ এবং ইন্দ্রাদি দশ দিক পাল। এঁদের মধ্যে বিষ্ণুর ও যাঁর উদ্দেশ্যে মন্দির তাঁর যোড়শোপচারে পূজা করে অন্যান্যদের পঞ্চোপচারে পূজা করা যেতে পারে। সামর্থ্য থাকলে যোড়শোপচারে করতে পারেন।

প্রয়োগ

যজমান নিত্যক্রিয়া সমাপন করে হাত পা ধুয়ে এসে পূর্বমুখে বা উত্তরমুখে বসে আচমন; বিষ্ণুস্মরণ ও গন্ধাদির অর্চনা করে স্বস্তিবাচন করবেন।

স্বস্তিবাচন – ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ অমুক দেবতায়া ইষ্টকাদিময় নব বেশ্ম(শ্রীমন্দির)প্রতিষ্ঠা কর্মণি ওঁ পুণ্যাহংভবন্তো ব্রুবন্তু ইত্যাদি ক্রমে স্বস্তিবাচন (৯ পৃষ্ঠা)। **তারপর স্ব শাখোক্ত ক্রমে 'স্বস্তি সূক্ত' ও 'সাক্ষ্য মন্ত্র'** পাঠ করবেন (১০ পৃষ্ঠা)। তারপর **সংকল্প** – দক্ষিণ জানু পেতে উত্তরমুখ হয়ে – বাঁহাতে তামার পাত্রে কুশ-তিল-তুলসী-হরীতকী সহ জল নিয়ে **বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ (শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ) অদ্য অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্রমাস) অমুকপক্ষে অমুকতথৌ অমুকগোত্র/গোত্রা অমুক দেবশর্মা (দাসঃ দাসী) এতৎ ইষ্টকাদিময় বেশ্ম(শ্রীমন্দির)পরমাণুসমসংখ্যক বর্ষসহস্রদশগুণকালাবচ্ছিন্ন স্বর্গলোকমহীতত্ত্বকামঃ অমুক দেবতায়া এতদ্ ইষ্টকাদিময়নববেশ্ম (শ্রীমন্দির) প্রতিষ্ঠা কর্মাহং করিষ্যে।**

তারপর স্বশাখোক্ত **'সংকল্প সূক্ত'** (১০ পৃষ্ঠা) পাঠ করে – আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের **(অসমর্থে আভ্যুদয়িকশ্রদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গের)** সংকল্প হবে। **বিষ্ণুরোমিত্যাদি (মুখ্যচান্দ্র মাস) অমুক দেবতায়া এতদ্ ইষ্টকাদিময় বেশ্ম(শ্রীমন্দির) প্রতিষ্ঠাকর্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসোর্ধারা সম্পাতনায়ুষ্যসূক্ত জপাভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধান্যহং (শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গকর্মার্ণ্যহং) করিষ্যে।** এরপর **সংকল্পসূক্তপাঠ** (১০ পৃ.) এ **সময় বাস্তুযাগের সংকল্পও হবে।** যথা – **বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদি .... (মুখ্যচান্দ্র মাস) .... অমুক দেবতায়া এতদ্ ইষ্টকাদিময় নব বেশ্ম(শ্রীমন্দির)প্রতিষ্ঠাকর্মবাসরে এতদ্বাস্তুপশমন কামঃ বাস্তুযাগ কর্মাহং করিষ্যে।** (একই দিনে দেবতা প্রতিষ্ঠা হলে উক্ত সংকল্প বাক্যে **অমুকদেবতা প্রতিষ্ঠা সহিত অমুক দেবতায়া এতদ্ ইষ্টকাদিময়বেশ্ম (শ্রীমন্দির) প্রতিষ্ঠাকর্ম বাসরে** বলা হবে এবং বাস্তুযাগ ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ একপ্রস্থই হবে।) **সংকল্পসূক্ত (১০ পৃষ্ঠা) পাঠ করে ব্রাহ্মণ বরণ।**

ব্রাহ্মণ বরণ – (মঠ প্রতিষ্ঠা ও দেব প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য, সদস্য বরণের প্রয়োজন নাই। এখানে হোতা ও তন্ত্রধারক বরণ করলেই হবে।)

বরণ বাক্য – **বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদি ...... মৎসংকল্পিত অমুক দেবতাবেশ্ম প্রতিষ্ঠা কর্মণি হোত্রাচার্য কর্মকরণায়/তন্ত্রধারক কর্ম করণায় অমুকগোত্রং অমুকদেবশর্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।**

অতঃপর বৃতব্রাহ্মণ মন্দিরের সম্মুখে নির্মিত বেদির দক্ষিণ ভাগে হোমের স্থণ্ডিল ও মধ্যভাগে অংকিত সর্বতোভদ্রমণ্ডল বা অষ্টদল পদ্মের উপর একটি ঘট সাজিয়ে বসিয়ে ঈশান কোণে শান্তিঘট বা বরুণ ঘটের জন্য আর একটি অষ্টদল পদ্ম এঁকে আর একটি ঘট বসিয়ে নিজে পূর্বমুখে বসে তিলক কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করে **আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, গন্ধাদি ও নারায়ণাদির অর্চনা করে সূর্যার্ঘ্য দান করে স্বশাখোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন (৩১ পৃষ্ঠা) করবেন। তারপর বেদিশোধন ও চন্দ্রাতপ শোধন (৩২ পৃষ্ঠা) করে দ্বারপূজা থেকে ঘটস্থাপন পর্যন্ত (৩৩ পৃষ্ঠা থেকে ৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) সমাধা করে** গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করা হবে। তারপর **গণেশকে** দশোপচারে পূজা করে **বিষ্ণু ও অর্চনীয় দেবতার** ষোড়শোপচারে পূজা করা হবে। এরপর, **অগ্নি ও বায়ুর** পঞ্চোপচারে পূজা করে **ইন্দ্রাদি দশদিকপাল ও আদিত্যাদি নবগ্রহের** যথাশক্তি উপচারে পূজা করা হবে (৪৩ পৃষ্ঠা থেকে ৫১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)। শান্তি ঘটে **বরুণের ও শান্তির পূজা** করা হবে। (৫৯ পৃষ্ঠা)

হোম

অতঃপর ব্রাহ্মণ স্থণ্ডিলের সম্মুখে গিয়ে স্বগৃহ্যোক্ত বিধিতে অগ্নিস্থাপন থেকে ব্রহ্মস্থাপন পর্যন্ত করবেন।

সামবেদী — ৬১ পৃষ্ঠা থেকে ৬২ পৃষ্ঠায় চরুপাকের আগে পর্যন্ত। যজুর্বেদী – ৭৪ ঋগ্বেদী (পৃ. ৭৪-৭৬) করে চরুপাক করতে হবে।

চরুপাক – (সকল বেদীরই এক নিয়ম – ৬২ পৃ. দ্রষ্টব্য।) এখানে **যবের চরুই প্রশস্ত, অভাবে আতপ চাল।** জুষ্ট গ্রহণের ক্ষেত্রে সামবেদীর কেবল নির্বপন। যথা **ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি।** কিন্তু যর্জুবেদীর ক্ষেত্রে **ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি,** (মুষ্টি গ্রহণে) **ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি** (জুষ্ট উদুখলে স্থাপন), **ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি** (জুষ্টে জলের ছিটা) ইত্যাদি ক্রমে পরবর্তী দেবতাদের নামোল্লেখ পূর্বক জুষ্ট গ্রহণ করতে হবে। যথা – **ওঁ অগ্নয়ে ত্বা। ওঁ বায়বে ত্বা। প্রজাপতয়ে ত্বা। অন্তরিক্ষায় ত্বা। দ্যৌঃ ত্বা। ব্রহ্মণে ত্বা। পৃথিব্যৈ ত্বা। মহারাজায় ত্বা। সোমায় ত্বা। ইন্দ্রায় ত্বা। অগ্নয়ে ত্বা। যমায় ত্বা। নৈঋতায় ত্বা। বরুণায় ত্বা। বায়বে ত্বা। কুবেরায় ত্বা। ঈশানায় ত্বা। ব্রহ্মণে ত্বা। অনন্তায় । সূর্যায় ত্বা। সোমায় ত্বা। মঙ্গলায় ত্বা। বুধায় ত্বা। বৃহস্পতয়ে ত্বা। শুক্রায় ত্বা। শনৈশ্চরায় ত্বা। রাহবে ত্বা। কেতুগণায় ত্বা।** প্রথমেই অর্চনীয় দেবতা বা দেবতাদের উদ্দেশ্যেও ১ মুষ্টি করে জুষ্ট গ্রহণ করা হবে।

এইভাবে সমন্ত্রক জুষ্ট গ্রহণের পর অমন্ত্রক দুবার দুমুঠো জুষ্ট গ্রহণ করতে হয়। তারপর করণীয় বিধি ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

চরুপাকের পর – **সামবেদীদের** – ভূমিজপ থেকে বিরূপাক্ষজপ পর্যন্ত (৬৩ পৃঃ — ৬৫ পৃঃ) কর্তব্য।

যজুর্বেদীদের – ৬৯-৭০ পৃষ্ঠায় প্রকৃতকর্মের পূর্ব পর্যন্ত কর্তব্য।

ঋগ্বেদীদের — ৭৪পৃ. — ৭৭ পৃ. পর্যন্ত।

অতঃপর সর্ববেদীর সাধারণ প্রকৃত কর্ম।

প্রকৃতকর্ম

'ওঁ অগ্নে ত্বং লোহিতনামাসি' মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করে ধ্যান, (৬৬ পৃঃ) মানসপূজা, ধ্যান, আবাহন ও পঞ্চোপচারে পূজার পর চরুহোম হবে।

চরুহোম প্রতিবার চরুগ্রহণের স্থানে আগে ঘৃত দিয়ে মেক্ষণে করে চরু নিয়ে আবার সেই মেক্ষণস্থ চরুতে ঘৃতধারা দিতে হয়। সর্ববেদীরই আহুতির পর হুতশেষ অন্যপাত্রে রাখতে হয়, তবে কেবল সামবেদীর 'ইদং অমুকায়' বলতে হয় না। **(এখানে প্রতিটি আহুতির শেষে 'ইদং অমুকায়' শব্দটির উল্লেখ থাকছে কিন্তু সামবেদীকার্যে উল্লেখ করা হবে না।)**

১) **মেধাতিথি ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃপরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা।।** ইদং বিষ্ণবে।

২) **ওঁ ভূঃস্বাহা।** ইদমগ্নয়ে।

৩) **ওঁ ভুবঃস্বাহা।** ইদং বায়বে।

৪) **ওঁ স্বঃ স্বাহা।** ইদং সূর্যায়।

৫) **বিশ্বমিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ স্বাহা।** ইদং সবিত্রে।

৬) **ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমংপদং স্বাহা।।** ইদং বিষ্ণবে।

৭) **বিশ্বকর্মাঋষি স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। স বাহুভ্যাংধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমিং জনয়ন্ দেব একঃ স্বাহা।** ইদং প্রজাপতয়ে।

... দেবতা। চরুহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্ স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে।

৯) পরমেষ্ঠিঋষির্বায়ুদেবতা............বি.। **ওঁ ইযেত্বোর্জেত্বা বায়বঃস্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে স্বাহা।** ইদং বায়বে।

১০) ভরদ্বাজঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা .... বি.। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি স্বাহা। ইদমগ্নয়ে।

১১। পিপ্পলাদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বরুণোদেবতা .... বি। ওঁ শন্নো দেরীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ো শংযোরভিস্রবন্তুনঃ স্বাহা। ইদং বরুণায়।

১২) সিন্ধুদ্বীপঋষিরনুষ্টুভ্ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতাঃ .... বি.। ওঁ সোমংরাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্ স্বাহা। ইদং সোমায়। বরুণায়, অগ্নয়ে। আদিত্যায়। বিষ্ণবে। সূর্যায়, ব্রহ্মণে, বৃহস্পতয়ে।

এরপর প্রথমে অর্চনীয় দেবতার মন্ত্রে চরু দ্বারা ১টি আহুতি দেবে। তারপর স্ব স্ব বেদোক্ত **দশদিক পালের ১০ টি মন্ত্রে** ১০টি আহুতি প্রথমেই **অর্চনীয় দেবতার** মন্ত্রে অচনীয় দেবতার উদ্দেশ্যে ১টি চরু আহুতি দেবে। **সামবেদীয় দশদিকপালের মন্ত্র ৮০ পৃষ্ঠায় এবং যজুর্বেদীর ৮৫ পৃষ্ঠায়। ঋগ্বেদীর— ৮৮ পৃ.।**

স্ব স্ব বেদোক্ত **নবগ্রহের** ৯টি মন্ত্রে ৯টি আহুতি। **সামবেদীয় নবগ্রহ মন্ত্র ৬৮ পৃঃ।**

যজুর্বেদীর — ৭৩ পৃষ্ঠায়। ঋগ্বেদী ৮৮পৃ. অতঃপর এক একটি নামাত্মক মন্ত্রে আহুতি। যথা –

৩৩। **ওঁ ভূরগ্নয়ে স্বাহা**—ইদমগ্নয়ে। ৩৪। **ওঁ সূর্যায় স্বাহা**—ইদং সূর্যায়। ৩৫। **ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা**—ইদং প্রজাপতয়ে। ৩৬। **ওঁ অন্তরিক্ষায় স্বাহা**—ইদমন্তরিক্ষায়। ৩৭। **ওঁ দ্যৌঃস্বাহা**—ইদংদ্যৌঃ ৩৮। **ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা**—ইদং ব্রহ্মণে। ৩৯। **ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা**—ইদং পৃথিব্যৈ।

৪০। **ওঁ মহারাজায় স্বাহা**— ইদং মহারাজায়। ৪১। **ওঁ সোমায় স্বাহা** — ইদং সোমায়।

৪২। প্রচুরতর চরু নিয়ে **ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা**।—ইদম্ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে।

এইভাবে চরুহোম শেষ করে মেক্ষণটিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে **অবশিষ্ট চরু দিয়ে দশদিকে বলি প্রদান করা হবে।**

দিগ্‌বলি **এষ পায়স বলিঃ ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে নমঃ।** এইক্রমে **ওঁ আগ্নেয্যৈ দিশে। ওঁ অবাচ্যৈ দিশে। ওঁ নৈঋত্যৈ দিশে। ওঁ প্রতীচ্যৈ দিশে। ওঁ বায়ব্যৈ দিশে। ওঁ উদীচ্যৈ দিশে। ওঁ ঐশান্যৈ দিশে। ওঁ উর্দ্ধ দিশে। ওঁ অধঃ দিশে।**

সমিধ্‌হোম দিগ্‌বলির পর ১০৮ টি ঘৃতাক্ত **পলাশ** সমিধ অভাবে **যজ্ঞডুম্বুর** সমিধ **ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃপরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা মন্ত্রে** আহুতি দেওয়া হবে। **অর্চনা করা হবে, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ;** সুতরাং হুতশেষে বলা হবে **ইদং বিষ্ণবে।** (মনে রাখতে হবে যে, **বিষ্ণু ছাড়া অন্য দেবতার মন্দির হ'লেও এখানে ওঁ তদ্‌বিষ্ণোরিত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই আহুতি হবে।**) (কোন অভিলাপ বাক্যের প্রয়োজন নাই। তবে প্রথম আহুতিটির পূর্বে ঋষিছন্দ প্রভৃতি বলা বিধেয়) **যথা – মেধাতিথিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা .... প্রতিষ্ঠায়াং সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ .... স্বাহা। (ইদং বিষ্ণবে।) তারপর থেকে কেবল মন্ত্রে আহুতি হবে।**

তারপর **অর্চনীয় দেবতার সমিধ দ্বারা ১০৮টি আহুতি** দিতে হবে।

আজ্যহোম এরপর যে ৪২টি মন্ত্রে চরু হোম হয়েছে সেই ৪২টি মন্ত্রে **আজ্যাহুতি** দিতে হবে। তারপর **পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা আজ্যাহুতি।** (এখানে সামবেদী ও যজুর্বেদীর মধ্যে মন্ত্র পার্থক্য থাকবে।)

সামবেদী (পুরুষসূক্ত মন্ত্র)

১) ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধেপদম্। সমূঢ়মস্য পাংশুলে স্বাহা।

২) ওঁ প্রক্ষস্য[১] বৃষ্ণো অরুষস্য নূ সহঃ প্রনুবোচং বিদথা জাতবেদসে[২]। বৈশ্বানরায় মতির্নব্যসী শুচিঃ সোম ইব পবতে চারুদগ্নয়ে স্বাহা।।

৩) ওঁ প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো, দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি। মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ, পদা বরাহো অভ্যেতি রেভন্ স্বাহা।।

৪) ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃসহস্রপাৎ। সভূমিং সর্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং স্বাহা।

৫) ওঁ ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহা ভবৎপুনঃ। ততো বিষ্বঙ্ব্যক্রামদসাশনানশনে অভি স্বাহা।।

৬) ওঁ পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভুতং যচ্চ ভাব্যম্। পাদোঽস্য সর্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি স্বাহা।।

৭) ওঁ তাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি স্বাহা।

৮) ওঁ ততো বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃস্বাহা।।

ঋগ্বেদী ও যজুর্বেদীদের পুরুষসূক্ত মন্ত্র

(১৬টি মন্ত্রে ১৬টি আহুতি এবং প্রতিবার 'ইদং বিষ্ণবে' মন্ত্রে হুতশেষ রাখা হবে।)

১) ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিগুঁ সবর্তঃ স্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং স্বাহা।।

২) ওঁ পুরুষ এবেদগুঁ সর্বং, যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং। উতামৃতত্বস্যেশানো, যদন্নেনাতিরোহতি স্বাহা।।

ঋগ্বেদীয় পাঠ ১) পৃক্ষস্য ২) জাতবেদসঃ। ঋগ্বেদীস্থলে ং পরিবর্তে গুঁ হবে না।

৩) ওঁ এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি স্বাহা।।

৪) ওঁ ত্রিপাদূর্ধ্ব মুদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। ততোবিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি স্বাহা।।

৫) ওঁ ততো বিরাড়জায়ত, বিরাজো অধি পুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত, পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ স্বাহা।

৬) ওঁ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং, গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ স্বাহা।।

৭) ওঁ তঁ যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্, পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত, সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে স্বাহা।।

৮) ওঁ তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ, সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্। পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে স্বাহা।।

৯) ওঁ তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ, ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাগুঁসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত স্বাহা।

১০) ওঁ তস্মাদ্ অশ্বা অজায়ন্ত, যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ, তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ স্বাহা।।

১১) ওঁ যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্যাসীৎ। কিং বাহু, কিমুরূপাদাউচ্যেতে স্বাহা।।

১২) ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যকৃতঃ। ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাগুঁ শূদ্রো অজায়ত স্বাহা।।

১৩) ওঁ চন্দ্রমামনসোজাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদ্ বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত স্বাহা।।

১৪) ওঁ নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষগুঁ, শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ, তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ স্বাহা।।

১৫) ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়, স্ত্রিঃসপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ যজ্ঞং তন্বানা, অবধ্নন্ পুরুষং পশুং স্বাহা।।

১৬) ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্তদেবা, স্তানি ধর্মানি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকংমহিমানঃ সচন্ত, যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ স্বাহা।। অতঃপর

তিলাজ্যাহুতি বসিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা মঠপ্রতিষ্ঠায়াং তিলাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সূযবসিনী মনবে দশস্যা। ব্যস্কভ্না রোদসী বিষ্ণবে তে দাধর্থং পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ স্বাহা।

ইদং বিষ্ণবে। ওঁ ব্রহ্মানুযায়িভ্যঃ স্বাহা। ওঁ বিষ্ণ্বনুযায়িভ্যঃ স্বাহা। ওঁ রুদ্রানুযায়িভ্য স্বাহা। মন্ত্রে তিলাজ্য আহুতি দেওয়ার পর পুনরায় তিলাজ্য সমিধ দ্বারা পূর্বোক্ত স্ব স্ব মন্ত্রে নবগ্রহ ও দশদিকপালের উদ্দেশ্যে ১টি করে আহুতি দিতে হবে। তারপর তিলাজ্য সমিধ দ্বারাই ওঁ নদীভ্যঃ স্বাহা। ওঁ সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা মন্ত্রে দুটিতে আহুতি দিয়ে ঘৃত দ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম (৬৮পৃষ্ঠা) করতে হবে। এরপর

উদীচ্য কর্ম

সামবেদী (৮০ পৃ. — ৮৩ পৃ.)। পর্যন্ত

যজুর্বেদী উদীচ্য কর্ম (৮৪ পৃ. থেকে ৮৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) **ঋগ্বেদীর উদীচ্যকর্ম-**(৮৭ পৃ. — ৮৮ পৃ.) কর্মে প্রত্যক্ষ দেবতার হোম — অভীষ্ট দেবতার নামে ১০৮ এবং গণেশাদি পঞ্চদেবতা, কুলদেবতাদের ৮টি করে স্ব স্ব সমিধ বা ঘৃত দ্বারা আহুতি দান হবে।

পূর্ণহোম মঠাদি প্রতিষ্ঠায় পূর্ণহোম সর্ববেদীর একরকম। ব্রাহ্মণ ফলকুসুম সহিত ঘৃতপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে — **মেধাতিথি ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা যশস্কামস্য যজনীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং বৌষট্।** মন্ত্রটি **তিনবার** বলে **তিনবার পূর্ণহুতি** দিতে হবে।

তারপর অগ্নিপ্রণাম (৮৬ পৃ.) করে পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্য উৎসর্গ। অর্চনা করে **বিষ্ণুরোম তৎসদিত্যাদি ...... কৃতৈতদ্ দেবতাবেশ্ম প্রতিষ্ঠাঙ্গ হোমকর্মণি ব্রহ্মকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণু দৈবতং ব্রহ্মণে তুভ্যমহং দদানি।** তারপর 'ওঁ ব্রহ্মণ্ ক্ষমস্ব মন্ত্রে ব্রহ্মাকে বিসর্জন করে অগ্নির ঈশান কোণে দুগ্ধ দিয়ে ভস্ম নিয়ে কশ্যপ তৈরী করে **অগ্নি, নারায়ণ ও পূজিত দেবতাদের ঘটে,** ব্রাহ্মণদের ও যজমানকে তিলক দিতে হয়।

তিলকদানবিধি ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং (ললাটে)। ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং (কণ্ঠে)। ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং (দক্ষিণ বাহুমূলে)। ওঁ তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষং (বক্ষে)। তারপর **ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ** মন্ত্রে অগ্নিতে জল; **ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব** মন্ত্রে দধি দিয়ে অগ্নি বিসর্জন করা হবে। 'আবাহিতা দেবতা ক্ষমধ্বম্' বলে ঘটে দেবতাদের বিসর্জন করবেন।

অতঃপর যজমান পূর্বমুখে বসে পঞ্চগব্য আঘ্রাণ করে **আচার্য-দক্ষিণা উৎসর্গ** করবেন। এখানে আচার্য-দক্ষিণা একটি তৈজস পাত্রে তিল, একখণ্ড স্বর্ণ, একটি বস্ত্র ও গোমূল্য স্বরূপ কিছু অর্থ দিয়ে অর্চনা করা হবে **এতস্মৈ সবস্ত্র হেমান্বিত তিলপাত্র সহিত গবীমূল্যায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় আচার্যায় নমঃ।** উৎসর্গ বাক্য -- **বিষ্ণুরোম তৎসৎ ...... গোত্রঃ/গোত্রা .... দেবশর্মা/দাসঃ/দেবী/দাসী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ/কামা ইদং সবস্ত্র হেমান্বিততিলপাত্র সহিত গবীমূল্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্মণে আচার্যায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।** বলে জলের ছিটা দিয়ে আচার্যের হাতে পাত্রটি সমর্পণ করে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বলবেন -- **প্রীয়তাং ভগবান্ বিষ্ণুঃ।**

তারপর **ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে। উপ প্রয়ন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা।। ওঁ উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ ভক্তানাং বাঞ্ছিতপ্রদ। আগত্য জন্মসাফল্যং কুরুতে করুণানিধে।।** মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে দেবতাকে মন্দিরের দ্বারের নিকট আনা হবে। (আনার পক্ষে অসম্ভব হ'লে স্বয়ং দ্বারের কাছে গিয়ে মন্ত্রটি পাঠ করবেন।) দেবতাকে বসিয়ে **নারিকেলোদক, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত ও শুদ্ধজলে** স্নান করিয়ে **ষোড়শোপচারে পূজা** করা হবে। এই সময়ই **মন্দিরনির্মাতা শিল্পীকে বস্ত্রাদি দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হয়** এবং **দ্বাদশ দান ও ভোজ্য উৎসর্গ করতে হয়।**

দ্বাদশ দান[১]

ভূমি, আসন, জল অন্ন, বস্ত্র, তাম্বুল, ফল, গন্ধ, ছত্র, পাদুকা, শয্যা এবং গরু অথবা গোমূল্য।

উৎসর্গ বাক্যে -- অমুকদেব/দেবী/বিষ্ণু/শিববেশ্ম প্রতিষ্ঠা সিদ্ধিপূর্বকং অমুকদেবতাপ্রীতিকামঃ অথবা স্বর্গকামঃ বলা হবে। দান উৎসর্গ করে 'ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংশুলে মন্ত্রটি উচ্চারণ করে চক্রটি নিয়ে **'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চক্রায় নমঃ।** মন্ত্রে চক্রটিকে পূজা করে মন্দিরের উপর স্থাপন করা হবে এবং সেই সঙ্গে বস্ত্রাদি দ্বারা তোরণটি সাজিয়ে **মন্দিরের ঈশানে ঘন্টা চামরযুক্ত একটি পতাকা** উত্তোলন করতে হবে।

মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে -- বিষ্ণুমন্দির হলে **গরুড়**, শিবমন্দির হলে **বৃষ**, দুর্গামন্দির হলে **সিংহ**, সূর্যমন্দির হলে **অশ্ব** শীতলামন্দিরে **গর্দভ** স্থাপন করে ঈশানে মন্দিরের অনুরূপ বা কমপক্ষে ষোল হাত পরিমিত দণ্ডে আরোপিত ধ্বজার নিকট গিয়ে **ধ্বজার দণ্ডে জলের ছিটা দিয়ে দণ্ডটি ধরে বলবেন -- ওঁ এহ্যেহি ভগবন্নীশ্বর নির্মিত উপরিচর, বায়ুমার্গানুসারিন্ শ্রীকর শ্রীনিবাস রিপুধ্বংসকর সুজনাধিলয় সর্বদেবতা সম্মতং কুরুস্বস্ত্যয়নঞ্চমে ভবতু সর্ববিঘ্নান্ হর হর স্বাহা।** তারপর **এষ গন্ধঃ সবস্ত্র ঘন্টাচামরাদ্যুপশোভিত ধ্বজায় নমঃ** -- ইত্যাদিক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করে **এতস্মৈ ওঁ সবস্ত্রঘন্টাচামরা-দ্যুপশোভিত ধ্বজায় নমঃ** ইত্যাদি ক্রমে অর্চনা করে উক্ত মন্দির পূজনীয় দেবতার উদ্দেশ্যে সম্প্রদান করা হবে।

ধ্বজ উৎসর্গ বাক্য **বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি .... মহাপাতকাদি বহুপাপক্ষয়কাম ইমং সবস্ত্র ঘন্টাচামরাদ্যুপশোভিতং ধ্বজমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বিষ্ণবে/শিবায়/দুর্গায়ৈ (যাঁর মন্দির তাঁর নাম) তুভ্যমহং সম্প্রদদে।** এখানে এই ধ্বজদানের যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা অর্চনা করে উৎসর্গ করতে হবে।

---

* বাপী কূপ তড়াগাদি দেবব্রতগৃহাদিষু। দদ্যাদ্ দ্বাদশদানানি যথাবিভবমাত্মনঃ।

১) ভূম্যাসনং জলঞ্চান্নং বস্ত্রং তাম্বুলকং ফলম্। গন্ধশ্ছত্রং পাদুকা চ শয্যাশৃঙ্গী চ দ্বাদশ।।

অতঃপর দ্বারসম্মুখে স্থাপিত দেবতার বাহন গরুড়াদির নিকট গিয়ে

বিষ্ণুমন্দিরে গরুড়স্তম্ভে-'এষ গন্ধো গরুড়ায় নমঃ' মন্ত্রে পূজা করে

কৃতাঞ্জলি হয়ে – 'ওঁ সুপর্ণোঽসি গরুত্মাংস্ত্রিবৃত্তে শিরো গায়ত্র্যং চক্ষুর্বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ। স্তোম আত্মা ছন্দাওঁস্যঙ্গানি যজুওঁষি নাম। সাম তে তনুর্বামদেব্যং যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং পুচ্ছং ধিষ্ণ্যাঃ শফাঃ। সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্ দিবং গচ্ছ স্বঃ পত। পাঠ করে প্রণাম—

ওঁ নমস্তে পতগশ্রেষ্ঠ পন্নগান্তকরপ্রভো। ত্বৎপ্রসাদান্মহাবাহো মোদয়েদ্দিবি দেববৎ।।

যথা ত্বং সংপুটকরঃ সততং নতকন্ধরঃ। তথৈব পুরতো বিষ্ণো স্তৎপ্রসাদাদ্ ভবাম্যহম্।।

শিবমন্দিরের দ্বারদেশে এষগন্ধো বৃষায় নমঃ' মন্ত্রে পূজা করে কৃতাঞ্জলি পাঠ—

এষ গন্ধো বৃষায় নমঃ -- ইত্যাদিক্রমে পূজা করে প্রণাম --

ওঁ বৃষোঽসি ভগবান্ ধর্মশ্চতুষ্পাদঃ দেব প্রকীর্তিতঃ। ত্বৎপ্রসাদান্মহাবাহো প্রাপ্নুয়াঃ স্বর্গমুত্তমম্।।

ওঁ ত্বয়িস্থিতঃ শিবঃ সাক্ষাৎ ত্বয়ি শক্রঃ সুরেশ্বর। ত্বয়ি স্থিতো হরির্দেবস্তদর্থং তপ্যতে তপঃ।।

ওঁ নমস্তে সর্বতোভদ্র শিবস্য বাহনং পরম্। ত্রৈলোক্যজয় শক্রঘ্ন বৃষাসন নমোঽস্তুতে।।

সিংহ দেবীমন্দির দ্বারে– এষ গন্ধঃ সিংহায় নমঃ – ইত্যাদি ক্রমে পূজা করে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা –

ওঁ শিবস্য বাহনস্ত্বং হি সততং মঙ্গলপ্রদঃ। শিবসাযুজ্যলাভায় সাহায্যং কুরু মে সদা।।

ওঁ বিজয়ো জয়দো জেতা রিপুঘাতী প্রিয়ঙ্করঃ। দুঃখদারিদ্র্যহা শান্তঃ সর্ববিঘ্নবিনাশনঃ।।

ইত্যষ্টৌ তব নামানি যস্মাৎ সিংহপরাক্রমঃ। তস্মাৎ সিংহাসনেতি ত্বং নাম্না দেবেষু গীয়তে।।

প্রণাম – ওঁ ত্বয়ি স্থিতঃ শিবঃ সাক্ষাৎ ত্বয়ি শক্রঃসুরেশ্বরঃ। ত্বয়ি স্থিতো হরির্দেব স্তদর্থংতপ্যতে তপঃ।।

ওঁ নমস্তে সর্বতোভদ্র দুর্গায়াঃ বাহনং পরম্। ত্রৈলোক্যজয় শক্রঘ্ন সিংহাসন নমোঽস্তুতে।।

শীতলা মন্দিরদ্বারে গর্দভকে— 'এষগন্ধঃ ওঁ গর্দভায় নমঃ'। ক্রমে পূজা করে কৃতাঞ্জলি পাঠ—

ওঁ শীতলা বাহন স্ত্বংহি সংক্রামরোগনাশনঃ। দেবীদ্বারে স্থিতো নিত্যং মম শান্তিং প্রযচ্ছতু।।

অতঃপর বস্ত্রাচ্ছাদিত মন্দিরটি 'এতস্মৈ ইষ্টকাদিময় শ্রীমন্দিরায় নমঃ' ইত্যাদি ক্রমে অর্চনা করে –

মন্দির উৎসর্গবাক্য বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ .... এতৎ ইষ্টকাদিময়শ্রীমন্দিরমপরমাণু সমসংখ্যকবর্ষসহস্র দশগুণ কালাবচ্ছিন্ন স্বর্গলোক মহীতত্ত্ব কামঃ/শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ ইদং বস্ত্রাচ্ছাদিতম্ ইষ্টকাদিময়দেববেশ্ম অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বিষ্ণবে/শিবায়/দুর্গায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

এখানেও মন্দির দানের দক্ষিণা অর্চনা করে অর্চনীয় দেবতার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করতে হবে। কৃতৈতদিষ্টকাদিময় শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং .... দেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

ওঁ বিশ্ববাসায় বাসায় গৃহংতে বিনিবেদিতম্। অঙ্গীকুরু (মহেশ্বর) মহেশানি কৃপয়া সন্নিধীয়তাম্।।

গৃহংদেব (দেবি) বাসায় সর্বথা প্রীতিদং ভব। উৎসৃষ্টি ত্বয়ি মে লোকাঃ স্থিরাঃ সন্তু নিরাময়ঃ।।

যজনাৎ সর্বযজ্ঞানাং সর্বতীর্থ নিষেধনাৎ। যৎ ফলং তৎ ফলং মেঽদ্য জায়তাং ত্বৎ প্রসাদতঃ।।

অতঃপর বৈদিক ও পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করতঃ সকলের মস্তকে শান্তি বারি অভিষেক করবেন।

অচ্ছিদ্রাবধারণ কৃতাঞ্জলি হয়ে বলবেন -- কৃতৈতদ্ এতৎ বস্ত্রাচ্ছাদিতেষ্টকাদিময়দেবমন্দিরপ্রতিষ্ঠাকর্ম অচ্ছিদ্রমস্তু।

অতঃপর দেবতাকে নিয়ে মন্দিরটি তিনবার প্রদক্ষিণ করবেন। অচললিঙ্গ হ'লে বা বহনপক্ষে অসম্ভব হ'লে যজমান নিজেই তিনবার প্রদক্ষিণ করে নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে দেবতাকে মন্দিরে প্রবেশ করাবেন — ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ

শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈ স্তুষ্টুবাংসস্তনুভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।

পীঠিকায় স্থাপন মন্ত্র – **ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে।**

স্থিরীকরণ –দেবতাকে ধরে মন্ত্রটি পাঠ করতে হয় – **ওঁ স্থিরো ভব বীড্ভঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন্। পৃথুর্ভব সুষদ স্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ।।** কৃতাঞ্জলি হয়ে—**ওঁ গেহত্বং সর্বলোকানাং পূজ্যঃ পুণ্যযশঃ প্রদঃ। দেবতাস্থিতিদানেন সুমেরুসদৃশো ভব।।**
ত্বং কৈলাশশ্চ বৈকুণ্ঠস্তং ব্রহ্মভবন্ গৃহম্। যৎত্বয়া বিধৃতো দেবস্তস্মাত্ত্বং সুরবন্দিতঃ।।

অতঃপর **প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে যোড়শোপচারে পূজা** করা হবে। পূজা করে – কৃতাঞ্জলি হয়ে বলবেন –
ওঁ যাবদ্ধরাধরো দেবো যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী। তাবদত্র জগন্নাথ সন্নিধীভব কেশব।।
যাবদ বসুন্ধরা তিষ্ঠেদ্ যাবদেতে ধরাধরা। যাবদ্দিবা নিশানাথৌ তাবন্মে বর্ততাং কুলে।।
দুর্গা হলে – শেষ দুটি পাদে – **'তাবদত্র মহাদেবি সন্নিধী ভব জননি'।।**
শিব হলে – **'তাবদত্র মহাদেব সন্নিধী ভব শংকর'।।**
এই সময় **পিষ্টপ্রদীপ দ্বারা** দেবতাকে 'নির্মঞ্ছন (বরণ) করা হবে।

অতঃপর কমপক্ষে কুড়িজন ব্রাহ্মণকে ভোজন ও দক্ষিণা দ্বারা পরিতুষ্ট করে **বৈগুণ্যসমাধান – বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ....কৃতেঽস্মিন্ অমুক দেবতায়া এতদ্ ইষ্টকাদিময় শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা কর্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় বিষ্ণুনামাত্মক মন্ত্রস্মরণমহং করিষ্যে।** বাক্যটি উচ্চারণ করে ওঁ বিষ্ণু দশবারজপ করে অঙ্গুরী ত্যাগ করে হাতে একগণ্ডুষ জল নিয়ে – **'ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণীতে প্রীণীতং জগৎ।।** বলে জলটি শ্রীকৃষ্ণের চরণের উদ্দেশ্যে ভূমিতে ত্যাগ করা হবে।

—ঃ০ঃ—

উপসংহার – এখানে বহুস্থলে প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে ক্রমের অমিল আছে। কারণ এখানে সমস্ত ক্রমই রঘুনন্দন কৃত মঠ প্রতিষ্ঠায় ধৃত শাস্ত্রবাক্য অনুসারে লেখা হয়েছে। যেমন--

হয়শীর্ষের বচন – ব্রাহ্মোণো বিধিনা বহ্নিং সমাধায় বিচক্ষণঃ। শিলাপূর্ণঘটং কাংস্যং সম্ভারং স্থাপয়েত্ততঃ। ব্রাহ্মণসর্বমাহৃত্য শ্রপয়েদ্ যবময়ং চরুং। ক্ষীরেণ কপিলায়াস্তু তদ্বিষ্ণোরিতি সাধকঃ।। প্রণবেনাভিঘার্যাথ দর্ব্যাং সংঘটয়েত্তত। সাধয়িত্বাবতার্যাথ তদ্বিষ্ণোরিতি হোময়েৎ।। ব্যাহৃত্যা চৈব গায়ত্র্যা তদ্বিপ্রাসেতি হোময়েৎ।। বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যুক্ত্বা বেদাদ্যৈর্হোময়েত্তথা।। সোমং রাজানমিতি চ জুহুয়াত্তদনন্তরম্। দিক্‌পালেভ্যঃ স্বস্বমন্ত্রৈর্গ্রহেভ্যশ্চৈব হোময়েৎ।। অগ্নয়ে স্বাহা, সূর্যায় স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা অন্তরিক্ষায় স্বাহা দ্যৌঃস্বাহা ব্রহ্মণে স্বাহা, পৃথিব্যৈ স্বাহা, মহারাজায় স্বাহা। এবং হুত্বা চরোর্ভাগান্ দদ্যাদ্ দশদিশাং বলিম্। ততঃ পলাশসমিধা হুনেদষ্টোত্তরংশতম্।। আজ্যেন জুহুয়াৎ পশ্চাদেভির্মন্ত্রৈর্দ্বিজোত্তমঃ। ততঃ পুরুষসূক্তস্য মন্ত্রৈরাজ্যন্ত হোময়েৎ।। ইরাবতীতি জুহুয়াৎ তিলান্ঘৃতপরিপ্লুতান্। হুত্বা তু ব্রহ্মবিষ্ণীশদেবানামনুযায়িনাং।। গ্রহাণামথতির্বিদ্বা লোকেশানামথ পুনঃ। পর্বতানাং নদীনাঞ্চ সমুদ্রানাং তথৈব চ।। হুত্বা ব্যাহৃতিভিঃ কুর্যাৎ স্রুবপূর্ণাহুতিত্রয়ম্। বৌষড়ন্তেন মন্ত্রেণ বৈষ্ণবেন সুরোত্তমাঃ।। পঞ্চগব্যঞ্চ সংপ্রাশ্য দদ্যাদাচার্যদক্ষিণাম্। তিলপাত্রং হেমযুক্তং সবস্ত্রাং গামলংকৃতাম্। প্রীয়তাং ভগবান্ বিষ্ণুরিত্যুৎসৃজ ধৃতব্রত।।

পরবতী ক্রিয়াগুলির নির্দেশ পাওয়া যায় বিষ্ণুধর্মোত্তর বচন ও কপিল পঞ্চরাত্র বচন থেকে।

বিষ্ণুধর্মোত্তর বচন – ততঃ প্রাসাদসমীপে ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে ইতি মন্ত্রেণ দেবতামানীয় পূজয়িত্বা প্রাসাদং গত্বা দানানি চ দত্ত্বা – দেবতামাদায় তাং প্রদক্ষিণং কারয়িত্বা ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতিমন্ত্রেণ প্রবেশয়েৎ। ওঁ দেবস্যত্বেতি মন্ত্রেণ পিণ্ডিকোপরিন্যসেৎ। ওঁ স্থিরো ভবেতি মন্ত্রেণ স্থিরীকরণম্। ততোগন্ধপুষ্পাভ্যাং পূজয়িত্বা ওঁ যাবদ্ধরেতি মন্ত্রেণ দেবতা সন্নিধিং কুর্যাৎ।।

কপিলপঞ্চরাত্র বচন –

এবং কৃত্বা বিধানন্তু প্রাসাদে দেবমানয়েৎ। উত্তিষ্ঠেতি যথাযোগং পঠেদ্বৈ সুসমাহিতঃ।।
প্রাসাদঞ্চ ততো দত্ত্বা কারয়েৎ তং প্রদক্ষিণম্। ততঃ সংবেশয়েদ্দেবং ভদ্রং কর্ণেভিঃ মন্ত্রিতম্।।
দেবস্যত্বেতি মন্ত্রেণ পিণ্ডিকোপরি বিন্যসেৎ। স্থিরোভবেতি মন্ত্রেণ স্থিরং কুর্যাদ্জনার্দনম্।।
পূজয়িত্বা ততো দেবমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ। যাবদ্ধরাধরোদেবোযাবত্তিষ্ঠতিমেদিনী।।
তাবদত্র জগন্নাথ সন্নিধীভব কেশব।।

প্রচলিত পদ্ধতিতে কেবল সামবেদী পুরুষসূক্তের ৬টি মন্ত্র দ্বারা আহুতির উল্লেখ আছে, কিন্তু মঠ প্রতিষ্ঠাতত্ত্বে সামবেদী ও যজুর্বেদীর পৃথক পৃথক নির্দেশ আছে। মঠ প্রতিষ্ঠা তত্ত্বের বচন হ'লো – **পুরুষসূক্তস্য তত্তদ্ বেদোক্তস্য তত্র সামগানাং ...... পুরুষপদযুক্তাঃ পঞ্চমন্ত্রাঃগ্রন্ত ইত্যনেন কয়ানশ্চিত্র ইত্যেকঃ। এতৈঃ সামগোজুহুয়াৎ। যজুর্বেদী তু তৎপ্রসিদ্ধাভিঃ সহস্রশীর্ষেত্যাদি ষোড়শ ঋগ্‌ভিঃ ষোড়শাহুতীর্জুহুয়াৎ'।**

এখানে মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বের নির্দেশই গ্রহণ করা হয়েছে।

ইতি প্রাসাদ-মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা।

তুলসী মঞ্চ প্রতিষ্ঠা

বিধি – পশ্চিমবঙ্গে ধনী দরিদ্র প্রায় সকলের গৃহেই তুলসী মঞ্চ আছে এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই তার মার্জনাদি হ'য়ে থাকে। ঐ তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করার মানসিকতা অধিকাংশের মধ্যেই আছে, কিন্তু উপযুক্ত পদ্ধতি না থাকার ফলে কেহ বা মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে কয়েক মালসা ভোগ নিবেদন করে, কেহ বা বিবিধি উপচারে বিষ্ণু ও তুলসীর পূজা করেই ইচ্ছা চরিতার্থ করেন। শ্রদ্ধেয় রামগোপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাঁর 'প্রতিষ্ঠা পদ্ধতি' নামক পুঁথিতে তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠার একটি বিধি প্রণয়ন করে উক্ত অভাবটি অনেকাংশে পূরণ করেছেন এবং বিশেষ করে নানাজনের নানামতে চলার পথটি বন্ধ করে যাজক যজমান উভয়েরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা দ্বারা যুগপৎ দেবতা ও দেবায়তন প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে তুলসীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে মহাদেব দুর্গাকে বলেছেন, – **স্থিতঃ প্রতিদলেম্বস্যাঃ মন্ত্রো দ্বাদশবর্ণকঃ। অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্যামাবাং দেবীমহেশ্বরৌ।। নারায়ণ উপাস্যোহ্‌স্যাঃ প্রিয়েয়ং বৈষ্ণবী মতা।।** (অর্থাৎ এই তুলসীর প্রতি পাতায় দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র অবস্থিত। এঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমরা – দুর্গা, শিব। এঁর উপাস্য বিষ্ণু এবং ইনি বৈষ্ণবী প্রিয়া)। পাদ্মে ক্রিয়া যোগ সারে – **'সর্বদেবময়ী দেবী তুলসী বিষ্ণুবল্লভা। যত্র তিষ্ঠতি তত্রৈব তিষ্ঠন্তি সর্বদেবতাঃ।।** (সর্বদেবময়ী বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসী যেস্থানে থাকেন সেস্থানে সমস্ত দেবতা বিরাজ করেন।) আমাদের দেশে তুলসীতলা যে শ্রদ্ধার সঙ্গে ধোয়ামোছা – পরিষ্কার করা হয় এবং সেখানে সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়া হয় তাও কেবল বংশগত প্রথা বা কুসংস্কার নয়। এ-ব্যাপারে শাস্ত্রীয় নির্দেশ ও অর্থবাদ আছে। পাদ্মে ক্রিয়াযোগ সারে – **গোময়েস্তুলসীমূলে যঃ কুর্যাদুপলেপনম্। সম্মার্জনঞ্চ বিপ্রর্ষে তস্য পুণ্যফলং শৃণু।। রজাংসি তত্র যাবন্তি দূরভূতানি জৈমিনে। তাবৎকল্পসহস্রাণি মোদতে বিষ্ণুনা সহ।। প্রদীপং যস্তু সন্ধ্যায়াং স্থাপয়েত্তুলসী তলে। স যাতি মন্দিরং বিষ্ণোঃ কুলকোটি সমন্বিতঃ।।** (অর্থাৎ যে ব্যক্তি তুলসীমূলে গোময় দ্বারা লেপন ও সম্মার্জন করেন তিনি যত পরিমাণ ধূলি তুলসীতলা থেকে দূরীভূত করেন, ততকল্প সহস্র বছর বিষ্ণুর সঙ্গে বিহার করেন এবং যিনি সন্ধ্যাকালে তুলসীতলে প্রদীপ রাখেন তিনি কুলকোটির সঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরে গমন করেন।)

সুতরাং তুলসীমঞ্চ মূলতঃ দেবতামন্দিরের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে মন্দির প্রতিষ্ঠাক্রমেই সমস্ত কার্য করা বিধেয়। তবে এক্ষেত্রে অনুকল্প স্বীকার্য।

(১) আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের অনুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ বহুক্ষেত্রেই হয়, এক্ষেত্রেও করা যায়।

(২) বাস্তুযাগের পূজাগুলি ঘটে বা শালগ্রামে করা যায়।

(৩) বাস্তুযাগের হোম ও মঞ্চপ্রতিষ্ঠার হোম একই স্থণ্ডিলে কেবল তিলযব সমিধ দ্বারা করা যায়। বাস্তুযাগের চরুহোম ও পায়স বলি একত্র পক্ক চরু থেকেই করা যায়।

(৪) মঞ্চ প্রতিষ্ঠায় দেবতাকে নিয়ে প্রদক্ষিণের স্থলে তুলসীবৃক্ষটিকে একটি আধারে নিয়ে প্রদক্ষিণ করা হবে।

(৫) ধ্বজা রোপণ থাকবে; তবে দ্বারদেশে গরুড়াদি স্থাপন ও পূজন হবে না।

(৬) সভোজ্য দ্বাদশদান উৎসর্গ করাও বিধেয়।

(৭) একটি মাত্র ঘটস্থাপন করা হবে।

প্রয়োগপদ্ধতি

যজমান নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে পূর্বমুখে বসে তিলক, আচমনাদি, গন্ধ-নারায়ণাদির অর্চনার পর পূর্বদিনে অধিবাস করা না হ'লে **'ওঁ কর্তব্যেহ্‌স্মিন্ শুভাধিবাস কর্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু** ইত্যাদিক্রমে স্বস্তিবাচন, স্বস্তিসূক্ত পাঠ করে সঙ্কল্প করতে হয় যথা— **বিষ্ণুরোঁতৎসদদ্য .... দেবশর্মা তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা কর্মাঙ্গীভূত তুলসীমঞ্চাধিবাসন কর্মাহংকারিষ্যে**। তারপর গণেশাদিপঞ্চদেবতা ও বিষ্ণুর পূজা করে **'ওঁ অনয়ামহ্যা অস্য তুলসীমঞ্চস্য শুভাধিবাসনমস্তু'** —ইত্যাদি ক্রমে অধিবাস করার পর প্রতিষ্ঠার **স্বস্তিবাচন** করবেন।

স্বস্তিবাচন **ওঁ কর্তব্যেহ্‌স্মিন্ ইষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা কর্মণি – ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো** ব্রুবন্তু – ইত্যাদি ক্রমে। তারপর

সংকল্প **বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ .... পৃথিবীপতিত্ব প্রাপ্তি পূর্বকম্ এতৎ ইষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চপরমাণুসমসংখ্যক সহস্রগুণ বর্ষাবচ্ছিন্ন বিষ্ণুলোকমোদমানত্বপ্রাপ্তিকামঃ এতদিষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা কর্মাহং করিষ্যে।** সংকল্প

সূক্তাদি পাঠের পর ও ব্রাহ্মণ বরণের পর বৃত ব্রাহ্মণ **পঞ্চগব্যশোধন** থেকে **পঞ্চদেবতার পূজা পর্যন্ত** (৩২ পৃ. থেকে ৪২ পৃ. পর্যন্ত) করে গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা – **গণেশ, ইন্দ্রাদি দশদিক পাল, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ঈশাদি ৫৩ জন দেবতা, বাসুদেব, বাসুদেবগণ, পৃথিবী, সর্বদেবময় হরির পূজা করে বাস্তোষ্পতি ও ব্রহ্মার** (৪৩ — ৫৯ পৃ.) দশোপচারে পূজা করবেন। পরে **বিষ্ণু ও তুলসীর** ষোড়শোপচারে পূজা করে হোম করবেন।

তুলসীর ধ্যান

ওঁ ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশীমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীম্। বিদ্যোতন্তীং কুচযুগভরানম্র কল্পাঙ্গযষ্ঠিন্।।
ঈষদ্ধাস্যাং ললিতবদনাং চন্দ্রসূর্যাগ্নিনেত্রাম্। শ্বেতাঙ্গীং তামভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থান্।।

প্রণাম মন্ত্র –

ওঁ জগদ্ধাত্রি নমস্তভ্যং বিষ্ণোশ্চ প্রিয়বল্লভে। মাতা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারিণঃ।।
ওঁ নমস্তুলসি কল্যাণি নমোবিষ্ণুপ্রিয়ে শুভে। নমো মোক্ষপ্রদে দেবি নমঃ সম্পৎপ্রদায়িকে।।
ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ। বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।

প্রদক্ষিণ করার মন্ত্র – (৪ বার)

ওঁ ইন্দ্রাদ্যৈ সকলৈর্দেবৈ রর্চিতাং ভব সুন্দরীম্। ভক্তানাং বরদাং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীম্।।
ওঁ সর্বদেবময়ীং দেবীং বেদগর্ভাং মনোরমাম্। যোগগম্যামহং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীম্।।
ওঁ সুরাসুরবিশেষজ্ঞাং সর্বালংকার ভূষিতাম্। ত্রিজগজ্জননীং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীম্।।
ওঁ পদ্মহস্তাং পদ্মমুখীং পদ্মস্থাং পদ্মলোচনাম্। লক্ষ্মীরূপামহং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীম্।।

হোম

পূজার পর **মন্দির প্রতিষ্ঠার নিয়মে হোম** করতে হবে। মঞ্চে তুলসীকে বসিয়ে পুনরায় **ষোড়শোপচারে পূজা** করে মন্দির প্রতিষ্ঠার নিয়মে সমস্ত হোম করা হবে। বিশেষত্ব হলো যে তুলসীর নামেও জুষ্ট গ্রহণ ও আহুতি হবে।

সামবেদী — (৬১ পৃ. থেকে ৬৫ পৃ. এবং পুনরায় ৮০ পৃ. থেকে ৮৩ পৃ. পর্যন্ত)।

যজুর্বেদী — (৬৯-৭১পৃ.) পুনরায় ৮৪ পৃ. থেকে ৮৬ পৃ. পর্যন্ত)।

ঋগ্বেদী — ৭৪ পৃ. থেকে ৭৭ পৃ. পর্যন্ত পুনরায় ৮৭ পৃ. থেকে ৮৯ পৃ. পর্যন্ত।

সকল বেদীরই ১০৮ পৃ. কেবল তিলাজ্য সমিধে হোম করে প্রাসাদ/মন্দির প্রতিষ্ঠার বিধি অনুসারে ১১০ পৃ. থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাজ হবে। অর্থাৎ তিলক দান ও অগ্নি বিসর্জনের পর মঞ্চে তুলসী ও নারায়ণকে বসিয়ে পুনরায় তুলসীর ষোড়শোপচারে পূজা করে প্রদক্ষিণ করে **ধ্বজ, দ্বাদশ দান** ও **মঞ্চ উৎসর্গ** করতে হবে। (১১১-১১৩ পৃ.)

এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠার ন্যায় 'ধ্বজ' উৎসর্গ হবে এবং বস্ত্রাচ্ছাদিত মঞ্চ উৎসর্গ করা হবে।

দানোৎসর্গ

দানোৎসর্গ বাক্যে – বিষ্ণুরোম্ .... এতদিষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠাসিদ্ধিপূর্বকং শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ ইদং ভূমিমূল্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণু দৈবতং ভগবত্যৈ তুলসীদেব্যৈ অহং সম্প্রদদে। দানদক্ষিণা দানান্তে মঞ্চ উৎসর্গ—

তুলসীমঞ্চ উৎসর্গ

অর্চনা – **এতস্মৈ বস্ত্রাচ্ছাদিতেষ্টকাদিময় মঞ্চায় নমঃ। .... সম্প্রদানায় ওঁ তুলসী দেব্যৈ নমঃ।**

উৎসর্গ বাক্য — বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ .... এতদিষ্টকাদিময়মঞ্চপরমাণুসমসংখ্যকসহস্রগুণবর্ষাবচ্ছিন্ন বিষ্ণুলোকমোদ-মানত্বপ্রাপ্তিকামঃ ইমমিষ্টকাদিময়মঞ্চং বস্ত্রাচ্ছাদিতমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং ভগবত্যৈ বৃন্দায়ৈ তুলসী দেব্যৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

দক্ষিণা — অর্চনা করে বাক্য- বিষ্ণুরোম্......... কামনয়া কৃতৈতদ্ ইষ্টকাদিময় মঞ্চ প্রতিষ্ঠা কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমর্চিতং বিষ্ণুদৈবতং ভগবত্যৈ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

এরপর **কয়ানশ্চিত্র** ইত্যাদি বৈদিকমন্ত্রে ও **সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চ** মন্ত্রে **শান্তি** দানের পর **অচ্ছিদ্রাবধারণ** করে **বৈগুণ্য সমাধান** করবেন। তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা দিনেও মন্দির প্রতিষ্ঠায় ন্যায় ব্রাহ্মণকে ভোজন করান ও দান, দক্ষিণাদিদান কর্ত্তব্য।

ইতি তুলসী মঞ্চ প্রতিষ্ঠা।

রাসমঞ্চপ্রতিষ্ঠা

রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় সমস্ত কার্য তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ন্যায় হবে। কেবল বিষ্ণু ও তুলসী পূজার স্থলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পূজা হবে। এখানে সঙ্কল্পবাক্যে বিশেষ—**এতদিষ্টকাদিময় রাসমঞ্চ পরমাণু সমসংখ্যক শত বর্ষাবচ্ছিন্ন গোলোকধাম-নিবাসকামঃ।**

রাসমঞ্চপ্রতিষ্ঠায় স্বর্ণময়ী রাধিকাও রজতশ্রীকৃষ্ণমূর্তি একটি পাত্রে রেখে রাসপ্রতিষ্ঠা দৃষ্টে রাধাকৃষ্ণের পূজা হবে।

তুলসীমঞ্চ উৎসর্গের মত রাসমঞ্চটি রাধাকৃষ্ণকে উৎসর্গ করে প্রার্থনা করতে হবে—

ওঁ রাসমঞ্চো ময়া দত্তো যুবয়োঃ প্রীতিহেতবে। রমস্ব ভগবন্ কৃষ্ণরাধয়া সহ তত্রবৈ।।
কৃপাময় জগন্নাথ পাহিমাং ভবসাগরাৎ। ভক্তির্মেঽস্তু সদা দেব ত্বতীয় চরণাম্বুজে।।
পরমা প্রকৃতিরাদ্যা রাধাশক্তি স্বরূপিনী। ত্বমেব পরমং ব্রহ্ম সর্বভূতেষু তিষ্ঠমি।।
রাসোল্লাস সমাযুক্তো নিত্যং রাসে বিরাজসে। সর্বভূতাধিবাসত্বং পীতবাসো নমোঽস্তুতে।।

এরপর শান্ত্যাদি ক্রিয়াগুলি হবে।

দোলমঞ্চপ্রতিষ্ঠা

দোলমঞ্চ প্রতিষ্ঠাতে ও সমস্ত কার্য তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠার মত হবে, কেবল তুলসীমঞ্চের পরিবর্তে দোলমঞ্চ বলা হবে। এখানে বিষ্ণু ও তুলসী পরিবর্তে **বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর** পূজা হবে (রজত বিষ্ণু ও স্বর্ণলক্ষ্মী মূর্তি)।

সঙ্কল্প বাক্যে—**এতদিষ্টকাদিময় দোলমঞ্চ পরমাণুসমসংখ্যক শতবর্ষাবচ্ছিন্ন বিষ্ণুলোকনিবাসকামঃ।**

তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠার মত আনুপূর্বিক সমস্ত কৃত্য সম্পন্ন করে দোলমঞ্চটি গোবিন্দকে উৎসর্গ করে প্রার্থনা করবে,—

ওঁ দোলমঞ্চ ময়া দত্তো ভগবান্ বিশ্বভাবন। রমস্ব রময়া সার্ধংবাঞ্ছিতার্থপ্রদোভব।।
ন মে ভক্তির্মতির্নৈব ভবতি ত্বৎ কথারতিঃ। কৃপয়া করুণাসিন্ধো দীনবন্ধোঽভিরক্ষত।।

এরপর শান্ত্যাদি ক্রিয়া।

দেবতা প্রতিষ্ঠা

বিধি — দেবতা প্রতিষ্ঠার কাল সম্পর্কে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠাতত্ত্বের সময়ই প্রায় সমস্ত কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য বিধিগুলি রঘুনন্দন কৃত দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। **প্রথমতঃ** — একই দিনে দেবতা প্রতিষ্ঠা ও দেবগৃহ অর্থাৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হলে **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ একবারই করা হবে।।** এবং দুজায়গায় হোমকরা না সম্ভব হলে একটি অগ্নিতেই উভয় কার্যের হোমই করা যায়। শাস্ত্রবচন — **'যদ্যেকাহে দেবপ্রতিষ্ঠা বাস্তুযাগগৃহোৎসবস্তদা তন্ত্রেণ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং কুর্যাৎ। তথা একস্মিন্নপ্যগ্নৌ হোমদ্বয়ং বিধেয়ং, একাগ্নাবনেক হোমকরণে তন্ত্রেণ পরিসমূহনাদিকমাহ গেভিলঃ।** তন্ত্রতা বলতে বুঝায় --অনেকমুদ্দিশ্য সকৃৎ প্রবৃত্তিস্তন্ত্রতা। যা চ অদৃষ্টপ্রযোজকানামেকজাতীয়

কর্মণামেককালকর্তৃকাণাং ফলনিশেষাকাঙক্ষা বিরহো ভবতি। ছান্দোগ্যপরিশিষ্টেও বলা হয়েছে — 'গণশঃ ক্রিয়মাণে তু মাতৃভ্যঃ পূজনং সকৃৎ। সকৃদেব ভবেচ্ছ্রাদ্ধমাদৌ ন পৃথগাদিষু।। দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে মহাকপিল পঞ্চরাত্রোক্ত বিধি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যথা —

সপুষ্পং সকুশং পাণিং ন্যসেদ্ দেবস্য মস্তকে। পঞ্চবারং জপেন্মূলমষ্টোত্তরশতোত্তরম্।।

ততো মূলেন পীঠান্তং সংস্পৃশেদিতি। তত্ত্বন্যাসং লিপিন্যাসং মন্ত্রন্যাসঞ্চ বিন্যসেৎ। পূজাঞ্চ মহতীং কুর্যাৎ স্বতন্ত্রোক্তোং যথাবিধি। প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণস্থাপনমাচরেৎ।।

এখানে মূলমন্ত্র সম্পর্কে ব্রহ্মপুরাণের বচন উদ্ধৃত হয়েছে — ওঁকারাদি সমাযুক্তং নমস্কারান্ত কীর্তিতম্। স্বনাম সর্বসত্ত্বানাংমন্ত্র ইত্যভিধীয়তে।। প্রাণপ্রতিষ্ঠার উপযোগিতা সম্পর্কেও তত্ত্বকার কালিকাপুরাণের বচন উদ্ধৃত করেছেন, — অকৃতায়াং প্রতিষ্ঠায়াং প্রাণানাং প্রতিমাসু চ। যথাপূর্বং তথাভাবঃ স্বর্ণাদীনাং ন বিযুক্তা। প্রতিষ্ঠা বিধি সম্পর্কে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের নির্দেশ — বল্মীকমৃত্তিকাভিস্তু গোময়েন সুভস্মনা। ক্ষালয়েৎ শিল্পীসংস্পর্শদোষানামুপশান্তয়ে। স্নাপয়েৎ গন্ধতোয়েন শুদ্ধবত্যা তুদেশিকা।। আমরা সাধারণতঃ দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বেধৃত ভবিষ্যপুরাণোক্ত বচনানুসারী প্রয়োগবিধিই স্বীকার করি। বচনটি হলো

নিত্য নিবর্ত্যমতিমান্ কুর্যাদভ্যুদয়ন্ততঃ। বিপ্রান্ সংপূজয়িত্বাথ ততো যাগগৃহং ব্রজেৎ।। গণেশগ্রহদিক্‌পালান্ প্রতিকুম্ভেষু পূজয়েৎ। স্থণ্ডিলে পূজয়েদ্বিষ্ণুং পরিবারগণং যজেৎ।। স্নপয়েৎ প্রথমং দেবং তোয়ৈঃ পঞ্চবিধৈরপি। পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ পঞ্চমৃৎ পিণ্ডকৈরপি। তিলতৈলৈস্তথা স্নেহৈঃ কষায়ৈরপি সত্তমাঃ।। পঞ্চপুষ্পোদকৈর্বাথ ত্রিপত্রৈরপি সত্তমাঃ। তুলসী কুন্দমালুর পত্রাণ্যাহুস্ত্রিপত্রকং। চম্পকাম্রশমীপদ্ম করবীরঞ্চপঞ্চকং। মৃত্তিকা করিদন্তস্য পর্বতাশ্বখুরস্য চ। কুশ বল্মীকসম্ভূতং মৃদাংপঞ্চকমীরিতিম্। গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধিসর্পি কুশোদকং। কুর্যাৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাঞ্চ হোমং কুর্যাদ্ যথাবিধি। দক্ষিণাং বিধিবদ্ দদ্যাৎ পুণ্যার্থং তদনন্তরম্।।

প্রতিষ্ঠা —'বিশেষসন্নিধির্যাতু ক্রিয়তে ব্যাপকস্য তু। যন্মূর্তৌ ভাবনামন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠা সা বিধীয়তে।। অর্থাৎ (অভিবেকাদি পূর্বক) প্রতিমাহৃদয়ে তাঁর মূলমন্ত্র বিন্যাসের দ্বারা দেবতার বিশেষভাবে যে সন্নিধান, তাকে বলে প্রতিষ্ঠা।

প্রতিমার উপাদান—সৌবর্ণী রাজতী বাপি তাম্রী রত্নময়ী তথা। শৈলদারুময়া বাপি লৌহশক্তময়ী তথা। রীতকা ধাতু সিকতা মৃদা কাংস্যময়ী তথা।।

শুভদারুময়ীবাপি দেবতার্চা প্রশস্যতে।। (রীতক—পিত্তল নির্মিতা।)

দেবপ্রতিষ্ঠার ফলসম্পর্কে দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে যমবচন —

কৃত্বা দেবগৃহং কার্যং প্রতিষ্ঠাপ্য চ দেবতাম্। বিধায় বিধিবৎ পূজাং তল্লোক বিন্দতে ধনম্।।

দেবপ্রতিষ্ঠার ও মন্দির প্রতিষ্ঠা একই দিনে করা হলে ঁশ্যামাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁর 'হিন্দু ব্যবস্থা সর্বস্বে' বলেছেন দেবপ্রতিষ্ঠার পূর্বে বাস্তুযাগ ও মঠপ্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য'। ঁরামগোপাল স্মৃতিরত্ন বলেছেন, — **'দেবপ্রতিষ্ঠাং বিধায় গৃহ প্রতিষ্ঠা কর্তব্যা'**। কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে কোন নির্দেশই পুরোপুরি স্বীকার করা যায় না। একই দিনে হ'লে পৃথক পৃথক বেদিকায় তিনটি কাজ একই সঙ্গে করতে হবে। নচেৎ দিবাভাগের মধ্যে কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, মন্দির প্রতিষ্ঠায় দ্বারদেশে দেবতাকে আনয়ন বিধির পূর্বে দেবতাপ্রতিষ্ঠাঙ্গ কাজগুলি সম্পন্ন করা উচিত।

প্রয়োগ পদ্ধতি

অধিবাস দেবতা প্রতিষ্ঠার পূর্ব দিনে সন্ধ্যায় উত্তর মুখে শুদ্ধাসনে বসে আচমনাদি করে স্বস্তিবাচন করবেন—**ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ অমুকদেবতায়াঃ মহ্যাদিভিঃ শুভাবিধাসকর্মণি ওঁ পুণ্যাহম্** ইত্যাদি ক্রমে করে স্বস্তিসূক্ত ও সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠান্তে সঙ্কল্প—বিষ্ণুরোঁতৎসদেত্যাদি শ্বঃ কর্তব্যেঽমুকদেবতা প্রতিষ্ঠাকমনি অমুকদেবতয়াঃ মহ্যাদিভিঃ শুভাধিবাসকর্মাহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)। সঙ্কল্পের পর ন্যাস পর্যন্ত সাধারণ কৃত্যগুলি করে বিষ্ণু এবং প্রতিষ্ঠেয় দেবতার যথাশক্তি উপচারে পূজা করে গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা পৃথক পৃথক দ্রব্যে অধিবাস করতে হবে। তারপর পরদিন প্রাতঃকালে—

যজমান নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে পূর্বমুখে বসে কুশাঙ্গুরীয় ধারণাদি প্রাথমিক কর্মগুলি করে **স্বস্তিবাচন— ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন**

প্রতিষ্ঠা ফল—দেবস্য প্রতিমায়াস্তু যাবন্তঃ পরমাণবঃ। তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে।।

২. অধিবাস বিধি—প্রত্যেকং দ্রব্যমাদায় গায়ত্র্যা বৈদিকেন বা। অনেনামুষ্য পাদতঃ শুভমস্ত্বধিবাসনম্। ইতিস্পৃশেদ্দেবভালং গন্ধাদ্যৈঃ সর্ববস্তুভি। ততঃ প্রশস্তিপাত্রেণ ত্রিধৈবমধিবাসয়েৎ। আচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেন স্থাপয়েৎ পরমেশ্বরম্।।

পত্ন্যুপবেশনবিধি—**শ্রাদ্ধ যজ্ঞে বিবাহে চ পত্নী দক্ষিণতঃ সদা।** (অত্রি)

অমুকদেবতায়া প্রতিষ্ঠাকর্মণি ওঁ পুণ্যাহংভবন্তো ব্রুবন্তু' ইত্যাদিক্রমে স্বস্তিবাচন করবেন। তারপর স্বস্তিসূক্ত ও সাক্ষ্যমন্ত্র (১৯ পৃ.) পাঠ করবেন। তারপর

সঙ্কল্প – বিষ্ণুরোম্ তৎসদিত্যাদি .... অস্যাং প্রস্তরময়মূর্ত্তৌ/ধাতুময্যাং মূর্ত্ত্যাং অমুকদেবস্য সান্নিধ্যসিদ্ধিপূর্ব্বকং দীর্ঘায়ুর্লক্ষ্মীসর্বকামসমৃদ্ধ্যক্ষয্যসুখসহিত শ্রীবিষ্ণুলোক / (শিবলোক) গমন কামঃ / (কামা) অমুক দেবতামূর্তি প্রতিষ্ঠা কর্মাহং করিষ্যে। (সংকল্পে মুখ্যচান্দ্র মাসের উল্লেখ হবে। কিন্তু কালী, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি দেবতা— যাঁদের তন্ত্রমতে পূজা হয় তাঁদের প্রতিষ্ঠায় রাশিসহ সৌরমাসের উল্লেখ হবে।)

সংকল্পসূক্ত (১০ পৃ.) পাঠান্তে এরপর বাস্তুযাগ ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প করে ব্রাহ্মণ বরণ করতে হবে।

অতঃপর বৃতব্রাহ্মণ দেবতাকে বেদিকায় ভদ্রাসনে স্থাপন করে সম্মুখে একটি ঘট বসিয়ে (ভবিষ্যপুরাণে ৩টি ঘট বসিয়ে **একটিতে গণেশাদি দেবতার, দ্বিতীয়টিতে নবগ্রহের** এবং **তৃতীয়টিতে দিকপালদের** পূজা করার নির্দেশ আছে, কিন্তু অন্যত্র **একটি ঘটেই** উক্ত সমস্ত দেবতার পূজা করার নির্দেশ আছে। দ্বিতীয় নির্দেশটিই গ্রহণ করা হয়েছে।)

পঞ্চগব্যশোধন, বেদিশোধন দ্বারপূজা থেকে স্বশাখোক্ত বিধানে **ঘটস্থাপন** পর্যন্ত (৩১ পৃ. থেকে ৪১ পৃ. পর্যন্ত) করা হবে। পূর্ব দিনে অধিবাস না হলে এসময় অধিবাসের নিয়মে দেবতার অধিবাস পঞ্চপিষ্টপ্রদীপ দ্বারা নির্মঞ্ছন করতে হবে। তারপর **গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করে** দেবতার ধ্যান করে পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রথমে শিল্পিসংস্পর্শজনিতদোষোপশমনের জন্য দেবতাকে ১) **বল্মীকমৃত্তিকা মিশ্রিত** জলে স্নান করান হবে। দেবতার গায়ত্রীমন্ত্রে অথবা মূলমন্ত্র বলে অথবা **ওঁ অমুকং দেবং বল্মীক মৃত্তিকয়া স্নাপয়ামি। ২) গোময় দ্বারা – ওঁ .... দেবং গোময়েন স্নাপয়ামি। ৩) গোময় ভস্মদ্বারা – ওঁ .... দেবং গোময়ভস্মনা স্নাপয়ামি। ৪) চন্দনাদি মিশ্রিত**

ভস্মনা প্রথমংস্নানংততো বল্মীকমৃৎস্নয়া। বরাহদন্তিদন্তোশ্চ মৃত্তিকাভিস্ততঃ পরম্। বেশ্যাদ্বারমৃদা বাপি প্রদ্যুম্নহ্র দজাতয়া। ততঃ পঞ্চকষায়েণ পঞ্চপুষ্পৈস্ত্রিপত্রকৈঃ। কারয়িত্বা গন্ধ তৈলৈঃ স্নাপয়েৎ প্রতিমাং সুধী।

গন্ধজল দ্বারা – তিরশ্চীঋষিরনুষ্টুভ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা স্পর্শদোষশুদ্ধ্যভিষেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না। শুদ্ধৈ রুক্থৈ র্বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধ আশীর্বামামত্তু।।

ওঁ ইন্দ্র শুদ্ধো ন আগহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভিরুতিভিঃ। শুদ্ধো রয়িং নি ধারয় শুদ্ধো মামদ্ধি সোম্যঃ।।

ওঁ ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো রত্নানি দাশুষে। শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে শুদ্ধো বাজং সিষাসসি।।

এই প্রকার স্নানের পর কৃতাঞ্জলি হয়ে –

ওঁ নমস্তেঽর্চে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্মণা। প্রভাবিতাশেষজগৎ ধাত্রি তুভ্যং নমো নমঃ।।

ওঁ ত্বয়ি সম্পূজয়ামীশে মহাদেবমনাময়ম্। রহিতা শিল্পদোষৈ স্ত্বম্ ঋদ্ধিযুক্তা সদা ভব।।

(এখানে **'মহাদেবমনাময়'** কথাটি দেবতা বিশেষে পরিবর্তন করা হবে। যেমন –

'নারায়ণমনাময়ম্'। 'মহাদেবীমনাময়াম্' নারায়ণীমনাময়ীম্। ইত্যাদি।)

অতঃপর প্রতিবার **সপ্রণব গায়ত্রী** উচ্চারণ করে নিম্নোক্ত জলে স্নান করান হবে –

১) নদীসঙ্গমেন তোয়েন ওঁ .... দেবং স্নাপয়ামি।

২) হ্রদতোয়েন ওঁ .... দেবং স্নাপয়ামি।

৩) বরাহগজদন্তপর্বতাশ্বক্ষুরবেশ্যাদ্বার মৃত্তিকাতোয়েন ওঁ...... দেবং স্নাপয়ামি।

৪) পঞ্চকষায়তোয়েন ওঁ .... দেবং স্নাপয়ামি।

৫) পঞ্চপুষ্পতোয়েন ওঁ........ দেবং স্নাপয়ামি।

(**পঞ্চকষায় –** বাট্যালবদরীজম্বু বকুলা শাল্মলী তথা। **পঞ্চপুষ্প –** করবীর তথা জাতিঃ চম্পকং সরসিরুহং পাটলীকুসুমঞ্চাপি পঞ্চপুষ্পং প্রকীর্তিতা। **ত্রিপত্র –** বর্বরাতুলসীবিল্বংপত্রত্রয়মুদাহৃতম্)।

৬) ত্রিপত্রমিশ্রতোয়েন ওঁ .... দেবং স্নাপয়ামি। পঞ্চামৃত স্নান। প্রথমে পৃথক পৃথক দ্রব্যে –

৭) পঞ্চামৃতেন— পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যেণ।

১) দুগ্ধ – ওঁ পয়ঃ পৃথিব্যাং পয়ওষধীষু পয়ো দিব্যন্তরিক্ষে পয়োধাঃ। পয়স্বতী প্রদিশঃ সন্ত মহ্যম্।। দুগ্ধেন ওঁ .... দেবং স্নাপয়ামি।

২) দধি – ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্রণআয়ুংসি তারিষৎ। দধ্না ওঁ .... দেবং স্নাপয়ামি।

৩) ঘৃত – ওঁ ঘৃতং মিমিক্ষে ঘৃতমস্য যোনির্ঘৃতে শ্রিতো ঘৃতংবস্য ধাম। অনুষ্বধমাবহ মাদয়স্ব স্বাহা কৃতং বৃষভ বক্ষি হব্যম্। ঘৃতেন ওঁ .... দেবং স্নাঃ।

৪) মধু – ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।

ওঁ মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তুনঃ পিতা।।

ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।। মধুনা ওঁ...... দেবং স্নাঃ।

৫) শর্করা – ওঁ অপগুঁরসমুদ্বয়সগুঁসূর্যে সন্ত গুঁ সমাহিতম্। অপাগুঁরসস্য যো রসস্তং গৃহ্ণাম্যুত্তমমুপয়াম গৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্নাম্যেষতে যোনিরিন্দ্রায় ত্বা জুষ্টতমম্।। শর্করয়া ওঁ... দেবং স্না.।

একত্রীকৃত পঞ্চামৃত – ওঁ পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমপিয়ন্তি সস্রোতসঃ। সরস্বতী তু পঞ্চধা সো দেশেঽভবৎ সরিৎ।। পঞ্চামৃতেন ওঁ ..... দেবং স্না.।

---

৮) পঞ্চগব্যে স্নান। প্রথমে পঞ্চগব্যের স্বশাখোক্ত মন্ত্র দ্বারা (৩৬ পৃ.) পৃথক পৃথক দ্রব্যে – ১) গোমূত্রেণ .... ২) গোময়েন ..... ৩) দুগ্ধেন ..... ৪) দধ্না ..... ৫) ঘৃতেন ...... ৬) কুশোদকেন। ৭) পঞ্চগব্য দ্বারা – ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে।। পঞ্চগব্যেন ওঁ...... দেবং স্না.।

অতঃপর দুগ্ধাদি দ্বারা **পূর্ণ অষ্টকলস দ্বারা স্নান** – (ঘটের দ্রব্যগুলি স্নানমন্ত্রের স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবার **প্রথমেগায়ত্রী বলে পরে** নিম্নোক্ত মন্ত্রগুলি বলে বলে স্নান করান হবে। **কালী, দুর্গা,** প্রভৃতি দেবী প্রতিমা হ'লে প্রথমে গায়ত্রীর পরিবর্তে ওঁ বলা হবে।

১) দুগ্ধ – ওঁ দুগ্ধেন স্নাপয়ামি ত্বাং মাতেব পরিপালয়।

২) দধি – ওঁ দধ্না ত্বাং স্নাপয়াম্যদ্য ভবতাপহরো ভব।

৩) মধু – ওঁ মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু।

৪) ঘৃত – ওঁ দেবপ্রিয়েণ হবিষা আয়ুঃ শুক্রেণ তেজসা। স্নানং তে কল্পয়ামীশ মামরোগং সদা কুরু।।

৫) শর্করা – ওঁ দেবেশ শর্করা তোয়ৈঃ স্নাতো মে যচ্ছ বাঞ্ছিতম্।

৬) নারিকেলোদক – ওঁ বিধাত্রা নির্মিতৈ র্দিব্যে শ্রিয়ৈ স্নিগ্ধৈরলৌকিকৈঃ।। নারিকেলোদকৈঃ স্নানং কল্পয়ামি নমোঽস্তুতে।।

৭) ইক্ষুরস – ওঁ স্নাপিত ইক্ষুজরসৈঃ কৃপয়া হর দুর্গতিম্।

৮) কর্পূর-অগুরু-চন্দন-কস্তুরী মিশ্রিত জল –

ওঁ কর্পূরাগুরুকাশ্মীরকস্তুরীচন্দনোদকৈঃ। সুস্নাতো ভব সুপ্রীতো ভুক্তিমুক্তী প্রযচ্ছ মে।।

ঈষদুষ্ণ জল নিয়ে গায়ত্রী বলে – কবোষ্ণসলিলেন ওঁ .... দেবং স্নাপয়ামি।

তারপর **শালিধান চূর্ণ, তিলখইল, বিল্বপত্র চূর্ণ** এবং অন্যান্য গন্ধ দ্রব্য দ্বারা প্রতিমা মার্জিত করে পরিষ্কার করা হবে। এরপর মৎস্যপুরাণোক্ত বিধান অনুসারে **১০৮ বা ৬৪/৩২ বা ৮ বা ৪টি সোনা/রূপা/তামা/রাং বা মাটির তৈরী ঘট দ্বারা দেবতা প্রতিমাকে স্নান করান হবে।** এসময় সম্ভব হ'লে মন্ত্র হিসাবে **পুরুষসূক্তের ১৬ টি মন্ত্র ১০৭ পৃ. শ্রীসূক্তের** ১৫টি মন্ত্র এবং **শিবের ক্ষেত্রে** আরও বিশেষ **'নমস্তে রুদ্রমন্যবে'** ইত্যাদি ৮টি মন্ত্র (শিব প্রতিষ্ঠায়) পাঠ করতে করতে স্নান করাবেন। সম্ভব না হ'লে **গায়ত্রী বা মূলমন্ত্র** উচ্চারণ সহ স্নান করান হবে।

শ্রীসূক্তম্

ওঁ হিরণ্যবর্ণাংহরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্। চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবদো ন আবহ।।১
তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীংমনপগামিনীম্ যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্।।২
অশ্বপূর্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রবোধিনীম্।। শ্রিয়ং দেবীমুপাহ্বয়ে শ্রীর্মা দেবী জুষতাম্।।৩
কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারামার্দ্রাং জ্বলন্তী তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীম্। পদ্মেস্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।।৪
চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং, শ্রিয়ংলোকে দেবী জুষ্টামুদারাম্। তাং পদ্মিনীমীং শরণমহং প্রপদ্যে অলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণোমি।।৫
আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতো বনস্পতিস্তব বৃক্ষোঽথঃ বিল্বঃ। তস্য ফলানি তপসা নুদন্তু যাঅন্তরা যাশ্চ বাহ্যা অলক্ষীঃ।।৬
উপৈতু মা দেবসখঃ কীর্তিশ্চ মনিনা সহ। প্রাদুর্ভূতোঽস্মি রাষ্ট্রেঽস্মিন্ কীর্তিমৃদ্ধিং দদাতু মে।।৭
ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্। অভূতিমসমৃদ্ধিঞ্চ সর্বাং নির্নুদ মে গৃহাৎ।।৮
গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিনীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।।৯

মনসঃ কামমাকুতিং বাচঃ সত্যমশীমহি। পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ।।১০
কর্দমেন প্রজাভূতা ময়ি সম্ভ্রমঃ কর্দমঃ। শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে মাতরং পদ্মমালিনীম্।।১১
আপঃ সৃজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে। নি চ দেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে।।১২
আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং পদ্মমালিনীম্। চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ।।১৩
আর্দ্রাং যস্করিনীং যষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীম্। সূর্যাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ।।১৪
তামাবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্। যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যোহশ্বান্ বিন্দেয়ং পুরুষানহম্।।১৫

স্নানের পর ধৌত বা নূতন বস্ত্রদ্বারা দেবপ্রতিমা বা শিবলিঙ্গ মুছিয়ে পুষ্প ও কুশসহ হাতটি দেবতার মাথায় রেখে ১০৮ বার বা (পাঁচবার ১০৮ বার)* মূলমন্ত্র জপ করে ঐ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে দেববিগ্রহের মাথা থেকে পীঠস্থান পর্যন্ত স্পর্শ করবে। তারপর দেবতার অঙ্গে ন্যাস করা হবে।

দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসো যথা – অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং যং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্। **ততো মাতৃকন্যাসঃ।** যথা শিরসি অং নমঃ। মুখে আং নমঃ। ইং ঈং চক্ষুষোঃ। উং ঊং কর্ণয়োঃ। ঋং ঋৃং নসোঃ। ঌং ৡং গণ্ডয়োঃ। এং ওষ্ঠে। ঐং অধরে। ওং উর্দ্ধদন্তে। ঔং অধোদন্তে। অং শিরসি। অঃ মুখে। কং দক্ষিণবাহুমূলে। খং কূর্পরে। গং মণিবন্ধে। ঘং অঙ্গুলিমূলে। ঙং অঙ্গুল্যগ্রে। চং বামবাহুমূলে। ছং কূর্পরে। জং মণিবন্ধে। ঝং অঙ্গুলিমূলে। ঞং অঙ্গুল্যগ্রে। টং দক্ষিণোরুমুলে। ঠং জানুনি। ডং গুল্‌ফে। ঢং

---

* মহাকপিল পঞ্চরাত্রে – সপুষ্পং সকুশং পাণিং ন্যস্যেৎ দেবস্য মস্তকে। পঞ্চবারং জপেম্মুলমষ্টোত্তর শতোত্তরম্।। ততো মূলেন মূর্ধাদি পীঠান্তং সংস্পর্শেদিতি। তত্ত্বন্যাসং লিপিন্যাসং মন্ত্রন্যাসঞ্চ বিন্যসেৎ। পূজাঞ্চ মহতী কুর্যাৎ স্বতন্ত্রোক্তাং যথাবিধি। প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণস্থাপনমাচরেৎ।।

মহানির্বাণতন্ত্রে – ততস্তৎ প্রতিমামূর্ত্তি পাণিং বিন্যস্য বাগ্ যতঃ। অষ্টোত্তরশতং মূলং জপ্ত্বা গাত্রাণি সংস্পৃশেৎ।। ..... ততঃ পূজাবিধানেন ধ্যানমাবাহনাদিকম্। প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সংপাদ্য পূজয়েৎ পরদেবতাম্।।

অঙ্গুলিমূলে। ণং অঙ্গুল্যগ্রে। তং বামোরুমূলে। থং জানুনি। দং গুল্‌ফে। ধং অঙ্গুলিমূলে। নং অঙ্গুল্যগ্রে। পং দক্ষিণপার্শ্বে। ফং বামপার্শ্বে। বং পৃষ্ঠে। ভং নাভৌ। মং উদরে। যং হৃদি। রং দক্ষিণস্কন্ধে। লং ককুদি। বং বামস্কন্ধে। শং হৃদাদি দক্ষিণকরাগ্রপর্য্যন্তং। ক্ষং হৃদয়াদি মুখান্তং। সমস্ত বর্ণের শেযে 'নম' শব্দটি বলতে হবে।

'নমস্তে প্রতিমে বুভ্যং বিশ্বকর্মবিনির্মিতে। নমস্তে দেবতাবাসে ভক্তাভীষ্টপ্রদে নমঃ।।

ত্বয়ি সম্পূজ্যম্যমাদ্যাং পরমেশীং পরাৎপরাম্। শিল্পদোষবিশিষ্টাঙ্গং সম্পন্নং কুরুতে নমঃ।।

বিষ্ণুবিষয়ে তত্ত্বন্যাসো যথা সর্বশরীরে মং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ। উং নমঃ পরায় প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদি বং নমঃ পরায় মতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ফং নমঃ পরায়াহঙ্কারতত্ত্বাত্মনে নমঃ। পং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। মূর্দ্ধ্নি নং নমঃ পরায় শব্দতত্ত্বাত্মনে নমঃ। মুখে ধং নমঃ পরায় স্পর্শতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদি দং নমঃ পরায় রূপতত্ত্বাত্মনে নমঃ। জিহ্বায়াং থং নমঃ পরায় রসতত্ত্বাত্মনে নমঃ। জঙ্ঘয়োঃ তং নমঃ পরায় গন্ধতত্ত্বাত্মনে নমঃ। শ্রোত্রে ণং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ত্বচি ঢং নমঃ পরায় ত্বক্‌তত্ত্বাত্মনে নমঃ। চক্ষুষোঃ ডং নমঃ পরায় চক্ষুস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। জিহ্বায়াং ঠং নমঃ পরায় জিহ্বাতত্ত্বাত্মনে নমঃ। নসি টং নমঃ পরায় নাসিকাতত্ত্বাত্মনে নমঃ। মুখে ঞং নমঃ পরায় বাক্‌তত্ত্বাত্মনে নমঃ। হস্তয়োঃ ঝং নমঃ পরায় হস্ততত্ত্বাত্মনে নমঃ। পাদয়োঃ জং নমঃ পরায় পাদতত্ত্বাত্মনে নমঃ। গুহ্যে ছং নমঃ পরায় গুহ্যতত্ত্বাত্মনে নমঃ। উপস্থে চং নমঃ পরায়োপস্থতত্ত্বাত্মনে নমঃ। মূর্দ্ধ্নি ঙং নমঃ পরায়াকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ। মুখে ঘং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদি গং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। লিঙ্গে খং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। পাদয়োঃ কং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদি লং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্তসূর্য্যমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। সং নমঃ পরায় ষোড়শকলাব্যাপ্ত চন্দ্রমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। যং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্ত বহ্নিমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। মূর্দ্ধি শং নমঃ বাসুদেবায় পরমেষ্ঠিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। মুখে বং নমঃ পরায় সঙ্কর্ষণায় পুংস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদি লং নমঃ প্রদ্যুম্নায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে নমঃ। লিঙ্গে রং নমঃ পরায়ানিরুদ্ধায় নিবৃত্তি তত্ত্বাত্মনে নমঃ। পাদয়োঃ দং নমঃ পরায় নারায়ণায় সর্ব্বতত্ত্বাত্মনে নমঃ। সর্ব্বগাত্রে ক্ষং নমঃ পরায় নৃসিংহায় কোপতত্ত্বাত্মনে নমঃ। **ততঃ প্রণবাদি দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রবর্ণন্যাসঃ।** যথা মূর্দ্ধ্নি ওঁ নমঃ। কপালে নং নমঃ। চক্ষুষো মোং নমঃ। মুখে ভং নমঃ গলে গং নমঃ। হস্তয়োঃ বং নমঃ। হৃদি তেং নমঃ। কুক্ষৌ বাং নমঃ।

নাভৌ সুং নমঃ। লিঙ্গে দেং নমঃ। জানুদ্বয়ে বাং নমঃ। পাদদ্বয়ে য়ং নমঃ।

দশাক্ষরবর্ণ ন্যাসো মধ্যাঙ্গুল্যা মূর্দ্ধ্নি গোং নমঃ। তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাং, দৃশোঃ পীং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলিভিঃ কর্ণয়ো জং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং, ঘ্রাণে নং নমঃ। পঞ্চাঙ্গুলিভির্বদনে বং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাং হৃদি ল্লংনমঃ। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং নাভৌ, ভাং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠরহিতঙ্গুলিভির্লিঙ্গে, য়ং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠরহিতাঙ্গুলিভির্জানুদ্বয়ে, স্বাং নমঃ। পঞ্চভিঃ পাদদ্বয়ে, হাং নমঃ।

ন্যাসের পর চক্ষুর্দান একটি তৈজস পাত্রস্থমধু ঘৃত সহ কজ্জল স্বর্ণশলাকার অভাবে কুশে করে নিয়ে দেবী মূর্তির আগে বাম, পরে ডান, দেবমূর্তির আগে ডান পরে বাম আর ত্রিনেত্র হলে আগে ঊর্ধ্বনেত্র অংকন করা হবে।

উর্ধ্বনেত্রের মন্ত্র – ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃসখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা।

দক্ষিণনেত্রের মন্ত্র – ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রাদ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং, সূর্য আত্মা জগতস্তস্থূষশ্চ।

বামনেত্রের মন্ত্র – ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে।।

দেবতাকে দর্পণ দেখিয়ে দেবতার ধ্যান মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন ও পীঠপূজার শেষে পুনরায় ধ্যান করে আবাহন – ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভগবন্ / ভগবতি অমুক ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ। মন্ত্রে আবাহন করে দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস – ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ উং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ঐং কবচায় হূং। ওঁ ঐং নেত্রাভ্যাম্ (ত্রিনেত্র হলে ‘নেত্রত্রয়ায়’) বৌষট্। ওঁ অঃ অস্ত্রায় ফট্।

পুনরায় ধ্যান করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা – হাতে কুশ, কুসুম নিয়ে দেবীর গণ্ড ও দেববিগ্রহের হৃদয়ে হাত দিয়ে ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অস্য বা অস্যাঃ .... প্রাণা ইহ প্রাণাঃ; ওঁ আং .... জীব ইহস্থিতঃ ওঁ আং .... সর্বেন্দ্রিয়াণি, ওঁ আং .... বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। প্রতিমার হৃদয়ে হাত দিয়ে –

১) ওঁ মনোজূতি র্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্ট যজ্ঞওঁ সমিমং দধাতু, বিশ্বেদেবাস ইহমাদয়ন্তা মোঁ প্রতিষ্ঠ।।১।।

২) ওঁ হংসঃ শুচিসদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিসদতিথির্দুরোণসৎ। নৃসদ্ বরসদ্ ঋতসদ্ ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।। ২।।

৩। ওঁ প্রতদ্ বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেন, মৃগোন ভীম, কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু বিক্রমণে, স্বধি ক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ।।৩।।

৪) ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতি র্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।। ৪।।

৫) ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।। ৫।।

ওঁ অস্মৈ (**দেবীবিগ্রহ হলে অস্যৈ**) প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু, অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্মৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা।

ওঁ স্বাগতং দেবদেবেশ (দেবেশি) মদ্ভাগ্যাত্ত্বমিহাগতঃ (গতা)। প্রাকৃতং ত্বমদৃষ্ট্বা মাং বালবৎ পরিপালয়।। ধর্মকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং স্থিরো (স্থিরা) ভব শুভায় নঃ। সান্নিধ্য তু সদা দেব (দেবি) স্বাপর্যাং পরিকল্পয়।। যাবচ্চন্দ্রাবনীসূর্যাস্তিষ্ঠন্ত্য প্রতিযাতিনঃ। তাবৎ ত্রয়ায় দেবেশ (দেবেশি) স্থেয়ং ভক্তানুকম্পয়া। ভগবন্ দেবদেবেশ, (ভগবতি সুরেশ্বরি) ত্বং পিতা (মাতা) সর্বদেহিনাম্। যেন রূপেণ ভগবং (দেবেশি) ত্বয়া ব্যাপ্তং চরাচরম্।। তেন রূপেণ দেবেন স্বার্চায়াং সন্নিধৌ ভব।।

এবার যথাযোগ্য স্তুতিসহকারে দেবতার **ষোড়শোপচারে** পূজা করা হবে। পূজান্তে প্রণাম, স্তব-কবচপাঠ করে।

[ষোড়শোপচারের স্তুতিগুলি ১৫০ পৃ.-১৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।] । তারপর বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব, দুর্গা ইন্দ্রাদিদশদিকপাল ও আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা করে দেবতার উদ্দেশ্যে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়ে যথাশক্তি করে **শান্তিকুম্ভে বরুণ ও শান্তির** পূজা করতে হবে।

এরপর **হোমাদিকৃত্য,— শিবপ্রতিষ্ঠার ১৬০ পৃষ্ঠা থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্কেত মত কাজগুলি করতে হবে।**

শিবপ্রতিষ্ঠা

অধিবাস— প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন সন্ধ্যায় শিবলিঙ্গকে বেদিকায় এনে অধিবাস করতে হবে। আচমনাদি প্রাথমিক কৃত্যগুলি করে হাতে দূর্বাক্ষত নিয়ে **'ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ শিলাময় শিবলিঙ্গাধিবাসন কর্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু** ইত্যাদিক্রমে স্বস্তিবাচনান্তে **স্বস্তিসূক্ত ও সাক্ষ্যমন্ত্র** পাঠ করে

সঙ্কল্প— বিষ্ণুরোম্ . . . . . অমুক দেবশর্মা শ্বঃ কর্তব্যেতৎ শিলাময় শিবলিঙ্গস্থাপনার্থমেতৎ শিবলিঙ্গাধিবাসন কর্মাহং করিষ্যে। সঙ্কল্পসূক্ত পাঠান্তে পঞ্চগব্য শোধন থেকে সংহার মাতৃকা ন্যাস পর্যন্ত (৩৫ পৃ.— ৩৭ পৃ.) করে **শ্রীকণ্ঠন্যাস্ শিবমন্ত্রন্যাস (১৪৬-১৪৮পৃ.) প্রাণায়াম, পীঠন্যাস গণেশাদি পঞ্চদেবতার** পূজান্তে গোময় দ্বারা গোলাকৃতি মণ্ডল নির্মাণ করে তার উপর কতকগুলি পূর্বাগ্র কুশ পেতে তার উপর শিবলিঙ্গটিকে রাখা হবে।

তারপর **উইমাটি, গোময় ও গোময়ভস্ম** দ্বারা শিবলিঙ্গ প্রক্ষালন করে **গণেশাদি পঞ্চদেবতার** পূজান্তে দশোপচার বা ষোড়শোপচারে **শিবের পূজা** করে বৈদিক মন্ত্র বা গায়ত্রী পাঠ করতে করতে **'ওঁ অনয়া মহ্যা অস্য শিবলিঙ্গস্য শুভাধিবাসনমস্তু'**— ইত্যাদিক্রমে অধিবাস করতে হবে। **এসময় কেবল প্রশস্তি পাত্র দ্বারা প্রাসাদ, বৃষ ও ত্রিশূলেরও অধিবাস করা হবে।** তারপর বেদিকায় গন্ধপুষ্প দ্বারা **ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ** মন্ত্রে পূজা করে গণদের উদ্দেশে **বলি উৎসর্গ** করে পাঠ করবেন—

ওঁ সর্বে দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ। পিশাচাঃ মাতরঃ সিদ্ধাঃ গণা বিদ্যাধরা স্তথা।।

ভূতানি পিতরশ্চৈব ঋষয়োহন্যাশ্চ দেবতাঃ। পরিবারাশ্চ তিষ্ঠন্তু দেবেশ ত্বয়ি তিষ্ঠতি।। শেষে **বস্ত্রদ্বারা শিবলিঙ্গ টিকে আচ্ছাদন** করে আরতি করা হবে।

পরদিন প্রাতঃকালে নিত্যকর্মসমাপনান্তে কর্তা শুদ্ধাসনে বসে **আচমন**, **গন্ধাদির** অর্চনা করে **স্বস্তিবাচন** করবেন। যথা—
ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন শিলাময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ইত্যাদিক্রমে স্বস্তিবাচনান্তে
সঙ্কল্প— বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য .... অমুক দেবশর্মা ভগবতঃ শিবস্য সদা সান্নিধ্যসিদ্ধিপূর্বকং পিতৃমাতৃকুলোত্তারণ ব্রহ্মহত্যাদি নানাবিধপাপক্ষয় সর্বসুখসমৃদ্ধিভোগানন্তরশিবলোকপ্রাপ্তিকামঃ শিলাময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর্মাহং করিষ্যে।
(এ সময় বাস্তুযাগ ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধেরও সঙ্কল্প করতে হবে।)
[এখানেও দেব প্রতিষ্ঠার মত একটি বা তিনটি ঘট বসিয়ে গণেশাদি পঞ্চদেবতা দশদিক্‌পাল ও নবগ্রহের পূজা হবে]
ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় হিরণ্যরেতসে পরায় পরমাত্মনে বিশ্বরূপায় উমাপ্রিয়ায় নমো নমঃ। মন্ত্র বলতে বলতে অশ্বস্থানাদি মৃত্তিকা, গোময় ভস্ম ও বিল্বপত্রচূর্ণ দ্বারা শিবলিঙ্গ মার্জন করতে হবে। তারপর ঈশানাদি পঞ্চমন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান। যথা—
ওঁ ঈশান সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতি ব্রহ্মা শিবোমেঽস্তু সদাশিবঃ।।১।।
ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।।২।।
ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ সর্বশর্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ।।৩।।
ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমো বলবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মথনায় নমঃ।।৪।।
ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।. ভবে ভবেনাতিভবে ভবস্য মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ।।৫।।
এরপর **চারকলস** তীর্থজলদ্বারা **'ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ' মন্ত্রটি চারবার** বলে স্নান করান হবে।

১. শিব প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বাচস্পতিমিশ্রে উক্তি—ততঃ কালশুদ্ধৌ রবিশনিমঙ্গলবারেতরবারে শুক্লপক্ষে রিক্তা ভিন্ন তিথৌ অশ্বিনী-রোহিনী-মৃগশিরা-পুষ্যা-পূর্বাষাঢ়া-হস্তা স্বাত্যুত্তরাত্রয়-মূলা পূর্বভাদ্রপদ জ্যেষ্ঠা শ্রবণানুরাধা রেবতীষু শুভ লগ্নে কর্তুশ্চন্দ্র তারানুকূলে প্রতিষ্ঠামারভেৎ।
২. পূর্বদিনে অধিবাস সম্পর্কে মহানির্বাণ তন্ত্রে—'প্রতিষ্ঠা পূর্বসায়াহ্নে দেবতাং যোঽধিবাসয়েৎ। সোঽশ্বমেধাযুতফলং লভতে সাধকোত্তমঃ।।

এরপর ১০৮ বা ২০টি কলস দ্বারা তিলচূর্ণ, শালিধানচূর্ণ, বিল্বপত্রচূর্ণ ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য গন্ধতৈল মিশ্রিত জলে **ওঁ নমস্তে রুদ্রমন্যব** ইত্যাদি **শতরুদ্রীমন্ত্রে** অসমর্থ হলে প্রথম আটটি মন্ত্রে অষ্টকলস দ্বারা স্নান করান হবে।

শতরুদ্রী

১। ওঁ নমস্তে রুদ্রমন্যব উতো ত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যামুত তে নমঃ।।১।।
২। যাতে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপকাশিনী। তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি।।
৩। যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে। শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ।।
৪। শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছাবদামসি। যথা নঃ সর্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ।।
৫। অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্। অহীঁশ্চ সর্বান্ জম্ভয়ন্ সর্বাশ্চ যাতুধান্যোঽধরাচীঃ পরাসুব।।
৬। অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোঽবৈষা হেড ঈমহে।।
৭। অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ। উতৈনং গোপা অদৃশ্যন্নদৃশ্যন্নুদহার্য্যঃ স মৃড়য়াতি নঃ।।
৮। নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢুষে। অথো যে অস্য সত্বানোঽহং তেভ্যোঽকরং নমঃ।।
৯। প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরার্ত্ন্যোর্জ্যাম্। যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তা ভগবো বপ।।
১০। বিজ্যং ধনুঃ কপর্দিনো বিশল্যো বাণবাঁঽউত। অনেশন্নস্য যা ইষব আভুরস্য নিষঙ্গধিঃ।।
১১। যা তে হেতি মীঢুষ্টম হস্তে বভুব তে ধনুঃ । তয়াস্মান্ বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্ময়া পরিভুজ।।

১২। পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ। অথো য ইষুধিস্তবারে অস্মিন্নিধেহি তম্।।

১৩। অবতত্য ধনুষ্টং সহস্রাক্ষ শতেষুধে। নিশীর্য্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ সুমনা ভব।।

১৪। নমস্ত আয়ুধাযানাততায় ধৃষ্ণবে।   উভাভ্যামুত তে নমো বাহুভ্যাংতব ধন্বনে।।

১৫। মা নে মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মান ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্। মা নে বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মানঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ।।

১৬। মানস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনোবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে।।

১৭। নমো হিরণ্যবাহবে সেনান্যে দিশাং চ পতয়ে নমো নমো বৃক্ষভ্যো হরিকেশেভ্যঃ পশূনাং পতয়ে নমো নমো শষ্পিঞ্জরায় ত্বিষীমতে পথীনাং পতয়ে নমো, নমো হরিকেশায়োপবীতিনে পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ।।

১৮। নমো বভ্লুশায় ব্যাধিনেঽন্নানাং পতয়ে নমো নমোভবস্য হেত্যৈ জগতাম্ পতয়ে নমো নমো রুদ্রায়াততায়িনে ক্ষেত্রাণাম্ পতয়ে নমো নমঃ সূতায়াহন্ত্যৈ বনানাম্ পতয়ে নমঃ।।

১৯। নমো রোহিতায় স্থপতয়ে বৃক্ষাণাম্ পতয়ে নমো নমো ভূবন্তয়ে বারিবস্কৃতায়ৌষধীনাম্ পতয়ে নমো নমো উচ্চৈর্ঘোষায়াক্রন্দয়তে পত্তীনাম্ পতয়ে নমঃ।।

২০। নমঃ কৃৎস্নায়তয়া ধাবতে সত্ত্বনাম্ পতয়ে নমো নমঃ সহমানায় নিব্যাধিন আব্যাধিনীনাং পতয়ে নমো নমো নিষঙ্গিণে ককুভায় স্তেনানাম্ পতয়ে নমো নমো নিচেরবে পরিচরায়ারণ্যানাম্ পতয়ে নমঃ।।

২১। নমো বঞ্চতে পরিবঞ্চতে স্তায়ূনাম্পতয়ে নমো নমো নিষঙ্গিণ ইষুধিমতে তস্করাণাং পতয়ে নমো নমো সৃকায়িভ্যো জিঘাংসদ্ভ্যো মুষ্ণতাং পতয়ে নমো নমোঽসিমদ্ভ্যো নক্তংচরদ্ভ্যো বিকৃন্তানাম্ পতয়ে নমঃ।।

২২। নম উষ্ণীষিণে গিরিচরায় কুলুঞ্চানাম্ পতয়ে নমো নম ইষুমদ্ভ্যো ধন্বায়িভ্যশ্চ বো নমো নম আতন্বানেভ্য প্রতিদধানেভ্যশ্চ বো নমো নম আযচ্ছদ্ভ্যোঽস্যদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ।।

২৩। নমো বিসৃজদ্ভ্যো বিধ্যদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমঃ স্বপদ্ভ্যো জাগ্রদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমঃ শয়ানেভ্য আসীনেভ্যশ্চ বো নমো নমস্তিষ্ঠদ্ভ্যো ধাবদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ।।

২৪। নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো শ্বেভ্যোঽশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো আব্যাধিনীভ্যো বিবিধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমো নম উগণাভ্যস্তৃংহতীভ্যশ্চ বো নমো।।

২৫। নমো গণেভ্যা গণপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো ব্রাতেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো গৃৎসেভ্যো গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো বিরূপেভ্যো বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমো।।

২৬। নমঃ সেনাভ্যঃ সেনানিভ্যশ্চ বো নমো নমো রথিভ্যো অরথেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ ক্ষত্তৃভ্যাঃ সংগৃহীতৃভ্যশ্চ বো নমো নমো মহদ্ভ্যো অর্ভকেভ্যশ্চ বো নমঃ।।

২৭। নম স্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্মারেভ্যশ্চ বো নমো নমো নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ।।

২৮। নমঃ শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো ভবায় চ রুদ্রায় চ নমঃ শর্বায় চ পশুপতয়ে চ নমো নীলগ্রীবায় চ শিতিকণ্ঠায় চ।।

২৯। নমঃ কপর্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ নমঃ সহস্রাক্ষায় চ শতধন্বনে চ নমো গিরিশয়ায় চ শিপিবিষ্টায় চ নমো মীঢুষ্টমায় চেযুমতে চ।।

৩০। নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ নমো বৃহতে চ বর্ষীয়সে চ নমো বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ নমোঽগ্র্যায় চ প্রথমায় চ।।

৩১। নম আশবে চাজিরায় চ নমঃ শীঘ্রায় চ শীভ্যায় চ নম উর্ম্যায় চাস্বন্যায় চ নমো নাদেয়ায় চ দ্বীপ্যায় চ নমঃ।

৩২। নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ পূর্বজায় চাপরজায় চ নমো মধ্যমায় চাপগল্‌ভায় চ নমো জঘন্যায় চ বুধ্ন্যায় চ।।

৩৩। নমঃ সোভ্যায় চ প্রতিসর্য্যায় চ নমো যাম্যায় চ ক্ষেম্যায় চ নমঃ শ্লোক্যায় চাবসান্যায় চ নম উর্বর্য্যায় চ খল্যায় চ।।

৩৪। নমো বন্যায় চ কক্ষ্যায় চ নমঃ শ্রবায় চ প্রতিশ্রবায় চ নম আশুষেণা চাশুরথায় চ নমঃ শূরায় চাবভেদিনে চ নমঃ।।

৩৫। নমো বিল্মিনে চ কবচিনে চ নমো বর্মিণে চ বরুথিনে চ নমঃ শ্রুতায় চ শ্রুতসেনায় চ নমো দুন্দুভ্যায় চাহনন্যায় চ।।

৩৬। নমো ধৃষ্ণবে চ প্রমৃশায় চ নমো নিষঙ্গিনে চেষুধিমতে চ নমস্তীক্ষ্ণেষবে চায়ুধিনে চ নমঃ স্বায়ুধায় চ সুধন্বনে চ।।

৩৭। নমঃ স্রুত্যায় চ পথ্যায় চ নমঃ কাট্যায় চ নীপ্যায় চ নমঃ কুল্যায় চ সরস্যায় চ নমো নাদেয়ায় চ বৈশন্তায় চ।।

৩৮। নমঃ কূপ্যায় চাবট্যায় চ নমো বীধ্র্যায় চাতপ্যায় চ নমো মেঘ্যায় চ বিদ্যুত্যায় চ নমো বর্ষায় চাবর্ষায়চ।।

৩৯। নমো বাত্যায় চ রেষ্ম্যায় চ নমো বাস্তব্যায় চ বাস্তুপায় চ নমঃ সোমায় চ রুদ্রায় চ নম স্তাম্রায় চারুণায় চ।।

৪০। নমঃ শঙ্গবে চ পশুপতয়ে চ নম উগ্রায় চ ভীমায় চ নমো হগ্রেবধায় চ দূরেবধায় চ নমো হন্ত্রে চ হনীয়সে চ নমো নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যা নমস্তারায়।।

৪১। নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।।

৪২। নমঃ পার্য্যায় চাবার্য্যায় চ নমঃ প্রতরণায় চোত্তরণায় চ নমস্তীর্থ্যায় চ কূল্যায় চ নমঃ শষ্প্যায় চ ফেন্যায় চ।।

৪৩। নমঃ সিকত্যায় চ প্রবাহ্যায় চ নমঃ কিংশুশিলায় চ ক্ষয়ণায় চ নমঃ কপর্দিনে চ পুলস্তয়ে চ নম ইরিণ্যায় চ প্রপথ্যায় চ।।

৪৪। নমো ব্রজ্যায় চ গোষ্ঠ্যায় চ নম স্তল্প্যায় চ গেহ্যায় চ নমো হৃদয্যায় চ নিবেষ্যায় চ নমঃ কাট্যায় চ গহ্বরেষ্ঠায় চ।।

৪৫। নমঃ শুষ্ক্যায় চ হরিত্যায় চ নমঃ পাংশব্যায় চ রজস্যায় চ নমো লোপ্যায় চোলপ্যায় চ নম উর্ব্যায় চ সুর্ব্যায় চ।।

৪৬। নমঃ পর্ণায় চ পর্ণশদায় চ নম উদ্‌গুরমাণায় চাভিঘ্নতে চ নম আখিদতে চ প্রখিদতে চ নম ইষুকৃদ্ভ্যো ধনুষ্কৃদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমোবঃ কিরিকেভ্যো দেবানাং হৃদয়েভ্যো নমো বিচিন্বৎকেভ্যো নমো বিক্ষিণৎকেভ্যো নম আনির্হতেভ্যঃ।

৪৭। দ্রাপে অন্ধসস্পতে দরিদ্রং নীললোহিত। আসান্ প্রজানাম্ এষাং পশূনাং মা ভে র্মা রোঙ্মো চ নঃ কিং চনামমৎ।।

৪৮। ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতীঃ। যথা শমসদ্ দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্নাতুরম্।।

৪৯। যা তে রুদ্র শিবা তনূঃ শিবা বিশ্বাহা ভেষজী। শিবা রুতস্য ভেষজী তয়া নো মৃড় জীবসে।।

৫০। পরি নো রুদ্রস্য হেতিবৃণক্তু পরি ত্বেষস্য দুর্মতিরঘায়োঃ। অব স্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষ্ব মীঢবস্তোকায় তনয়ায় মৃড়।।

৫১। মীঢুষ্টম শিবতম শিবো নঃ সুমনা ভব। পরমে বৃক্ষ আয়ুধং নিধায় কৃত্তিং বসান আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি।।

৫২। বিকিরিদ্র বিলোহিত নমস্তে অস্তু ভগবঃ। যাস্তে সহস্রং হেতয়োঽন্যমস্মন্নিবপন্তু তাঃ।

৫৩। সহস্রাণি সহস্রশো বাহ্বোস্তব হেতয়ঃ। তাসামীশানো ভগবঃ পরাচীনা মুখা কৃধি।।

৫৪। অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।।

৫৫। অস্মিন্ মহত্যর্ণবেঽন্তরিক্ষে ভবা অধি। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।।

৫৬। নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠা দিবওঁ রুদ্রা উপশ্রিতাঃ। তেষাওঁ সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।।

৫৭। নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠাঃ শর্বা অধঃ ক্ষমাচারঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।।

৫৮। যে বৃক্ষেষু শষ্পিঞ্জরা নীলগ্রীবা বিলোহিতাঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।।

৫৯। যে ভূতানামধি পতয়ো বিশিখাসঃ কপর্দিনঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।

৬০। যে পথাং পথিরক্ষস ঐলবৃদা আয়ুর্যুধঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।।

৬১। যে তীর্থানি প্রচরন্তি সৃকাহস্তা নিষঙ্গিণঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।।

৬২। যেঽন্নেষু বিবিধ্যন্তি পাত্রেষু পিবতো জনান্। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।।

৬৩। য এতাবন্তশ্চ ভূয়াংসশ্চ দিশো রুদ্রা বিতস্থিরে। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।।

৬৪। নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে দিবি যেষাং বর্ষমিষবঃ তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্দ্ধাঃ। স্তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু। তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ।।

৬৫। নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যেঽন্তরিক্ষে যেষাংবাতইষব স্তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্দ্ধাঃ। স্তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ।।

৬৬। নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে পৃথিব্যাং যেষামন্নমিষব স্তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্দ্ধাঃ।। স্তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ।।

৬৭। ওঁ বয়ং সোম ব্রতে তব মনস্তনুষু বিভ্রতঃ। প্রজাবন্তঃ সচেমহি।।

৬৮। এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহৈষ তে রুদ্র ভাগ আখুস্তে পশুঃ।।

৬৯। অব রুদ্র মদীমহ্যব দেবং ত্র্যম্বকং যথা নো বস্যসস্করদ্ যথা নঃ শ্রেয়সস্করদ্ যথা নো ব্যবসায়য়াৎ।।

৭০। ভেষজমসি ভেষজং গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজং সুখং মেষায় মৈষ্যৈ।।

৭১। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং। উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ।। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পতিবেদনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনাদিতো মুক্ষীয় মামুতঃ।।

৭২। এতত্তে রুদ্রাঽবসন্তেন পরো মুজবতোঽতীহি। অবততধন্বা পিনাকাবসঃ কৃত্তিবাসা অহিংসন্নঃ শিবেঽতীহি।।

৭৩। ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং। যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষং।।

৭৪। শিবোনামাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ। নিবর্ত্তয়াম্যায়ুষেঽন্নাদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্য্যায়।।

৭৫। মীঢুষ্টম শিবতম শিবো নঃ সুমনা ভব। পরমে বৃক্ষ আয়ুধং নিধায় কৃত্তিং বসান আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি।।

৭৬। বিকিরিদ্র বিলোহিত নমস্তে অস্তু ভগবঃ। যাস্তে সহস্রং হেতয়োঽন্যমস্মন্নিবপন্তু তাঃ।।

৭৭। সহস্রাণি সহস্রশো বাহ্বোস্তব হেতয়ঃ। তাসামীশানো ভগবঃ পরাচীনা মুখা কৃধি।।

৭৮। অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।

৭৯। অস্মিন্ মহত্যর্ণবেঽন্তরিক্ষে ভবা অধি। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।।

৮০। নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠা দিবগুঁ রুদ্রা উপশ্রিতাঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।।

৮১। নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠাঃ শর্বা অধঃ ক্ষমাচরাঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।

৮২। যে বৃক্ষেষু শষ্পিঞ্জরা নীলগ্রীবা বিলোহিতাঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।।

৮৩। যে ভূতানামধি পতয়ো বিশিখাসঃ কপর্দিনঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।।

৮৪। যে পথাং পথিরক্ষস ঐলবৃদা আয়ুর্যুধঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি।।

৮৫। ওঁ নমস্তে রুদ্রমন্যব উতো ত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যামুত তে নমঃ।।

৮৬। যাতে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপকাশিনী। তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি।।

৮৭। যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে। শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ।।

৮৮। শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছাবদামসি। যথা নঃ সর্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ।।

৮৯। অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্। অহীঁশ্চ সর্বান জম্ভয়ন্ সর্বাশ্চ যাতুধান্যোঽধরাচীঃ পরাসুব।

৯০। অসৌ যস্তাম্রো অরুণ.উত বভ্রূঃ সুমঙ্গলঃ। যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোবৈষা হেড ঈমহে।।

৯১। অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ। উতৈনং গোপা অদৃশ্যন্নদৃশ্যদহার্য্যঃ স মৃড়য়াতি নঃ।।

৯২। নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢুষে। অথো যে অস্য সত্ত্বানোঽহং তেভ্যোঽকরং নমঃ।।

৯৩। প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরার্ত্ন্যোর্জ্যাম্। যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তা ভগবো বপ।।

৯৪। বিজ্যং ধনুঃ কপর্দ্দিনো বিশল্যো বাণবাঁ উত। অনেশন্নস্য যা ইষব আভুরস্য নিষঙ্গধিঃ।।

৯৫। যা তে হেতি মীঢুষ্টম হস্তে বভূব তে ধনুঃ। তয়াস্মান্ বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্ময়া পরিভুজ।।

৯৬। পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ। অথো য ইষুধিবারে অস্মিন্নিধেহি তম্।।

৯৭। অবতত্য ধনুষ্ট্বং সহস্রাক্ষ শতেষুধে। নিশীর্য্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ সুমনা ভব।।

৯৮। নমস্ত আয়ুধাযানাততায় ধৃষ্ণবে। উভাভ্যামুত তে নমো বাহুভ্যাংতব ধন্বনে।।

৯৯। মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মান ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্। মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মানঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ।।

১০০। মানস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনোবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে।।

স্নানের পর ধৌত বা নূতন বস্ত্রদ্বারা দেবপ্রতিমা বা শিবলিঙ্গ মুছিয়ে পুষ্প ও কুশসহ হাতটি দেবতার মাথায় রেখে ১০৮ বার বা (পাঁচবার ১০৮ বার)* মূলমন্ত্র জপ করে ঐ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে দেববিগ্রহের মাথা থেকে পীঠস্থান পর্যন্ত স্পর্শ করবে। তারপর দেবতার অঙ্গে ন্যাস করা হবে।

দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসো যথা — অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্। **ততো মাতৃকন্যাসঃ।** যথা শিরসি অং নমঃ। মুখে আং নমঃ। ইং ঈং চক্ষুষোঃ। উং ঊং কর্ণয়োঃ। ঋং ৠং নসোঃ। ঌং ৡং গণ্ডয়োঃ। এং ওষ্ঠে। ঐং অধরে। ওং উর্দ্ধদন্তে। ঔং অধোদন্তে। অং শিরসি। অঃ মুখে। কং দক্ষিণবাহুমূলে। খং কূর্পরে। গং মণিবন্ধে। ঘং অঙ্গুলিমুলে। ঙং অঙ্গুল্যগ্রে। চং বামবাহুমূলে। ছং কূর্পরে। জং মণিবন্ধে। ঝং অঙ্গুলিমূলে। ঞং অঙ্গুল্যগ্রে। টং দক্ষিণোরুমুলে। ঠং জানুনি। ডং গুল্‌ফে। ঢং অঙ্গুলিমূলে। ণং অঙ্গুল্যগ্রে। তং বামোরুমূলে। থং জানুনি। দং গুল্‌ফে। ধং অঙ্গুলিমুলে। নং অঙ্গুল্যগ্রে। পং দক্ষিণপার্শ্বে। ফং বামপার্শ্বে। বং পৃষ্ঠে। ভং নাভৌ। মং উদরে। যং হৃদি। রং দক্ষিণস্কন্ধে। লং ককুদি। বং বামস্কন্ধে। শং হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রপর্য্যন্তং। ষং হৃদয়ামি বাম করে। সং হৃদাদি দক্ষিণ পাদে। হং হৃদয়াদি বামপাদে। লং হৃদয়াদ্যুদরে। ক্ষং হৃদয়াদি মুখান্তং। সমস্ত বর্ণের শেষে 'নম' শব্দটি বলতে হবে।

তত্ত্বন্যাস— মস্তকে-ওঁ নমঃ। কপালে-নং নমঃ। উদরে-মং নমঃ। দক্ষিণাংশে-সিং নমঃ। বামাংশে-বাং নমঃ। হৃদয়ে-য়ং নমঃ।

---

* মহাকপিল পঞ্চরাত্রে – সপুষ্পং সকুশং পাণিং ন্যস্যেৎ দেবস্য মস্তকে। পঞ্চবারং জপেম্মূলমষ্টোত্তর শতোত্তরম্।। ততো মূলেন মূর্ধাদি পীঠান্তং সংস্পর্শযেদিতি। তত্ত্বন্যাসং লিপিন্যাসং মন্ত্রন্যাসঞ্চ বিন্যসেৎ। পূজাঞ্চ মহতী কুর্যাৎ স্বতন্ত্রোক্তাং যথাবিধি। প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণস্থাপনমাচরেৎ।।

মহানির্বাণতন্ত্রে – ততস্তৎ প্রতিমামূর্ত্তি পাণিং বিন্যস্য বাগ্ যতঃ। অষ্টোত্তরশতং মূলং জপ্তা গাত্রাণি সংস্পৃশেৎ।। ..... ততঃ পূজাবিধানেন ধ্যানমাবাহনাদিকম্। প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সংপাদ্য পূজয়েৎ পরদেবতাম্।।

৮৯। অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্। অহীঁশ্চ সর্বান জম্ভয়ন্ সর্বাশ্চ যাতুধান্যোঽধরাচীঃ পরাসুব।

৯০। অসৌ যস্তাম্রো অরুণ.উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোবৈষা হেড ঈমহে।।

৯১। অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ। উতৈনং গোপা অদৃশ্যন্নদৃশ্যন্দহার্য্যঃ স মৃড়য়াতি নঃ।।

৯২। নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢুষে। অথো যে অস্য সত্ত্বানোঽহং তেভ্যোঽকরং নমঃ।।

৯৩। প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরার্ত্ন্যোর্জ্যাম্। যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তা ভগবো বপ।।

৯৪। বিজ্যং ধনুঃ কপর্দ্দিনো বিশল্যো বাণবাঁ উত। অনেশন্নস্য যা ইষব আভুরস্য নিষঙ্গধিঃ।।

৯৫। যা তে হেতি মীঢুষ্টম হস্তে বভুব তে ধনুঃ। তয়াস্মান্ বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্মরা পরিভুজ।।

৯৬। পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ। অথো য ইষুধিবারে অস্মিন্নিধেহি তম্।।

৯৭। অবতত্য ধনুষ্টং সহস্রাক্ষ শতেষুধে। নিশীর্য্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ সুমনা ভব।।

৯৮। নমস্ত আয়ুধাযানাততায় ধৃষ্ণবে। উভাভ্যামুত তে নমো বাহুভ্যাংতব ধন্বনে।।

৯৯। মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মান ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্। মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মানঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ।।

১০০। মানস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনোবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে।।

স্নানের পর ধৌত বা নূতন বস্ত্রদ্বারা দেবপ্রতিমা বা শিবলিঙ্গ মুছিয়ে পুষ্প ও কুশসহ হাতটি দেবতার মাথায় রেখে ১০৮ বার বা (পাঁচবার ১০৮ বার)* মূলমন্ত্র জপ করে ঐ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে দেববিগ্রহের মাথা থেকে পীঠস্থান পর্যন্ত স্পর্শ করবে। তারপর দেবতার অঙ্গে ন্যাস করা হবে।

দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসো যথা — অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্। **ততো মাতৃকন্যাসঃ।** যথা শিরসি অং নমঃ। মুখে আং নমঃ। ইং ঈং চক্ষুষোঃ। উং ঊং কর্ণয়োঃ। ঋং ৠং নসোঃ। ৯ং ৡং গণ্ডয়োঃ। এং ওষ্ঠে। ঐং অধরে। ওং ঊর্দ্ধদন্তে। ঔং অধোদন্তে। অং শিরসি। অঃ মুখে। কং দক্ষিণবাহুমূলে। খং কূর্পরে। গং মণিবন্ধে। ঘং অঙ্গুলিমূলে। ঙং অঙ্গুল্যগ্রে। চং বামবাহুমূলে। ছং কূর্পরে। জং মণিবন্ধে। ঝং অঙ্গুলিমূলে। ঞং অঙ্গুল্যগ্রে। টং দক্ষিণোরুমুলে। ঠং জানুনি। ডং গুলফে। ঢং অঙ্গুলিমূলে। ণং অঙ্গুল্যগ্রে। তং বামোরুমূলে। থং জানুনি। দং গুলফে। ধং অঙ্গুলিমুলে। নং অঙ্গুল্যগ্রে। পং দক্ষিণপার্শ্বে। ফং বামপার্শ্বে। বং পৃষ্ঠে। ভং নাভৌ। মং উদরে। যং হৃদি। রং দক্ষিণস্কন্ধে। লং ককুদি। বং বামস্কন্ধে। শং হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রপর্য্যন্তং। ষং হৃদয়ামি বাম করে। সং হৃদাদি দক্ষিণ পাদে। হং হৃদয়াদি বামপাদে। লং হৃদয়াদ্যুদরে। ক্ষং হৃদয়াদি মুখান্তং। সমস্ত বর্ণের শেষে 'নম' শব্দটি বলতে হবে।

তত্ত্বন্যাস— মস্তকে-ওঁ নমঃ। কপালে-নং নমঃ। উদরে-মং নমঃ। দক্ষিণাংশে-সিং নমঃ। বামাংশে-বাং নমঃ। হৃদয়ে-য়ং নমঃ।

* মহাকপিল পঞ্চরাত্রে – সপুষ্পং সকুশং পাণিং ন্যস্যেৎ দেবস্য মস্তকে। পঞ্চবারং জপেন্মূলমষ্টোত্তর শতোত্তরম্।। ততো মূলেন মূর্ধাদি পীঠান্তং সংস্পৃশেদিতি। তত্ত্বন্যাসং লিপিন্যাসং মন্ত্রন্যাসঞ্চ বিন্যসেৎ। পূজাঞ্চ মহতী কুর্যাৎ স্বতন্ত্রোক্তাং যথাবিধি। প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণস্থাপনমাচরেৎ।।

মহানির্বাণতন্ত্রে – ততস্তৎ প্রতিমামূর্ত্তি পাণিং বিন্যস্য বাগ্ যতঃ। অষ্টোত্তরশতং মূলং জপ্ত্বা গাত্রাণি সংস্পৃশেৎ।। ..... ততঃ পূজাবিধানেন ধ্যানমাবাহনাদিকম্। প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সংপাদ্য পূজয়েৎ পরদেবতাম্।।

তারপর **পঞ্চোপচারে শিবের পূজা** করে বেদিতে **দুর্গার**, দক্ষিণে **বিনায়কের** এবং বামে **স্কন্দ** ও **বৃষের পঞ্চোপচারে** পূজা করে **'শিবস্ত্বম্ অমুকনামাসি'** বলে শিবের **নামকরণ** করা হবে। **ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেব য়ন্তস্তেমহে। উপপ্রয়ন্ত মরুতঃ সুদানব, ইন্দ্রপ্রাশুর্ভবা· সচা।'** মন্ত্রটি পাঠ— করতে করতে **দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি** হ'য়ে **'ওঁ আয়াহি ভগবন্ দেব লোকানুগ্রহকারক। পিনাকপাণেবরদ শম্ভো নিত্যং নমো নমঃ।। ওঁ প্রাসাদেঽস্মিন্ মহাদেব সর্বদেবস্তুতেশ্বর। দেব্যা সহ মহাদেব কৃপাংকুরুনমোঽস্তুতে।। ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবে নাতিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ।।**

লিঙ্গকে পীঠের উপর স্থাপন করে গন্ধপুষ্প অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজিয়ে নানাপ্রকার বাদ্য বাজাতে বাজাতে শিবকে নিয়ে (অথবা নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হ'লে কর্তা নিজেই) মন্দিরটি **তিনবার প্রদক্ষিণ** করে দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে **গায়ত্রী মন্ত্রে পুষ্পোদক** দ্বারা মন্দিরটি অভ্যুক্ষণ করে মূলমন্ত্রে **শিবকে অর্ঘ্য দান** করে শিবকে মন্দিরে প্রবেশ করান হবে বা নিজে প্রবেশ করবেন।।

তারপর স্থাপন করার শিলাগর্তে রূপার অষ্টদল পদ্মে সোনার কর্ণিকায় রত্নাদি* স্থাপন করতে হবে। তার নিয়ম হ'লো পূর্বাদি আট দিকে যথাক্রম **বজ্র (হীরক), মুক্তা, বৈদূর্য, শঙ্খ, স্ফটিক, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল ও মহানীল**— এই আটটি

রত্নাদি স্থাপন সম্পর্কে হয় পঞ্চশীর্ষের বচন— 'বজ্রকং পূর্বতো দদ্যাদাগ্নেয়্যাং মৌক্তিকং তথা। বৈদূর্যং দক্ষিণে দদ্যাৎ শঙ্খং নৈঋতিগোচরে।। স্ফটিকং বারুণে দদ্যাৎ পদ্মরাগন্তু বায়বে। উত্তরে চন্দ্রকান্তঞ্চ মহানীল মীশানকে।। পদ্মরাগং ন্যসেম্মধ্যে যথাবদ্ দ্বিজসত্তমঃ।। হরিতালং ন্যসেৎ পূর্বে আগ্নেয়্যান্তু মনঃশিলাম্। অভ্রন্তু দক্ষিণে দদ্যান্নৈর্ঋত্যান্তু নীলাঞ্জনম্।। বারুণে স্বর্ণমাক্ষিকং বায়ব্যান্তু রসাঞ্জনম্। উত্তরে গন্ধকং দদ্যাদৈশান্যাং গৈরিকং তথা।। পশ্চিমে বিন্যসেৎ সীসং বায়ব্যাং লৌহমেব চ। কাংস্যং চোত্তরতো ন্যস্য ঐশান্যাং পৈত্তলং ন্যসেৎ।। যবমৈন্দ্র্যাং নিবেশ্যাথ আগ্নেয়ে গোধূমং তথা। তিলং দক্ষিণভাগে তু মুগান্তু নৈঋতে ন্যসেৎ। নীবারং পশ্চিমে দদ্যাৎ শ্যামাকং বায়ুকোণকে। উত্তরে বংশবীজন্তু ঐশান্যাং ব্রীহীমেব হি। পূর্বস্যাং চন্দনং ন্যস্য আগ্নেয়্যাং রক্তচন্দনং। কৃষ্ণাগুরুং দক্ষিণস্যাং নৈর্ঋত্যামপরাগুরুং। উশীরং পশ্চিমেভাগে বিষ্ণুক্রান্তামথাপরে। সহদেবীমুদীচ্যান্তু লক্ষণামীশকোণকে।। (উশীর— বেনামূল, বিষ্ণুক্রান্তা— অপরাজিতা মূল, সহদেব— অনন্তমূল)।

রত্ন;**হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র, নীলাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, গন্ধক** ও **গৈরিক**— এই আটটি উপধাতু;সোনা, রূপা, **তামা, রাং, সীসা লোহা, কাঁসা** ও **পিতল**— এই আটটি ধাতু;**গম, তিল, মুগ, নীবার (উড়িধান), শ্যামাক, বংশবীজ** ও **ধান** — এই আটটি বীজ, **শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, অগুরু, কৃষ্ণাগুরু, উশীর অপরাজিতা মূল, অনন্তমূল, সুদর্শনামূল** আটটি দ্রব্য দিতে হবে। (এক্ষেত্রে **সমস্ত রত্নের অভাব হ'লে কেবল হীরা**, উপধাতুর অভাব হ'লে কেবল **হরিতাল**, ধাতুর অভাবে কেবল **সোনা** এবং সকল বীজের অভাবে কেবল **সোনা** দিতে হবে)।

তারপর **ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে** .... ইত্যাদি মন্ত্রে **মধু ও পায়স** দ্বারা **লিঙ্গমূলে** লেপন করে লিঙ্গ দেবতার মাথায় হাত দিয়ে স্থাপন করবে।

মন্ত্র— ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় হিরণ্যরেতসে পরায় পরমাত্মনে, বিশ্বরূপায়, উমাপ্রিয়ায় নমোনমঃ।।
ওঁ যস্য সিংহা রথা উক্তা, ব্যাঘ্রা ভূতাস্তথোরগাঃ। ঋষয়ো লোকপালাশ্চ দেবস্কন্দস্তথা বৃষঃ।।
প্রিয়াগণাঃ মাতরশ্চ সোমো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ। নাগাঃ যক্ষা সগন্ধর্বা যে চ দিব্যা নভশ্চরাঃ।।
তামহং ত্র্যক্ষমীশানং শিবং রুদ্রমুমাপতিম্। আবাহয়ামি অগণং সপত্নীকং বৃষধ্বজম্।।

আগচ্ছ ভগবন্ রুদ্র লোকানুগ্রহকাম্যয়া। ইদমাসনং মহাদেব ব্রহ্মণা সহিতং সদা।। শিবো ভববিশ্বস্তর ধ্রুবমাদ্যং গময়ামি।। ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে। ধ্রুবো যজমানো রাজা ধ্রুবং বিশ্বমিদং নমঃ।। ওঁ প্রধানপুরুষো যাবদ্ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ, তাবত্ত্বমনয়া শক্ত্যা যুক্তোঽত্রৈব স্থিরোভব।।

তারপর পিণ্ডিকায়

'ওঁ নমো ভগবত্যৈ রুদ্রাণ্যৈ হিরণ্যরেতসে পরায়ৈ পরমাত্মনে বিশ্বরূপায়ৈ নমো নমঃ।।
ওঁ স্থিরা ভব মহাদেবী লোকানুগ্রহকারিনী। প্রাসাদেঽস্মিংস্তু মে যাবচ্চন্দ্রসূর্যৌ দিবিস্থিতৌ।

এরপর দেবতার মাথায় হাত রেখে বলতে হবে—

ওঁ স্থিরো ভব বীড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহন। এই বলে শিবকে স্থিরভাবে স্থাপন করবেন। তারপর কুশিতে জল নিয়ে

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং, তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গম্ জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।। ১।। ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ। সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সভূমিং সর্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।। ২।। ওঁ পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। উতামৃতত্বস্যেশানো। যদন্নেনাতি রোহতি।। ৩।। ওঁ এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।। ৪।। ওঁ ত্রিপাদূর্ধ্বমুদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহা ভবৎ পুনঃ। ততো বিষ্বঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।। ৫।। এই পাঁচটি মন্ত্র চারবার পাঠ করতে করতে শিবের মূল, মধ্য ও মস্তক স্পর্শ করবে। তারপর মূল মন্ত্রে বিকিরণ করে শিব শরীরে শ্রীকণ্ঠন্যাস করবে।

শ্রীকণ্ঠচন্দ্রমৌলিন্যাস বা ন্যাস অস্য শ্রীকণ্ঠন্যাসস্য দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দোঽর্ধনারীশ্বরো দেবতা শ্রীকণ্ঠন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি দক্ষিণামূর্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ। হৃদি- শ্রী অর্ধনারীশ্বর দেবতায়ৈ নমঃ।

ধ্যান— উদ্দিশ্য যং কৃতবতী গিরিজা তপস্যাং যৎপাদপঙ্ক জোরজো বিবুধালসন্তি। আশাম্বিরং ভূজগরাজবিভূষিতাঙ্গং তং চন্দ্রমৌলিমমলং মনসা স্মরামি।। এরূপ ধ্যান করে মাতৃকান্যাসের ক্রমে ন্যাস করতে হবে।

ন্যাস হসাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হসীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, হসূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হসৈঃ অনামিকাভ্যাং হুং, হসৌঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হসঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ললাটে অং শ্রীকণ্ঠপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ। মুখে আং অনন্তবিজয়াভ্যাং নমঃ। দক্ষনেত্রে ইং সূক্ষ্মশাল্মলীভ্যাং নমঃ। বামনেত্রে ঈং ত্রিমূর্তিলোলাক্ষীভ্যাং নমঃ। দক্ষকর্ণে উং অমরেশ্বরবর্তুলাক্ষীভ্যাং নমঃ। বামকর্ণে ঊং অর্ঘীশদীর্ঘঘোণাভ্যাং নমঃ। দক্ষনাসায়ং ঋং ভারভূতীশসুদীর্ঘমুখীভ্যাং নমঃ। বামনাসায়ং ৠং অতিথীশগোমুখীভ্যাং নমঃ। দক্ষগণ্ডে ঌং স্থাণুদীর্ঘজঙ্ঘাভ্যাং নমঃ। বামগণ্ডে ৡং হরকুম্ভোদরীভ্যাং নমঃ। ওষ্ঠে এং ঝিণ্টীশোর্ধ্বকেশীভ্যাং নমঃ।

অধরে ঐং ভৌতিকবিকৃতমুখীভ্যাং নমঃ। উর্ধ্বদন্ত পংক্তৌ ওং সদ্যোজাতজ্বালামুখীভ্যাং নমঃ। অধোদন্তপংক্তৌ ঔং অনুগ্রহেশ্বরোল্কামুখীভ্যাং নমঃ। শিরসি অং অক্রূরচুল্লীমুখীভ্যাং নমঃ। মুখে অঃ মহাশৈলবিদ্যামুখীভ্যাং নমঃ। দক্ষবাহুমূলে কং ক্রোধীশমহাকালীভ্যাং নমঃ। কূর্পরে খং চণ্ডেশসরস্বতীভ্যাং নমঃ। মণিবন্ধে গং পঞ্চান্তগৌরীভ্যাং নমঃ। অঙ্গুলীমূলে ঘং শিবোত্তমত্রৈলোক্যবিদ্যাভ্যাং নমঃ। অঙ্গুল্যগ্রে ঙং একরুদ্রমন্ত্রশক্তিভ্যাং নমঃ। বামবাহুমূলে চং কূর্মাত্মশক্তিভ্যাং নমঃ। কূর্পরে ছং একনেত্রভূতমাতৃভ্যাং নমঃ। মণিবন্ধে জং অর্ধচতুরাননলম্বোদরীভ্যাং নমঃ। অঙ্গুলীমূলে ঝং অজেশদ্রাবিণীভ্যাং নমঃ। অঙ্গুল্যগ্রে ঞং সর্বসোমেশ-নাগরীভ্যাং নমঃ। দক্ষপাদমূলে টং লাঙ্গল-খেচরীভ্যাং নমঃ। জানুনি ঠং দারক-মঞ্জরীভ্যাং নমঃ। গুল্ফে ডং অর্ধনারীশ্বর-রূপিণীভ্যাং নমঃ। অঙ্গুলীমূলে ঢং উমাকান্ত-কারিণীভ্যাং নমঃ। অঙ্গুল্যগ্রে ণং আষাঢ়ী-কাকোদরীভ্যাং নমঃ। বামপাদমূলে তং দণ্ডি-পুতনাভ্যাং নমঃ। জানুনি থং অত্রিভদ্রকালীভ্যাং নমঃ। গুল্ফে দং মীনযোগিনীভ্যাং নমঃ। অঙ্গুলীমূলে ধং মেষশঙ্খিনীভ্যাং নমঃ। অঙ্গুল্যগ্রে নং লোহিত-গর্জিনীভ্যাং নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে পং শিখি-কালরাত্রিভ্যাং নমঃ। বামপার্শ্বে ফং ছাগলাণ্ড-কুব্জিনীভ্যাং নমঃ। পৃষ্ঠে বং দ্বিরণ্ডেশ-কপর্দিনীভ্যাং নমঃ।। নাভৌ ভং মহাকালবজ্রিণীভ্যাং নমঃ। জঠরে মং বালি-জায়াভ্যাং নমঃ। হৃদয়ে যং ত্বগাত্ম ভুজঙ্গেশসুমুখেশ্বরীভ্যাং নমঃ। দক্ষস্কন্ধে রং অসৃগাত্ম পিণাকীশ-রেবতীভ্যাং নমঃ। ককুদি লং মাংসাত্ম খড়্গেশমাধবীভ্যাং নমঃ। বামস্কন্ধে বং মেদাত্ম বকেশ্বরবারুণীভ্যাং নমঃ। হৃদয়াদিদক্ষিণকরে শং অস্থ্যাত্ম শ্বেতবায়বীভ্যাং নমঃ। হৃদয়াদিবামকরে ষং মজ্জাত্ম ভৃগ্বীশবক্ষোবিদারিণীভ্যাং নমঃ। হৃদয়াদিদক্ষিণপাদে সং শুক্রাত্ম নকুলীসহজাভ্যাং নমঃ। হৃদয়াদিবামপাদে হং প্রাণাত্ম শিবলক্ষ্মীভ্যাং নমঃ। হৃদয়াদিজঠরে লং জীবাত্মকশিবব্যাপিনীভ্যাং নমঃ। হৃদয়াদিমুখে ক্ষং ক্রোধাত্ম সম্বর্ত্তকমায়াভ্যাং নমঃ।

অথ শিবমন্ত্রন্যাসঃ **অস্য মন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ অমুকশিবদেবতা, চর্তুবর্গসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি** বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে পংক্ত্যৈ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে অমুকশিবদেবতায়ৈ নমঃ। ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। মং মধ্যমাভ্যাং বষট্। শিং অনামিকাভ্যাং হুং, বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, য়ঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এবং হৃদয়াদিষু।। ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। নং শিরসে স্বাহা। মং শিখায়ৈ বষট্, শিং কবচায় হুং। বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট। য়ঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামিতি মূর্ধ্নে নমঃ। ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে ইতি মুখবৃত্তায় নমঃ। অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরতরেভ্যঃ। সর্বেভ্যঃ সর্বশর্বেভ্যো নমস্তেহস্তু রুদ্ররূপেভ্য ইতি হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমো বলবিকিরণায় নমো বলায় নমো বল প্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমো গুহ্যায় নমঃ। ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি ইতি পাদাভ্যাং নমঃ।

অথ মূর্তিন্যাসঃ ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামিতি শশিন্যৈ কলায়ৈ নম ইতি উর্ধ্বমুখে। নমঃ ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মণে নমঃ ইতি পূর্বমুখে। ওঁ ইষ্টদায়ৈ কলায়ৈ নম ইতি দক্ষিণমুখে। ওঁ শিবো মেহস্তু ওঁ মরিচ্যৈ কলায়ৈ নম ইতি পশ্চিমমুখে। ওঁ সদা শিবোঁ নমঃ ওঁ অংশুমালিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ ইতি উত্তরমুখে।

ততোঽঙ্গে ন্যাসেৎ ঐং ক্লীং ব্লুঁ স্ত্রীং সঃ সর্বজ্ঞায় হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ অমৃতে তেজো জ্বালামালিনে দীপ্তায় ব্রহ্মণে শিরসে স্বাহা,— জ্বলিত-শিখি-শিখায় অনাদিবোধায় শিখায়ৈ বষট্। বজ্রিণে বজ্রহস্তায়, স্বতন্ত্রায় কবচায় হুং সৌঁ সৈঁ হৌঁ পরতো লুপ্তশক্তয়ে, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। শ্লীং পুং শুং হুং ফট্। অনন্তশক্তয়ে অস্ত্রায় ফট্।

প্রাণায়াম হৌং মন্ত্রে তিনবার প্রাণায়াম করতে হবে।

অথ পীঠন্যাসঃ হৃদয়ে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, আধারশক্তয়ে নমঃ। প্রকৃত্যৈ নমঃ, কূর্মায়, অনন্তায় পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, কৈলাসায়, মণিমণ্ডপায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়, কল্পবৃক্ষায়। দক্ষিণস্কন্ধে — ধর্মায়। বামস্কন্ধে—জ্ঞানায়। বামোরৌ-বৈরাগ্যয়। দক্ষিণোরৌ-ঐশ্বর্যায়। মুখে—অধর্মায়। বামপার্শ্বে— অজ্ঞানায়। নাভৌ—অবৈরাগ্যায়। দক্ষিণপার্শ্বে—অনৈশ্বর্য্যায়। হৃদি—অনন্তায়। পদ্মায়, অং দ্বাদশকলাত্মনে সূর্যমণ্ডলায়, উং ষোড়শকলাত্মনে চন্দ্রমণ্ডলায় মংবহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।।

পূর্বাদি কেশরে, — ওঁ বামায়ৈ নমঃ এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যে, কাল্যৈ, বলবিকিরণ্যৈ, বলপ্রমথিন্যৈ, সর্বভূতদমন্যৈ, মনোন্মথ্যৈ, মধ্যে মনোন্মন্মৈ, ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মনে শক্তিযুক্তায় অনন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ।।

তারপর কর্মমুদ্রায়, পুষ্প নিয়ে ধ্যান করতে হবে। [ধ্যায়েন্নিত্যং বা যেখানে যে শিবের ধ্যানে পূজা হয়ে থাকে সেই ধ্যান মন্ত্রই বলা হবে]

ধ্যান ওঁ শিবং শ্বেতগিরিপ্রখ্যং ধ্যায়েদ্ ব্যাঘ্রজিনাম্বরম্। নাগযজ্ঞোপবীতঞ্চ নানালঙ্কার ভূষিতম্।।
পঞ্চভির্বদনৈর্যুক্তমেকং শুক্রমুখং তথা। অন্যৎ পাণ্ডর মন্যত্তু রক্তং পীতঞ্চ কৃষ্ণকম্।।
গঙ্গাধরং ত্রিনয়নং শশিমৌলিং জটাধরম্। দশহস্তং শূল-টঙ্ক-খড়্গ বজ্রাসি পাশকম্।।
দধানং দক্ষিণভুজে ঘণ্টাং বাসুকিমঙ্কুশং। পাশঞ্চৈবাভীতিমুদ্রাং দধানং বামপাণিভিঃ।।
সর্বৈশ্চ দেবমুনিভিঃ স্তুতং পিঙ্গললোচনং শুক্লাম্বুজে সন্নিবিষ্টমথবা বৃষসংস্থিতম্।।
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ গীয়মানমুমাপতিম্।। ধ্যান করে নিজ মস্তকে পুষ্পটি রেখে মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন ও পীঠপূজা করবে।

তারপর পুনরায় শিবলিঙ্গটিকে ধরে পাঠ করবেন— ওঁ যস্য সিংহা রথা উক্তা ব্যাঘ্রা ভূতাস্তথোরগাঃ। ঋষয়ো লোকপালাশ্চ দেবস্কন্দস্তথা বৃষঃ।। প্রিয়াগণাঃ মাতরশ্চ সোমো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ। নাগাঃ যথা সগন্ধর্বা যে চ দিব্যা নভশ্চরাঃ। তামহং ত্র্যক্ষমীশানং শিবং রুদ্রমুমাপতিম্। আবাহয়ামি সগণং সপত্নীকং বৃষধ্বজম্। —ওঁ ভগবন্ শিব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ। ওঁ তবেয়ং মহিমামূর্তিস্তস্যাঃ সর্বাগমপ্রভো। ভক্তিস্নেহসমাদৃষ্টং দীপবৎ স্থাপয়াম্যহম্।। ওঁ ভগবন শিব ইহ তিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ। ওঁ মনোজুতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু। অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বে দেবাস ইহমদয়ন্ত মোঁ প্রতিষ্ঠ।। —ওঁ ভগবন্ শিব ইহ সন্নিধেহি।

ওঁ হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃসদ্বরসদ্ ব্যোমসদব্জা, গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।। ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ মৃগোণ ভীমঃ কুচরো গিরিষ্টাঃ যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণে ষ্বধি ক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ।। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টারূপাণি পিংষতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে

সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোমুক্ষীয়মামৃতাৎ।। ওঁ ভগবন্ শিব সন্নিরুধ্যস্ব।

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোম্।। ওঁ ভগবন্ শিব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

শিবলিঙ্গের মাথায় হাত দিয়ে

প্রাণপ্রতিষ্ঠা ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ শিবস্য প্রাণা ইহপ্রাণাঃ। পুনঃ— আং হ্রীঁ...... শিবস্য জীব ইহ স্থিতঃ। আং হ্রীং....... শিবস্য সর্বেন্দ্রিয়াণি। পুনঃ আং হ্রীং .....শিবস্য সর্বেন্দ্রিয়াণি। পুনঃ আং হ্রীং .... শিবস্য বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।। ওঁ মনোজুতি ইত্যাদি (৩২ পৃ.) মন্ত্রপাঠ করে ওঁ নমঃ শিবায় ইতি শিরোবদনহৃদয়পাদর্সবাঙ্গে পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চক দিতে হবে।

পুনরায় ধ্যান করে ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে

ষোড়শোপচারে স্তুতিসহ নিবেদন—

আসন— অর্চনা করে **ওঁ নমস্তে রুদ্রমন্যব উতোত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যাং উততে নমঃ। এতদ্‌রজতাসনং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।** বলে নিবেদন করে স্তুতি—

ওঁ সর্বন্তর্যামিনে দেব সর্ববীজময়ং ততম্।

আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্।।

স্বাগত— ওঁ যাতে রুদ্র শিবা তনু, রঘোরা পাপকাশিনী। তয়া নস্তন্বা শন্তময়া, গিরিশন্তাভিচাকশীহি।।

ওঁ যস্যদর্শনমিচ্ছন্তি দেবা স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে। তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চমে।।

ভগবন্ সাম্বশিব স্বাগতং সুস্বাগতং কুশলং তে।।

পাদ্য— অর্চনান্তে, ওঁ যামিষু গিরিশন্ত হস্তে বির্ভয্যস্তবে। শিবাং গিরিত্র তাং কুরু, মাহিংসীঃ পুরুষং জগৎ।। এতৎপাদ্য বলে নিবেদনান্তে স্তুতি—

ওঁ যদ্ভক্তিলেশ সম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ।

তস্যৈতে চরণাব্জায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে।।

অর্ঘ্য— অর্চনান্তে, **ওঁ যামিষুং শিবেন বচসাত্বা, গিরিশাচ্ছাবদামসি।**

যক্ষনঃ সর্বমিজ্জগদ্ যক্ষগুঁ সুমনা অসৎ।। ইদমর্ঘ্যং (এষ অর্ঘ্যঃ) ওঁ - - - - - নিবেদনান্তে স্তুতি—

ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্। তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্।।

আচমনীয়— অর্চনান্তে, **ওঁ অধ্যবোচদধি, প্রথমো দৈব্য ভিষক্। অহীগুঁশ্চ সর্বান্ জম্ভয়ন্ সর্বাশ্চ যাতুধানোঽধরাচী পরাসুব।। ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ** ....। নিবেদনান্তে

ওঁ দেবনামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে। আচামং কল্পয়ামীশ সুধাংশুস্রুতি হেতবে।।

মধুপর্ক— ওঁ অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চৈনাং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোঽবৈষা ওঁ হেড়ঈমহে। এষ মধুপর্কঃ ওঁ . . . . .। নিবেদনান্তে

ওঁ সর্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে। মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদমে।।

পুনরাচমনীয়— অর্চনান্তে, ইদংপুনরাচনীয়ম্ ওঁ . . . .। নিবেদনান্তে

ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্।।

স্নান— অর্চনান্তে, ওঁ অসৌযো অবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ

উতৈনং গোপা অদৃশন্নদৃশ্রন্নুদাহার্যঃ, সদৃষ্টোমৃড়য়াতি নঃ।। ইদং স্নানীয়ং ওঁ . . . .। নিবেদনান্তে

ওঁ পরমানন্দ বোধাব্ধি নিমগ্ননিজমূর্তয়ে। সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশতে।।

পুনরাচমনীয়— অর্চনার পর নিবেদনান্তে স্তুতি— ওঁ উচ্ছিষ্টোহপ্যশুচি . . . .

বস্ত্র— অর্চনান্তে, ওঁ নমোঽস্তু নীলগ্রীবায়, সহস্রাক্ষায় মীঢ়ুষে। অথো যে অস্য সত্বানো, অহং তেভ্যোঽকরং নমঃ। ইদং বস্ত্রম্ ওঁ . . . .। নিবেদনান্তে

ওঁ মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ন নিজগুহ্যোরুতেজসে। নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্।।

পুনরাচমনীয়— পূর্ববৎ

আভরণ— অর্চনান্তে, ওঁ প্রমুঞ্চ ধম্বনস্ত্বমুভয়ো রাত্নোর্জ্যাং। যাশ্চ তে হস্ত ঈষবঃ পরতো ভগব বপ।। ইদমাভরণম্ ওঁ . . . .। নিবেদনান্তে—

ওঁ স্বভাব সুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় চ। ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চিত।।

যজ্ঞোপবীত— অর্চনান্তে, ওঁ ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ সবুধ্ন্যা উপমা অস্যবিষ্ঠা সতশ্চযোনি মসতশ্চ বিবঃ।। হৌঁ এতদযজ্ঞোপবীতং ওঁ নমঃ . . . .।। নিবেদনান্তে—

ওঁ যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রোতমখিলং জগৎ। যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে।।

গন্ধ— অর্চনান্তে, ওঁ বিজ্যং ধনুঃ কপর্দিনো, বিশালোবণবাঁ উত। অনেশন্নস্য যা ইষব আভুরস্য নিষঙ্গধিঃ।। হৌঁ এষ গন্ধঃ ওঁনমঃ . . . .। নিবেদনান্তে

ওঁ পরমানন্দসৌরভ্য পরিপূর্ণং দিগন্তরম্। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর।।

পুষ্প— অর্চনান্তে, ওঁ যা তে হেতি মীঢ়ুষ্টম, হস্তে বভূব তে ধনুঃ। *ত্বয়াস্মান্ বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্ময়া পরিভুজ।* হৌঁ এতৎ পুষ্পম্ ওঁ নমঃ . . . .। নিবেদনান্তে

ওঁ তুরীয় বন সম্ভূতং নানাগুণ মনোহরম্। আনন্দ সৌরভং পুর্ণ গৃহ্যতামিমদমুত্তমম্।।

ধূপ— অর্চনান্তে, ওঁ পরিতে ধন্বনো হেতি, রস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ। অথোয ইষুধিস্তবারে, অস্মিন্নিধেহি তম্।। হৌঁ এষ ধূপঃ ওঁ নমঃ . . . .। নিবেদনান্তে—

ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।

দীপ— অর্চনান্তে, ওঁ অবতত্য ধনুষ্ট গুঁ সহস্রাক্ষ শতেযুধে। নিশর্য শাল্যানাং মুখা শিবোনঃ সুমনা ভব। হৌঁ এষ দীপঃ ওঁ নমঃ . . . .। নিবেদনান্তে—

ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরো জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।

নৈবেদ্য— অর্চনান্তে ওঁ নমস্ত আয়ুর্ধায়ানা ততায় ধৃষ্ণবে, উভাভ্যামুততে নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে। হৌঁ এতন্নৈবেদ্যং ওঁ নমঃ . . . .। নিবেদনান্তে—

ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবি বিবিধানেক ভক্ষণম্। নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ।।

পানার্থ— অর্চনান্তে, ওঁ মানো মহান্তমুতমান অর্ভক্, মান উক্ষন্ত মুতমান উক্ষিতম্। মা নো বোধীঃ পিতরং মোতমাতরং মানা প্রিয়াস্তন্বো রুদ্ররীরিষঃ।। হৌঁ ইদং পানার্থোদকম্ ওঁ নমঃ . . . .। নিবেদনান্তে

ওঁ সমস্ত দেবদেবেশ সর্বতৃপ্তি করং পরম্। অখণ্ডানন্দ সম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্।।

পুনরাচমনীয়— পূর্ববৎ

তাম্বুল— অর্চনান্তে, ওঁ মান স্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি, মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। মানোবীরান্ রুদ্রো ভামিনো বধী হবিষ্মন্তঃ সদামি ত্বা হবামহে।। হৌঁ এতত্তাম্বুলম্ ওঁ নমঃ . . . .। নিবেদনান্তে—

ওঁ তাম্বুলঞ্চ পরং রম্যং কর্পূরাদি সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম্।।

— তারপর **ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবন্ অমুকশিব ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।** মন্ত্রে ৩বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রার্থনা— **ওঁ নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ, পূর্বজাতায় পরজাতায় চ নমো, মধ্যমায় অপগণ্ডায় চ নমো, জঘন্যায় বুধ্ন্যায় চ নমঃ।।** তারপর পূর্বাদি পঞ্চমুখের গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা— **তৎপুরুষায় নমঃ ওঁ অঘোরায় নমঃ ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ ওঁ বামদেবায় নমঃ ওঁ ঈশানায় নম** ইতি ।।**অষ্ট মূর্তি পূজা— ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ ঈশানায় সূর্যমূর্তয়ে নমঃ।**

তারপর **পীঠে**

গৌরী পূজা ধ্যান — **ওঁ চতুর্ভূজাং পঙ্কজস্থাং জটামুকুটধারিণীং। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং রক্তকৌষেয়ধারিণীং। বরাভয়ং শঙ্খচক্রং দধতীং চন্দ্রশেখরাং। নবযৌবনসম্পন্নাং নানালঙ্কারভূষিতাং।** এই ধ্যানের পর মানসপূজা করে পুনরায় ধ্যান করে আবাহন— **ওঁ ভগবত্যম্বিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ** ইত্যাদিক্রমে আবাহন করে **ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন সসস্তশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পিল্য বাসিনীম্।** মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করে আবরণ পূজা— **শিবস্য কিরীটা-দ্যঙ্গদভূষণেভ্যো নমঃ। তদস্ত্রেভ্যো নমঃ। ওঁ ত্রিশূলায়। ওঁ ডম্বুরায় নমঃ।** পূর্বাদ্যষ্টদিক্ষু **ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ। ওঁ শিবোত্তমায় নমঃ। — ওঁ একনেত্রায় নমঃ। ওঁ ত্রিমূর্তয়ে নমঃ! ওঁ শ্রীকণ্ঠায় নমঃ। ওঁ শিতিকণ্ঠায় নমঃ। ওঁ শিখণ্ডিনে নমঃ। ওঁ উমায়ৈ নমঃ। ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ। ওঁ নন্দিনে নমঃ। ওঁ মহাকালায় নমঃ। ওঁ গণেশায় নমঃ। ওঁ বৃষায় নমঃ। ওঁ ভৃঙ্গিনে নমঃ। ওঁ স্কন্দায় নমঃ।** পূজা করে মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়ে গণ্ড ও কক্ষ বাদ্য করে স্তোত্র ও কবচ পাঠ যথাশক্তি জপ করতে হয়। তারপর শান্তিঘটে বরুণ ও শান্তির যথাশক্তি উপচারে পূজা করে প্রতিষ্ঠাঙ্গ হোম করতে হবে।

শিবকবচং

ওঁ নমঃ শিবায়। দেব্যুবাচ।। শৃণু ত্বং দেবদেবেশ জগতাং হিতকারকং। শিবস্য কবচং দেব কথয়স্ব মহামতে। শ্রীমহাদেব উবাচ।। গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং দেবি কবচং সর্বকামদম্। ন দেয়ং ভক্তিহীনায় নিন্দকায় বিশেষতঃ। মূর্খায় ভাবদুষ্টায় দত্ত্বা চ শিবহা ভবেৎ। প্রাণান্তেঽপি ন বক্তব্যং মম প্রীতিঞ্চ কারয়েৎ।। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা পূজয়েৎ শিবলিঙ্গকম্। কল্পকোটি - শতেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে।। কৃত্বা তু কবচং দেবি সকৃদ্ বা পূজয়েচ্ছিবম্। ধর্মার্থকাম-মোক্ষঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ।।

শিরো মে ঈশ্বরঃ পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরঃ। হৃদয়ং পাতু নন্দীশো নাভিং পাতু পিণাকধৃক্। পার্শ্বয়োঃ শঙ্করঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু উমাপতিঃ। স্কন্ধৌ পাতু মহাদেবঃ কর্ণৌ পাতু শিবঃ স্বয়ম্। নেত্রে গঙ্গাধরঃ পাতু ঘ্রাণং পাতু বৃষধ্বজঃ।। গিরিশো বদনং পাতু চিবুকং ত্রিপুরান্তকঃ।। কৃত্তিবাসা ভ্রুবৌ পাতু পাদৌ চ পার্বতীপতিঃ।

শ্রীকণ্ঠঃ সর্বতঃ পাতু নীলকণ্ঠঃ সদা গৃহম্। ভার্য্যাং মৃত্যুঞ্জয়ঃ পাতু পুত্রাংশ্চ চন্দ্রশেখরঃ। বিশ্বেশ্বরো ধনং পাতু ধান্যং পাতু শীতাংশুভৃৎ। শিতিকণ্ঠঃ সদা পাতু বিদ্যাং পাতু ত্রিলোচনঃ।। সমরে শূলপাণিশ্চ পাতু মাং শত্রুসঙ্কটে। রাজদ্বারে শ্মশানে চ নৌকায়াং জলসাগরে।। দিবসে চ নিশায়াঞ্চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।। ভয়ে চ ত্রাণকালে চ সর্বকার্যে বিশেষতঃ।। সর্বতো রক্ষ মাং দেবো বিশ্বনাথশ্চ সর্বদা। মৃত্যুকালে স্মরেদ্ যস্তু শিব-নাম প্রযত্নতঃ।। সর্বত্র সুখমাপ্নোতি জায়তে শিব-সন্নিধৌ।। ইতি রুদ্রযামলে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে শিবকবচং সম্পূর্ণম।।

দেব প্রতিষ্ঠা-হোম

স্বগৃহ্যোক্ত বিধি হোম করতে হবে। **সামবেদী** ৬১ পৃ. থেকে ৬৫ পৃ. পর্যন্ত। **যজুর্বেদী**— পৃ. ৬৯ থেকে ৭৩ পৃ. পর্যন্ত **ঋগ্বেদী** ৭৪ পৃ.— ৭৭ পৃ. পর্যন্ত করে **প্রকৃত কর্ম** (সর্ববেদীরই একরকম) প্রথম অগ্নির **লোহিত** নামকরণ করে ধ্যান

আবাহনাদি (৬৬ পৃ.) মহাব্যাহৃতি হোম (৬৮ পৃ.) করে **নবগ্রহ**[১] (স্ব স্ব মন্ত্রে) **গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব, দুর্গা, ইন্দ্রাদি দশদিকপালের** ৮টি অথবা ১টি করে তিলাজ্য সমিধ দ্বারা হোম করতে হবে।[২] তারপর আদিতে ওঁকার ও শেষে স্বাহা যোগে বক্ষ্যমাণোক্ত দেবতাদের নামে ১টি করে আহুতি দিতে হবে।[৩] **ওঁ বসুধায়ৈ স্বাহা** ইত্যাদি ক্রমে - - **বসুরেতসে। যজমানায়। দিবাকরায়। জলায়। বায়বে। সোমায়। আকাশায়। সর্বায়। পশুপায়। অগ্নয়ে। যজমানায়। উগ্রায়। রুদ্রায়। আদিত্যায়। ভবায়। জলায়। বায়বে। ঈশানায়। মহাদেবায়। চন্দ্রায়। ভীমায়। আকাশায়।**

অতঃপর অগ্নিতে দেবতাকে আবাহন করে **জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়ন** - - এই ছটি সংস্কার সম্পাদন করা হবে। এই কর্মের বিধি হ'লো প্রতিটি সংস্কারের **জন্য ৫টি করে আজ্যাহুতি** দিতে হ'বে বক্ষ্যমানোক্ত ক্রমে[৪] **ওঁ ভুর্ভুবঃ স্ব তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ মূলমন্ত্র ভগবন্ (বা ভগবতি) বিষ্ণো / শিব / রুদ্র / সূর্য / দুর্গেদেবি / কালিকে তে জাতকর্ম সম্পাদয়ামি স্বাহা। (যে সংস্কারটির আহুতি হবে সেই সংস্কারটি বলা হবে)**

---

১) মাৎস্যে – নবগ্রহমখংকৃত্বা ততঃ কর্মসমারভেৎ। অন্যথা ফলদং পুংসাং ন কাম্যং জায়তে ক্বচিৎ।।

২) মহানির্বাণতন্ত্রে – বিধিবৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ অর্চিভ্যোহর্চিতাহুতিঃ।

৩) মাৎস্যে – মূর্তিপা লোকপালেভ্যো মূর্তিভ্যঃ ক্রমশস্তথা। তথা মূর্ত্যধিদেবানাং হোমং কুর্যাৎ সমাহিতঃ।। বসুধা বসুরেতাশ্চ যজমানো দিবাকরঃ।। জলং বায়ুস্তথা সোম আকাশশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ।। এতাসামধিপান বক্ষ্যে পবিত্রান্ মূর্তিনামতঃ। পৃথ্বীং পাতি শর্বশ্চ পশুপশ্চাগ্নিমেব চ। যজমানং তথৈবোগ্রো রুদ্রশ্চাদিত্যমেব চ। ভবো জলংসদা পাতি বায়ুনীশানমেব চ।। মহাদেবস্তথা চন্দ্রং ভীমশ্চাকাশমেব চ। সর্বদেব প্রতিষ্ঠাসু মূর্তিপাহ্যেত এব চ।। এতেভ্যো বৈদিকৈর্মন্ত্রৈর্যথাস্বং হোমমাচরেৎ।।

৪) মহানির্বাণ তন্ত্রে – আবাহ্য দেবীং সংপূজ্য জাতকর্মাণি সাধয়েৎ। জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণম্ অন্নপ্রাশনমেব চ। চুড়োপনয়নং চৈতে ষট্ সংস্কারাঃ শিবেদিতাঃ।। প্রণবং ব্যাহৃতিশ্চৈব গায়ত্রীং মূলমন্ত্রকম্। সামন্ত্রণাভিধানং তে জাতকর্মাদিনাম চ।। সম্পদয়াম্যগ্নিকান্তাং সমুচ্চার্য বিধানবিৎ। পঞ্চপঞ্চাহুতির্দদ্যাৎ প্রতিসংস্কার কর্মণি।।

অতঃপর দেবতার **মূলমন্ত্রসহ নামাত্মক মন্ত্রে** (অর্থাৎ মূলমন্ত্র **ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা** / মূলমন্ত্র **ওঁ শিবায় স্বাহা** ইত্যাদি ক্রমে) ১০৮টি বা ২৮টি করে পলাশ, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, অপমার্গ ও শমী সমিধ আহুতি দিয়ে প্রতিটি আহুতির শেষে হুতশেষ দেবতার মস্তকে দিয়ে দেবতার পা, নাভি ও মস্তক স্পর্শ করবে।[৫] বা পূর্ণকুম্ভে নিক্ষেপ করা হবে। (একান্তপক্ষে উক্তরূপ হোম **করতে অসমর্থ হলে মহানির্বাণতন্ত্রানুসারে মূলমন্ত্রসহ দেবতার নামাত্মক মন্ত্রে ১০০** আজ্যাহুতি দিয়ে হুতশেষ দেবতার মস্তকে দেওয়া হবে।) শিব প্রতিষ্ঠায় শিবের আহুতির পর **ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন। স সপ্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পিল্ল্যবাসিনীং স্বাহা মন্ত্রে ১০৮/২৮টি বিল্বপত্রে দুর্গার এবং অষ্টমূর্তির হোম করতে হবে।**

উক্তরূপ প্রকৃত কর্মের পর **উদীচ্য কর্ম** –

সামবেদী – ৮০ পৃ. থেকে ৮৩ পৃ. পর্যন্ত।

যজুর্বেদী – ৮৪ পৃ. থেকে ৮৬ পৃ. পর্যন্ত।

ঋগ্বেদী— ৮৭ পৃ. থেকে ৮৯ পৃ. পর্যন্ত।

পূর্ণহোম – **'ওঁ অগ্নেত্বং মৃড়নামাসি'** বলে **'মৃড়'** নামক অগ্নির ধ্যান (৭৪ পৃ.) আবাহন ও গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, সবস্ত্র ফল তাম্বুল দ্বারা পূজা করে ঘৃতপাত্র নিয়ে যজমানের সহিত উঠে দাঁড়িয়ে **সপ্রণব ব্যাহৃতি সহ গায়ত্রী** ও **দেবতার মূলমন্ত্র সহ দেবতার গায়ত্রীর শেষে স্বাহা যোগ করে ২ বার বলে ২ বার** পূর্ণাহুতি দেওয়া হবে এবং দুবারই হুতশেষ স্থাপিত ঘটের জলে দেওয়া হবে।

---

৫) মাৎস্যে – পলাশোদুম্বরাশ্বত্থা অপমার্গঃশমী তথা। হুত্বা সহস্রমেকৈকং দেবং পাদে তু সংস্পৃশেৎ ততো হোমসহস্রেণ হুত্বা হুত্বা ততস্ততঃ। নাভিমধ্যং তথা বক্ষঃ শিরশ্চাপ্যলভেৎ পুনঃ।।

বৌধায়নোক্ত মতে – পলাশোদুম্বুরাশ্বত্থশম্যপমার্গ সমিদ্ভিঃস্থাপ্য দেবমন্ত্রেণাষ্টসহস্রমষ্টশতমষ্টাবিংশতির্বাহুত্বা প্রতিদ্রব্যহোমান্তে দেবং পাদনাভিশিরস্তু স্পৃশেৎ।

মহানির্বাণে – দত্ত্বা নাম্নাহুতিশতং মূলোচ্চারণ পূর্বকম্। দৈব্যেদত্ত্বাহুতেরংশং প্রতিমামুর্ধ্নি নিক্ষিপেৎ।

অতঃপর অগ্নিপ্রণাম করে **পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্য** উৎসর্গ করা হবে।

উৎসর্গ বাক্য – বিষ্ণুরোম্ .... অমুক দেবতা প্রতিষ্ঠাঙ্গ হোমকর্মণি ব্রহ্মকর্ম প্রতিষ্ঠার্থ মিত্যাদি।

অগ্নির ঈশানে দুধ দিয়ে ভস্ম নিয়ে অগ্নিকে কশ্যপ দান করে অগ্নিবিসর্জন করা হবে।

তারপর ঘটের জল দেবতার **পাদ, বক্ষ ও শিরে** সেচন করা হবে।[৬] [শিবপ্রতিষ্ঠায় বিশেষ হলো এ সময় ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ..... ইত্যাদি (১৩৪ পৃ.) পাঁচটি মন্ত্রে পাঁচ কলস শুদ্ধ জলে শিবকে স্নান করিয়ে **ওঁ বাম দেবায় নমঃ** বলে বস্ত্র দেওয়া হবে।] তারপর দেবতার মস্তকে হাত দিয়ে দেবতা অনুসারে নিম্নোক্ত মন্ত্রগুলি থেকে পাঠ করা হবে। (যজমান কৃতাঞ্জলি হয়ে বলবে।)

বিষ্ণু – ওঁ অতসীপুষ্পসংকাশং শঙ্খ চক্র গদাধরম্। সংস্থাপয়ামি দেবেশং দেবো ভূত্বা জনার্দনম্।।

শিব – ওঁ ত্র্যক্ষঞ্চ দশবাহুঞ্চ চন্দ্রার্ধকৃত শেখরম্। গণেশং বৃষসংস্থঞ্চ স্থাপয়ামি ত্রিলোচনম্।।

সূর্য – ওঁ সহস্র কিরণং শান্তমপ্সরোগণ সংযুতম্। পদ্মহস্তং মহাবাহুং স্থাপয়ামি দিবাকরম্।।

দেবী – ওঁ স্থিরা ভব জগদ্ধাত্রি সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারিণি। যাবদ্দিবা নিশানাথৌ তাবদত্র স্থিরা ভব।।

কৃতাঞ্জলি হয়ে – ওঁ সর্বযজ্ঞময়ং তেজঃ সর্বভূতময়ং বপুঃ। ইয়ং তে কল্পিতা মূর্তি অত্র ত্বাং স্থাপয়াম্যহম্।।

তারপর **জপ তর্পণ অভিষেক** করে কৃতাঞ্জলি হয়ে **প্রার্থনা — ওঁ ভগবন্ দেবদেবেশ ধর্মকামার্থমোক্ষদ। বিদ্যা বিদ্যেশ্বরৈ রুদ্রৈর্গণৈশৈর্লোকপালকৈঃ।। দেব-দানব-গন্ধর্বৈর্যক্ষৈশ্চ কিন্নরৈঃ সহ। অস্মিন্ লিঙ্গে মহাদেব সর্বদা বস বৈ প্রভো।। পুংসামনুগ্রহার্থায় পৃথিব্যাং স্বেচ্ছয়া প্রভো। পরাবরেণ ভাবেন স্থাতব্যং সর্বদা ত্বয়া।। সর্ববিঘ্নহরঃ পুংসাং সর্বদুঃখহরঃ সদা। সর্বদা যজমানস্য ইচ্ছাসম্পৎকরো ভব। নমস্তে সর্বধর্মায় সন্তোষ-বিজিতাত্মনে।। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তায় ব্রহ্মতেজোঽতিশালিনে। নমস্তে শুদ্ধদেহায় পুরুষায় মহাত্মনে।। স্থাপকস্য মূর্তিপানাং *শিল্পিনাঞ্চ বিভো সদা। গ্রাম-দেশ-***

নৃপাণাঞ্চ শান্তির্ভবতু সর্বদা। পুজকারাধকানাঞ্চ ভক্তানাং ভক্তবৎসল। সর্বেষাঞ্চ জগন্নাথ ইচ্ছাসিদ্ধিপ্রদো ভব।। চন্দ্রার্কাববনীং যাবল্লিঙ্গেঽস্মিন্ পরমেশ্বর। স্থাতব্যমুময়া সার্ধং সর্বলোকানুকম্পয়া।। যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী। তাবত্ত্বয়াত্র দেবেশ স্থাতব্যং স্বেচ্ছয়া প্রভো।। স্থাপিতোঽসি মহাদেব গৃহেঽস্মিন্ সর্বকারণ। শম্ভো ত্বং মম সর্বেশ প্রসীদ ভগবন্নিহ। গৃহেঽস্মিন্ যদি কস্যাপি জন্তোর্মরণসম্ভবঃ। তস্মাৎ পাপাৎ প্রমূচ্যেঽহং প্রসাদাত্তব শঙ্কর।।

দেবীর উদ্দেশে—ওঁ সর্বদেবময়েশানি ত্রৈলোক্যহ্লাদকারিণি। ত্বাং প্রতিষ্ঠাপয়াম্যত্র মন্দিরে বিশ্বনির্মিতে। যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ যাবদ্ দেবী বসুন্ধরা। তাবত্ত্বং দেবিদেবেশ মন্দিরোস্মিন্ স্থিরা ভব।। বিজয়ং ভূপতেঃ সর্বলোকানাং ক্ষেমমেব চ। সুভিক্ষং সর্বকালীনং কুরু দেবি নমো নমঃ।

দেবদক্ষিণা – কাঞ্চনমূল্য উৎসর্গ করে বাক্য – **বিষ্ণুরোম্ (শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ) ইত্যাদি .... দীর্ঘায়ুর্লক্ষ্মীসর্বকাম সমৃদ্ধ্যক্ষয্য সুখপ্রাপ্তি পূর্বকমন্তেবিষ্ণুলোক প্রাপ্তিকামনয়া** অস্যাং প্রস্তরমুর্তৌ / ধাতুমূর্তৌ অমুকস্য সন্নিধিসিদ্ধ্যর্থং অমুকদেবতা প্রতিষ্ঠা (শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠা) **কর্মণঃসাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং .... দেবায়/দেব্যৈ তুভমহং সম্প্রদদে।**

অতঃপর দেবতা ব্রাহ্মণ, যজমানকে **তিলক দানান্তে বৃতিব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা** দিয়ে **শান্তিবারি ও, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান** করা হবে। অতঃপর **দেবতার নাম কীর্তন** করতে করতে দেবতা ও **দেবমন্দির প্রদক্ষিণ** করবেন। উক্ত দিবসে ব্রাহ্মণকে দান করা ও ভোজন করান অবশ্য কর্তব্য।

* (দেবপ্রতিষ্ঠায় যে সমস্তবিধির উল্লেখ করা হয়েছে সমস্তই শাস্ত্রানুসারী সাধারণ বিধি হলেও ব্যয় সাপেক্ষ। নির্ধন বা নিম্নমধ্যবিত্তের পক্ষে দুঃসাধ্য। তাই তাঁদের জন্য **বিষ্ণুধর্মোত্তরে** শাস্ত্রকার বলেছেন, **তাঁরা হোম কর্মটি বাদ দিয়ে**

*** এই হোম থেকে শেষপর্যন্ত সকল দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার নিয়ম একপ্রকার।**

কেবল পূজার্চনা পর্বটি সম্পাদন করবেন। একান্ত নির্ধনের পক্ষে মহানির্বাণ তন্ত্রের নির্দেশ - সাতঘট দুধ বা জল দিয়ে দেবতাকে স্নান করিয়ে পূজা করে সাধ্যমত নাম জপ ও কীর্তন করবেন।)

ইতি দেবতা প্রতিষ্ঠা।।

মহানির্বাণে – উক্তকর্মস্বশক্তশ্চেৎ পয়সাং সপ্তভির্ঘটৈঃ। স্নাপায়িত্বার্চয়ন্ শক্ত্যা শ্রাবয়েন্নাম দেবতাম্।

১।অগ্নি ও মৎস্যপুরাণ— ঋগ্‌যজুঃ সামমন্ত্রৈশ্চ বারুণৈরভিতস্তথা। বৃক্ষবেদিককুলন্তু শ্চ স্নপনং দ্বিজপুঙ্গবাঃ।।

* দেবপ্রতিষ্ঠার যে বিধি দেওয়া হলো এটি সমস্ত দেবতাপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শিব বা কালীর জন্য ভিন্ন বিধি অনাবশ্যক এবং অযথার্থ। মহানির্বাণে – এবং দুর্গাদি বিদ্যানাং মহেশাদি দিবৌকসাম্। চলতঃ শিবলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠায়াময়ং বিধিঃ।।

জীর্ণোদ্ধার / পুনঃসংস্কার (দেবতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা)

বিধি জীর্ণোদ্ধার কথাটির সাধারণ অর্থ হলো পুনঃসংস্কার। এই পুনঃসংস্কার বাসগৃহ থেকে সব কিছুই হতে পারে; তবে এখানে প্রসঙ্গ অনুসারে দেবতাবিগ্রহ বা দেবলিঙ্গের পুনঃসংস্কারই আলোচ্য। জীর্ণোদ্ধারে প্রথম বিধি সম্পর্কে মৎস্যপুরাণের নির্দেশ উল্লেখ্য –

'বাস্তূপশমনং কুর্যাৎ সমিদ্ভির্বলিকর্মণা। জীর্ণোদ্ধারে তথোদ্যানে তথা গৃহনিবেশনে।।

নবপ্রাসাদ ভবনে প্রাসাদ পরিবর্তনে। দ্বারাভিবর্তনে তদ্বৎ প্রাসাদেষু গৃহেষু চ।।

এই নির্দেশ দ্বারা দুটি প্রসঙ্গান্তরের সমাধান পাওয়া যায়। যথা – মনুষ্য বাসগৃহ ও দেবতার মন্দিরাদির কোনরকম সংস্কার এমন কি জানালা দরজারও পরিবর্তন করা হ'লে কেবল **বাস্তুযাগ কর্তব্য**। গৃহ ও মন্দিরের জন্য দ্বিতীয় কৃত্য নাই। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও করতে হয় না।

দেবতার বিষয়ে কিছু বিচার্য আছে। দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বের শেষভাগে ভট্টরঘুনন্দন এসম্পর্কে কয়েকটি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। যেমন মহাকপিল পঞ্চরাত্র বচন –

'একাহ পূজা বিহতৌ কুর্যাদ্দ্বিগুণমর্চনম্। ত্রিরাত্রে তু মহাপূজা সংপ্রোক্ষণমতঃপরম্।

মাসাদূর্ধ্বমনেকাহং পূজা যদি বিহন্যতে। প্রতিষ্ঠৈবোচ্যতে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সংপ্রোক্ষণক্রমঃ।।

অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত মূর্তিতে **১দিন** পূজা না হলে **দ্বিগুণ করতে হয়। তিনরাত্রি পূজা না হ'লে পূজা ও অভিষেক** করতে হয়। আর তারও বেশি **অনেকদিন ধরে পূজা না হলে কেহ বলেন দেব প্রতিষ্ঠা** অনুসারে সমস্ত ক্রিয়া করতে হয়; কেহ বলেন অভিষেক পূজাই বিহিত।

দ্বিতীয় নির্দেশ -- আদিত্য পুরাণীয় বচন --

'খন্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে ভ্রষ্টে মানবিবর্জিতে। যাগহীনে পশুস্পৃষ্টে পতিতে দুষ্টভূমিষু।।
অন্যমন্ত্রার্চিতে চৈব পতিত-স্পর্শদূষিতে। দশস্বেতেষু নো চক্রুঃ সন্নিধানং দিবৌকসঃ।।

অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ ভগ্ন, বিদীর্ণ, বজ্রাদির অগ্নিদ্বারা দগ্ধ, স্বস্থানচ্যুত, যথাবিধিপরিমাণহীন, পূজাহীন, পশুদ্বারা স্পৃষ্ট, অপবিত্রস্থানে পতিত, অন্যদেবতার মন্ত্রদ্বারা পূজিত বা চণ্ডালাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হ'লে তাতে দেবতা অধিষ্ঠান করেন না।

এ অবস্থায় সেই প্রতিমার তৎকালে দেবত্ব না থাকলেও তার প্রতিবিধান কল্পে প্রতিষ্ঠাতত্ত্বে ও শুদ্ধিবিবেকে উদ্ধৃত হয়েছে বিষ্ণুবচন -- **'দ্রব্যবৎ কৃতশৌচানাং দেবতার্চানাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনেন শুদ্ধিঃ'**। (অর্থ হলো -- পূর্বোক্ত যাগহীনাদি দোষ দুষ্ট হলে তাম্রাদি প্রকৃতিদ্রব্যের ন্যায় যথোক্তবিধিতে শুদ্ধ করে পুনরায় প্রতিষ্ঠাদ্বারা দেবত্ব সিদ্ধি হবে।)

তাম্রাদি দ্রব্যের শুদ্ধি সম্পর্কে নিয়ম হলো -- **মৃন্ময়ীমূর্তি, পুনর্গঠন** করলে; **সুবর্ণময়ী, রজতময়ী ও লৌহময়ী প্রতিমাকে বিশুদ্ধ জলে ধৌত করলে; পিত্তলময়ী অম্লযোগে; কাংসময়ী ভস্মদ্বারা; প্রস্তরময়ী, শঙ্খময়ী ও রত্নময়ী ৭ দিন মাটির মধ্যে** রাখলে এবং **দারুময়ীমূর্তির উপরিভাগ কিছুটা চেঁচে ফেললে** তার প্রাথমিক শুদ্ধি জন্মায় এবং তখন প্রতিষ্ঠা যোগ্য হয়।

এখানে বিশেষ উল্লেখ্য হ'লো যে জীর্ণোদ্ধার বা দেবতার পুনঃসংস্কার করতে হ'লে **বাস্তুযাগ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও দেবপ্রতিষ্ঠা পদ্ধতি অনুসারে সমস্ত কর্মই করণীয়**। তবে মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে -- **অশক্তগণ কেবল সপ্তকলসদ্বারা স্নান করিয়ে যথাবিধি পূজা করে দেবতার নাম গান করবে**। দরিদ্রদের সম্পর্কে *বিষ্ণুধর্মোত্তর* উদারতা প্রদর্শন করে *নির্দেশ দিয়েছে* -- **যজ্ঞছাড়া কেবল অভিষেক ও পূজা করবে**।

পুনঃ সংস্কার নিয়ে বিশেষ বিবাদ **শিবলিঙ্গ** বিষয়ে। কারণ *ঐ একটি কথা,* ***'শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ'****। মহানির্বাণেও*

বলা হ'য়েছে – 'স্থাবরং শিবলিঙ্গং তু ন কদাপি বিচালয়েৎ'। এই বচনের মর্মার্থ হ'লো অনাদি লিঙ্গ ব্যতীত শিবলিঙ্গকে চালিত করা মাত্র শিবত্ব নষ্ট হ'য়ে যায়, তখন প্রয়োজন হয় পুনঃ প্রতিষ্ঠার। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে অস্পৃশ্যাদি স্পর্শনে দেবতাপ্রতিমাতে দেবত্ব থাকে না, পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। এসম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় অগ্নিপুরাণে – **'চালিতং চলিতং লিঙ্গমত্যর্থং বিষমাস্থিতম্। দিঙ্মূঢ়ং পাতিতং লিঙ্গং মধ্যস্থং পতিতং তথা।। এবং বিধঞ্চ সংস্থাপ্য নির্ব্রণঞ্চ ভবেদ্ যদি। নদ্যাদিক প্রবাহেণ তদপাক্রিয়তে যদি। ততোঽন্যত্রাপি সংস্থাপ্য বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।** শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ – 'অন্য কর্তৃক চালিত এবং স্বয়ং স্বস্থান হইতে চলিত, অত্যন্ত নিম্নবিষয়স্থ বা বিপরীত দিক্‌গত, অন্য কর্তৃক পাতিত, মধ্যস্থ বা স্বয়ং পতিত লিঙ্গ যদি ভগ্নাদি দোষশূন্য হয়, তাহা হইলে ঐ লিঙ্গ পুনরায় যথাবিধি সংস্থাপন করিবে। আর যদি নদ্যাদি প্রবাহ দ্বারা লিঙ্গ স্থানভ্রষ্ট হয় তাহা হইলে বিধিপূর্বক অন্যত্র স্থাপন করিবে।

সুতরাং শিবলিঙ্গ সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত হ'লো যে, – প্রয়োজনবোধে শিবলিঙ্গকে স্থানান্তরিত করলে যদি অক্ষত অবস্থায় থাকে তাহ'লে দেবপ্রতিষ্ঠোক্ত বিধান অনুসারে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

যদি ক্ষতাদি দুষ্ট হয় তাহ'লেই চালন অর্থাৎ বিসর্জন করণীয়। সেক্ষেত্রেও আগ্নেয় বচন – **'শতেন স্থাপনং কুর্যাৎ সহস্রেণ তু চালনম্।** অর্থাৎ দেবতাদূষণের শতপ্রকার দোষ হ'লে পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর সহস্রপ্রকার দোষ হ'লে তবে বিসর্জন।

এপ্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ্য – আমরা শিবলিঙ্গ বিষয়ে যেমন সতর্ক হই, অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত দেবতামূর্তি বিষয়ে তেমন হই না। প্রায়শঃই দেখা যায় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে শালগ্রাম শিলার মত স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এই রীতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এবিষয়ে শাস্ত্রীয় নির্দেশ – **স্থিতং ন চালয়েদ্দেবমন্যথা দোষভাগ্ ভবেৎ। পূরয়েৎ সিকতাভিস্তু নিশ্ছিদ্রং সর্বতোভবেৎ।। অচলং কারয়েৎ তস্মাৎ সিকতাভিঃ সুরেশ্বরম্।।** (স্থাপিত দেবতাকে চালিত করবে না, চালিত করলে দোষভাগ হবে। স্থাপনের পর যদি কোন স্থানে ছিদ্র থাকে তা বালুকা দ্বারা পূরণ করে নিশ্ছিদ্র করতে হয়। এজন্য স্থাপিত দেবতাকে বালুকা দ্বারা নিশ্চল করে এঁটে দিতে হয়।)

সুতরাং প্রতিষ্ঠিত দেবতার মূর্তিকে চালিত করলে ন্যূনপক্ষে পঞ্চগব্য ও সপ্তকলস শুদ্ধজলদ্বারা স্নান করিয়ে বিশেষ উপচারে পূজা করা শাস্ত্রসম্মত বিধি।

বাণলিঙ্গ শিবের প্রতিষ্ঠায় কেবল পঞ্চগব্য দিয়ে স্নান করিয়ে পূজা করতে হয়।

ইতি জীর্ণোদ্ধার পদ্ধতি

রাসযাত্রা পদ্ধতি (উদ্‌যাপন সহ)

ভূমিকা – রাসযাত্রা প্রকৃতপক্ষে ব্রতপর্যায়ভুক্ত নয়। সে কারণ তার প্রতিষ্ঠা নাই। ভগবানের রাসযাত্রা উৎসব প্রতিটি মানুষের সারাজীবন ধরেই করা উচিত। তবে প্রায়ই মানুষ এভাবে কর্তব্য পালন করতে না পারলেও জীবনের সাধ মিটাবার অভিপ্রায়ে চারবছর যাবৎ রাসযাত্রা করে থাকে। এক্ষেত্রেও ব্রত উদ্‌যাপনের মত ঐ রাসোৎসবকারিণীদের বিশেষ কিছু করার অভিলাষ হয়, কিন্তু এ সম্পর্কে কোনরূপ নির্দিষ্ট বিধি না থাকায় নানাজনে, নানাভাবে কাজটি করে থাকেন। এভাবে অনির্দ্দিষ্ট বিধিতে কাজ করতে হয় বলে অনেক পুরোহিতই অস্বস্তি বোধ করে থাকেন, কিন্তু পদ্ধতির অভাবে অনিচ্ছাতেও এই অনিয়ম স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। তাঁদের নির্দেশেই এই পদ্ধতি রচনা।

বিধি – রাসোৎসব, ব্রত নয় বলে উদ্‌যাপন বিধিতে সম্পূর্ণ ব্রত প্রতিষ্ঠার বিধি স্বীকার্য নয়। তবে বর্তমানে এই অনুষ্ঠান ব্রতের অনুকল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই উদ্‌যাপন বিধিও ব্রত প্রতিষ্ঠাবিধির অনুকল্প বিধি হওয়া সমীচীন। সেইভাবে প্রণয়ন করলে নিম্নরূপ আয়োজন হবে।

১) ঘট থাকবে ১টি (বর্তমানে রাস প্রায় প্রতিমায় হ'চ্ছে তাই একটি ঘট থাকেই। ঐ ঘটই থাকবে অতিরিক্ত ঘটের প্রয়োজন নাই।

২) রাসের সাধারণ পূজা বিধির সঙ্গে যুক্ত হবে **বিষ্ণু, নবগ্রহ ও দশদিকপালের পূজা।**

৩) বর্তমান রাসে অনেকেই হোম করছেন। যাঁরা করেন না তাঁদেরও হোম করতে হবে। তবে হোমে বিশেষ হলো ব্রতপ্রতিষ্ঠায় যে সমস্ত হোমগুলি চরু দিয়ে আবার আজ্য দিয়ে করার বিধি আছে তা না করে কেবল তিলাজ্য দ্বারাই হবে। অর্থাৎ চরুপাক ও চরু হোম হবে না।

৪) দ্বাদশ দান ও ডালা উৎসর্গ করা হবে।

প্রয়োগ

যজমান উত্তরমুখে বসে তিলকধারণ করবেন।

মন্ত্র – ওঁ কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম। পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু।।

ওঁ কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম। দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্।।

অতঃপর **অঙ্গুরীধারণ** করে **আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি** ও **গন্ধাদির** অর্চনা করে –

স্বস্তিবাচন ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ কল্পিত নানাপুষ্পাদিরচিত কল্পবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাঙ্গভূত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ পূজা সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ **রাসোৎসব** (উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে – রাসোৎসবোদ্‌যাপন) কর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ইত্যাদি ক্রমে করে স্বশাখোক্ত স্বস্তিসূক্ত ও সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করে — (৫ পৃ.)

সংকল্প বিষ্ণুরোম্ (শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ) .... কার্তিকে মাসি শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ মন্বন্তরায়াম্ অমুক গোত্রঃ / গোত্রা .... দেবশর্মা / দাস / দেবী / দাসী / ইহ বিষ্ণুলোকাধিকরণক সর্বসুখপ্রাপ্তিপূর্বকমন্তে শ্রীবিষ্ণুলোকবাস কামঃ / কামা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বকং কল্পিত নানাপুষ্পাদিরচিত কল্পবৃক্ষপ্রতিষ্ঠাঙ্গ ভূত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ পূজা সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ **রাসোৎসব** (উদ্‌যাপন পক্ষে – রাসোৎসবোদ্‌যাপন) কর্মাহং করিষ্যে।

(ব্রাহ্মণবরণ) বিষ্ণুরোম (শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ) .... মৎসংকল্পিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রাসোৎসব কর্মণি / (রাসোৎসবোদ্‌যাপন কর্মণি) পূজকাদি কর্মকরণায় ....।

অতঃপর বৃত ব্রাহ্মণ রাধাকৃষ্ণবিগ্রহের সম্মুখে পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা মণ্ডল এঁকে একটি প্রমাণ ঘট বসিয়ে **আচমন বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, গন্ধ-নারায়ণাদি অর্চনা করে** স্বশাখোক্ত মন্ত্রে **পঞ্চগব্য** শোধন করবেন। তারপর **দ্বারপূজা** থেকে **ঘটস্থাপন** পর্যন্ত (৩৩ পৃ. থেকে ৪২ পৃ.) ক্লীং মন্ত্রে ৩ বার প্রাণায়াম **ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি ক্রমে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস, 'ক্লীং'** মন্ত্রে ৫ বা ৭ বার **ব্যাপকন্যাস** করে

(ঋষ্যাদিন্যাস) অস্য শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্য নারদঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণদেবতা ক্লীং বীজং স্বাহা **শক্তিঃ** দুর্গাদেবীকীলকং মম পুরুষার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। মস্তকে – ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে – ওঁ বিরাট্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে – ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে – ওঁ ক্লীং বীজায় নমঃ। পদদ্বয়ে – স্বাহাশক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে – ওঁ মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ শ্রীকৃষ্ণ দেবতায়ৈ নমঃ।।

(সংক্ষিপ্ত কেশবকীর্ত্যাদিন্যাস) মস্তকে – ওঁ প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে – ওঁ গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে ওঁ অর্ধলক্ষ্মীহরিদেবতায়ৈ নমঃ। তারপর শ্রীংঅঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি ক্রমে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করে (সর্বত্র 'শ্রীং' বলা হবে) হৃদয়ে হাত দিয়ে পাঠ –

ওঁ উদ্যৎপ্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং, পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্।
নানারত্নোল্লসিত বিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং, বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমদকী চক্রপাণিম্।।

অতঃপর স্বশাখোক্ত বিধিতে **ঘটস্থাপন** করে কূর্মমুদ্রায় পুষ্প নিয়ে **ধ্যান**

ওঁ স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনাবৃতম্। গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।।
আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষি মধুব্রতাঃ। পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ।।

মুক্তাহারলসৎপীন-তুঙ্গস্তনভরানতাঃ। স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিত ভাষণাঃ।।
দন্তপঙ্‌ক্তিপ্রভোদ্‌ভাসি স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ। বিলোভয়ন্তী বিধিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ।।
ফুল্লেন্দীবরকান্তি মিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ম্। শ্রীবৎসাংকমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতম্। গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষংভজে।

মানসপূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, পীঠপূজা (পীঠন্যাসোক্ত দেবতাগুলির নামে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা) **করে পুনরায় ধ্যান করে আবাহন** – কৃতাঞ্জলি হয়ে

ওঁ আগচ্ছ পরমানন্দ সর্বব্যাপিন্ জগন্ময়। সান্নিধ্যং কুরু রাসার্থং গোপীভিঃ সহমণ্ডলে।।

আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ **ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ শ্রীরাধাসহিত ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে। (প্রতিমা থাকলে এই সময় চক্ষুর্দান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।**

(চক্ষুর্দান) তৈজস পাত্র থেকে ঘৃত মধু কজ্জল কুশে করে নিয়ে কৃষ্ণের আগে দক্ষিণ নেত্র, পরে বামনেত্র এবং রাধার আগে বাম পরে দক্ষিণ নেত্র অংকন করতে হয়। দক্ষিণ নেত্রের মন্ত্র – **ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।** বামনেত্রের মন্ত্র – **ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে।**

(প্রাণপ্রতিষ্ঠা) পুষ্প কুশ সহ ডান হাতটি দেবতার মাথায় রেখে **কৃষ্ণের 'ক্লীং' এবং রাধার 'রাং' মন্ত্রটি** ১০৮ বার জপ করে ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং সঃ শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্যপ্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ **(শ্রীরাধিকায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ)** ইত্যাদি ক্রমে করতে হয়।

এরপর **অধিবাস** বরণডালা থেকে এক একটি দ্রব্য নিয়ে **'ওঁ অনয়ামহ্যা অনয়ো শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শুভাধিবাসনমস্তু'** – ইত্যাদি ক্রমে অধিবাস করে **পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত** দ্বারা তত্তমন্ত্রে এবং **সহস্রশীর্ষাপুরুষ** ইত্যাদি মন্ত্রে রাধাকৃষ্ণের দর্পণ প্রতিবিম্বে ও শালগ্রাম শিলায় **অভিষেক** করান হবে।

অতঃপর **গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা** করে কূর্মমুদ্রায় পুষ্প নিয়ে পুনরায় **শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান** করে **ষোড়শোপচারে** পূজা করতে হয়। এসময় প্রতিটি দ্রব্য অর্চনা করে নিম্নোক্ত ক্রমে স্তুতি পাঠ করে **ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ** বলে প্রতিটি উপচার নিবেদন করতে হয়।

আসনম্ – ওঁ সর্বন্তর্যামিনে দেব সর্ববীজময়ং ততঃ। আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্।।

ইদং রজতাসনং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।। ইত্যাদি ক্রমে।

স্বাগতম্ – ওঁ যস্যদর্শনমিচ্ছন্তি দেবা ব্রহ্মহরাদয়ঃ। কৃপয়া দেবদেবেশ মদ্‌গৃহে সন্নিধী ভব।।

উদ্যতে পরমেশান স্বাগতং স্বাগতং ভবেৎ। কৃতার্থোহ নুগৃহীতোহ স্মি সফলং জীবিতস্তু মে।।

যতঃ পুণ্যং ভবেৎ কৃত্যং তথাব্যক্তি সুখো ভব। ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণদেব স্বাগতং সুস্বাগতং তে।।

পাদ্যম্ – ওঁ যদ্‌ভক্তিলেশ সম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ। তস্যৈতে চরণাব্জায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে।।

অর্ঘ্যঃ – ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্। তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্।।

আচমনীয়ম্ – ওঁ দেবনামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে। আচামং কল্পয়ামীশ সুধাংশুস্রুতি হেতবে।।

আচমনীয়, স্নানম্ – ওঁ পরমানন্দবোধাব্ধি নিমগ্ননিজমূর্তয়ে। সাঙ্গপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে।।

বস্ত্রং – ওঁ মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ন নিজগুহ্যোরুতেজসে। নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্।।

আভরণং – ওঁ স্বভাব সুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রানি কল্পয়াম্যমরার্চিত।।

যজ্ঞোপবীত – ওঁ যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রোতমখিলং জগৎ। যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে।।

গন্ধঃ – ওঁ পরমানন্দসৌরভ্য পরিপূর্ণং দিগন্তরম্। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর।।

পুষ্পং – ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরম্। আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতাদিমদমুত্তমম্।।

ধূপঃ – ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুরভোজনঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং দীপোহ য়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।

দীপঃ – ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরো জ্যোতির্দীপোহ য়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।

নৈবেদ্যং – ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধংসুহবি বিবিধানেক ভক্ষণম্। নিবেদয়ামি দেবেশ সর্বতৃপ্তিকরং পরম্।।

পানার্থং – ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্বতৃপ্তিকরং পরম্। অখণ্ডানন্দ সম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্।।

তাম্বুলং – ওঁ অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্। যৎতবাঙ্ঘ্রিপদদ্বন্দ্বে মূর্ধা মে ভ্রমরায় তে।।

এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিঃ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ মন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করবে –

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ। নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।।

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।।

ওঁ হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে। গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহ স্তুতে।।

অতঃপর **'রাং'** মন্ত্রে প্রাণায়াম করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করে কূর্মমুদ্রায় পুষ্প নিয়ে **রাধিকার ধ্যান** –

ওঁ রাধাং রামাং সুরামাং রতিরসরসিকাং রাসেশ্বরীং নন্দিনীং
রম্যাং সৌম্যাং মনোজ্ঞাং ত্রিভুবনজননীং কৃষ্ণসংস্তূয়মানাম্।
নানাভাবৈঃ কটাক্ষৈরভিনবসকলৈ র্হাস্যলাবণ্যশীলৈঃ
মিষ্টৈঃ সারৈর্বচোভির্মৃদুপদগমনৈর্মাধবং লোভয়ন্তীং।।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবীং ত্রিজগদঘহরাং রাসমধ্যে ভজামি।।

মানসপূজা, পুনর্ধ্যান ও আবাহন করে শ্রীরাধার ষোড়শোপচারে পূজান্তে প্রণাম –

ওঁ রাসোৎসব বিলাসিন্যৈ নমস্তে পরমেশ্বরি। কৃষ্ণপ্রাণাধিকে রাধে পরমানন্দ বিগ্রহে।।
প্রণমামি মহানৃত্যবতীং ত্বামতি সুন্দরীম্। রত্নালংকারশোভাঢ্যাং কুসুমাঞ্চিত বিগ্রহাম্।।
প্রণমামি পরানন্দাং নমামি পরমেশ্বরীম্। নানাগুণময়ীং রাধাং প্রণমামি বরাকৃতিম্।।
রত্নাভরণসংযুক্তাং স্ফুরৎ কৈশোরবল্লভাং। প্রণমামি সদা রাধাং কৌযেয়বসনোজ্জ্বলাম্।।

তারপর পঞ্চোপচারে **কৃষ্ণাষ্টক পূজা** –

(১) শ্রীকৃষ্ণায়। (২) বাসুদেবায়। (৩) নারায়ণায়। (৪) দেবকীনন্দনায়। (৫) যদুশ্রেষ্ঠায়। (৬) বামনায়। (৭) অসুরান্তকায়। (৮) ভারহারিণে। (৯) ধর্মসংস্থাপকায়।

যথাশক্তি উপচারে **অষ্টসখীর পূজা** –

(১) ললিতা। (২) বিশাখা। (৩) চন্দ্রাবলী। (৪) ইন্দুরেখা। (৫) চম্পকলতা। (৬) রঙ্গদেবী। (৭) তুঙ্গবিদ্যা। (৮) সুদেবী। ওঁ অষ্টসখীভ্যঃ নমঃ।

অষ্টসখীর ধ্যান

১) ললিতা-ধ্যান—

গোরোচনা-রুচি-মনোহরকান্তি দেহাং মায়ুরপুচ্ছ-তুলিতচ্ছবি চারু চেলাম্।
রাধে তব প্রিয়সখীঞ্চ গুরুংসখীনাং তাম্বুলভক্তিললিতাং ললিতাং নমামি।।

২) বিশাখা-ধ্যান—

সৌদামিনী-নিচয়চারুরুচি প্রতীকাং তারাবলী ললিতকান্তি-মনোজ্ঞচেলাম্।
শ্রীরাধিকে তব চরিত্রগুণারূপাং সদ্‌গন্ধচন্দনরতাং বশয়ে বিশাখাম্।।

৩) চন্দ্রাবলী-ধ্যান—

হেমাভাং মধুরস্বরাং বিধুমুখীং গান্ধর্ববিদ্যারতাং নানাভূষণ ভূষিতাঙ্গ মুধরাংজাতীসুমল্লীস্রজাম্।
বীণাযন্ত্রসুবাদিনী বরতনুং চিত্রাম্বরং বিভ্রতীং ধ্যায়েৎ কৃষ্ণপরায়ণাং সুচিবুকাং চন্দ্রাবলীং মঞ্জুলাম্।।

৪) ইন্দুরেখা ধ্যান—

নৃত্যোৎসবাং হি হরিতালসমুজ্জ্বলাভাং সদ্দাড়িমী কুসুমকান্তি মনোজ্ঞচেলাম্।
বন্দে মুদা রুচি রিনির্জিত চন্দ্রলেখাং শ্রীরাধিকে তব সখীমহমিন্দুরেখাম্।।

৫) চম্পকলতা ধ্যান—

সদ্‌রত্ন চামরকরাং বরচম্পকাভাং চাসাখ্যপক্ষরুচিরচ্ছবি চারু চেলাম্।
সর্বান্ গুণান্ তুলয়িতুং দধতীং বিশাখাং রাধেঽথ চম্পকলতাং ভবতীং প্রপদ্যে।।

৬) রঙ্গদেবী-ধ্যান—

সৎপদ্ম কেশর মনোহর কান্তি দেহাং প্রোদ্যজ্জবা-কুসুম-দীধিতি চারুচেলাম্।
প্রায়েণ চম্পকলতাধিগুণাং সুশীলাং রাধে ভজে প্রিয়সখীং তব রঙ্গদেবীম্।।

৭) তুঙ্গবিদ্যা-ধ্যান

সচ্চন্দ্র চন্দন মনোহর কুঙ্কুমাভাং পাণ্ডুচ্ছবি-প্রচুরকান্তি লসদ্দুকুলাম্।
সর্বত্র কোবিদতায় মহিতাং সমজ্ঞাং রাধে তব প্রিয়সখীং ভজে তুঙ্গবিদ্যাম্।।

৮) সুদেবী-ধ্যান

প্রোত্তপ্ত শুদ্ধ কনকচ্ছবি চারু দেহাং প্রোদ্যৎ প্রবাল-নিচয় প্রভচারু চেলাম্।
সর্বানুজীবন গুণোজ্জ্বল ভক্তিদক্ষাং শ্রীরাধিকে তব সখীং কলয়ে সুদেবীং।।

(রাধাকৃষ্ণে রাসমহোৎসবে অষ্টসখীর পূজার পর যথাশক্তি উপচারে অষ্টমঞ্জরীর পূজা করা উচিত। তাঁদের ধ্যানমন্ত্রও সর্বত্র পাওয়া যায় না, তাই সকলের সুবিধার্থে এখানে লিপিবদ্ধ থাকছে।)

অষ্টমঞ্জরীর ধ্যান

১। অনঙ্গমঞ্জরী-ধ্যান —

শ্রীরাধিকা প্রাণসমা-কনীয়সী বিশাখয়া শিক্ষিতসখ্যসৌষ্ঠবাম্।
লীলামৃতপ্রজ্বলিতাঙ্গমাধুরী মনঙ্গপূর্বাং প্রণমামি মঞ্জরীম্।।
বিনিন্দিতেন্দীবরভাস্বরাম্বরা মনঙ্গরক্তারুণকঞ্চুকাঞ্চিতাম্।।
সদাস্ফুরদ্দ্বাদশবর্ষমাধুরী মনঙ্গপূর্বাং প্রণমামি মঞ্জরীম্।।

২। লবঙ্গমঞ্জরী-ধ্যান—

লবঙ্গমঞ্জরীং বন্দে নানাবেশ মনোহরাম্।
তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গীং নীলবস্ত্রাং সুশোভনাম্।।
চপলাদ্যুতিনিন্দিকান্তিকাং শুভ তারাবলী শোভিতাম্বরাম্।
ব্রজরাজসুতপ্রমোদিনীং প্রভজেতাঞ্চ লবঙ্গমঞ্জরীম্।।

৪। রসমঞ্জরী-ধ্যান—

হংসপক্ষরুচিরেণ বাসসা সংযুতাং বিকচ চম্পকদ্যুতিম্।
চারুরূপগুণসম্পদান্বিতাং সর্বদাপি রসমঞ্জরীং ভজে।।

৫। গুণমঞ্জরী ধ্যান—

জবানিভ দুকুলাঢ্যাং তড়িদালি তনুচ্ছবিম্।
কৃষ্ণামোদ কৃতাপেক্ষাং ভজেহহং গুণমঞ্জরীম্।।

৬। রতিমঞ্জরী-ধ্যান —

বন্ধুকবর্ণং বসনং বসানাং তড়িৎ প্রভাদিগ্ধ তনুচ্ছবিঞ্চ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং ভজে সুরূপাং রতিমঞ্জরীং তাম্।।

৭। ভদ্রমঞ্জরী-ধ্যান —

বিশুদ্ধ চামীকর সুন্দরাভ্যং তারাবলী চারু মনোজ্ঞচেলাম্।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং ভদ্রাখ্যকাং মঞ্জরীকাং ভজেহহম্।।

৮। লীলামঞ্জরী-ধ্যান—

বিশুদ্ধ হেমাব্জ বিভূষিতাঙ্গীম্ সুবস্ত্ররত্নাদি বিভূষিতাঙ্গীম্।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং লীলাখ্যকাং মঞ্জরীকাং ভজেহহম্।

তারপর **আবরণ পূজা** – (গন্ধপুষ্প দ্বারা) **এতেগন্ধ পুষ্পে ওঁ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ**। এই ক্রমে ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা নমঃ। ওঁ ক্লুং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। (সকল মন্ত্রের আদিতে ওঁ এবং শেষে 'নমঃ' যুক্ত হবে) ক্লৈং কবচায় হুং। ক্লৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্। দামায়। সুদামায়। বাসুদেবায়। কিংকিণ্যৈ। আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা। সুকচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্। ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচায় হুং। অসুরান্তক চক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। রুক্মিণ্যৈ। সত্যভামায়ৈ। নাগ্নজিতায়ৈ। সুনন্দায়ৈ। মিত্রবিন্দায়ৈ। সুলক্ষণায়ৈ। জাম্ববত্যৈ। চন্দ্রবল্যৈ। রতিমঞ্জর্য্যৈ। ললিতায়ৈ, বিশাখায়ৈ, তুঙ্গবিদ্যায়ৈ। বাসুদেবায়। দেবক্যৈ। নন্দায়। যশোদায়ৈ। বলভদ্রায়। সুভদ্রায়ৈ। গোপেভ্যঃ। গোপীভ্যঃ। মন্দারায়। সন্তানায়। পারিজাতায়। কল্পবৃক্ষায়। হরিচন্দনায়। ইন্দ্রাদিদশদিক্পালেভ্যঃ। বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যঃ। আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ। শঙ্খায়। চক্রায়। গদায়ৈ। পদ্মায়। কিরীটায়। বেণবে। কৌস্তুভায়। বনমালায়ৈ। শ্রীবৎসায়। তারপর **'ওঁ ক্লীং'** মন্ত্র যথাশক্তি জপ করে জপসমর্পণান্তে পূর্বের ন্যায় পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা – **ওঁ অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্। যত্তবাঙ্ঘ্রিপাদপদ্মে মূর্ধামে ভ্রমরায়তে।।** অতঃপর আরতি করে হোম।

হোম –প্রতি বৎসর করণীয় রাসের হোমের ক্ষেত্রে প্রথমে বাস্তুযাগে লিখিত **সামবেদীদের** কুশপাতন থেকে বিরূপাক্ষ হোম জপ পর্যন্ত (৬১ পৃ. — ৬৫ পৃ. চরু বাদে) করে **প্রকৃতকর্ম 'বলদ'** নামক অগ্নির পূজা করে **'ওঁ ক্লীং গোপীজন বল্লভায় স্বাহা'** মন্ত্রে ১০৮টি বা ২৮টি করবীপুষ্প সমিধ অথবা যজ্ঞডুম্বুর সমিধ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের এবং **ওঁ রাং শ্রীরাধায়ৈ স্বাহা** মন্ত্রে বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা হোম করা হবে। তারপর উদীচ্য কর্ম ও পূর্ণ হোম। *(৮০ পৃ. — ৮৩ পৃ.)*

যজুর্বেদীদের – বহ্নিস্থাপনে চরুপাক বাদে (৬৯ পৃ. — ৭৩ পৃ. পর্যন্ত) করে সামবেদীর ন্যায় প্রকৃত কর্মের শেষে উদীচ্য কর্ম ও পূর্ণহোম (৮৪ পৃ. — ৮৬ পৃ.) করা হবে।

ঋগ্বেদীর — ৭৪ পৃ. — ৭৭ পৃ. এবং ৮৭ পৃ. — ৮৯ পৃ.।

রাসউদ্যাপনের ক্ষেত্রে –প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা বিধিতে প্রকৃত কর্মে **লিখিত চারু-হোম বাদে হোমের মন্ত্রগুলির দ্বারা ১০৪ পৃ. থেকে ১০৬ পৃ. পর্যন্ত হোম হবে**। বিশেষ হ'লো যেখানে চরু হোম আছে, সেখানে **তিলাজ্য** সমিধে হোম হবে। পায়স বলি হবে না। মন্ত্রে **'চরুহোমে বিনিয়োগ'** কথাটির পরিবর্তে **'তিলাজ্য হোমে বিনিয়োগ'** বলা হবে। শেষে ১০৮ পাতায় লিখিত তিলাজ্যাহুতি দিয়ে উদীচ্য কর্ম করতে হবে।

পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যের উৎসর্গ বাক্যে বিশেষ – **কৃতৈতৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রাসোৎসবদ্যাপন কর্মাঙ্গ হোমকর্মণি** .... **তিলকদান, অগ্নিবিসর্জন** (১১০ পৃ.) করে শান্তিবারিদানান্তে '**যজমান** দ্বাদশদান' উৎসর্গ করবে। উৎসর্গবাক্যে **–শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রাসোৎসবোদ্যাপনসিদ্ধিপূর্বকং শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তি কামঃ/কামা ইমং সশস্যপ্রিয়দত্তং ভূমিমূল্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈতং শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং যুবাভ্যামহং সম্প্রদদে**। এই ক্রমে দান ও দানদক্ষিণা উৎসর্গ করে **ভোজ্য ও ভোজ্যদক্ষিণা** উৎসর্গ করতে হয়। (বাক্য দানোৎসর্গের ন্যায় হবে।)

ডল্লক ও ডালা উৎসর্গ— (ডালা হবে ৪টি, অসমর্থ হলে ২টি)

১ম ডালা (মোদকযুক্ত) — এতস্মৈ মোদকযুক্ত ডল্লকায় নমঃ। .... সম্প্রদনায় **বিষ্ণবে** নমঃ।

উৎসর্গ বাক্যে— .... শ্রীরাধাকৃষ্ণেয়োঃ রাসোৎসবোদ্যাপনসিদ্ধয়ে ইদং মোদকযুক্তং ডল্লকং বিষ্ণবেহহং সম্প্রদদে।

২য় ডালা (ঘৃতযুক্ত) — **গুরবে**।

৩য় ডালা (দধিযুক্ত) — **অচার্যায়**।

৪র্থ ডালা (বস্ত্রাঞ্জনাধারাদিযুক্ত)— লক্ষ্মীদেব্যৈ। (অর্চনা ও উৎসর্গ বাক্য পূর্ববৎ)।

কল্পবৃক্ষ উৎসর্গ— এতস্মৈ সবস্ত্র কল্পিত নানাপুষ্পাদিরচিতকল্পিত কল্পবৃক্ষায় নমঃ।

এতদধিপতয়ে ওঁ উত্তানাঙ্গিরসে/বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানাভ্যাং শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।।

উৎসর্গবাক্য— বিষ্ণুরোম্............. ভগবতোঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রাসোৎসব কর্মণি বিষ্ণুলোকাধিকরণক সুখপ্রাপ্তিপূর্বকং শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তিকামঃ /কামা ইমং সবস্ত্রকল্পিতনানাপুষ্পাদিরচিত কল্পবৃক্ষমর্চিতম্ উত্তানাঙ্গিরোদৈবতং/বিষ্ণুদৈবতং শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাম্ অহং সম্প্রদদে।

কল্পবৃক্ষদানের দক্ষিণা— বাক্যে বিশেষ হ'লো ....কামনয়া কৃতৈতৎ সবস্ত্রকল্পিত নানাপুষ্পাদিরচিত কল্পবৃক্ষদানকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যামহং সম্প্রদদে। অতঃপর কৃতাঞ্জলি হয়ে পাঠ— কৃতৈতৎ সবস্ত্রকল্পিত নানাপুষ্পাদিরচিত কল্পবৃক্ষদানকর্ম অচ্ছিদ্রমস্তু।

তারপর রাধাকৃষ্ণকে কল্পতরুমূলে স্থাপন করে কৃতাঞ্জলি হয়ে পাঠ—

ওঁ রাসয়ে ত্বাং জগন্নাথ নীলাচলশিরোমণে। নশ্যতু ত্বৎপ্রসাদান্মে পাপং জন্মশতোদ্ভবম্।।

ওঁ ইমং পুষ্পময়ং বৃক্ষং নানাপল্লবশোভিতম্। অত্রাধিরুহ্য ভগবন্ বিহরস্ব শ্রিয়াসহ।।

ওঁ সলক্ষ্মীকায় হরয়ে নির্মিতঃ কল্পভূরুহঃ। রত্নমন্ডপসংমধ্যে ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ।।

ওঁঅয়ং কল্পদ্রুমাধারঃ কল্পবৃক্ষো মনোহরঃ। বিশ্বকর্মণা নির্মায় ত্বদর্থমুপকল্পিতম্।।

ওঁ ক্রীড়স্ব রময়া সার্ধং বিচিত্রে রত্নমন্ডপে। নানামণি সমাকীর্ণে গতিমিষ্টাং প্রযচ্ছমে।।

তারপর রাধাকৃষ্ণকে দোলায় চাপিয়ে ঐ কল্পবৃক্ষের চারধারে ৪বার প্রদক্ষিণ করাতে হবে।

প্রদক্ষিণ মন্ত্র —

ওঁ ত্বং লোকসাক্ষী ভগবান্ লোকানুগ্রহকারকঃ। সত্ত্বাদি ত্রিগুণাধার পাহি বিষ্ণো নমোঽস্তুতে।।

ওঁ স্রষ্টা ত্বং ব্রহ্মরূপেণ হর্তাসি শিবরূপধৃক্। রক্ষিতা বিষ্ণুরূপেণ জগন্নাথ নমোঽস্তুতে।।

ওঁ দেব দেব দয়াসিন্ধো নারায়ণ জগৎপ্রভো। পাহি মাং ভব সংসারাজ্জনার্দন নমোঽস্তুতে।।

ওঁ প্রদক্ষিণেন তে নাথ ত্রৈলোক্যত্রিপ্রদক্ষিণম্। ফলং ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ কৃপানিধে।।

পুনরায় রাধাকৃষ্ণকে রাসমঞ্চে বসিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে পাঠ—

ওঁ রত্নমন্ডপমাবিশ্য রমস্ব রময়া সহ। সুখেন দেবদেবেশ ময়ি দীনে কৃপাং কুরু।।

ধ্রুবাম্বরীশ মান্ধাতৃ হরিশ্চন্দ্রাদিভির্নৃপৈঃ। ত্বাং সমারাধ্য যৎ প্রাপ্তং তদহং প্রার্থয়েপদম্।।

ইচ্ছয়ানিচ্ছয়া বাপি যে কুর্বন্তি তবার্চনম্। তেষাস্তু বাঞ্ছিতং সর্বং ত্বয়া কার্যং সদৈব হি।।

অতঃপর আচার্য দক্ষিণা— বিষ্ণুরোম........ অমুক দেবী/দাসী মৎসংকল্পিত শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রাসোৎসবোদ্যাপন কর্মণি কৃতৈতদ্ অচার্য কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুক গোত্রায় অমুকদেকশর্মণে অচার্যায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

দেবদক্ষিণা—কাঞ্চনমূল্য অর্চনা করে শ্রীবিষ্ণুরোম্........ অমুক দেবী/দাসী বিষ্ণুলোকাধিকরণক সুখপ্রাপ্তি পূর্বকমন্তে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি কামনয়া কৃতৈতৎ কল্পিত নানাপুষ্পাদিরচিত কল্পিতকল্পবৃক্ষপ্রতিষ্ঠাঙ্গভূত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ পূজা সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রাসোৎসব(রাসোৎসবোদ্যাপন) কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাম্ অহং সম্প্রদদে।।

দক্ষিণাটি শ্রীকৃষ্ণের চরণে(মুর্ত্তি না থাকলে শালগ্রামে) দিয়ে প্রণাম—

ওঁকৃপানিধে জগন্নাথ দেব ভক্তানুকম্পক। প্রীয়তাং ভগবদ্বিযেণ কৃতেনানেন কর্মণা।।

ওঁ যস্য স্মৃত্বা নমস্কৃত্বা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্।।

তারপর অচ্ছিদ্রাবধারণ— ওঁকৃতৈতত্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণয়োঃ রাসোৎসব (রাসোৎবোদ্যাপন) কর্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

বৈগুণ্যসমাধান—..........কৃতেঽস্মিন্ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রাসোৎসব(রাসোৎসবোদ্যাপন) কর্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। বিষ্ণু স্মরণ করে প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ ইত্যাদি বলে এতৎকর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতমস্তু বলে ভূমিতে জলত্যাগ করে পূজিত দেবতাদের প্রণাম করবেন।

রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ ও গীতবাদ্যাদিদ্বারা রাত্রিযাপন কর্তব্য।

উদ্যাপনের বৎসর ঐ রাত্রে ব্রাহ্মণভোজন করান উচিত।

ইতি রাসযাত্রা (উদ্যাপনসহ) বিধি।

ব্রত প্রতিষ্ঠা

বিধি- ব্রত হলো মূলতঃ নিয়ম, সংযম, তপস্যা পূণ্যজনক ও পাপক্ষয়কর কর্মানুষ্ঠান। তাই পাপনাশ্য প্রায়শ্চিত্তের মত ব্রতগ্রহণ ও ব্রতপ্রতিষ্ঠার কালাকাল বিচার সমীচীন নয়। তথাপি একটি শাস্ত্রবাক্য আছে—**'অস্তং গতে গুরৌ শুক্রেবালে বৃদ্ধে মলিম্লুচে। উপায়নমুপারম্ভং ব্রতানাং নৈব কারয়েৎ'**।। এই বাক্যটিকে মান্য করে অকালে বা মলমাসে ব্রতগ্রহণ করা হয় নি। কিন্তু যথাকালে ব্রতপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ উদ্যাপন করা হ'লে এ বাক্য স্বীকার্য নয়। কারণ যথাকালে ব্রতপ্রতিষ্ঠা করার আরও অধিকতর দৃঢ়যুক্তি আছে। ব্রহ্মপুরাণীয় বচন - **সমাপ্তে তু ব্রতে তত্র প্রতিষ্ঠা তদনন্তরম্। নকালনিয়ম স্তত্র তত্রবিঘ্নে পরাব্দিকে।** অর্থ — ব্রত শেষ হ'লে সেদিনই প্রতিষ্ঠা করবে। তখন কোন কালাকাল নিয়ম নাই। কিন্তু তখন কোন বিঘ্নবশতঃ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে পরবৎসর যথাকালে প্রতিষ্ঠা করবে। (এসময়টি কিন্তু শুদ্ধকাল হ'তে হবে।)দক্ষবচন হ'লো—

নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা যথা। তথা তথৈব কার্যানি ন কালস্তু বিধীয়তে।। অর্থাৎ নৈমিত্তিক অথচ কাম্য ক্রিয়ার কাল যখন উপস্থিত হবে তখনই সেই সমস্ত কাজ করবে। তখন শুদ্ধকালের অপেক্ষা করতে হবে না।

উদাহরণস্বরূপ সপিন্ডীকরণ, মুখ্যান্নপ্রাশনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

কাঠকগৃহ্যসূত্রেও বলা হয়েছে— **প্রবৃত্তং মলমাসাৎ প্রাক্ যৎ কর্ম ন সমাপিতম্। আগতে মলমাসেঽপি তৎ সমাপ্যমসংশয়ম্।।** অর্থাৎ আরব্ধ কাজ মলমাস পড়ার আগে না শেষ হ'লে, মলমাস পড়ে গেলেও তা সমাপন করা যায়। অর্থাৎ যথাকালে ব্রতপ্রতিষ্ঠা করলে শুদ্ধাশুদ্ধ কালের বিচার করতে হয় না।

ব্রতের আরম্ভ অর্থাৎ ব্রতগ্রহণের দিনে সঙ্কল্প বাক্যে যে ব্রত যত বৎসর পালনীয় তা উল্লেখ করতে হয়। তারপর থেকে আর করণীয় ব্রতে পৃথক সঙ্কল্প করতে হয় না। তবে অশৌচাদি কারণে নিজে না করে অপর ব্রাহ্মণাদি দ্বারা পূজা করালে

তাকে সংকল্প করতে হবে নিম্নরূপ— **বিষ্ণুরোম্....... অমুকগোত্রঃ অমুক দেবশর্মা অমুক গোত্রায়াঃ অমুক দেব্যাঃ অমুকব্রতাঙ্গ ভূতামুকামুকামুকদেবতাপূজনমহং করিষ্যামি।**

জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি প্রভৃতি কতকগুলি ব্রতের উদযাপন নাই, জীবনব্যাপী করণীয়; তাই এইসকল ব্রতে প্রতিবৎসরই সঙ্কল্পকরতে হয়।

অম্নসংক্রান্তি প্রভৃতি সংক্রান্তি বিহিত ব্রতে সঙ্কল্পবাক্যে মুখ্যচান্দ্রমাস ও সংক্রান্তির নাম উল্লেখ করতে হয়। **দূর্বাষ্টমী, ষট্‌পঞ্চমী** প্রভৃতি তিথি বিহিত ব্রতে গৌণচান্দ্রমাস উল্লেখ্য।

ব্রতীর অশৌচ হ'লেও ব্রত বন্ধ থাকবে না। ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা করাবে। নিজে উপবাস, নিয়মপালন এবং (অশৌচান্তে) ডোর ধারণ করবে। ব্রাহ্মণ, ব্রতীর নাম উল্লেখ করেই পূর্বের মত সংকল্প করবেন।

ব্রত আরম্ভ করে সমাপন করার আগেই মারা গেলে পুত্রাদি অপরকে আর অবশিষ্ট ব্রত ও ব্রতোদযাপন করতে হবে না। শাস্ত্রনির্দেশ হ'লো—

যো যদর্থং চরেদ্ ধর্মমসমাপ্য মৃতো যদি। স তৎপুণ্যফলং প্রেত্য প্রাপ্নুয়াম্মনুরব্রবীৎ।।

অর্থাৎ যিনি যে কামনা নিয়ে ধর্ম (ব্রত) আচরণ করেন, তা অসমাপ্ত রেখেই যদি তিনি মারা যান, তাহলেও তিনি পরলোকে গিয়ে ফলভোগ করবেন।

ব্রত প্রতিষ্ঠার দিনে প্রথমেই করণীয় ব্রত করতে হয়।

ব্রতারম্ভ বিধি ব্রতের পূর্বদিনে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন বা নিরামিষ আহার করে ব্রতদিনে প্রাতঃকালে স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে আচমন থেকে সংকল্প পর্যন্ত করে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বলবেন –

ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। নির্বিঘ্নং সিদ্ধিমাপ্নোতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দন।।

গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে ত্বহং ম্রিয়ে। তন্মে সম্পূর্ণতাং যাতু প্রসাদাত্তব কেশব।।

তারপর ব্রতাঙ্গ দেবতাদের পূজাদি ভেজ্যোৎসর্গান্ত সমস্ত কাজ শেষ করে ডোরকধারণ, কথাশ্রবণ ও দেবতা প্রণাম করে সেদিনও সংযম পালন করবেন। **আরব্ধ ব্রতের সমাপ্তি দিনে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার দিনে দক্ষিণান্ত অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান হবে।**

প্রতিষ্ঠা-প্রয়োগ

ব্রতী প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে সন্ধ্যাবেলায় শুদ্ধাসনে বসে আচমন বিষ্ণুস্মরণাদিকরে ব্রতের প্রধানদেবতার অধিবাস করবেন। অধিবাস ঘটে বা শালগ্রামে করবেন। **অধিবাসের সঙ্কল্প**— বিষ্ণুরোমতৎসদদ্য . . . . শ্বঃ কর্তব্যে . . . . ব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণি অমুকস্য শুভাধিবাসনকর্মাহং করিষ্যামি, সঙ্কল্প করে সূক্তপাঠান্তে **গণেশাদিদেবতার** গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করে **বিষ্ণু, লক্ষ্মী** এবং ব্রতের প্রধান দেবতাকে দশোপচারে পূজা করে **অধিবাস** করবেন। যথা— **গায়ত্রী পাঠ** করে **অনয়া মহ্যা অস্য/অস্যাঃ অমুক দেবস্য/ দেব্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু**/ অধিবাসের শেষে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করতে হবে। (পূর্বদিন অধিবাস করা সম্ভব না হলে সেই দিনই হবে।) প্রথমে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে করণীয় ব্রতের পূজা, ডোরকধারণ, কথাশ্রবণ, ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ করে ব্রতপ্রতিষ্ঠার জন্য গন্ধাদি ও নারায়ণাদির অর্চনা, সূর্যার্ঘ্যদানান্তে স্বস্তিবাচন করবেন – **কর্তব্যেঽস্মিন্ অমুকব্রতপ্রতিষ্ঠা কর্মণি** ইত্যাদিক্রমে। তারপর

সংকল্প শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽ দ্য অমুকে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা অমুকদেবী ইয়দ্‌বর্ষনিষ্পাদিত **অমুকব্রতসফলত্বকামা ইয়দ্‌বর্ষনিষ্পাদিতামুক ব্রতপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।** স্বশাখোক্ত সংকল্পসূক্ত (১৩ পৃ.) পাঠ করে ব্রাহ্মণ-বরণ করবে।

ব্রতকর্তা পুরুষ হ'লে এই সময় **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের** সংকল্প করে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করবেন।

সংকল্প বিষ্ণুরোম্ .... মৎসংকল্পিত ইয়দ্‌বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ গৌর্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজা বসোর্ধারাসম্পাতানায়ুষ্যসূক্ত জপাভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।

বরণবাক মৎসংকল্পিত ইয়দ্বর্ষ নিষ্পাদিতামুক ব্রতপ্রতিষ্ঠাঙ্গ হোম কর্মাণি ব্রহ্মকর্ম/(হোতৃকর্ম/তন্ত্রধারক কর্ম/সদস্য কর্ম) করণায় অমুকগোত্রং অমুকদেবশর্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।

পূজাদি কর্ম এরপর স্বয়ং **কর্তা** আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করবেন এবং **বৃতহোতা** বেদির ঈশান কোণে বরুণ বা শান্তির ঘট বসিয়ে তারই পাশ থেকে **পূর্বদিকে পরপর পাঁচটি** ঘট বসাবেন। (**ব্রততত্ত্বে পাঁচটি ঘট বা একটি ঘটের বিধান** আছে। সুতরাং একটি ঘট বসিয়েও হতে পারে।) মধ্যে পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা আর একটি মন্ডল করে তার উপর একটি ছোট তামার ঘট বসিয়ে তার মুখে একটি তামার টাট রেখে তার **উপর রৌপ্য পৃথিবী**, তার উপর **রৌপ্যময়ী বিষ্ণু প্রতিমা** (কারও কারও মতে সেই সঙ্গে একটি **স্বর্ণময়ীলক্ষ্মী প্রতিমা**) রাখা হবে। (ব্রততত্ত্বে কিন্তু উক্ত প্রতিমার কোনরূপ উল্লেখ নাই।)

অতঃপর ব্রাহ্মণ পূজাবিধি অনুসারে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, গন্ধাদি, নারায়ণদি অর্চনা, সূর্যার্ঘ্যদান, পঞ্চগব্য শোধন (৩১ পৃ.) বেদিশোধন ও চন্দ্রাতপশোধন (৩২ পৃ.) করে দ্বারপূজা থেকে ঘটস্থাপন পর্যন্ত (৩৩ পৃ.—৪১ পৃ. পর্যন্ত) কর্মগুলি করে পঞ্চোপচারে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করবেন। তারপর যথাশক্তি উপচারে **১ম ঘটে- গণেশ, ২য় ঘটে- আদিত্যাদি নবগ্রহ** (৪৭ পৃ.—৫১ পৃ.) **৩য় ঘটে — শিবদুর্গা, ৪র্থ ঘটে— বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ৫ম ঘটে- ইন্দ্রদি দশদিকপাল,** (৪৩ পৃ.-৪৬ পৃ.) **ব্রহ্মা, বাস্তুপুরুষ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও ক্ষেত্রপাল।**— এই সমস্ত দেবতাদের পূজা করে **ঈশানে স্থাপিত ঘটে— বরুণ** ও অচারবশতঃ **শান্তির** পূজা করা হবে। (৫৯-৬০ পৃঃ)

অতঃপর প্রতিমাদুটির শিল্পদোষনিবৃত্তির জন্য শুষ্কগোময়ভস্মদ্বারা প্রতিমাদুটিকে মার্জন করে ঘি মাখান হবে । মন্ত্র- **ওঁ তেজোহসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি**। তারপর চন্দন মাখাতে হবে। মন্ত্র— **ওঁ উদ্বর্তয়ামি দেব(লক্ষ্মীরক্ষেত্রে— দেবি) ত্বাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ। উদ্বর্তনপ্রসাদেন প্রাপ্নুয়াম্ ঋ দ্ধিমুত্তমাম্**। অতঃপর সেই সেই মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা (৩১ পৃ.) ও পঞ্চামৃত দ্বারা (১২৬ পৃ.) এবং **সহস্রশীর্ষাপুরুষ** ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্নান করিয়ে নূতন বস্ত্রদ্বারা জল মুছিয়ে গন্ধপুষ্পদ্বারা সজ্জিত করে কূর্মমুদ্রায় পুষ্প নিয়ে ধ্যান করতে হবে।

(ধ্যান)

ওঁ নারায়ণং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্। শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং বনমালাবিভূষিতম্।।

লক্ষ্মীসহিতবামাঙ্গং তার্ক্ষ্যস্থং পীতবাসসম্।। পুষ্পটি নিজমস্তকে দিয়ে মানসপূজা,

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, পীঠপূজা করে আবাহন— ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ সলক্ষীকবিষ্ণো ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ.... ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলবেন—

ওঁ এহ্যেহি ভগবন্ বিষ্ণোলোকানুগ্রহকারক। গৃহাণেমং যজ্ঞভাগংবাসুদেব নমোঽস্তুতে।।

ওঁ আয়াহি ভগবন্ দেব শঙ্খচক্রগদাধর। পূজয়ামি যথাশক্ত্যা অষ্টভির্নায়কৈঃ সহ।।

তারপর ওঁ আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি মন্ত্রে উভয় প্রতিমাতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এরপর প্রথমে ব্রতাঙ্গ প্রধান দেবতার ষোড়শোপচারে পূজা করে পুনরায় নারায়ণের **ধ্যান** করে ষোড়শোপচারে প্রতিটি দ্রব্য অর্চনা করে স্তুতিপাঠ (১৬৮-১৬৯ পৃ.) পূর্বক ওঁ নমোনারায়ণায় **ওঁ বিষ্ণবে নমঃ** মন্ত্রে দেওয়া হবে।। যথা এতস্মৈ রজতাসর্নায় নমঃ .... সম্প্রদানায় বিষ্ণবে নমঃ ইতি অর্চনান্তে স্তুতি পাঠ করে **ইদং রজতাসনম্ ওঁ নমোনারায়ণায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ**। এই ক্রমে ষোড়শোপচারে বিষ্ণুর পূজা করে(লক্ষ্মী প্রতিমা থাকলে) **লক্ষ্মীরও** ষোড়শোপচারে পূজা করা হবে। **(লক্ষ্মী প্রতিমা পৃথক না থাকলে 'ওঁ নমোনারায়ণায় ওঁ সলক্ষীক বিষ্ণবে নমঃ মন্ত্রে পূজা করা হবে।**

অতঃপর **আবরণ পূজা**—(গন্ধপুষ্প দ্বারা) **এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ** ইত্যাদিক্রমে বাসুদেবায়। **সঙ্কর্ষণায়। প্রদ্যুম্নায়। অনিরুদ্ধায় । (দ্বাদশ কেশব পূজা) কেশবায়। নারায়ণায়। মাধবায়। গোবিন্দায় বিষ্ণবে। মধুসূদনায়। ত্রিবিক্রমায়। বামনায়। শ্রীধরায়। হৃষীকেশায়। পদ্মনাভায়। দামোদরায়। (অস্ত্রাদিপুজা) চক্রায় । শঙ্খায়। গদায়ৈ। পদ্মায়। কৌস্তুভায় । বনমালায়ৈ। কুন্ডলায়। কিরীটায়। গরুড়ায়। সুদর্শনায়। ব্রহ্মণে। নরসিংহায়। (দক্ষিণ্যে মহালক্ষ্ম্যৈ। (বামে) পুষ্ট্যৈ**

অতঃপর তাম্রাদিপাত্রে শিলাপিষ্ট নিয়ে সাতবার বন্দনা করে কৃতাঞ্জলি হয়ে পাঠ—

ওঁ জিতন্তে পুন্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন । নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষপূর্বজ।।

যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে বার্ধকে যচ্চ যৌবনে। তৎপুণ্যং বৃদ্ধিমাপ্নোতু পাপং হর হলায়ুধ।।

তারপর 'ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ' মন্ত্রে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে উক্ত মন্ত্র যথাশক্তি জপ করে প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ সহ বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে প্রণাম করবে।

বরুণের ধ্যান ওঁ শুদ্ধস্ফটিক সংকাশং হিমকুন্দেন্দু সন্নিভং। কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃপ্রীণয়ন্তং চরাচরম্ ।। সুনাদং বারিজং পদ্মং ধারয়ন্তং গদাং শুভাম্। ভুষিতং মালয়া তদ্বদ্দীপিতং মণিলাঞ্ছনৈঃ। শ্রীপুষ্টিগরুড়াদ্যৈশ্চ সমন্ততাত্তু পরিপ্লুতম্।।

এই ধ্যান করে বরুণের যথাশক্তি উপচারে পূজার পর ঐ ঘটেই যথাশক্তি উপচারে শান্তির পূজা করতে হবে। এই ভাবে পূজা শেষ করে আরতি করে হোম করতে হবে।

হোম—

সামবেদী— ৬১ পৃ. থেকে চরুপাকের পর ৬৫ পৃ. পর্যন্ত বিরুপাক্ষ জপ পর্যন্ত করে প্রকৃত কর্ম কর্তব্য।

যজুর্বেদী— ৬৯ পৃ. থেকে ৭১ পৃ. পর্যন্ত করে প্রকৃত কর্ম হবে।

প্রকৃত কর্ম— প্রাসাদ প্রতিষ্ঠার প্রকৃতকর্মের অনুরূপ (১০৪ পৃষ্ঠা থেকে ১০৯ পৃষ্ঠা ৪ পং. পর্যন্ত)।

উদীচ্যকর্ম—

সামবেদী— ৮০ পৃ. — ৮৩ পৃ. পর্যন্ত করে প্রত্যক্ষদেবতার হোমের পর—

যজুর্বেদী— ৮৪ পৃ. — ৮৬ পৃ. পর্যন্ত করে প্রত্যক্ষ দেবতা হোম।

ঋগ্বেদী — ৮৭ পৃ. — ৮৯পৃ. পর্যন্ত করে প্রত্যক্ষ দেবতা হোমের পর —

পূর্ণহোম— (সর্ববেদী সাধারণ) পূর্ণহোম থেকে আচার্য দক্ষিণা পর্যন্ত(১০৯ পৃ. — ১১০ পৃ. ৯ পং) কর্ম করার পর **'সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু'** ইত্যাদি মন্ত্রে পৌরাণিক শান্তি ও **'কয়ানশ্চিত্র' ইত্যাদি** মন্ত্রে বৈদিক শান্তিদানের পর **দ্বাদশ দান, ভোজ্যও ডল্লক বা ডালা ৪টি উৎসর্গ করা হবে।**

***১ম— মোদকযুক্ত** ডল্লকটি **বিষ্ণুকে। ২য়— ঘৃতযুক্ত** ডল্লকটি **গুরুকে। ৩য়— দধিযুক্ত** ডল্লকটি আচার্যকে এবং ৪র্থঁ— বস্ত্রাঞ্জনাধারাদিযুক্ত ডল্লকটি **লক্ষ্মীদেবীকে** সম্প্রদান করে বিষ্ণুকে প্রণাম করার মন্ত্র—

ওঁ নমস্তে জলদাভায় নমস্তে জলশায়িনে। নমস্তে কেশবানন্ত বাসুদেব নমোঽস্তুতে।

নমোনমস্তে সুররাজরাজ নমোঽস্তুতে তে জগন্নিবাস। কুরুম্ব সম্পূর্ণফলং মমাদ্য নমোঽস্তু তুভ্যং পুরুষোত্তমায়।।

লক্ষ্মীর প্রণাম মন্ত্র— লক্ষ্মীস্ত্বং সর্বভূতানাং কৃষ্ণে বসসি নিত্যশঃ। স্থিরা ভব মহাদেবি মম জন্মনি জন্মনি।।

তারপর লক্ষ্মীডালার উপরি প্রতিমা দুটি রেখে ডালাটি মাথায় নিয়ে ৪বার বেদি প্রদক্ষিণ করবে।

প্রদক্ষিণ মন্ত্র —

ওঁ নারায়ণং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্। পীতাম্বরধরং নিতং বনমালাবিভূষিতম্।।

ওঁ শ্রীবৎসাঙ্কং জগন্নাথং শ্রীপতিং শ্রীধরং হরিম্। নামান্যেতানি সংকীর্ত্য গত্যর্থং প্রার্থয়েদ্ধরেঃ।।

ওঁ ত্রাহি মাং সর্বলোকেশ হরে সংসারবন্ধনাৎ। ত্রাহি মাং সর্বদুঃখঘ্ন দুঃখশোকার্ণবাৎ প্রভো।।

---

* সধবা রমণী হলে সর্বপ্রথম একটি ডালা স্বামীর হাতে দিয়ে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বলবেন—
নাধিকারোস্তি মে নাথ উপবাস ব্রতাদিষু। ভবদাজ্ঞাবিহীনায়া ত্বস্মাদাজ্ঞাপয় প্রভো।।
অকালে যদ্ ব্রতং চীর্ণং যত্তু মন্ত্রবিবর্জিতম্। ধূপগন্ধাদিভির্হীনং তৎসর্বং পূর্ণতাং নয়।।
(স্বামী বলবেন— 'ত্বদাচরিতং ব্রতং সম্পূর্ণ ফলদং ভবতু'।

ওঁ সর্বযজ্ঞেশ্বর ত্রাহি পতিতং মাং ভবার্ণবে। দুর্গতেস্ত্রাহি মাং বিষ্ণো ত্বাং স্মরামি পুনঃপুনঃ।।

ডালাটি জলধারা দিয়ে প্রদক্ষিণ করে ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে প্রণাম করবে—

ওঁ যস্যস্মৃত্বা নমস্কৃত্বা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্।।

তারপর ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধারক ও সদস্যদের দক্ষিণা।

উৎসর্গ বাক্যের ক্রম— বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদি মৎসংকল্পিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠা কর্মণি কৃতৈতদ্ ব্রহ্মা কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং ইত্যাদি।

মূলদক্ষিণা বা দেবদক্ষিণা— বিষ্ণুরোম্.... বিষ্ণুলোকাধিকরণক সুখপ্রাপ্তিপূর্বকমন্তে শ্রীকৃষ্ণ চরণপ্রাপ্তি কামনয়া কৃতৈতদ্ ইয়দব্দ নিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠা কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং ..... শ্রীবিষ্ণবে অহং সম্প্রদদে।

এরপর অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্যসমাধানান্তে ব্রাহ্মণদের ভোজন ও দানাদি দ্বারা আপ্যায়িত করা শাস্ত্রীয় বিধি।

ব্রতপ্রতিষ্ঠা সমাপ্ত

রথ প্রতিষ্ঠা

পূর্বদিন সন্ধ্যায় মূর্তিসহ রথের নিকট শুদ্ধাসনে উত্তরমুখে বসে, আচমন, গন্ধাদির অর্চনা, জলশুদ্ধি আসনশুদ্ধি, করশুদ্ধি পুষ্পশুদ্ধি করে স্বস্তিবাচন করতে হয়।

[আমাদের দেশে কোন কোন অঞ্চলে বিষ্ণু বা জগন্নাথের রথ ছাড়াও শিবাদি দেবতার রথ আছে, তাহলেও বামনরূপি বিষ্ণু বা জগন্নাথের রথই সুপ্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচলিত। তাই বলভদ্র-সুভদ্রা সহ বিষ্ণুরথ প্রতিষ্ঠা বিধিই এখানে থাকছে। যদি অন্যদেবতার রথ হয়, তাহলে বলরাম, সুভদ্রা বিষ্ণুর বিশেষ পূজার স্থলে সেই দেবতার পূজা হবে এবং স্বস্তিবাচন সঙ্কল্পে সেই দেবতার রথের কথা উল্লেখ করা হবে।]

স্বস্তিবাচন — ওঁকর্তব্যেঽস্মিন্ বলভদ্রসুভদ্রয়াসহ বামনরূপিবিষ্ণোঃ কাষ্ঠময়/লৌহময়/ধাতুময় রথস্য শুভাধিবাসন-

কর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ইত্যাদি ক্রমে স্বস্তিবাচন ও স্ব স্ব শাখোক্ত স্বস্তি সূক্ত পাঠ করে সঙ্কল্প করবেন—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকমসি (মুখ্যচান্দ্র মাস) ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ বলভদ্রসুভদ্রা সহিত বামনরূপিবিষ্ণোঃ কষ্ঠময়/লৌহময়/ধাতুময় রথস্য শুভাধিবাস কর্মাহং করিষ্যে। সঙ্কল্পসূক্ত পাঠান্তে মাষভক্ত বলি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস প্রভৃতি সমস্ত ন্যাস করে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করতে হবে। তারপর বামনরূপি বিষ্ণুর ধ্যান, মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করে পুনরায় ধ্যান করতে হবে—

ধ্যান—ওঁ প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্। সুরূপলম্ববিস্তীর্ণং ললাটকনকোজ্জ্বলম্।।
সমকর্ণাপ্ত বিন্যস্ত মকরাকৃতিমণ্ডলম্। কম্বুগ্রীবং সুবিস্তীর্ণ শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষসম্।।
বলীবিভক্তগম্ভীর নাভিকোদর সুন্দরম্। সমস্থিতোরুজঙ্ঘঞ্চ সুযুগ্মাঙ্ঘ্রিকরাম্বুজম্।।
চিন্তয়েদ্ ব্রহ্মভূতং তং পীতনির্মলবাসসম্। কিরীটহারকেয়ূর কটকাদিবিভূষিতম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারয়ন্তং চতুর্ভুজম্। অত্যন্তললিতা বিষ্ণুং তথৈ বামনাকৃতিম্।
ব্রহ্মাদিভির্বৃতং নিত্যং কৃতাঞ্জলিপুটৈস্থথা। চিন্তয়েত্তন্ময়ো যোগী সমাধয়াত্মমানসম্।

এই মন্ত্রে ধ্যান করে বামনরূপি বিষ্ণুর পূজা করে মহীগন্ধাদি পৃথক পৃথক দ্রব্যে গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা বলভদ্র সুভদ্রা সহিত বামনরূপ বিষ্ণুদ্দেশ্যকরথস্য শুভাধিবাসনমস্তু—ইত্যাদিক্রমে অধিবাস করে দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবরণ করতে হয়।

[পূর্ব দিনে অধিবাস না করা হলে পরদিন প্রথমেই অধিবাস করা উচিত।]

প্রতিষ্ঠা দিনে সকালে প্রতিষ্ঠা কর্তা নিত্য ক্রিয়ান্তে শুদ্ধাসনে বসে আচমন, গন্ধাদির অর্চনা, সূর্যার্ঘ্যদান ও গায়ত্রী ও ইষ্টমন্ত্র জপ করে স্বস্তিবাচন করবেন—ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ বলভদ্র সুভদ্রা সহ বামনরূপি বিষ্ণুদ্দেশ্যক রথ প্রতিষ্ঠা কর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ইত্যাদি ক্রমে স্বস্তিবাচন ও স্বস্তিসূক্ত পাঠান্তে সঙ্কল্প—

বিষ্ণোরম্ তৎসদেত্যাদি ...... পিতৃমাতৃকুলান্বিত এতদ্ রথপরমাণুসমসংখ্যক বর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন বিষ্ণুলোকাধিকরণক

মোদমানত্বকামঃ দার্বাদিময়/ধাতুময় রথ প্রতিষ্ঠা কর্মাহং করিষ্যে।

এরপর বলভদ্রসুভদ্রাসহবামনরূপি বিষ্ণোঃ রথ প্রতিষ্ঠা কর্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসোর্ধারাসম্পাদনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে। এই অভিলাপ বাক্যটির পর

ব্রহ্মা-হোত-আচার্য-সদস্য বরণ।

তারপর কৃতী আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করবেন এবং বৃত ব্রাহ্মণগণ বেদির ঈশান কোণে বরুণ ঘট ও তারপর উত্তর দিক থেকে পর পর পাঁচটি অষ্টদল পদ্ম মণ্ডলে পাঁচটি ঘট-সাজিয়ে বসে প্রথমে আচমন গন্ধাদির অর্চনা, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি ও সূর্যার্ঘদাগন্তে পঞ্চগব্য শোধন থেকে পঞ্চদেবতার পূজা পর্যন্ত করে ১ম ঘটে— গণেশ, ২য় ঘটে আদিত্যাদি নবগ্রহ, ৩য় ঘটে— শিব দুর্গা, ৪র্থ ঘটে—বিষ্ণু লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং ৫ম ঘটে—ইন্দ্রাদি দশ দিক পালে, ব্রহ্মা, বাস্তুপুরুষ ও ক্ষেত্র পালের তারপর এই বেদিকাতেই বিষ্ণু আদি দেবতাদের দশোপচারে পূজা করতে হবে। (১) বিষ্ণুর **ওঁ প্রসন্নবদনাম্ভোজম্** ইত্যাদি ধ্যান করে **ওঁ বামনরূপিণে বিষ্ণবে নমঃ** মন্ত্রে পূজা হবে।

২) বলরামের ধ্যান— **ওঁ বলঞ্চ শুভবর্ণাভং শারদেন্দুসমপ্রভম্। কৈলাস শিখরাকার ফণাবিকটবিস্তরম্।।**
নীলাম্বরধরঞ্চোগ্রং বলং বলমদোদ্ধতম্। কুন্তলৈকধরং দিব্যং মহামূষলধারিণম্।।
মহাবলং হলধরং রৌহিণেয়ং বলপ্রভম্।।

অথবা ধ্যানান্তর ওঁ শুদ্ধস্ফটিক সঙকাশং রক্তাম্বুজদলেক্ষণম্। নীলচেলধরং স্নিগ্ধং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।।
কুন্তলশ্লিষ্টসদ্গণ্ডং সদাঘুর্ণিতলোচনম্। মধুপানে সদাসক্তং দিব্যভূষাম্বরস্রজম্।।
মুষলং দক্ষিণে পাণৌ বলরামং সদা স্মরেৎ।

ধ্যান আবাহনাদি করে **ওঁ বলরামায় নমঃ** মন্ত্রে পূজা হবে।

৩) **জগন্নাথের ধ্যান ঃ ওঁ পীনাঙ্গং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্। মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্।।**
শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষিতম্। সর্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালা বিভূষিতম্।।

দেবদানবগন্ধর্বযক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ। সেব্যমানং সদাচারু কোটিসূর্যসমপ্রভম্।।
ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং চতুবর্গং ফলপ্রদম্।।

ধ্যান আবাহনাদির পর **'ওঁ জগন্নাথায় নমঃ'** মন্ত্রে পূজা হবে।

৪) সুভদ্রার ধ্যান—ওঁ সুভদ্রাং স্বর্ণপদ্মাভাং পদ্মপত্রায়ণেক্ষণাম্। বিচিত্রবস্ত্রসংছন্নাং হারকেয়ূরশোভিতাম্।।
বিচিত্রাভরণোপেতাং মুক্তাহারবিলম্বতাম্।পীনোন্নতকুচাং রম্যামাদ্যাপ্রকৃতিরূপিণীম্।।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়েত্তামম্বিকাং পরাম্।।

ধ্যান আবাহনাদির পর **'ওঁ সুভদ্রায়ৈ** নমঃ মন্ত্রে পূজা হবে।

এরপর **হোম**। সামাবেদী—প্রথমে ৬১ পৃ. থেকে ৬৫পৃষ্ঠায় বিরূপাক্ষ হোম পর্যন্ত করে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠায় লিখিত চরুহোম থেকে শেষ পর্যন্ত হবে। [বিশেষ হলো জুষ্ট গ্রহণে **বামনরূপিবিষ্ণবে ত্বা। বলভদ্রায় ত্বা। জগন্নাথায় ত্বা। সুভদ্রায়ৈত্বা**—এই চারমুষ্টি চাল নিতে হবে এবং চরুহোমে ও সমিধ হোমে এঁদের উদ্দেশ্যে **১টি করে চরু আহুতি ও ১০৮ বা ২৮টি করে সমিধ আহুতি দিতে হবে।** আজ্য হোমেও অনুরূপ আহুতি হবে।]

যজুর্বেদী ও ঋগ্বেদীর নির্দেশ বহ্নিস্থাপন, নবগ্রহমন্ত্র, দিক্পাল মন্ত্র ও উদীচ্য কর্ম বাস্তুযাগের হোমে দ্রষ্টব্য।

পূর্ণাহুতি, ব্রহ্মদক্ষিণা, কশ্যপ গ্রহণ ও অগ্নিবিসর্জনের পর—

ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে। উপপ্রয়ন্ত মরুতঃ সুদানব, ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা, এবং

ওঁ উত্তিষ্ঠ দেব দেবেশ জগন্নাথ জগন্ময়। স্নানং কর্তুং মহাভাগ ভদ্র তে চ প্রকীর্তয়ে।। এই মন্ত্র দুটি পাঠ করতে করতে বিগ্রহ তিনটিকে রথের নিকট স্নান পীঠে বসিয়ে প্রথমে **পঞ্চগব্য** দ্বারা পঞ্চগব্য মন্ত্রে **পঞ্চামৃত** দ্বারা পঞ্চামৃতে স্নান করিয়ে **তীর্থ জল সহ গঙ্গাজল দ্বারা অষ্টকলসে পুরুষ সূক্তের ১৬টি মন্ত্রে (১০৭পৃ.) ও শ্রীসূক্তের ১৫টি মন্ত্র দ্বারা স্নান করান হবে।**

তারপর দেবতাদের গা মুছিয়ে রথের সম্মুখে মণ্ডলে বিচিত্র আসনে স্থাপন করে

পূজক আসনশুদ্ধি থেকে মাতৃকান্যাস পর্যন্ত করে সংক্ষিপ্ত কেশকীর্ত্যাদিন্যাস করবেন।
তারপর প্রথমে রথটিকে সাজিয়ে **ওঁ গরুড়ায় নমঃ** মন্ত্রে গরুড়কে অর্চনা করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলবেন—

ওঁ যো বিশ্বপ্রাণ হেতু স্তনুরপি চ হরে, যানকেতুস্বরূপঃ। যং সঞ্চিন্ত্যৈবমোহাৎ স্বয়মুরগবধূবর্গদাভাঃ পতন্তি, চঞ্চলচ্চণ্ডোরুতুন্ড ত্রুটিত ফণিবসারক্তধারাঙ্কিতাস্যং। বন্দেচ্ছন্দময়ং খগপতিসমনংস্বর্ণবর্ণং সুপর্ণম্।।

এরূপ প্রার্থনা করে। বামনরূপি বিষ্ণু কে যোড়শোপচারে পূজা করে **ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় মন্ত্রে** একবার প্রণাম করে

ওঁ নমোঽস্তনন্তায় সহস্রমূর্তয়ে, সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে।

সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে, সহস্রকোটি যুগধারিণে নমঃ।। বলতে বলতে চারবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করবে।

তারপর (২) **বলভদ্রের** ধ্যান আবাহনাদি করে যোড়শোপচারে পূজা করে প্রণাম—

ওঁ প্রসন্ন করুণা সিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে। চরাচরসমাকীর্ণা ধৃতা যেন বসুন্ধরা।।

পরাপরাণাং পরম পরমেশ নমোঽস্তুতে। কালাগ্নিরুদ্র রুদ্রায় মহারুদ্রায় তে নমঃ।।

তারপর (৩) **জগন্নাথকে** ধ্যান আবাহনাদি করে যোড়শোপচারে পূজা করে প্রণাম—

ওঁ জয়কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্বাধিনামকঃ। জয়াশেষজগদ্বন্দ্য পাদাম্ভোজ নমোঽস্তুতে।।

তারপর পুনরায় **বামনরপি বিষ্ণুকে** পূর্বের মত ধ্যান করে দশোপচারে পূজা করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলবে—

ওঁ ত্রাহি নারায়ণানন্দ কৃপালো ভক্ত বৎসল। সংসারসাগরে ঘোরে পতন্তং তারয়স্ব মাম্।।

তারপর রথে পঞ্চগব্য প্রোক্ষণ করে রথকে ধ্বজা [বিষ্ণুর রথ **গরুড়ধ্বজ,** বলরামের রথ **লাঙ্গল ধ্বজ** ও সুভদ্রার রথ হবে **পদ্মধ্বজ**] দিয়ে সাজিয়ে রথের চূড়ায় একটি বস্ত্রের একটি প্রান্ত বেঁধে তারই অপর প্রান্ত ভূমিতে রেখে উপুড় বাম হাতে ধরে অর্চনা করা হবে। **বং** মন্ত্রে জল প্রোক্ষণ করে **এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সবস্ত্রেপকারণ দার্বাদিময় রথায় নমঃ। এতে গন্ধেপুষ্পে এতদধিপতয়ে উত্তানাঙ্গিরসে নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় বলভদ্রসুভদ্রাসহ বামনরূপি বিষ্ণবে নমঃ।**

উৎসর্গবাক্য—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি ....' পিতৃমাতৃকুল সহিত লক্ষ *কোটি কুলান্বিতঃ বিষ্ণুলোক গমনকামঃ*

ইমং সবস্ত্রোপকরণং দার্বাদিময়ং রথং উত্তানাঙ্গিরো দৈবতম্ অচিতং **বলভদ্রসুভদ্রাসহিতায় বামনরূপিনে বিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।** উৎসর্গ করে রথ উৎসর্গের **দক্ষিণান্ত** বামনরূপিবিষ্ণুকে দিয়ে প্রার্থনা—

ওঁ অয়ং রথো ময়া দত্তো ভক্ত্যা চ মধুসূদন। দীনবন্ধো জগন্নাথ ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ।।

তারপর রথ প্রতিষ্ঠাঙ্গ **দ্বাদশ দান ও দ্বাদশ** ভোজ্য উৎসর্গ করা হবে তারপর **মাষভক্তবলি অর্চনা** করে উৎসর্গ—**এষ মাষভক্ত বলিঃ ওঁ দেব দৈত্য ভূতাদিভ্যো নমঃ।** মন্ত্রে উৎসর্গ করা হবে। পরে

প্রার্থনা—ওঁ বলিং গৃহ্নন্তু মে দেবা আদিত্যা বসবস্তথা। মরুতশ্চাশ্বিনৌ রুদ্রাঃ সুপর্ণাঃ পন্নগাস্তথা।।

অসুরা যাতুধানাশ্চ রথস্থাশ্চৈব দেবতাঃ। দিকপালা লোকপালাশ্চ যে চ বিঘ্নবিনাশকাঃ।।

জগতঃ স্বস্তিকুর্বাণা দিব্যামহর্ষয়স্তথা। অবিঘ্নমাচরন্ত্বেতে মা সন্তু পরিপন্থিনঃ।।

সৌম্যা ভবন্তু তৃপ্তাশ্চ দৈত্যাভূতগণস্তথা।।

এরপর শান্তিঘটের জল দ্বারা যজমানকে **অভিষেক করে তিলক দিয়ে** প্রথমে **বৃতী দক্ষিণা** দিয়ে পরে **মূল দক্ষিণা—বাক্য—**
বিষ্ণুরোমতৎসদদ্যেত্যাদি .... পিতৃমাতৃকুলসহিতঃ এতদ্ রথপরমাণুসমসংখকবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন বিষ্ণুলোকাধিকরণক মোদমানত্ব কামনয়া কৃতৈতদ্ রথপ্রতিষ্ঠা কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বামনরূপিণে শ্রীবিষ্ণবে তুভ্য মহং সম্প্রদদে। এরপর **অচ্ছিদ্রাবধারণ** ও বৈগুণ্যসমাধান করে **দেব বিগ্রহ মাথায় নিয়ে পাঠ—**

ওঁ উত্তিষ্ঠ ভো জগন্নাথ রথং চিত্রং মনোরমম্। নানোপহার সংযুক্তং রামেণ ভদ্রয়াযুতম্।।

এই বলে বাদ্যাদি সহ তিনটি মূর্তি অভাবে কেবল জগন্নাথকে রথে স্থাপন করে রথ চালনা করে প্রার্থনা—

ওঁ ইন্দ্রদ্যুম্ন ক্ষিতিপতির্যথা চাসীৎ পুরা বিভো। বিজয়স্ব রথেনাশু গুণ্ডিকামণ্ডপং প্রতি।।

তবাপাঙ্গাবলোকেন প্রপুনন্তি দিশোদশ। নিঃশ্রেয়সপদং হন্তু স্থাবরাণি চরাণি চ।।

অবতার কৃতোদ্যোষ লোকানুগ্রহ কাম্যয়া।।

এরপর পরের মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে রথ প্রদক্ষিণ করতে হবে।

ওঁ দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক। ভক্তানুগ্রহণার্থায় রক্ষ মাং পাদয়োর্নতম্।।
ওঁ জয়ব্রহ্মাণ্ড কোটীশ বেদনিঃশেষকারক। অশেষ জগদাধার পরমেশ নমোঽস্তুতে।।
ওঁ জয়াখিল জগত্তারধারণশ্রমবর্জিত। তাপত্রয় বিকর্ষায় হলংহল বসেৎ সদা।।
ওঁ প্রসন্নকরুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে। চরাচরকলা যেন ধৃতা বৈ যা বসুন্ধরা।।
ওঁ রথবেগেন দেবেশ যদিস্যাৎ প্রাণিহিংসনম্। তৎপাপৈ র্নলিপ্যেঽহং যাস্যামি পরমাংগতিম্।।
ওঁ জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন। নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষ পূর্বজ।।
ওঁ নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যংনমোনমঃ। অহঞ্চত্বমহংসর্বং জগদেতচ্চরাচরম্।।
ওঁ বিশ্বমানন্দমখিলং সহজানন্দরূপিণং। অনন্তমখিলাধারং যেন জীবন্তি জন্তবঃ।।

তারপর দেবতার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে—ওঁ মদাদিকমিদং সর্বং ময়া বিলসিতং তব।
অধ্যস্তং ত্বয়ি বিশ্বাত্মন্ ত্বয্যেব পরিণামিতম্।। যদেতদখিলা ভাস্তং তৎ ত্বদজ্ঞান সম্ভবম্।।
জ্ঞাতেত্বয়ি বিলীয়েত রজ্জুসর্পাদিবোধবৎ।। বিষয়ানন্দমখিলং সহজানন্দরূপিণম্।।
অংশং তবোপজীবন্তি যেন জীবন্তি জন্তবঃ।।
ওঁ জরামৃত্যুবিহীনায় মৃত্যুরূপায় তে নমঃ। জ্বলদগ্নিস্বরূপায় মৃত্যোরপি চ মৃত্যবে।।
প্রপন্ন মৃত্যু নাশায় সহজানন্দরূপিণে। ভক্তপ্রিয়ায় জগতাং মাত্রে পিত্রে নমো নমঃ।।
ওঁ নমো নমস্তে জগদেকবন্দ্য, সুরাসুরাভ্যর্চিতপাদপদ্ম। নমো নমস্তাপহরৈকচন্দ্র, নমো নমঃ শর্ম সুধৌঘ সান্দ্র।

ইতি রথপ্রতিষ্ঠা পদ্ধতি

বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা

উপযোগ বর্তমানে উৎসবের আয়োজন করে বৃক্ষরোপণের আড়ম্বর দেখে ভারতীয়শাস্ত্রবিমুখ মানুষেরা হতচকিত হ'লেও এ অনুষ্ঠান ভারতবর্ষে বহুকাল আগে প্রবর্তিত হ'য়েছে আরাম প্রতিষ্ঠা ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তখন মানুষকে এই কর্মে প্রবৃত্ত করার জন্য শাস্ত্রকার বলেছেন, — **'অপ্যেকমপি রাজেন্দ্র বৃক্ষং সংস্থাপয়েচ্চ যঃ। সোঽপি স্বর্গে বসেদ্ ব্রহ্মন্ যাবন্মন্বন্তরং নরঃ।।** (যিনি একটি মাত্র বৃক্ষও স্থাপন করে প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি মন্বন্তরকাল যাবৎ স্বর্গে বাস করেন।)

এপ্রসঙ্গেও অনেকেরই ভুল ধারণা আছে যে, কেবল 'অশ্বত্থ বৃক্ষ'ই প্রতিষ্ঠা করার শাস্ত্রবিধি আছে। কিন্তু শাস্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ছোটবড় প্রায় সকল বৃক্ষই প্রতিষ্ঠাযোগ্য। একথাটি জানা যায় বৃক্ষবিশেষে প্রতিষ্ঠার ফল উল্লেখের মাধ্যমে —

ধনী চাশ্বত্থবৃক্ষেণ অশোকঃশোকনাশনঃ। প্লক্ষোযজ্ঞপ্রদঃ প্রোক্তো নিম্বশ্চাসুপ্রদঃস্মৃতঃ।।
জাম্বুকী নাকদা প্রোক্তো ভার্যাদা দাড়িমী যথা। ডম্বুরো রোগনাশায় পলাশো ব্রহ্মদস্তথা।।
অর্কপুষ্পারোপকাণাং নিত্যং তুষ্যেদ্দিবাকরঃ। শ্রীবৃক্ষে শংকরো দেবঃ পাটলায়ান্তু পার্বতী।।
শিংশপায়ামপ্সরসঃ কুন্দে গন্ধর্বসত্তমাঃ। বিভীতকৈর্দাসবৃদ্ধির্বকুলো দাস্যদস্তথা।।
অপত্যনাশকস্তালো বকুলঃ কুলবর্ধনঃ। বহুভার্যা নারিকেলী দ্রাক্ষঃ সর্বাঙ্গসুন্দরঃ।।
রতিপ্রদা তথাকোলী কেতকী সর্বনাশিনী। প্রতিষ্ঠাং তে গমিষ্যন্তি যে নরাঃ প্লক্ষরোপকাঃ।।

সুতরাং কেবল তাল ও কেতকী বৃক্ষরোপণেই নিন্দা পাওয়া যায়;বাকি এতগুলি বৃক্ষরোপণ ও প্রতিষ্ঠার শুভফল বর্ণনা করা হয়েছে।

একত্র একাধিক বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার কথাও শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত 'অপ্যেকমপি' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাই তা বুঝা যায়, তাছাড়াও অন্য বচনেও বলা হয়েছে —

অশ্বত্থমেকং পিচুমর্দমেকং ন্যগ্রোধমেকং দশপুষ্পজাতীঃ। দ্বে দ্বে তথা দাড়িমমাতুলুঙ্গে পঞ্চাম্ররোপী নরকং ন যাতি।। মহানির্বাণ তন্ত্রেও উক্ত হয়েছে —

বৃক্ষারামপ্রতিষ্ঠাতা গত্বা ত্রিদশমন্দিরম্। কল্পপাদপবৃন্দেষু নিবসন্ দিব্যবেশ্মনি।

ভুঙ্‌ক্তে মনোরমান্ ভোগান্ মনসো যানভীপ্সিতান্।।

বিশেষ করে অশ্বত্থ, বট, বেল, নিম, পাকুড়, ডালিম ও আমলকী বৃক্ষরোপণ ও প্রতিষ্ঠার মাহাত্ম্য বহুজায়গায় কীর্তিত। এগুলি একত্র রোপণ করে একসঙ্গেও প্রতিষ্ঠা করা যায়।

তবে সচরাচর কেবল অশ্বত্থবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাই দেখতে পাওয়া যায়। তারও কারণ শাস্ত্রীয় প্রশংসা।—

অপুত্রস্য চ পুত্রত্বং পাদপা ইহ কুর্বতে । যত্নেনাপি চ রাজেন্দ্র অশ্বত্থরোপণং কুরু।।

ক্রিয়াযোগসারে বলা হ'য়েছে— **সাক্ষাদেব স্বয়ং বিষ্ণুরশ্বত্থোহ্‌খিলবৃক্ষরাট্‌**। গীতাতেও ভগবান বলেছেন—তিনি, অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং'। এই সমস্ত প্রশস্তিবাক্য বলেই অশ্বত্থবৃক্ষ প্রতিষ্ঠার আধিক্য ঘটেছে। মূলতঃ বৃক্ষপ্রতিষ্ঠামাত্রেই বহুশুভফল লাভ করা যায়—

তত্র যাবন্তি পত্রাণি পুষ্পাণি চ ফলানি চ। তাবদ্‌বর্ষাবিধিস্থায়ী স্বর্গলোক নরো বসেৎ।।

জন্ম প্রভৃতি পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমভীপ্সতা। বিষ্ণুঃপ্রীতিকরো যস্মাৎ স্থাপনীয়ো মহীরুহঃ।।

ভূমিদানেন যে লোকা গোদানেন চ কীর্তিতাঃ। তে লোকাঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ পাদপানাং প্ররোহণে।।

সুতরাং স্বর্গাভিলাষী পুণ্যার্থী মানুষের করণীয় অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানটি অবশ্য করণীয়।

বিধি— বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাবিধি প্রণয়ন প্রসঙ্গে তার অঙ্গীভূত কর্মগুলিরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমেই উল্লেখ্য যে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতেও **'বাস্তুযাগ'** করণীয়।

বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিগুলিতে একথার উল্লেখ না থাকায় এই অবশ্য কৃত্যটি অনুষ্ঠিত হয় না। কিন্তু এটি অত্যন্ত গর্হিত। প্রথমেই এ বিষয়ে বিচার্য যে মৎস্য পুরাণীয় যে বচনে যে যে কাজে বাস্তুযাগের নির্দেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে 'উদ্যান' কথাটির উল্লেখ আছে, উদ্যান বৃক্ষব্যতীত অসম্ভব। সুতরাং বৃক্ষপ্রতিষ্ঠায় বাস্তুযাগ করণীয় — এটি প্রথম যুক্তি। দ্বিতীয় যুক্তি হ'লো যেখানে বাস্তু অর্থাৎ ভূমি সংক্রান্ত ক্রিয়া আছে— যথা বাসগৃহ, মন্দির, জলাশয়, উদ্যান সেখানেই বাস্তুযাগের কথার উল্লেখ আছে। এটি ভূমি সংস্কার বিশেষও বলা যায়। যে ভূমিটিকেউক্ত কাজগুলির জন্য অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, সেই ভূমির পবিত্রতা সাধন এবং সেই ভূমির অধিষ্ঠাতা বা ভূম্যধিকারী

দেবতাদের প্রীতি সম্পাদন হয় বাস্তুযাগের দ্বারা । বৃক্ষও ভূমিতেই অধিষ্ঠান করে, তাই তার প্রতিষ্ঠার সময় বাস্তুযাগ করা বিধেয়। তৃতীয় তথা চরম যুক্তি তথা প্রমাণ হ'লো মহানির্বাণ তন্ত্রের ত্রয়োদশ উল্লাসে বৃক্ষের নাম উল্লেখ করেই বাস্তুযাগের নির্দেশ আছে। বচনটি হ'লো—

জলাশয় গৃহারাম সেতু সংক্রমশাখিনাম্। দেবতানাং প্রতিষ্ঠায়াং বাস্তুদৈত্যং প্রপূজয়েৎ।।

অর্থাৎ জলাশয়, গৃহ ,উদ্যান, সেতু, সংক্রম, বৃক্ষ ও দেবতা প্রতিষ্ঠাতে বাস্তুপুরুষের পূজা করবে।

অকারণে কি প্রত্যবায় জন্মায় তাও এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'অনর্চয়িত্বা যো বাস্তুং কুর্যাৎ কর্মাণি মানবঃ। বিঘ্নং তস্যাচরেদ্বাস্তুঃ পরিবারগণৈঃ সহ।।

অর্থাৎ বাস্তুপূজা না করে উক্ত কাজগুলি করলে বাস্তুপুরুষ তার পরিকরগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে— উক্ত কর্মকর্তার অনিষ্ট করেন।

সুতরাং নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাকালে বাস্তুযাগ কর্তব্য।

দ্বিতীয় অঙ্গকর্ম হ'লো— প্রতিষ্ঠাকর্তা পুরুষ হ'লে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করতে হবে।

বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার বিধি সম্পর্কে মহানির্বাণের সহজ নির্দেশ—

'দেবাগার প্রতিষ্ঠায়াং য এষ কথিতঃ ক্রমঃ। আরাম সেতু সংক্রাম শাখিনামীরিতোঽপি সঃ।।

বিশেষেণাত্র কৃত্যেষু পূজ্যো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ। পূজা হোমৌ তথাসর্বং গৃহদান বিধানবৎ।।

অর্থাৎ দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার যা বিধি , বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাতেও সেই বিধিই অবলম্বনীয়।

'ফলানি সপ্তচাষ্টৌ চ কলধৌতানি কারয়েৎ' সোনার ৭।৮টি ফল দেওয়ার বিধান আছে।

প্রচলিত প্রয়োগে যে ব্রতপ্রতিষ্ঠার মত পাঁচটি ঘটের ব্যবহার দেখা যায়— তার ও যেমন কোনও শাস্ত্রীয় নির্দেশ নাই, তেমনই গাছের নিকট একটি কলাগাছকে নবপত্রিকার মত যে সাজিয়ে রাখা হয় তারও নির্দেশ নাই। কিছু কিছু প্রাচীন পদ্ধতিতে **সোম ও রোহিণীর** পূজা করার বিধান আছে, এ সম্পর্কে একটি প্রাচীন বচন পাওয়া যায়।[১] বরং অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ— এই দুটি মহাপুরাণে, মহানির্বাণতন্ত্রে

১. কদলী বৃক্ষমানীয় বৃক্ষাধো মণ্ডলে শুভে। ব্রাহ্মণৈঃ সহসংগম্য তত্র তমধিবাসয়েৎ। কদল্যাং রোহিণীং ন্যস্য বৃক্ষে সোমং বনস্পতিম্।।

ও পারস্কর গৃহ্যপরিশিষ্টে যে যে নির্দেশ আছে সেগুলির মধ্যে সমতা আছে এবং সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কৃত পুরোহিত দর্পণে এবং রামগোপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠাপদ্ধতিতেও অনুরূপ বিধানই আছে তথাপি এত ঘটের ঘটাঘটি কিভাবে সম্ভব হ'লো তা বলা অসম্ভব। মৎস্যপুরাণে নির্দেশ আছে — যতগুলি বৃক্ষ থাকবে ততগুলি ঘট বসাতে হবে। **'কুম্ভান্ সর্বেষু বৃক্ষেষু স্থাপয়িত্বা নরেশ্বর'**। উক্তপ্রামাণ্য গ্রন্থগুলিতে প্রদত্ত বিধি অনুসারেই প্রয়োগ পদ্ধতি রচনা করা হচ্ছে।

প্রয়োগপদ্ধতি

যজমান পূর্বদিনে সন্ধ্যায় অশ্বত্থবৃক্ষের সম্মুখ ভাগে একটি কলাগাছে কাপড় পরিয়ে স্থাপন করে তিনফের লাল সূতা দিয়ে বেষ্টন করে পূর্ব বা উত্তরমুখে বসে আচমনাদি করে **অধিবাসের স্বস্তি বাচন করে** সঙ্কল্প করবেন—**বিষ্ণুরোম্....... অমুকদেবশর্মা স্বঃ কর্তব্যাশ্বত্থবৃক্ষ প্রতিষ্ঠা কর্মাঙ্গীভূতং রোহিণী সোময়োঃ শুভধিবাসন কর্মাহং করিষ্যে।** তারপর মাষ ভক্ত বলি আদি ন্যাস ও গণেশাদি পঞ্চদেবতায় পূজার পর সোমও রোহিণীয় যথাশক্তি উপচারে—পূজা করে পৃথক পৃথক ভাবে বা একসঙ্গে পৃথক পৃথক দ্রব্য দ্বারা **বৃক্ষে সোমের ও কদলী বৃক্ষে রোহিণীর** অধিবাস করবে।

প্রতিষ্ঠা দিবসে যজমান পূর্বাহ্নমধ্যে নিত্যক্রিয়া সমাপন করে আচমনাদি প্রাথমিক কাজগুলি করে স্বস্তিবাচন করবেন। **ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ অশ্বত্থ(অথবা যে বৃক্ষ হবে সেই নাম) বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা কর্মণি ওঁ পুণ্যাহমিত্যদি** ক্রমে স্বশাখোক্ত স্বস্তিসূক্ত ও সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠান্তে— (১০ পৃ.)

সংকল্প- বিষ্ণুরোম্....... মাসি......পক্ষে...... তিথৌ......গোত্র........ শ্রী অমুকঃ বাল্যপ্রভৃতিসম্ভূতদুরিতধ্বংস পূর্বকৈতদ্বৃক্ষপ্রভবপত্র-পুষ্প-ফল সমসংখ্যক বর্ষাবচ্ছিন্ন স্বর্গকামঃ অশ্বত্থ (অথবা যে বৃক্ষ) বৃক্ষপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে। সংকল্পসূক্ত পাঠান্তে (১০ পৃ.)

বাস্তুযোগ সংকল্প— বিষ্ণুরোম্ ...... অমুকঃ বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা কর্মণি এতদ্‌বাস্তোঃ **সর্বদোষোপশমন কামঃ বাস্তুযাগমহং করিষ্যে। সঃকল্পসূক্ত পাঠান্তে স্বস্তিবাচন হবে। (যজমান পুরুষ হ'লে এইসময় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের সংকল্প হবে। সংকল্পে**

বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাকর্মাভ্যুদয়ার্থং কথাটি উল্লেখ্য।

(পূর্বদিন সন্ধ্যায় অধিবাস করা না হলে এই সময়ই যজমানকে দিয়ে অধিবাসের নিয়মে প্রতিটি দ্রব্যের দ্বারা অধিবাস্ করান উচিত । অনয়ামহ্যা অস্য........ বৃক্ষস্যশুভাধিবাসনমস্তু। ইত্যাদি ক্রমে)

অতঃপর বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা ও বাস্তুযাগের জন্য ব্রহ্মণ বরণ কর্তব্য।

(এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যদি বাস্তুযাগের জন্য পৃথক বেদি না থাকে তাহ'লে একই বেদিতে ঈশানে বরুণ ঘটটি বসিয়ে তারপাশে দক্ষিণ দিকে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমন্ডল রচনা করা হবে। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার তিনটি ঘট বৃক্ষের সম্মুখে থাকবে। বেদির একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে হোমের স্থন্ডিল হবে এবং একই স্থন্ডিলে প্রথমে বাস্তুযাগের হোম করে তারপর বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার হোমগুলি হবে। চরুপাক একসঙ্গে হবে। এখানে খাত পূজা ও ইষ্টক স্থাপনের আবশ্যক নাই।

বৃত ব্রাহ্মণ বেদিতে বসে আচমনাদির পর স্বশাখোক্ত ক্রমে পঞ্চগব্যশোধন, (৩১ পৃ.) বেদিশোধনও চন্দ্রাতপ শোধন (৩২ পৃ.) করে দ্বার পূজা থেকে (৩৩ পৃ. — ৪১ পৃ.) ঘটস্থাপন পর্যন্ত করবেন। তারপর গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজার পর **গণেশ, ব্রহ্মা ও বনস্পতির** পূজা করে অর্চনীয় প্রধান দেবতা **বিষ্ণুর** পূজা করা হবে।

ধ্যান **ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনম্। কিরীটকুন্ডলধরং কনকাঙ্গদভূষণম্।।**
নারায়ণং জগদ্ধেতুং ব্রহ্মাদিভিরপারগম্ । ধ্যানাতীতং গুণাতীতমীশ্বরং পরমং ভজে।।

অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ — 'সর্বৌষধ্যুদকৈঃ পিষ্টাতকবিভূষিতান্। বৃক্ষান্মাল্যৈরলংকৃত্য বাসোভিরভিবেষ্টয়েৎ.......... প্রত্যেকং সর্ববৃক্ষাণাং বেদ্যাং তান্যধিবাসয়েৎ ।। সুতরাং পূর্বদিনে অধিবাসবিধি শাস্ত্রবিধি বহির্ভূত।

ভবিষ্যপুরাণ— ব্রহ্মাণং কলসেঽভ্যর্চেৎ সোমং বিষ্ণুং বনস্পতিম্। অশ্বত্থবৃক্ষ প্রতিষ্ঠায়াং—কুম্ভে বিনায়কঃ পূজ্যো ব্রহ্মনঞ্চাপরে ঘটে স্বদিক্ষু দিক্‌পতীংশ্চাপি বৃক্ষ মূলে নবগ্রহান্।। পুনরায় অন্যত্র—ত্রিহস্তবেদ্যামুপরি স্থাপয়েৎ কলস ত্রয়ম্। গণেশঞ্চ শিবং বিষ্ণুং পূজয়িত্বা পৃণেচ্চরুম্। রক্তসূত্রৈঃ ত্রিগুণিতৈর্বেষ্টয়েদ্ বটবৃক্ষকম্। যবক্ষারবলিং দদ্যাদুৎসৃজেদ্‌বাক্যমুচ্চরন্।।

ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, পীঠপূজা (পীঠন্যাসোক্ত দেবতাদের নামে নামে) করে পুনরায় ধ্যান ও আবাহনান্তে ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ মন্ত্রে ষোড়শোপচারের দ্রব্যগুলি সমর্পণ করা হবে। যথা— রজত আসনটি অর্চনা করে স্তুতিপাঠান্তে (১৬৮-১৬৯ পৃ.) ইদং রজতাসনং ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে পূজা করে **লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শিবকে** আবাহন করে যথাশক্তি উপাচারে পূজা করা হবে। এস্থলে আচারবশতঃ যথাশক্তি উপচারে **সোম** ও রোহিণীর পূজা করা হবে।

সোমের ধ্যান — **ওঁ দ্বিভুজং শুক্লবর্ণঞ্চ সিতবস্ত্রোপশোভিতম্। বরমুদ্রাগদাপাণিং শ্বেতপদ্মাসনস্থিতাং। প্রশান্তং রোহিনীকান্তং সুধাকর স্মিতাননম্।।**

প্রণাম — **ওঁ গৌরবর্ণঃ পুমান্ সৌম্যঃ সর্বৌষধিসমন্বিতঃ। নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।**

রোহিণীর ধ্যান — ওঁ দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গীং স্মেরাননসরোরুহাম্। ক্ষৌমবস্ত্রপরীধানাং বরদাং চন্দ্রবল্লভাম্।।

প্রণাম — **ওঁ নমস্তে রোহিণীদেবি সর্বকামফলপ্রদে। পতিব্রতে বরারোহে নমস্তে চন্দ্রবল্লভে।।**

অতঃপর পঞ্চোপচারে **ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল** ও **আদিত্যাদি নবগ্রহের** পূজা (৪৯ পৃ.— ৫৯ পৃ.) করে গন্ধপুষ্পদ্বারা— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বাদশাদিত্যেভ্যো নমঃ ইত্যাদিক্রমে অষ্টবসুভ্যঃ । একাদশ রুদ্রেভ্যঃ। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। অশ্বিনীকুমারাভ্যাং। সাধ্যেভ্যঃ ঋষিভ্যঃ পূজা শেষ করে বিষ্ণুকে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়ে 'ওঁ' নমো ভগবতে বাসুদেবায়' — দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র যথাশক্তি জপ করে স্তুতি পাঠ করে প্রণাম করবেন। অতঃপর **হোম** করতে হবে।

হোম — **(প্রাসাদপ্রতিষ্ঠায় প্রদত্ত বিধি অনুসারে কর্তব্য।**

চরুপাকে নিম্নোক্ত দেবতাগুলির নামে **জুষ্টগ্রহণ ও চরুহোম হবে—১) গণেশ, ২) ব্রহ্মা, ৩) রোহিণী, ৪) সোম, ৫) বনস্পতি, ৬) দিকপাল, ৭) নবগ্রহ, ৮) বিষ্ণু, ৯) শিব, ১০) লক্ষ্মী ও ১১) সরস্বতী।** উক্ত দেবতাদের চরুহোমের পর সমিধ হোম ও আজ্যহোম করতে হবে। (১০৭ পৃ. থেকে ১১০ পৃ. ৯পং পর্যন্ত কৃত্যগুলি করতে হবে)

সমিদ্ধোমে— গণেশ— বিল্বপত্র ২৮। **ব্রহ্মা**— যজ্ঞডুমুর ২৮, **রোহিণী**— সাকল্য ২৮। **সোম**— পলাশ ২৮। **বনস্পতি**— সাকল্য ২৮। **দিক্‌পাল**— ২৮/৮ করে সাকল্য। **নবগ্রহ** ২৮/৮ করে নবগ্রহসমিধ। **শিব**— বিল্বপত্র ২৮। **দুর্গা**— বিল্বপত্র ২৮।

আচার্যদক্ষিণাদানের পর বৃক্ষটিকে পঞ্চগব্য (৩৫ পৃ.) পঞ্চামৃত দ্বারা (১৩৬ পৃ.) তত্তন্মন্ত্রে এবং সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যাদি মন্ত্রে **স্থাপিত ঘটের জল দ্বারা১** স্নান করিয়ে নূতন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে (আচার বশতঃ চারদিকে চারটি কলাগাছ রোপণ করে) বৃক্ষটিকে সাজিয়ে নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করে প্রণাম করবেন—

ওঁ বৃক্ষরূপিন্ জগন্নাথ সর্বকাম ফলপ্রদ। নমস্তে কমলাকান্ত ঈপ্সিতার্থঞ্চ দেহি মে।।

ত্রাহি মাং ভগবন্নাথ বৃক্ষরূপী হরিঃ স্মৃতঃ । যমলোকে ভয়ংজ্ঞাত্বা ক্রিয়তে তব রোপণম্।।

আধারঃ সর্বভূতানাং সর্বধর্মপ্রবর্তকঃ। ত্বমীশঃ সর্বধর্মাণাং ধর্মরূপ নমোঽস্তুতে।।

দর্শনান্নশ্যতে পাপং লক্ষ্মীর্ভবতিদর্শনাৎ। বর্ধতে কীর্তনাদায়ুঃ সদাশ্বত্থ নমোঽস্তুতে।।

তারপর বামহাত দ্বারা অশ্বত্থবৃক্ষ স্পর্শ করে **এতস্মৈ ওঁ অশ্বত্থবৃক্ষায় নমঃ** বলে জলের ছিটা দিয়ে এতেগন্ধপুষ্পে **ওঁ অশ্বত্থ বৃক্ষায় নমঃ।** এতেগন্ধপুষ্পে **এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।** এতেগন্ধপুষ্পে **এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো নমঃ।** এইক্রমে অর্চনা করে—

উৎসর্গবাক্য — **বিষ্ণুরোম্....... শ্রীঅমুক বাল্যপ্রভৃতি সন্তু তদূরিতধ্বংসপূর্বকৈতদ্ বৃক্ষপ্রভবপত্রপুষ্পফলসমসংখ্যক বর্ষাবচ্ছিন্ন স্বর্গলোকস্থিতিকামঃ ইমম্ অশ্বত্থবৃক্ষং গন্ধাদ্যর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং সর্বভূতেভ্যোঽহমুৎসৃজে।।**

এই বাক্য উচ্চারণ করে বৃক্ষমূলে জল দিয়ে বলবেন— **ওঁ অশ্বত্থবৃক্ষোঽয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ** ।। তারপর **বৃক্ষটি ধরে মন্ত্রপাঠ**—

ওঁ অশ্বত্থ বৃক্ষরূপোঽসি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ। বিষ্ণুরূপধরোঽসি ত্বং পুণ্যবৃক্ষ নমোঽস্তুতে।।

ওঁ অদ্য মে সফলং জন্ম বৃক্ষরূপ জনার্দন। সংসারসাগরেভ্যশ্চ পুত্রবত্তারয়িষ্যসি।।

ওঁ প্রতিষ্ঠিতোঽসি বৃক্ষেণ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ। পতাকাপুষ্পধূপাদ্যৈ রক্ষমাং সর্বতোঽনঘ।।

দক্ষিণাবাক্য — (কাঞ্চনমূল্য অর্চনা করে) **বিষ্ণুরোম্...... কৃতৈতৎ সর্বভূতোদ্দেশ্যকাশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠাকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং**

দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে।। এই সময় দ্বাদশদান উৎসর্গ করা উচিত।[১]

দ্বাদশ দান উৎসর্গ বাক্যে.... এতদশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠাসিদ্ধিপূর্বকং শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ ইমং সশস্যপ্রিয়দত্ত ভূমিমূল্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং শ্রীবিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদে। ইত্যাদিক্রমে দান ও দানদক্ষিণান্তে **ধ্বজোৎসর্গ**।

ধ্বজোৎসর্গ বৃক্ষের ঈশানে বা বায়ুকোণে একটি ধ্বজা স্থাপন করে তার দন্ডটি স্পর্শ করে এতেগন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সবস্ত্র ধ্বজায় নমঃ।........ ...... সম্প্রদানায় বিষ্ণবে নমঃ । মন্ত্রে অর্চনা করে—

উৎসর্গবাক্যে — বিষ্ণুরোম্ .... অমুক মহাপাতকাদিবহুপাপক্ষয়কামঃ অস্মিন্ অশ্বত্থ বৃক্ষে ইমংধ্বজংবস্ত্রাচ্ছাদিতমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং শ্রীবিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

কৃতাঞ্জলি হ'য়ে নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে বৃক্ষটিকে **৩ বার প্রদক্ষিণ** করতে হয়।

ওঁ এষ বিষ্ণুরবিস্ত্বং বৈ ব্রহ্মাচৈব পিতামহঃ। রুদ্রোমহেন্দ্রো বরুণ আকাশং পৃথিবী জলম্।।

বায়ুঃ শাশাঙ্কঃ পর্জন্যো ধনাধ্যক্ষো বিভাবসুঃ। ধ্বজস্যারোপণে নিত্যং প্রীয়তাং সর্বদেবতাঃ।।

দন্ডস্ত্বয়ায়ং ময়িভক্তিবৃক্ষো ধর্মার্থকামত্রয়চারুশাখঃ । ত্বদ্দর্শনাম্ভোময়বৃষ্টিসিক্তঃ প্রভোঽদ্য কৈবল্যফলংদধার।। ওঁ যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তরকৃতানি চ তানি তানি বিনশ্যন্তু প্রদক্ষিণ পদে পদে।। ওঁ নমঃ সর্বহিতার্থায় জগদাধার হেতবে। সাষ্টাঙ্গোঽয়ং প্রণামস্তে প্রযত্নেন ময়া কৃতঃ। ক্ষমা প্রার্থনা— **আবাহনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জনম্। পূজাংচৈব ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর। মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীন ভক্তিহীনং সুরেশ্বর। যৎপূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে। অজ্ঞানাদ্ বিস্মৃতে ভ্রান্ত্যা যন্ন্যূনমধিকং কৃতম্। তৎসর্বং ক্ষম্যতাং দেব প্রসীদ পরমেশ্বর।। তৎসর্বং ক্ষম্যতাং প্রসীদ পরমেশ্বর। কামেশ্বর জগন্নাথ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। গৃহানার্চামিমাং সর্বাং প্রসীদ করুণাময়।। অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম। তস্মাৎ কারুণ্যভাবেন রক্ষ মাং পরমেশ্বর।।**

১। প্রচলিত পদ্ধতিতে দান উৎসর্গের কথা বলা নাই। কিন্তু বাপীকূপতড়াগাদিব্রতদেবগৃহাদিষু । দদ্যাদ্ দ্বাদশদানানি প্রতিষ্ঠাকর্মণি লৈব নৃপ। বচন বলেই আদিপদের দ্বারা দেব প্রতিষ্টা ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাতেও দ্বাদশদান সূচিত হয়। উপরন্তু বৃক্ষপ্রতিষ্ঠায় বিধিসম্পর্কে মহা নির্বাণে উক্ত — 'পূজাহোমৌ তথা সর্বং গৃহদান বিধানবৎ' বচন হেতু ও দ্বাদশদান উৎসর্গ বিধেয়।

(অতঃপর পুরাণাদিগ্রন্থে কোনরূপ নির্দেশ না থাকলেও শ্রদ্ধেয় রামগোপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয় সম্পাদিত পদ্ধতি অনুসারে **পতাকাগলিতোদক দ্বারা ষট্পুরুষের তর্পণের** উল্লেখ থাকছে।)

দক্ষিণ মুখে প্রাচীনাবীতী হয়ে — তিল তুলসীমোটকযুক্ত পতাকাগলিতোদক নিয়ে—

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকঃ তৃপ্যতামেতৎ সতিল পতাকাগলিতোদকং তস্মৈস্বধা। ইত্যাদি ক্রমে **পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ**— এই ছয়জনের এক অঞ্জলি করে জল দেওয়া হবে।

শান্তি—ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ইত্যাদি পৌরাণিক মন্ত্রে এবং **ওঁকয়ানশ্চিত্র** ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রে শান্তি দানের পর কৃতাঞ্জলি হয়ে, বলবেন—

নমোঽস্তু বিশ্বেশ্বর বিশ্বধাম জগৎসবিত্রেভগবন্নমস্তে। সপ্তর্ষিলোকামরভূতলেশ গর্ভেণ সার্ধংবিতরাভিরক্ষাম্।।

যে দুঃখিতাস্তে সুখিনোভবন্তু প্রয়ান্তুপাপানি চরাচরাণাম্। তদ্দানশস্ত্রাহতপাতকানাং ব্রহ্মান্ডদোষাঃ প্রলয়ংব্রজন্তু।।

অতঃপর **অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধানান্তে বিষ্ণুকে প্রণাম করে পুনঃপ্রণাম—**

ওঁ নমস্তে কল্পবৃক্ষায় চিন্তিতার্থপ্রদায়িনে। বিশ্বম্ভরায় দেবায় নমস্তে বিশ্বমূর্তয়ে।।

যস্মাৎ ত্বমেব বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা স্থানুর্দিবাকরঃ । মূর্তোঽমূর্তপরংবীজমতঃ পাহি সনাতনঃ।।

ত্বমেবামৃতসর্বস্বমনন্তঃ পুরুষোঽব্যয়ঃ । সন্তানাদ্যৈরুপেতাস্মান্ পাহি সংসারসাগরাৎ।।

উক্ত দিনে ব্রাহ্মণদের দান ও ভোজন দ্বারা আপ্যায়িত করা শাস্ত্রীয় বিধি।

ইতি বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা পদ্ধতি।

কূপ-পুষ্করিণী-দীর্ঘিকা-দ্রোণ-তড়াগ-বাপী-জলাশয় প্রতিষ্ঠা

বিধি জনগণের কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে জলাশয় নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত কাজ। এর দ্বারা প্রাণিজগতের কতখানি কল্যাণ সাধিত হয়, তা লিপিবদ্ধ করা হ'লে তালিকাটি বহু বিস্তৃত হবে, কিন্তু সে কথা বর্তমানে জনমানস থেকে মুছে গেছে। — এর মূল কারণ সরকারের স্থূল হস্তাবলেপের ফলে ধর্মশাস্ত্রের প্রতি মানুষের অজ্ঞতা, অনীহা ও অবজ্ঞা। ফলে বর্তমানে সরকারী উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ; পুষ্করিণী খননাদি কাজ করতে হচ্ছে। অতীতে মানুষ এই কাজগুলি যাগ-যজ্ঞাদির মত পুণ্যপ্রদকর্মজ্ঞানে করতেন। শাস্ত্রকারগণ মানুষকে এই সমস্ত কল্যাণকর কর্মে উদ্দীপিত করার জন্য পুরাণাদি গ্রন্থে মহিমা কীর্তন করেছেন। জলাশয় নির্মাণ বা প্রতিষ্ঠার মহিমা সম্পর্কে আদিত্যপুরাণে বলা হ'য়েছে — **'সেতুবন্ধরতা যে চ তীর্থশৌচরতাশ্চ যে। তড়াগকূপকর্তারো মুচ্যন্তে তে তৃষাভয়াৎ।।'** অর্থাৎ যাঁরা (জল ধরে রাখার জন্য) সেতুবন্ধ করেন, যাঁরা জলাশয়ের ঘাট, সোপান পরিষ্কার করেন আর যাঁরা তড়াগ, কূপ প্রভৃতি জলাশয় রচনা করেন, তাঁরা (ইহলোকে ও পরলোকে) তৃষ্ণার কষ্ট থেকে মুক্ত হন।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে উল্লেখ আছে, — **'তড়াগকূপকর্তারস্তথা কন্যা প্রদায়িনঃ। ছত্রোপানহদাতারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।।** অর্থাৎ যে সমস্ত মানুষ তড়াগ, কূপ (প্রভৃতি জলাশয়) নির্মাণ করেন, কন্যাদান করেন এবং ছাতা-জুতা দান করেন সে সমস্ত মানুষ স্বর্গগামী হন।

নন্দীপুরাণে বর্ণিত আছে — **'যো বাপীমথবা কূপং দেশে তোয় বিবর্জিতে। খনয়েৎ স দিবং যাতি বিন্দৌ বিন্দৌ শতং সমাঃ'।** অর্থাৎ যে বাপী অথবা কূপ(জলাশয়) খনন করেন তিনি ঐ জলাশয়ের প্রতিবিন্দু জলের সমান শতগুণ বৎসর স্বর্গবাস করেন।

শাস্ত্রকারগণ জলাশয় নির্মাণের এই মহিমাকীর্তনের দ্বারা মানুষের উৎসাহবর্ধন করলেও আত্মশ্লাঘা প্রকাশের পথটি অন্যভাবে রোধ করেছেন। জলাশয়টি নির্মাণ করবেন নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ বা জলকেলির জন্য নয়, সেটিকে সমস্ত প্রাণীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হবে। অর্থাৎ নির্মাণের কর্তৃত্ব থাকলেও স্বামিত্ব ও ভোক্তৃত্ব থাকবে না; **'অহং সর্বভূতেভ্যঃ উৎসৃজে'** — বলে জল ছিটিয়ে উৎসর্গ করার মধ্যেই আছে অসীম উদারতা।

কূপাদির আকার এখন বিচার্য হ'লো যে, আমরা শিরোনামে জলাশয়ের ছয়টি নাম পেয়েছি। এদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য *কিরূপ? শাস্ত্রদৃষ্টে বলা যায়* আকারগত বৈষম্য অনুসারে নামগত পার্থক্য। যেমন কূপ বলতে বলা হয়েছে **'কূপোঽদ্বারকোগর্ত বিশেষঃ'**। অর্থাৎ দ্বাররহিত গর্তবিশেষকে কূপ বলা হয়। পুষ্করিণী ও তড়াগ সম্পর্কে বলা হ'য়েছে — **'চতুর্বিংশত্যঙ্গুলো হস্তোধনুস্তচ্চতুরুত্তরঃ। শতধন্বন্তরশ্চৈব তাবৎ পুষ্করিণীমতা। এতৎপঞ্চগুণঃ প্রোক্তস্তড়াগ ইতি নিশ্চয়ঃ।** (বশিষ্ঠ সংহিতা) অর্থাৎ চবিবশ আঙ্গুলে ১ হাত হয়, চার হাতে ১ ধনুঃ। এরকম ১০০ ধনু পরিসর হলে পুষ্করিণী বলে এবং তার পাঁচগুণ পরিসর হলে তাকে তড়াগ বলে। নব্যবর্ধমানধৃত বশিষ্ঠ বচন থেকে সবগুলির পরিমাপ জানতে পারা যায় — **'শতেন ধনুভিঃ পুষ্করিণী ত্রিভিঃ শতৈ দীর্ঘিকা, চতুর্ভির্দ্রোণঃ পঞ্চভিস্তড়াগঃ দ্রোণাদ্দশগুণ বাপীতি। অর্থাৎ**

১) কূপ —	দ্বার (অর্থাৎ ঘাট) বিহীন গর্ত বিশেষ
২) পুষ্করিণী —	যে জলাশয়ের পরিসর ৪ X ১০০ = ৪০০ হাত থেকে ১২০০ হাতের মধ্যে।
৩) দীর্ঘিকা (দীঘি) —	যে জলাশয়ের পরিসর ৪ X ৩০০ = ১২০০ হাত থেকে ১৬০০ হাতের মধ্যে।
৪) দ্রোণ —	যে জলাশয়ের পরিসর ৪ X ৪০০ = ১৬০০ হাত থেকে ২০০০ হাতের মধ্যে।
৫) তড়াগ —	যে জলাশয়ের পরিসর ৪ X ৫০০ = ২০০০ হাত থেকে ১৬০০০ হাতের মধ্যে।
৬) বাপী —	যে জলাশয়ের পরিসর ১৬০০ X ১০ = ১৬০০০ হাত থেকে তার বেশি।

জলাশয়ারম্ভ কালঃ— হিন্দুদের সমস্ত কর্মই ধর্মনির্ভর বলে কালাকালের বিষয়টি অধিক মাত্রায় বিচার্য। ব্যবহারিক জগতেও কিন্তু অসময়ে কোনও কার্য আরম্ভ করলে তার সমাপ্তি বা শুভ পরিণাম দেখতে পাওয়া যায় না। জলাশয় আরম্ভ করার কাল সম্পর্কে রঘুনন্দন ধৃত দীপিকার বচন অনুসারে — পুষ্যা, অনুরাধা, হস্তা, উত্তরাত্রয়, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, রোহিণী, পূর্বাষাঢ়া, মঘা, মৃগশিরা নক্ষত্রে রবিশুদ্ধ সময়ে শুভবার, তিথিযোগে, পাপগ্রহ দুর্বল হলে চন্দ্রের পরিপুষ্টি সময়ে চন্দ্রজলরাশিগত ও শুক্র লগ্নের দশমে অবস্থিত হ'লে শুভ নবাংশের উদয়ে বৃহস্পতি ও বুধ উদিত হলে জলাশয়ের আরম্ভ শুভ হ'য়ে থাকে।

জলশয়োৎসর্গে নারী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেরই অধিকার আছে। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবচন — **পিতৃব্যগুরুদৌহিত্রান্ ভর্তুঃ স্বগীয় মাতুলান্ পূজয়েৎ কব্যপূর্তাভ্যাং বৃদ্ধানাথাতিথীন্ স্ত্রিয়ঃ।।**

জলাশয়োৎসর্গেও বাস্তুযাগ অবশ্য কর্তব্য। মহাকপিল পঞ্চরাত্রে বলা হ'য়েছে — 'জলাধার গৃহার্থঞ্চ যজেদ্বাস্তুং বিশেষতঃ।'

গ্রহযাগ, বাস্তুযাগ, জলাশয়োৎসর্গ ও আরামোৎসর্গে প্রথমে সঙ্কল্প করে পরে স্বস্তিবাচন করতে হয়। বিধিবাক্য হ'লো — **'গ্রহে বাস্তৌ তথা যাগে আরামে চ জলাশয়ে। সঙ্কল্পং প্রথমং কুর্যাৎ পশ্চাত্তু স্বস্তি বাচয়েৎ।।'**

আর একটি বিশেষ বিধি হলো — কূপ, আরাম ও জলাশয়োৎসর্গে পূর্বমুখে বসে সঙ্কল্প করতে হয়। প্রমাণ — **'জলাশয়ারাম কূপে সঙ্কল্পং পূর্বদিঙ্মুখঃ। সাধারণে চোত্তরাস্য ঐশান্যাং নিক্ষিপেৎ পয়ঃ।।'**

এখানে অগ্নির নামকরণেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠা থেকে পার্থক্য আছে। সমস্ত প্রতিষ্ঠা কর্মে অগ্নির নাম **'লোহিত'**, কিন্তু জলাশয় প্রতিষ্ঠায় হয় **'বরুণ'। 'জলাশয় প্রতিষ্ঠায়াং বরুণঃ সমুদাহৃতঃ'।**

আয়োজন জলাশয়ের পশ্চিম প্রান্তে চার হাত দৈর্ঘ ও চার হাত প্রস্থ বিশিষ্ট দুইটি বেদি করতে (১টি বাস্তুযাগের ও অন্যটি জলাশয়োৎসর্গের) হবে। দুটি বেদিই সুসজ্জিত ও চারকোণে চারটি করে দ্বার ঘট সমন্বিত হবে। (বাপীকূপতড়াগানাং পশ্চিমে যাগমণ্ডপং। কুর্যাদ্‌যথাক্রমেণৈব কলসং মধ্যমোত্তমম্।।) বাস্তুযাগের বেদিতে বাস্তুমণ্ডল এঁকে তার জন্য ছয়টি ঘট, ভৃঙ্গার, ইষ্টক প্রভৃতি উপকরণ রাখা হবে। জলাশয়োৎসর্গে বেদিতে ঈশান কোণে শান্তি ঘটের জন্য একটি অষ্টদল পদ্ম এঁকে তার দক্ষিণ পার্শ্বে একহাত দৈর্ঘপ্রস্থ স্থানে একটি **গ্রহমণ্ডল** আঁকা হবে আবার তার দক্ষিণ পার্শ্বে একহাত পরিমিত স্থানে **চক্রাব্জ** মণ্ডল আঁকতে হবে। চক্রাব্জমণ্ডলের চারকোণে **চারটি ঘট** থাকবে চতুঃসমুদ্রের পূজার জন্য। মাঝে **১টি তামার ঘট** দেওয়াই প্রশস্ত কারণ তাম্রাধারে রাজতী বরুণ প্রতিমা স্থাপন করে পূজা করতে হয়।

১টি ধেনু ও তার স্বর্ণশৃঙ্গাদি সাজ এবং যূপকাষ্ঠ ও নাগদণ্ড প্রয়োজন। যূপটি হবে পলাশ, যজ্ঞডুমুর, বিল্ব বা অশ্বত্থ বৃক্ষ নির্মিত তার পরিমাপ যজমানের দীর্ঘতানুরূপ। নাগযষ্টিও অনুরূপ পলাশাদি বৃক্ষের হবে। তার পরিমাপের ক্ষেত্রে বলা যাচ্ছে ১২ বা ১৫ বা ২০ বা ২১ হাত হবে। এরই মাথায় শূল চক্র দেওয়া হবে।

চক্রাব্জমণ্ডল অঙ্কন বিধি একহাত বর্গক্ষেত্রে পূর্বপশ্চিমে ৯টি রেখা ও উত্তর দক্ষিণে নয়টি রেখাপাত করলে ৬৪টি কক্ষ হবে মাঝে ৪টি কক্ষে একটি অষ্টদল পদ্ম এঁকে তার উপরের দিকে আরও একটি করে ঘর নিয়ে — পদ্মকে বেষ্টন করে

পীত, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণের তিনটি বৃত্ত আঁকা হবে। তারপর ক্ষেত্রের চারদিকে প্রথম সারির ঘরগুলিকে ছকে নির্দেশ করা রক্তের গুঁড়ি দিয়ে ভরাতে হবে। এরপরের সারির ঈশানকোণের ঘরে তাম্রবর্ণ ভেক, তারপাশের ঘরে রৌপ্য বা শ্বেতবর্ণ মৎস্য, তারপর দুটি ঘর ছেড়ে রক্তবর্ণ সর্প, তারপাশের ঘরে স্বর্ণবর্ণ কূর্ম, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্বর্ণবর্ণ মকর, মাঝের দুটি ঘরে লৌহ বা কৃষ্ণবর্ণ শুশুক, উত্তর পশ্চিম কোণের ঘরে তাম্রবর্ণ কর্কট এঁকে মণ্ডলের চারদিকে শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের তিনটি রেখা করতে হবে।

গ্রহমণ্ডল একটি চতুষ্কোণ মণ্ডলে নয়টি কোষ্ঠ নির্মাণ করে চিত্রানুযায়ী এক একটি কোষ্ঠে গ্রহের আকৃতি পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে আঁকতে হবে। নবগ্রহের যন্ত্ররূপী আকার যথা— রবির বর্তুল আকার অর্থাৎ গোলাকার, চন্দ্রের অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি আকার, মঙ্গলের ত্রিকোণ আকার, বুধের ধনুরাকার, বৃহস্পতির পদ্মাকার, শুক্রের চতুষ্কোণ আকার, শনির খড়্গাকার, রাহুর মকর আকার, কেতুর সর্প আকার, গ্রহগণের এইরূপ যন্ত্র হয়।। মণ্ডলের মধ্যস্থানে রক্তবর্ণ সূর্য, অগ্নিকোণে শ্বেতবর্ণ চন্দ্র, দক্ষিণে রক্তবর্ণ মঙ্গল, ঈশান কোণে পীতবর্ণ বুধ, উত্তরে পীতবর্ণ বৃহস্পতি, পূর্বদিকে শ্বেতবর্ণ শুক্র, পশ্চিমে কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ শনি, নৈঋতকোণে কৃষ্ণবর্ণ রাহু ও বায়ুকোণে ধূম্রবর্ণ কেতু গ্রহের আকৃতি অঙ্কন করতে হবে।

মণ্ডলস্য লিখেন্মধ্যে রবিঃ রক্তং সুবর্ত্তুলম্।
অগ্নিকোণে সিতং চন্দ্রং চন্দ্রার্দ্ধ সদৃশাকৃতিম্।।৬০।।
দক্ষিণে মঙ্গলং কুর্য্যাত্রিকোণং লোহিতাকৃতিম্।
ঈশানে ধনুরাকারং পীতবর্ণঞ্চ সোমজম্।।৬১।।
উত্তরে পীতবস্ত্রঞ্চ পদ্মাকারং বৃহস্পতিম্।
চতুরস্রঞ্চ পূর্ব্বস্যাং শুক্রবর্ণং ভৃগোঃ সুতম্।।৬২।।
পশ্চিমে কৃষ্ণবর্ণাঢ্যং খড়্গাকারং শনৈশ্চরম্।
নৈঋতে মকরাকারং কৃষ্ণাঙ্গং সিংহিকাসুতম্।।
ধূম্রবর্ণঞ্চ বায়ব্যে কেতুং সর্পাকৃতিং লিখেৎ।।৬৩।।

মণ্ডলের মধ্যদেশে রবির রক্তবর্ণ সুবর্তুলাকার, অগ্নিকোণে চন্দ্রের শুক্ল বর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আকার, দক্ষিণে মঙ্গল রক্তবর্ণ ত্রিকোণ আকার, ঈশানকোণে বুধ পীতবর্ণ ধনু আকার, উত্তরে বৃহস্পতি পীতবর্ণ পদ্মাকার, পূর্বদিকে শুক্র শুক্লবর্ণ চতুষ্কোণ আকার, পশ্চিমে শনি কৃষ্ণবর্ণ খড়্গাকার, নৈঋতকোণে রাহু কৃষ্ণবর্ণ মকর আকার, বায়ুকোণে ধূম্রবর্ণ কেতু সর্পাকার, গ্রহগণের এই রূপ আকৃতি হয়। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩।

প্রয়োগ

যজমান নিত্যক্রিয়া সমাপন করে হাত পা ধুয়ে যাগমণ্ডপে এসে পূর্বমুখে বসে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, গন্ধাদির অর্চনা করে সূর্যার্ঘ্যদান করে সঙ্কল্প করবেন।

জলাশয়প্রতিষ্ঠায় সঙ্কল্প— বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ (শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ) অদ্য অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্র মাস) অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ/গোত্রা অমুকদেবশর্মা/দেবী (দাসঃ/দাসী) চতুর্বর্গমহীদানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তি সহিত এতদ্ জলাশয়স্থিত প্রত্যেক জলবিন্দুসমসংখ্যশতবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গপ্রাপ্তি কামঃ/কামা জলপূর্ণ পুষ্করিণী/দীর্ঘিকা/তড়াগ-জলাশয়োৎসর্গ কর্মাহং করিষ্যে।

পরে স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠান্তে স্বস্তিবাচন করবেন—

স্বস্তিবাচন— ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ জলপূর্ণ পুষ্করিণী জলাশয়োৎসর্গ কর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ইত্যাদি ক্রমে স্বস্তিবাচন করে **বাস্তুযাগের** সঙ্কল্প করা হবে। যথা— **বিষ্ণুরোম্ ....জলপূর্ণজলাশয়োৎসর্গবাসরে এতদ্বাস্তু-দোষোপশমন কামঃ / কামা বাস্তুযাগমহং করিষ্যে। পরে স্বস্তিবাচন** করে হাতে শ্বেতসর্ষপ নিয়ে ছড়াতে ছড়াতে মন্ত্রটি পাঠ করবেন যথা —

ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।

অপসর্পন্তু তে সর্বে যে চান্যে বিঘ্নকারকাঃ।।

বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ।

সিদ্ধার্থকৈর্বজ্রসমান কল্পৈর্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু।।

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের অভিলাপ অতঃপর বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ইত্যাদি জলপূর্ণ জলাশয়োৎসর্গ কর্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ গৌর্যাদি ষোড়শ- মাতৃকাপূজাবসোর্ধরাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্ত জপাভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে। সঙ্কল্পান্তে সংকল্পসূক্ত পাঠ করে সঙ্কল্পিত কাজগুলির জন্য নারায়ণ গুরু পুরোহিত ব্রহ্মা, আচার্য, হোতা ও সদস্য বরণ করা হবে।

বরণ বাক্য যথা বিষ্ণুরোম ..... মৎসঙ্কল্পিতে অস্মিন জলপূর্ণ জলাশয়োৎসর্গ কর্মণি ব্রহ্মকর্ম করণায় অমুক গোত্রং শ্রী ..... দেবশর্মানম্ এভিগন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। (এক্ষেত্রে ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য ও সদস্য বাস্তুযাগের জন্য বরণ করতে হবে।)

বৃত ব্রাহ্মণ জলাশয়োৎসর্গ বেদিতে বসে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, গন্ধাদি অর্চনা করে পঞ্চগব্য শোধন (৩৬ পৃ.) ও তার দ্বারা বেদিশোধন করে (৩৭ পৃ.) দ্বারপূজা থেকে ঘটস্থাপন (৩৯ পৃঃ — ৪৯ পৃঃ) পর্যন্ত ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজার শেষে গ্রহমণ্ডলে নবগ্রহের পূজা করতে হবে।

এখানে পূজার বিশেষ হলো — ৫৪ পৃঃ - ৫৮ পৃঃ পর্যন্ত দৃষ্টে সূর্যাদি নবগ্রহের (মণ্ডলে মধ্যে রক্তবর্ণ বর্তুলাকার, রক্তবর্ণ সূর্যের, অগ্নিকোণে শ্বেত অর্ধচন্দ্রাকার চন্দ্রের, দক্ষিণে রক্ত ত্রিকোণ-মঙ্গলের, ঈশানে পীত ধনুরাকার বুধের, উত্তরে পীত পদ্মে বৃহস্পতির, পূর্বে শ্বেত চতুষ্কোণে শুক্রের, পশ্চিমে নীল খড়্গাকৃতি শনির, নৈঋতে কৃষ্ণ মকরাকৃতি রাহুর এবং বায়ুকোণে কৃষ্ণ সর্পাকৃতি কেতুর) পূজা করে তাঁদের দক্ষিণে অধিদেবতা ও বামে প্রত্যধিদেবতাকে আবাহন করে পঞ্চোপচারে পূজা করতে হবে। এখানে প্রত্যেকের অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার নাম দেওয়া থাকছে।

অধিদেবতা/প্রত্যধিদেবতা সূর্যের— **শিব, অগ্নি।** চন্দ্রের— **উমা, অপ্(জল)** মঙ্গলের—**স্কন্দ, পৃথিবী।**

বুধের— **নারায়ণ, বিষ্ণু**। বৃহস্পতির— **ব্রহ্মা, ইন্দ্র**। শুক্রের— **ইন্দ্র, শচী**। শনির— **যম, প্রজাপতি**। রাহুর— **কাল, সর্প**। কেতুর— **চিত্রগুপ্ত, ব্রহ্মা**।

অধিদেবতা প্রত্যধিদেবতা সহ নবগ্রহের পূজার পর পঞ্চ লোকপালের পূজা ঐ মণ্ডলেই হবে। যথা— মণ্ডলের দক্ষিণে— **বিনায়ক**, পশ্চিমে— **দুর্গা**, বায়ুকোণে— **বায়ু**, উত্তরে— **আকাশ** এবং পূর্বে **অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের** আবাহন করে পঞ্চোপচারে পূজা করতে হবে।

গ্রহবলি পূজার শেষে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক পাত্রে গ্রহগণের নির্দিষ্ট বলি দিতে হয়। যথা **এষ গুড়োদন বলিঃ ওঁ সূর্যায় নমঃ**। এইক্রমে ঘৃতপায়স **বলিঃ চন্দ্রায়। যবতণ্ডুলায় বলিঃ মঙ্গলায়। ক্ষীরোদন বলিঃ বুধায়। দধ্যোদন বলিঃ বৃহস্পতয়ে। সকর্পূরঘৃতান্নবলিঃ শুক্রায়। কৃষ্ণতিলোদন বলিঃ শনৈশ্চরায়। আমমাংসবলিঃ রাহবে। চিত্রোদন বলিঃ কেতবে**। অভাবে প্রত্যেককে **ঘৃতপায়স** বলি দেওয়া যায়।

লোকপাল বলি এসময় **বিনায়ক, দুর্গা, বায়ু, আকাশ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেও** ঘৃতপায়স বলি দিতে হবে।

এরপর চক্রাব্জমণ্ডল মধ্যে পূর্বাদি দিকে ইন্দ্রাদি দশদিক পালের যথাশক্তি উপচারে (৪৯ পৃঃ — ৫৩ পৃঃ) পূজা করে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক পাত্রে ঘৃতপায়স বলি দিতে হবে। যথা— **এষ ঘৃতপায়স বলিঃ ইন্দ্রায় নমঃ** ইত্যাদি ক্রমে।

তারপর উক্তমণ্ডলের মধ্যস্থলে তাম্রঘটে তাম্রাধারে চার আঙ্গুল পরিমিত **রজতময়ী বরুণ প্রতিমা** রেখে 'বং' বীজমন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করে ধ্যান করা হবে—

ওঁ প্রসন্নবদনং সৌম্যং হিমকুন্দেন্দু সন্নিভম্। সর্বাভরণসংযুক্তং সর্বলক্ষণলক্ষিতম্।

কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তমিবস্থিতম্। লাবণ্যামৃতধারাভিস্তর্পয়ন্তমিব প্রজাঃ।

রাজহংস সমারূঢ়ং পাশব্যগ্রকরং শুভম্ পুষ্করাদ্যৈর্ঘনৈঃ সর্বৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্।

***গৌর্যাকান্ত্যা* চানুগতং নদীভিঃ পরিবারিতম্। নাগৈর্যাদোগণৈর্যুক্তং ব্রহ্মাণমিব চাপরম্।।**

সৃষ্টিসংহারকর্তারং নারায়ণশিবাপরম্।।

ধ্যান করে মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘস্থাপন ও পীঠপূজার পর বরুণপ্রতিমা স্পর্শ করে— ওঁ আং হ্রীং ক্রোং **যং** রং লং বং শং ষং সং হোঁ হং সঃ বরুণস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ ইত্যাদি ক্রমে **প্রাণপ্রতিষ্ঠা** করে পুনরায় ওঁ প্রসন্নবদনং ইত্যাদি ধ্যান করে ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জনীস্থো বরুণস্য ঋত সদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ— **ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ বরুণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ** ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করে ষোড়শোপোচারে পূজা করা হবে।

পূজার মন্ত্র **'ওঁ বং বরুণায় নমঃ'**।। অথবা 'ওঁ বোঁ। এসময় বরুণের উদ্দেশ্যে পাদুকা, ছত্র, শয্যা, দর্পণ ও ব্যজনী (পাখা) উৎসর্গ করতে হয়।

বরুণের পূজার পর ঐ স্থানে **ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, বিনায়ক, কমলা ও অম্বিকার** আবাহনপূর্বক পঞ্চোপচারে পূজা কর্তব্য।

অতঃপর **চক্রাব্জমণ্ডলের** নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে স্থাপিত **স্বর্ণময় কূর্ম ও মকর, রজতময় মৎস্য ও ডণ্ডুভ, তাম্রময় কর্কট ও ভেক, লৌহময় শিশুমার**— জলচর প্রাণীদের পূজা করে—

স্বর্ণময় বা অঙ্কিত অষ্টনাগ— **অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খকে** আবাহন করে পঞ্চোপচারে পূজা করা হবে।

তারপর চারকোণে স্থাপিত **চারটি ঘটেই**

ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্যমধ্যাৎ পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ।

ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবী রিহমামবন্তু। মন্ত্রটি পাঠ করে— **ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ সমুদ্রা ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত** ইত্যাদিক্রমে আবাহন পূর্বক ওঁ সমুদ্রেভ্যো নমঃ মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা একই ক্রম চারটি ঘটে হবে।

এরপর ঈশানকোণস্থ শান্তি ঘটটিতে প্রথমে বরুণের আবাহন করে বরুণের পঞ্চোপচারে পূজা করে তারপর 'সিংহস্থা

শশিশেখরা ...... ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান মানসপূজা ও পুনরায় ধ্যান ও ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন। সসস্তশ্বক সুভদ্রিকাং কাম্পিল্যবাসিনীম্ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ শান্তিদেবি ইহাগচ্ছ ইত্যাদিক্রমে আবাহন করে ষোড়শোপচারে পূজা করা হবে।

হোম

ব্রাহ্মণ স্থণ্ডিলের সম্মুখে বসে স্বগৃহ্যোক্ত বিধিতে অগ্নিস্থাপন থেকে ব্রহ্মস্থাপন পর্যন্ত সামবেদী— ৬১ পৃঃ. থেকে ৬২ পৃঃ. যজুর্বেদী— ৬৯ পৃঃ. থেকে ৭১ পৃঃ. ঋগ্বেদী— ৭৪ পৃঃ. থেকে ৭৬ পৃঃ করে চরুপাক করবেন।

চরুপাক (সকল বেদেরই এক নিয়ম ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এখানে তার সঙ্গে বিশেষ হচ্ছে কেবল বরুণের উদ্দেশ্যেই জুষ্ট গ্রহণ হবে। অর্থাৎ সামবেদীর— **ওঁ বরুণায়ত্বা জুষ্টং নির্বপামি**। অন্যান্যদের— **ওঁ বরুণায়ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ) বরুণায়ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন) বরুণায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (অভ্যুক্ষণ) তারপর অমন্ত্রক দুবার নিয়ে মুষল দিয়ে** আঘাত করে ধুয়ে পাক করতে হবে। করণীয় বিধি —৬২ পৃঃ. দ্র.

চরুপাকের পর— সামবেদীর ভূমিজপ থেকে বিরূপাক্ষজপ পর্যন্ত (৬২ পৃঃ— ৬৫ পৃঃ) কর্তব্য। যজুর্বেদীর— ৬২ পৃঃ—৬৩ পৃঃ পর্যন্ত এবং ঋগ্বেদীর— ৭৬ পৃঃ. থেকে ৭৭ পৃঃ. পর্যন্ত কর্তব্য।

প্রকৃত কর্ম

অগ্নে ত্বং বরুণনামাসি মন্ত্রে নামকরণ করে ধ্যান আবাহন ও পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রথমে ঘৃতাক্ত প্রাদেশ পরিমিত একটি কুশ আহুতি দিয়ে মহাব্যাহৃতি হোম করে ঘৃত দ্বারা বরুণ হোম করা হবে নিম্নোক্ত মন্ত্রে—

ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানাযন্ত্যনিবিশমানাঃ।

ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভোররাদ তা আপো দেবী রিহ মামবন্তু স্বাহা।।১।।

ওঁ যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ।

সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবী রিহ মামবন্তু স্বাহা।।২।।

ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাম্।

মধুশ্চু তঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবী রিহ মামবন্তু স্বাহা।।৩।।

ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বে দেবা যা সূর্জং মদন্তি।

বৈশ্বানরো যা স্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবী রিহ মামবন্তু স্বাহা।।৪।।

চরুহোম— প্রত্যেকবার চরুমধ্যে ঘৃতধারা দিয়ে চরু নিয়ে তাতে পুনরায় ঘৃতধারা দিয়ে মন্ত্র পাঠ করে আহুতি দিতে হবে।

"ওঁ তত্ত্বা যামি ব্রাহ্মণা বন্দ্যমানস্তদাশাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ।

অহেড়মানো বরুণেহবোধ্যুরুশংসমা ন আয়ুঃ প্রমোষীঃ স্বাহা।।৫।। — সামবেদী ব্যতীত অন্যবেদীরা মন্ত্রান্তে 'ইদং বরুণায়' বলিবে। এই প্রকার সর্ব্বত্র উচ্চার্য্য।

ওঁ তদিদং নক্তং তদ্দিবাসন্ধ্যামাহুস্তদয়ং কেতো মাবিচষ্ট।

শুনঃশেফোহয়মস্মদ্‌গৃহীতং সোহস্মান্ রাজা বরুণো মুমোক্তু পাশান্ স্বাহা।।৬।।

ওঁ শুনঃশেফোহ্যস্মদ্‌গৃহীতস্ত্রিম্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।

অবৈরং রাজা বরুণং মমৃজ্যাদ্বিদ্যাৎ অবদ্ধো বিমুমোক্তু পাশান স্বাহা।।৭।।

ওঁ অবতেঅহেলো বরুণং মনোভিরবযজ্ঞেভিরীমহে।

হবির্ভিঃ ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুরঃ প্রচেতা রজয়েনাংসি স্নিগ্ধতঃ কৃতানি স্বাহা।।৮।।

ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায় অথাদিত্যব্রতে বয়ং তবানাগসোহদিতয়ে স্যামঃ স্বাহা।।৯।।

ওঁ ত্বয়োহগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেড়োঅবযাসিষীষ্ঠাঃ।

যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বান্ দ্বোষাংসি প্রমুমুগ্ধাস্মৎ স্বাহা।।১০।।

ওঁ স ত্বমোহগ্নে বমো ভবোতি নেদিষ্ঠো অস্যা উষযো বুষ্টৌ।

অবযক্ষ্বণো বরুণং ররাণো ব্রীহিমৃড়ীকংসুহবো ন এধি স্বাহা।।১১।।

ওঁ ইমং মে বরুণশ্রুধী হবমত্যা চ মৃড়য়ত্বাম বস্যুবাচকে স্বাহা।।১২।।

চরুহোমান্তে স্থালীর ঈশানকোণ থেকে প্রচুর চরু স্রেক্ষণে নিয়ে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নিতে ঈশানকোণে আহুতি দিতে হবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যদস্য কর্ম্মণোহত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরম্। অগ্নিস্তৎ স্বিষ্টিকৃদ্বিদ্বান্ সর্বস্বিষ্টং সুহুতং করোতু মে।। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সংবর্দ্ধয়িত্রে সর্বান্নঃ কামান্ সংবর্দ্ধয় স্বাহা।।

তৎপরে মেক্ষণ অগ্নিতে ফেলিয়া "আকৃষ্ণেণ রজসা" প্রভৃতি নয়টী মন্ত্রে নবগ্রহের অর্ক পলাশাদি সমিধ দ্বারা প্রত্যেকের ২৮ বা ৮টি করে আহুতি দিয়ে দশদিকপালেরও আটটি করে তিলাজ্য সমিধ দ্বারা আহুতি দিতে হবে।

প্রত্যাহুতি সকলবেদীরই কর্তব্য, তবে সামবেদী ব্যতীত অন্যেরা 'ইদং বরুণায়' প্রত্যেক বার বলবে। এরপর উদীচ্য কর্ম।

সামবেদী— ৮০ পৃ. — ৮৩ পৃ.। যজুর্বেদী— ৮৪ পৃ.— ৮৬ পৃ.। ঋগ্বেদী— ৮৭ পৃ.— ৮৯ পৃ.

(উদীচ্য কর্মে প্রত্যক্ষদেবতার হোমে ব্রহ্মার **২৮টি যজ্ঞডুম্বুর, শিবের ২৮টি বিল্বপত্র, বিষ্ণুর ২৮টি যজ্ঞডুম্বুর বিনায়কের ২৮টি বিল্বপত্র**, কমলা অম্বিকা ও শান্তির ২৮টি করে করে বিল্বপত্র আহুতি দিতে হবে। তাছাড়াও সমস্ত গ্রহাধিদেবতা, প্রত্যধিদেবতা, বিনায়কাদি লোকপাল ও অষ্টনাগের উদ্দেশ্যে একটি করে ঘৃতাহুতি দিতে হবে।)

এরপর **পূর্ণপাত্রদান, অগ্নিবিসর্জন, তিলকদান** প্রভৃতি করে **ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্ত স্তেমহে। উপপ্রয়ন্ত মরুতঃ সুদানব, ইন্দ্রপ্রাশুর্ভবা সচা।**' মন্ত্রটি পাঠ করে শান্তি ঘটটি তুলে নিয়ে **'কয়া নশ্চিত্র** *ইত্যাদি বৈদিক ও* **সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু** ইত্যাদি পৌরাণিক শান্তি দিতে হয়।

তারপর অশ্বত্থ, যজ্ঞডুম্বুর, বট বা বিল্ববৃক্ষ নির্মিত যজমান প্রমাণ যূপকাষ্ঠটিকে জলাশয়ের ঈশানকোণে নিয়ে গিয়ে— **ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে** মন্ত্রটি পাঠ করবে।

তারপর জলাশয় খাতের পাঁচহাত দূরে যূপ পোঁতার জন্য যূপের মাপের তিনভাগের একভাগ গর্ত করতে হয়। সেই গর্তের মধ্যে— অঙ্গুলিদ্বারা একটু গর্ত্ত করে নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঐ গর্ত্তে দুইবার ঘৃত প্রদান করতে হয়। মন্ত্রদ্বয় যথা—

ওঁ অচ্যুতায় ভৌমায় স্বাহা।।১।। ওঁ অন্তরীক্ষায় ভৌমায় স্বাহা।।২।।

অনন্তর ঐ গর্ত্তমধ্যে **পঞ্চরত্ন, লাজ, দুগ্ধ, দধি, শক্তু, গুড়, মধু ও পিষ্টকাদি** নিক্ষেপ করে নিম্নোক্ত মন্ত্রে যূপের অভিমন্ত্রণ করা হবে। যথা—

ওঁ বনস্পতে বীড়্বঙ্গো হি ভুয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ। গোভিঃ সংনদ্ধো অসি বীড়য়স্বাস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি।

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠে যূপ সঞ্চালন করা হবে। যথা—

ওঁ অয়মুর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব।

পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ।

নিম্নলিখিত প্রথমমন্ত্রে যূপ জলাশয় অভিমুখীন করিয়া দ্বিতীয়মন্ত্রে গর্ত্তমধ্যে আরোপণ করা হবে।

ওঁ যূপবৃক্ষা উত যে যূপবাহাশ্চসালং যে অশ্ব যূপায় তক্ষতি।

যে চার্ব্বতে পচনং সম্ভরস্ত্যতো তেষামভিগূর্ত্তির্ন ইন্বতু।।১।।

ওঁ স্থিরো ভব বীড়্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্ পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নে পুরীষবাহনঃ।।২।।

নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যূপ অবলোকন করতে হয় যথা—

ওঁ গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা মন্থামি। ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি। জাগতেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি। এভাবে যূপ দর্শন করে

যজমান "এতৎ পাদ্যং ওঁ যুপায় নমঃ।" ইত্যাদি ক্রমে পূজা করে যুপ প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করবে। অনন্তর যজমান পুত্রকলত্রাদি বান্ধবগণে পরিবৃত হয়ে সালঙ্কারা সর্ব্বায়বসম্পন্না সবলা ও সবৎসাধেনুর পুচ্ছদেশ ধারণ করে জলাশয়ের পশ্চিমকূলে অবতরণ করবে। তীরে ঈশানকোণে ঐ গাভীর বৎস বেঁধে রেখে যাবে। তাহলে গাভী ঐ ঈশানকোণেই আসবে।

গাভীর পুচ্ছ ধরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করবে,—

ওঁ ইদং সলিলং পবিত্রং কুরুষ্ব শুদ্ধঃ পূতোঽমৃতঃ সন্তু নিত্যম্।

তারয়ন্তী সর্ব্বতীর্থাভিষিক্ত লোকালোকং তরতে তীর্য্যতে চ।।

পূর্বকূলে সমাগতা গাভীর পুচ্ছ গলিত সতিলজলদ্বারা তর্পণাধিকার ব্যক্তি স্ব স্ব বেদোক্ত বিধানে তর্পণ করবে। যথা অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিল-ধেনুপুচ্ছগলিতোদকং তস্মৈ স্বধা।। ইত্যাদিক্রমে এসময় পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতমহ এই ছয় পুরুষের তর্পণ করতে হয়। তারপর শেষে— "ওঁ গতাশ্চাত্রাগমিষ্যন্তি যে কূলে মম বান্ধবাঃ। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু ময়া দত্তজলেন বৈ।।" এই মন্ত্রে একবার তর্পণ করবে। ব্রহ্মাদ্যা দেবতা সর্বে ঋষয়ো মুনয়স্তথা। অসুরা যাতুধানাশ্চ মাতরশ্চণ্ডিকা স্তথা। দিক্‌পালা লোকপালাশ্চ গ্রহদেবাধিদেবতাঃ। তে সর্বে তৃপ্তিমায়ান্ত্ব গোপুচ্ছোদকতর্পিতাঃ।। বিশ্বেদেবাস্তথাদিত্যাঃ সাধ্যাশ্চৈব মরুদ্‌গণাঃ। ক্ষেত্রপীঠোপপীঠানি নদা নদ্যশ্চ সাগরাঃ। তে সর্বে ....।।

পাতালনাগকন্যাশ্চ নাগাশ্চৈব সপর্বতাঃ। পিশাচাগুহ্যকাঃ প্রেতা গন্ধর্বা গণরাক্ষসাঃ। তে সর্বে ....।।

পৃথিব্যাপশ্চ তেজশ্চ বায়ুরাকাশমেব চ। দিবি মুখ্যন্তরিক্ষে চ যেন পাতাল বাসিনঃ। তে সর্বে ....।।

শিবঃ শিবাস্তথা বিষ্ণুঃ সিদ্ধির্লক্ষ্মী সরস্বতী, তপোবনানি ভগবানব্যক্তঃ পরমেশ্বরঃ। তে সর্বে ....।।

সর্বেঽপি যক্ষরাজানঃ দক্ষিণঃ পশবশ্চ যে। স্বেদতোদ্ভিদ্যজা জীবা অণ্ডজাশ্চ জরায়ুজাঃ। তে সর্বে ....।।

অন্যেঽপি বনজীবা যে দিবা নিশিবিহারিণঃ। অজাগোমহিষীরূপা যে চান্যে পশবস্তথা। শান্তিদাঃ শুভদাস্তে স্যুর্গোপুচ্ছোদক তর্পিতাঃ। আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং যে চান্যে গোত্রিণোমৃতাঃ। তে সর্বে ......।।

সর্পবাঘ্রহতা যে চ শস্ত্রঘাতমৃতাশ্চ যে। সংস্কাররহিতা যে চ রৌরবাদিষুগামিনঃ। তে সর্বে ....।।

প্রতি মন্ত্রে ১ বার করে তর্পণ করতে হয়—

শেষে গাভীটিকে জলাশয় থেকে উপরে উঠার জন্য ছেড়ে দেবার সময় নীচের মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে।

ওঁ মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কর্মজ্ঞাতযক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ। গ্রাহির্জগ্রাহ যদি বৈতদেনং তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্র মুমুক্তমেনম্।।

গাভী কুলে উঠলে আচার্য্য অন্বারব্ধ হস্তদ্বারা যজমানের স্কন্ধদেশ ধারণ করবেন। যজমান গোপুচ্ছ ধারণ করে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে করতে বৎস সমীপে ঈশানকোণে তীরে উঠবেন। যথা—

ওঁ আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু। বিশ্বংহি বিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি।। ওঁ সূয়বসা ভগবতী হি ভূয়া অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম। অদ্ধি তৃণমঘ্ন্যে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী।।

এই সময় বৎসের জন্য যদি ধেনু "হিং" শব্দে ডাকিয়া উঠে, তবে যজমান কৃতাঞ্জলি হয়ে গাভী সমীপে পাঠ করবে।

ওঁ হিংকৃণ্বতী বসুপত্নী বসুনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যগাৎ। দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো আগ্নেয়ং সা বর্দ্ধতাং মহতে সৌভগায়।

তারপর যজমান যূপসমীপে ধেনুর অভিমুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে বসে বলবে—

ওঁ পঞ্চগাবঃ সমুৎপন্না মথ্যমানে মহাদধৌ। তাসাং মধ্যে তু যা নন্দা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ।। প্রার্থনা করে গন্ধপুষ্পদ্বারা ধেনু অঙ্গে পূজা— পৃষ্ঠে ব্রহ্মণে নমঃ। গলে— বিষ্ণবে নমঃ। মুখে— রুদ্রায় নমঃ। মধ্যে— দেবগণেভ্যো নমঃ। রোমকূপে— মহর্ষিভ্যো নমঃ। পুচ্ছে— নাগেভ্যো নমঃ। খুরাগ্রে— কুলপর্বতেভ্যো নমঃ। মূত্রে— গঙ্গাদি নদীভ্য নমঃ। নেত্রয়োঃ— শশিভাস্করাভ্যাং নমঃ। শেষে এতেগন্ধপুষ্পে ধেনবে নমঃ। মন্ত্রে পূজা করে অর্চনা করবে— এতস্যৈ সবস্ত্রালঙ্কৃতায়ৈ ধেনবে নমঃ অধিপতয়ে রুদ্রায় নমঃ। সম্প্রদানায় আচার্যগুরবে নমঃ।

বাক্য বিষ্ণুরোম্ .... দশপূর্বদশপরাত্মীয় পুরুষসহিতাত্মনঃ সম্ভাবিত নরকোদ্ধারণ পূর্বকং ঐহিক সকল সমৃদ্ধি প্রাপ্তি পূর্বক সবৎসগোরোমসমসংখ্যবর্ষ স্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ ইমাং ধেনুং রুদ্রদেবতাং সুবর্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যক্ষুরাং তাম্রপৃষ্ঠীং কাংস্যদোহ্যং সুবস্ত্রাচ্ছাদিতাং কৃতৈতদুৎসর্গসাঙ্গতাসিদ্ধ্যর্থং অমুক গোত্রায় অমুকদেবশর্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

তারপর যুপসমীপে উপবিষ্ট হয়ে যজমান এই ধেনু উৎসর্গ করে আচার্য্যকে প্রদান করবে। অর দক্ষিণা ও ধেনু অভাবে ধেনু মূল্য যথা— **এতস্যৈ সবস্ত্রালঙ্কতায়ৈ ধেনবে নমঃ"** (ধেনুমূল্যায় নমঃ)— (এই ক্রমে অর্চ্চনা করবে)—

আচার্য্য পুষ্করিণীর পশ্চিমতীরে গমন পূর্ব্বক **'আপো হিষ্ঠা .... চ নঃ।।** পর্যন্ত ৩টি ঋক পাঠ করতে করতে জলাশয়ে কূর্মমকরাদি নিক্ষেপ করবেন।

এই সময়ে মঙ্গলবাদ্যধ্বনি আদি করতে হয়। পরে পূর্ব্বাভিমুখে যজমান **নাগযষ্টির ** অগ্রে আবদ্ধ বস্ত্র** বামহস্তে ধারণ করে জলাশয় উৎসর্গ করবে—

"এতস্মৈ জলপূর্ণ-পুষ্করিণীজলাশয়ায় নমঃ"— মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়ে এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ জলপূর্ণপুষ্করিণীজলাশয়ায় নমঃ; এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বরুণায় নমঃ; এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো নমঃ। (কুশতিল-জলাদি লইয়া)— **বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা চতুর্বর্গমহীদানজন্যফলসমফল-প্রাপ্তিসহিত এতদ্ জলাশয়স্থ প্রতিজলবিন্দুসমসংখ্যশতবর্ষাবচ্ছিন্ন স্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) ইমং জলপূর্ণপুষ্করিণীজলাশয়ং বরুণদৈবতং সর্বভূতেভ্যোহ মুৎসৃজে।।**

পরে জলাশয়ে দৃষ্টিপাত করে পাঠ করবে—

---

* এস্থলে গুরুশব্দে পুরোহিত বা তন্ত্রধারককে বোঝাবে। মন্ত্রদাতা গুরু নহে — এই যজ্ঞে দীক্ষিত করবার গুরু।

** নাগযষ্টিকে বৈকাষ্ঠও বলে। ইহা দ্বাদশ, পঞ্চদশ, বিংশতি বা একবিংশতি হস্ত পরিমিত বৈষ্ণব যজ্ঞডুমুর, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, চম্পক অথবা বিল্বকাষ্ঠে প্রস্তুত হবে।

ওঁ দেব-পিতৃ-মনুষ্যাঃ প্রীয়ন্তাম্। ওঁ সর্বভূতেভ্য উৎসৃষ্টং ময়ৈতজ্জলমুর্জ্জিতম্। রমন্ত সর্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ।। সামান্যং সর্বভূতেভ্যো ময়া-দত্তমিদং জলম্। রমন্ত সর্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ।। যাবদ্ বসুন্ধরা ধাত্রী যাবচ্চ শশিভাস্করৌ। তাবৎ স্থিরতরা কীর্ত্তির্মদীয়েয়ং ভবিষ্যতি।। মৎপূর্বে সপ্তবংশাশ্চ পরে সপ্ত তথৈব চ। মাতুঃ পিতুশ্চ ভার্য্যানাং সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত চ।। ভৃত্যবর্গাশ্চ যে কেচিদ্ যে চান্যে স্বর্গতা জনাঃ। সর্ব্বে তে সুখিনঃ সন্তু ময়াদত্তজলেন বৈ।। যে ত্র কচিদ্ বিপদ্যন্তে স্বকর্ম্মফলভাজনাঃ। তেষাং দোষৈর্নলিপ্যে হং স্বয়ং স্বর্গমবাপ্নুয়াম্।

অতঃপর দক্ষিণান্ত করবে। যথা— দক্ষিণা অর্চনাদি করে "অদ্যেত্যাদি— জলপূর্ণপুষ্করিণীজলাশয়োৎসর্গকর্মণঃ সাঙ্গ তার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।।"

"ওঁ আপো হি ষ্ঠা" থেকে **"চ নঃ"** পর্য্যন্ত তিনটি মন্ত্র পাঠ করে পঞ্চগব্য ও তীর্থোদক জলাশয়ে প্রক্ষেপ করবে এবং ঐ জলাশয়ের জল গো-ব্রাহ্মণকে পান করাবে।

অনন্তর গুরু (আচার্য্য পুরোহিত) আটটী আম্রপত্রে অনন্ত বাসুকি প্রভৃতি অষ্টনাগের নাম পৃথক্ পৃথক্ রূপে লিখবেন। পরে ঐ আটটী আম্রপত্র জলপূর্ণ কলস মধ্যে প্রদানপূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ আলোড়ন করবেন। মন্ত্র যথা— **ওঁ গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা-মন্থামি, ওঁ জাগতেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি, ওঁ ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি।**

পরে না দেখে তা থেকে একটা আম্রপত্র উঠিয়ে দেখবেন ঐ পত্রে যে নাগের নাম লেখা আছে, সেই নাগের নাম করে— **অমুকনাগ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ** ইত্যাদিক্রমে আবাহন করে পঞ্চোপচারে পূজা করবে ও "অমুকনাগ এই জলের রক্ষক হলেন" এই কথা যজমান সাধারণকে জানাবে। **অনন্তর** নাগদণ্ডকে নিম্নলিখিত দ্রব্য মিশ্রিত জলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্নান করাবে, যথা—

ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপ হ্বয়ে শ্রিয়ম্।। (গন্ধদ্রব্যের ছিটা দেবে)।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ। (তৈল হরিদ্রাদ্বারা দণ্ড অভ্যুক্ষণ করবে)।

ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্ব্বে প্র তনুসহস্রেণ শতেন চ স্বাহা। (দূর্বাজলে স্নান করাবে।)

ওঁ দ্রুপদাদি মুমুচান স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেব্যজ্যমাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ।। (এই মন্ত্রে জলদ্বারা স্নান করাবে।)

ওঁ মধুবাতা— (এই মন্ত্রে পঞ্চামৃতদ্বারা স্নান করাবে।)

ওঁ যাঃ ফলিনী— (এই মন্ত্রে ফলযুক্ত জলদ্বারা স্নান করাবে।)

পরে ঘণ্টা, চামর, দর্পণ, কিঙ্কি ণী-সমন্বিত পতাকা ঐ নাগযষ্টির অগ্রভাগে আবদ্ধ করে লৌহ বা তাম্র কিম্বা পিত্তলের চক্র নাগযষ্টির মধ্যে বন্ধন করবে। চক্রের পরিমাণ— বাপীতে বার অঙ্গুল, পুষ্করিণীতে ষোড়শ এবং সাগরে একহাত পরিমাণ চক্র হবে।

পতাকাবন্ধনের মন্ত্র ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি সাধ্যা মনসা দেবয়ন্তঃ।।

অনন্তর "ওঁ যষ্ট্যৈ নমঃ" মন্ত্রে সালঙ্কৃত নাগযষ্টির যথাশক্তি পূজা করে পুরোহিত শঙ্খ ও বাদ্যধ্বনি করে রাজতী বরুণপ্রতিমা উত্তোলন করবেন। মন্ত্র যথা— ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে। উপ প্র যন্তু মরুতঃ সুদানবঃ ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা।।

ঐ প্রতিমাকে তিনবার প্রদক্ষিণপূর্বক "আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় ও "বরুণস্যোত্তম্ভনমসি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক বরুণপ্রতিমা খাতজলে বিসর্জ্জন করবে। অনন্তর দূর্বা, গোময়, দধি, মধু, কুশ, মহানদীর জল ও পঞ্চরত্ন ঐ খাতজলে নিক্ষেপ করবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ যে দো দিবো যে বা সূর্য্যস্ত রশ্মিষু। তেষামপ্সু সদস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ।। ওঁ ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষাভি সোনং তৃণামণি।

ওঁ যে বামী রোচনে দিবে যে বা সূর্য্যস্য রশ্মিষু। তেষামপ্সু সদস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ।। ওঁ ধ্রুবং ধ্রুবেণ মনসা বাচা সোমবানয়ামি অথো ন ইন্দ্র ইড়িশো সপত্নাঃ সমনস্করন্।। ওঁ যুপবৃক্ষো উত যে যুপ বাহাশ্চযালং যে অশ্বযুপায় তক্ষতি। যে চার্ব্বতে পচনং সমন্তরন্ত্যাতো তেষামভি পূর্ত্তির্ন ইন্বত।

তারপর জলাশয়কে দুইহাতে স্পর্শ করে নীচের পাঁচটি মন্ত্র পাঠ করবে।—

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণি চ। এতানি পঞ্চতীর্থানি তড়াগে নিবসন্তু মে।।১

ওঁ বিতস্তা কৌশিকী সিন্ধু সরযূশ্চ সরস্বতী।এতানি পঞ্চতীর্থানি তড়াগে নিবসন্তু মে।।২

ওঁ দশার্ণা মুরলা সিন্ধুরাযাবর্ত্ত দৃষদ্বতী। এতানি পঞ্চতীর্থানি তড়াগে নিবসন্তু মে।।৩

ওঁ যমুনা নর্মদা রেবা চন্দ্রভাগা চ বেদিকা। এতানি পঞ্চতীর্থানি তড়াগে নিবসন্তু মে।।৪

ওঁ গোমতী বাঙ্মতী শোণো গণ্ডকী সাগরস্তথা। এতানি পঞ্চতীর্থানি তড়াগে নিবসন্তু মে।।৫

তৎপরে নাগদণ্ডকে জলাশয়জল-মধ্যে প্রোথিত করবে। ঐ নাগদণ্ডের দশদিকে জলদেবীগণের অর্চ্চনা করবে, যথা পূর্ব্বদিকে — "হ্রী ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদিরূপে আবাহন পূর্ব্বক "ওঁ হ্রিয়ৈ নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করবে। এই প্রকার অগ্নিকোণে—শ্রিয়ৈ। দক্ষিণে— শচ্যৈ। নৈর্ঋতে — মেধায়ৈ। পশ্চিমে— শ্রদ্ধায়ৈ। বায়ুকোণে— বিদ্যায়ৈ। উত্তরে— লক্ষ্ম্যৈ। ঈশানে— সরস্বত্যৈ। অধঃ— বিদ্যায়ৈ। উর্দ্ধে— লক্ষ্ম্যৈ।

পরে তিনবার অগ্নিপ্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সূর্য্যাদি অশ্বিনীকুমার যাবৎ দেবতাদিগের যথাশক্তি অর্চ্চনা করে, "ওঁ বরুণ ক্ষমস্ব" বাক্যে জল দ্বারা বরুণের বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করবে, যথা—

ওঁ যান্তু দেবগণাঃ সর্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাৎ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ।। বরুণ ত্বং হিরণ্য ত্বং প্রণতার্ত্তিবিনাশন। ব্রজস্ব পূজামাদায় পুনরাগমনায় চ।।

তৎপরে বাস্তুযাগের বরণদক্ষিণা ও মূলদক্ষিণা এবং জলাশয়োৎসর্গের বরণদক্ষিণান্ত করে মূলদক্ষিণান্ত করবে,

বাক্য যথা—

ওঁ অদ্যেত্যাদি— মৎসঙ্কল্পিতজলপূর্ণপুষ্করিণীজলাশয়প্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।। ৩

অনন্তর উভয় কর্ম্মের অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান পূর্ব্বক করযোড়ে পাঠ— "কৃতৈতৎমৎসঙ্কল্পিতজলপূর্ণজলাশয়-প্রতিষ্ঠাবাস্তুপশমনকর্ম্মণোরচ্ছিদ্রমস্তু। কৃতৈতৎ-মৎসঙ্কল্পিতজলপূর্ণজলাশয়প্রতিষ্ঠা-বাস্তুপশমনকর্ম্মণোর্যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। 'প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ' — ইত্যাদি। তদনন্তর অবিচ্ছিন্ন দুগ্ধধারা প্রদান ও বাদ্যোদ্যম সহকারে যজমান ও আচার্য্যকে তিনবার জলাশয় প্রদক্ষিণ করতে হয়। শেষে ব্রাহ্মণভোজন করাবে।

ইতি জলাশয়োৎসর্গ পদ্ধতি

কূপোৎসর্গ

শাস্ত্রনির্দিষ্ট পুণ্যদিনে যথাকালে সবের্বৌষধিজলে স্নান ও নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে যজমান জলাশয়ের পশ্চিমে পূর্ব্বাস্য হয়ে বসে আচমন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করবে। সঙ্কল্পাদিতে মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ্য। সঙ্কল্পবাক্য যথা—

ওঁ অদ্যেত্যাদি—প্রত্যেক-জলবিন্দু-সংখ্যক-শতবর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) কূপজলাশয়োৎসর্গমহং করিষ্যে।।

পরে স্বশাখোক্ত সূক্তপাঠ ও স্বস্তিবাচন শেষ করে শ্বেতসর্ষপ-বিকীরণ দ্বারা বিঘ্নাপসারণ করবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ" ইত্যাদি। পরে আভ্যুদয়িকের সঙ্কল্প করবে। বাক্য যথা—

"অদ্যেতাদি— অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতৎকূপজলাশয়-প্রতিষ্ঠা-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্য্যাদি-

ষোড়শমাতৃকাপূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্য-সূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।।"

তারপর জলাশয় প্রতিষ্ঠা বিধির ন্যায় ব্রাহ্মণ বরণাদি থেকে শেষ পর্যন্ত হবে। কেবল যূপ, নাগযষ্টি, , ধেনু ও জলচর নিক্ষেপ বিষয়ক যে সমস্ত ক্রিয়া আছে সেগুলি হবে না। ফলতঃ তর্পণও হবে না। পূজা, হোম, চরুপাক প্রভৃতি সমস্ত কার্য জলাশয় প্রতিষ্ঠা বিধি অনুসারে করা হবে।

অনুরূপ বিধিতে নলকূপ উৎসর্গ করলে তার জলে দেবপূজাদি সমস্ত ক্রিয়াই করা যাবে।

ইতি কূপোৎসর্গ পদ্ধতি

সামবেদীয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ

ততঃ প্রাঙ্মুখ (একস্মিন্ পাত্রে সপ্তদশ নৈবেদ্যানি অখণ্ডফলাদ্যুপকরণ-পূগতাম্বূলযুতানি সজ্জীকৃত্য) সপ্তদশযবপুঞ্জেষু (ওঁ সগণাধিপগৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকা ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহ তিষ্ঠত, ইহ তিষ্ঠত, ইহ সন্নিধত্ত, ইহ সন্নিরুধ্যধ্বং, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত— মম পূজাং গৃহ্নীত ইত্যাবাহ্য, শালগ্রামে ঘটস্থজলে বা আবাহনং বিনা (গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া। দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো দেবমাতরঃ। শান্তিঃ পুষ্টিধৃতিস্তুষ্টি-রাত্মদেবতয়া সহ। আদৌ বিনায়কঃ পূজ্যো হ্যন্তে চ কুলদেবতা) এতান্ পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ (২০)। যথা—**ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং, প্রস্যন্দম্মদগন্ধলুব্ধমধুপ-ব্যালোলগণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।।** ইতি গণেশং ধ্যাত্বা, এষ গন্ধ ওঁ গণেশায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়িত্বা, ওঁ গৌর্য্যৈ মাত্রে নমঃ ইতি প্রণমেৎ। এবং পদ্মায়ৈ মাত্রে, শচ্যৈ মাত্রে, মেধায়ৈ মাত্রে, সাবিত্র্যৈ মাত্রে, বিজয়ায়ৈ মাত্রে, জয়ায়ৈ মাত্রে দেবসেনায়ৈ মাত্রে, স্বধায়ৈ মাত্রে স্বাহায়ৈ মাত্রে, শান্ত্যৈ মাত্রে, পুষ্ট্যৈ মাত্রে, ধৃত্যৈ মাত্রে, তুষ্ট্যৈ মাত্রে আত্মদেবতায়ৈ মাত্রে, কুলদেবতায়ৈ মাত্রে। ইতি সংপূজ্য, যবপুঞ্জে চেৎ ওঁ সগণাধিপগৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাঃ ক্ষমধ্বং ইতি কুশোদকেন বিসৃজেৎ, শালগ্রামে ঘটস্থজলে তু বিসর্জ্জনং নাস্তি (২১)

বসুধারা— দ্বারস্য দক্ষিণে ভাগে ভিত্তৌ নাভিমাত্রপ্রদেশে পিষ্টহরিদ্রয়া সিন্দূরেণ চ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিং বিলিখ্য, তদুপরি স্বস্তিকমঙ্কয়িত্বা তদধস্তাৎ সিন্দূরেণ পঞ্চ বা সপ্ত বা প্রাগুদক্‌সংস্থানি তিলকান্ কৃত্বা, যথাক্রমং প্রত্যেকতিলকাদারভ্য ভিত্তিমূলপর্য্যন্তম্ অবিচ্ছিন্নাং ঘৃতধারাং দদ্যাৎ, প্রতিবারম্ ইমং মন্ত্রঞ্চ পঠেৎ (২২) ওঁ যদ্ বর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্ বা বর্চ্চো গবামুত। সত্যস্য ব্রহ্মাণো বর্চ্চস্তেন মা সংসৃজামসি। ততঃ প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা উপবিশ্য,

(২০) তারপর পূর্ব্বমুখ হইয়া (একটি পাত্রে ১৭ খানি নৈবেদ্য, অখণ্ডফলাদি উপকরণ সুপারি পান সহ সাজাইয়া) ১৭টি যবপুঞ্জে......এইরূপে আবাহন করিয়া (শালগ্রামে বা ঘটস্থ জলে বিনা আবাহনেই) প্রথমে গণেশকে, তারপর গৌরী প্রভৃতি ১৬ মাতৃকাকে পঞ্চেপচারে পূজা করিবেন। (২১) .....গণেশের এইরূপ ধ্যান করিয়া, ...ইত্যাদি বলিয়া পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন.....। গৌরী প্রভৃতিকে....এইরূপে পূজা করিয়া, যবপুঞ্জে আবাহন করিলে.........এই বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে, শালগ্রামে ও জলে পূজা করিলে বিসর্জ্জন করিতে হইবে না। (২২) বসুধারা। দ্বারের দক্ষিণাংশে দেওয়ালে, দাঁড়াইলে যেখানে নাভি ঠেকিতে পারে সেই স্থানে, বাটা হলুদ ও সিন্দূর দিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি লিখিয়া, তাহার উপর স্বস্তিক আঁকিয়া, তাহাদের নিম্নে সিন্দূর দিয়া পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অথবা

তাসু ঘৃতধারাসু ওঁ চেদিরাজবসো ইহাগচ্ছ ইত্যাদিনা আবাহ্য, এষ গন্ধ ওঁ চেদিরাজবসবে নমঃ ইত্যাদিনা পঞ্চোপচারৈঃ সম্পূজ্য ওঁ চেদিরাজ নমস্তুভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে। ক্ষুৎপিপাসানুদে দান্ত চেদিরাজ নমোঽস্তু তে।। ইতি প্রণম্য, ওঁ চেদিরাজবসো ক্ষমস্ব ইতি কুশোদকেন বিসৃজেৎ (২৩)।

আয়ুষ্যসূক্তম্। ওঁ আয়ুর্বিশ্বায়ুর্বিশ্বং, বিশ্বমায়ু-রশীমহি। প্রজাস্ত্বষ্ট-রধিনিধেহ্যস্মৈ, শতং জীবেম শরদো বয়ং তে।। ওঁ অয়ুষে মে পবস্ব, বর্চ্চসে মে পবস্ব, বিদুঃ পৃথিব্যা দিবো জনিত্রাচ্ছৃণ্বন্ত্বাপোঽধঃ ক্ষরন্তীঃ। সোমেহোদগায় মমায়ুষে, মম ব্রহ্মবর্চ্চসায়, যজমানস্যর্দ্ধ্যৈ, শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (কন্যাপক্ষে— শ্রীঅমুকদেব্যাঃ) রাজ্যায়।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধম্— কর্তা হস্তপাদং প্রক্ষাল্য প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য, কুশহস্তো দ্বিরাচম্য, ওঁ তদ্ বিষ্ণোরিতি পঠিত্বা ওঁ বিষ্ণুরিতি ত্রিরুচ্চার্য্য, শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যাণি অর্চ্চয়েৎ—বং ইতি বরুণবীজেন সর্ব্বদ্রব্যাণি প্রোক্ষ্য, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্য ওঁ বাস্তুপুরুষাদিভ্যো নমঃ। ততো বাস্তুপুরুষং, যজ্ঞেশ্বরম্, আচারাৎ গঙ্গাঞ্চ, দশোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্বা শালগ্রামে পূজয়েৎ। যথা—এষ গন্ধ ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, এতৎ পুষ্পং ও বাস্তুপুরুষায় নমঃ, এষ ধূপ ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, এষ দীপ ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, এতৎ সোপকরণামান্নভোজ্যং ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ইদমাচমনীয়ং (গঙ্গাজলে—আচমনীয়গঙ্গোদকং, এবং সর্ব্বত্র) ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ইদং পানার্থোদকং ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ইদং তাম্বুলং ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ। ততঃ প্রণমেৎ ওঁ সর্ব্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ। পৃথ্বীধরস্তু বিজ্ঞেয়ো বাস্তুদেব নমোঽস্তু তে।। ততস্তদ্বিষ্ণোরিতি বিষ্ণুং স্মৃত্বা এষ গন্ধ ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এষ

দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর পর্য্যন্ত ৫টি বা ৭টি তিলক দিয়া যথাক্রমে প্রত্যেক তিলক হইতে দেওয়ালের গোড়া পর্য্যন্ত (ঘৃত গালাইয়া কুশী করিয়া) অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিবে। প্রতিবারে এই মন্ত্র পড়িবে। যদিতি।(২৩) তারপর পূর্ব্বমুখে বা উত্তরে মুখে বসিয়া ঐ সকল ঘৃতধারাতে চেদিরাজ বসুর আবাহন ও পঞ্চেপচারে পূজা করিয়া,.......এই বলিয়া প্রণাম করিয়া,...........এই বলিয়া ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিয়া বিসর্জ্জন করিবে। (২৪) এক্ষণে সম্রাট্‌ই সকল স্থানের স্বামী হইলেও শাস্ত্রোক্ত অস্বামিক স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে

ধূপ ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এষ দীপ ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতদ্ যজ্ঞোপবীতং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-(সবস্ত্র-যজ্ঞোপবীত)- সোপকরণামান্নভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, ইদমাচনীয়ং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, ইদং পানার্থোদকং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, ইদং তাম্বূলং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। প্রণমেৎ ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। কৃতাঞ্জলিঃ— ওঁ অনাদিনিধন জ্ঞান নিত্যানন্দ জনার্দ্দন। ময়াত্র শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে সান্নিধ্যং কুরু কেশব।। ভো ভগবন্ অত্র শ্রাদ্ধে অধিষ্ঠাতা ভব। এষ গন্ধ ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ ইত্যাদি বাস্তুপুরুষবৎ। ততঃ সযবতুলসীত্রিপত্রং গৃহীত্বা, এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সোপকরণামান্নভোজ্যং ওঁ এতদ্‌ভূস্বামিপিতৃভ্যো নমঃ ইতি তদ্ভোজ্যে দদ্যাৎ। তীর্থাদীনাং শাস্ত্রোক্তাস্বামিকত্বাৎ তত্র ভূস্বামিপিতৃভ্যো ভোজ্যং ন দেয়ম্ (২৪)।

ততো দর্ভবটুষট্‌কং বামহস্তেন ধৃত্বা, গন্ধেন লেপয়েৎ অনেন মন্ত্রেণ (২৫)। ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং। তত-স্তাম্রকুণ্ডোপরি ধৃত্বা, অনেন মন্ত্রেণ স্নাপয়েৎ (২৬)। ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং। ইদং স্নানীয়োদকং ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ততো দেবপক্ষে উত্তরস্যাং স্বাবামে স্থাপিতে যবোদকপ্রোক্ষিতাসনদ্বিতয়ে দর্ভবটুদ্বিতয়ং পশ্চিমাগ্রং সংস্থাপ্য, পিতৃপক্ষে দক্ষিণায়াং পূর্ব্বভাগে স্থাপিতে যবোদকপ্রোক্ষিতাসনদ্বিতয়ে দর্ভবটুদ্বিতয়ং দক্ষিণাগ্রং সংস্থাপ্য, মাতামহপক্ষে দক্ষিণায়াং পিতৃপক্ষস্য পশ্চিমে যবোদকপ্রোক্ষিতাসনদ্বিতয়ে দর্ভবটুদ্বিতয়ং দক্ষিণাগ্রং সংস্থাপ্য (২৭)।

অনুজ্ঞা— দেবপক্ষব্রাহ্মণহস্তে জলং দত্ত্বা, কৃতাঞ্জলিঃ—বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে, অমুকে পক্ষে,

---

ভূস্বামিপিতৃপুরুষদিগকে ভোজ্য দিতে হয় না। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ দেবকার্য্য বলিয়া ইহা করিয়া ভিক্ষাদি সকল দানই করা যাইতে পারে, তজ্জন্য ইহাতে ভোজ্যোৎসর্গের আবশ্যকতা নাই। ক্রোশাধিকগমন, সায়ংসন্ধ্যাদি ও শ্রাদ্ধকর্ত্তার বর্জ্জনীয়—পুনর্ভোজনমধ্বানং দ্যূতাধ্যয়নমৈথুনম্। দানং প্রতিগ্রহং সন্ধ্যাং শ্রাদ্ধং কৃত্বাষ্ট বর্জ্জয়েৎ।। (রাজমার্ত্তণ্ড), (অধ্বানং ক্রোশগমনম্), বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকর্ত্তার সে সমস্ত বর্জ্জনীয় নহে। এইজন্য কন্যার পিতা বৃদ্ধিশাদ্ধ করিয়া কন্যা সম্প্রদান ও যৌতুকদান করেন এবং বরের পিতা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া বরের সহিত গমন ও সেখানে পুনর্ভোজনও করিয়া থাকেন। (২৫) তারপর ৬টি দর্ভময় ব্রাহ্মণকে বামহস্ত দ্বারা ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে *এই মন্ত্রে চন্দন মাখাইবে।* (২৬) তারপর তাম্রকুণ্ডের উপরে ধরিয়া এই মন্ত্রে স্নান করাইবে। (২৭) তারপর উত্তর দিকে *নিজের বামে স্থাপিত প্রাগগ্র দেবপক্ষীয়*

অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (কন্যাপক্ষে— অমুকগোত্রয়াঃ শ্রীঅমুকদেব্যাঃ) শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (প্রতিনিধিশ্চেৎ—অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মপিতুঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ ইত্যাদি, কন্যাপক্ষে— অমুখগোত্রস্য নান্দীমুখস্য শ্রীঅমুকদেবীপিতুঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ ইত্যাদি;এবং সর্ব্বত্র;সহোদরোঽপি যদি প্রতিনিধিঃ স্যাৎ তথাপি এবমেব ব্রূয়াৎ) আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে, বসুসত্যয়োর্বিশ্বেষাং দেবানাম্ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে? (প্রতিনিধিশ্চেৎ—করিষ্যামি)। ওঁ কুরুষ্ব ইতি প্রতিবচনম্। ততঃ পিতৃপক্ষব্রাহ্মণহস্তে জলং দত্ত্বা, কৃতাঞ্জলিঃ— বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি, অমুকরাশিস্থে ভাস্করে, অমুকে পক্ষে, অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (কন্যাপক্ষে— অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেব্যাঃ) শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে? (প্রতিনিধিঃ—করিষ্যামি)। ওঁ কুরুষ্ব ইতি প্রতিবচনম্। ততঃ মাতামহপক্ষব্রাহ্মণহস্তে জলং দত্ত্বা কৃতাঞ্জলিঃ—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক গোত্রস্য/গোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ/দেব্যাঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্মণঃ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে (প্রতিনিধিঃ—করিষ্যামি) ওঁ কুরুষ্ব ইতিপ্রবচনম্। দৈবাদিক্রমেণ পক্ষত্রয়ে সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং পঠিত্বা (২৮), ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব

দুইটি ব্রাহ্মণাসনে (প্রথমে দক্ষিণ দিকের আসনে, পরে উত্তরদিকের আসনে) যবযুক্ত জলের ছিটা দিয়া দুইটি কুশময় ব্রাহ্মণকে উক্তক্রমে পশ্চিমাগ্র করিয়া রাখিয়া, দক্ষিণ দিকের পূর্ব্বভাগে স্থাপিত উত্তরাগ্র পিতৃপক্ষীয় দুইটি ব্রাহ্মণাসনে (প্রথমে পশ্চিম দিকের আসনে, পরে পূর্ব্বদিকের আসনে) যবযুক্ত জলের ছিটা দিয়া দুইটি কুশময় ব্রাহ্মণকে উক্তক্রমে দক্ষিণাগ্র করিয়া রাখিয়া, পিতৃপক্ষের পশ্চিমে স্থাপিত উত্তরাগ্র দুইটি পাত্রে মাতামহ পক্ষীয় ব্রাহ্মণ দুইটিকেও ঐরূপে স্থাপন করিবে। (২৮) অনুজ্ঞা—ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি লওয়া।

ভবন্ত্বিতি।। ইতি ত্রিঃ পঠেৎ (২৯)। ততঃ ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষঃ ইতি পুণ্ডরীকাক্ষং স্মৃত্বা মৃজ্জলেন শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যাণি প্রোক্ষ্য, রক্ষার্থমুদকপাত্রমেকদেশে স্থাপয়েৎ (৩০)।

আসনদিদানম্— দেবপক্ষব্রাহ্মণদ্বয়ে জলং দত্ত্বা ত্রিপত্রদ্বয়ং পাত্রান্তরে স্থাপয়িত্বা, বামহস্তেন ধৃত্বা, ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বে দেবা এতদ্ বো দর্ভাসনং নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণদ্বয়দক্ষিণপার্শ্বয়োরেকৈকং দদ্যাৎ। পিতৃপক্ষব্রাহ্মণদ্বয়ে জলং দত্ত্বা, ত্রিপত্রদ্বয়ং পাত্রান্তরে স্থাপয়িত্বা বামহস্তেন ধৃত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ

দেবপক্ষব্রাহ্মণদ্বয়ে জল দিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে.........। কুরুধ্ব—ইহা প্রত্যুত্তর। তারপর পিতৃপক্ষব্রাহ্মণদ্বয়ে জল দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে.....। তারপর মাতামহপক্ষব্রাহ্মণদ্বয়ে জল দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে......। দৈবাদিক্রমে ৩ পক্ষেই ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎ সবিতু.......পড়িয়া—ইহা বলিয়া। (২৯) ব্রহ্মপুরাণে—উপবেশ্য জপেদ্ধীমান্ গায়ত্রীং তদনুজ্ঞয়া। মন্ত্রং বক্ষ্যাম্যহং তস্মাদমৃতং ব্রহ্মনির্ম্মিতম্। দেবতাভ্যঃ—।। আদ্যাবসানে শ্রাদ্ধস্য ত্রিরাবৃত্ত্যা জপেৎ সদা। পিণ্ডনির্বপণে চৈব জপেদেতৎ সমাহিতঃ।। পঠ্যমানমিমং শ্রুত্বা শ্রাদ্ধকাল উপস্থিতে। পিতরঃ ক্ষিপ্রমায়ান্তি রাক্ষসাঃ প্রদ্রবন্তি চ।। উপবেশ্য ব্রাহ্মণানুপবেশ্য, তদনুজ্ঞয়া তস্য শ্রাদ্ধস্য অনুজ্ঞয়া ততশ্চ কুরুধ্বেতি প্রতিবচনে লব্ধে (রঘুনন্দন)। দেবতাভ্য ইত্যস্যার্থঃ— 'দেবতাভ্যঃ' পুরূরবঃ প্রভৃতি বিশ্বদেবেভ্যঃ, 'পিতৃভ্যঃ চ' অগ্নিস্বাত্ত প্রভৃতি সংজ্ঞকপিতৃভ্যশ্চ, 'মহাযোগিভ্যঃ এব চ' সনকাদিভ্যো যোগিভ্যশ্চ, 'পুষ্ট্যৈ' পিতৃণামন্নাধিষ্ঠাতৃদেবতায়ৈ, 'স্বাহায়ৈ' দেবনামন্নাধিষ্ঠাতৃদেবতায়ৈ 'নমঃ'। তে 'নিত্যমেব' প্রতিদিনমেব 'ভবন্তু' মৎসন্নিহিতাঃ সন্তু, যদ্বা মাং প্রাপ্নুবন্তু। 'ইতি' পদং ব্রহ্মপুরাণবচনস্থবক্ষ্যামীতি পদস্য কর্ম্ম।। পিতৃভ্য ইত্যনেন অগ্নিষ্বাত্তাদিপিতৃগণবোধনাৎ তৎপূর্ব্বং নান্দীমুখেভ্য ইতি বিশেষণং ন দেয়ম্। (৩০) তারপর— পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করিয়া, শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যসমূহে মৃত্তিকামিশ্রিত জল ছিটাইয়া, কুক্কুরাদির দর্শনস্পর্শন হইতে রক্ষার জন্য ঐ মৃত্তিকামিশ্রিত জলপাত্র পিতৃপক্ষের এক পার্শ্বে রাখিবে। পুণ্ডরীকাক্ষং—শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম্। প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্। পুণ্ডরীকং পুণ্ডরীকাক্ষং "বিনাপি প্রত্যয়ং পূর্ব্বোত্তরপদয়োর্বা লোপো বাচ্যঃ" ইতি বার্ত্তিকাৎ সত্যভামা ভামা সত্যা ইতিবৎ অক্ষপদলোপঃ। তৎস্মরণফলং গরুড়পুরাণে—অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতো পি বা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।। মৃজ্জলেন—শ্বা চৈব হন্তি শ্রাদ্ধানি দর্শনাদেব সর্ব্বশঃ শ্ববিট্শূকরসংস্পৃষ্টং দীর্ঘরোগিভিরেব চ। পতিতৈর্মলিনৈশ্চৈব ন দ্রষ্টব্যং কথঞ্চন। অন্নং পশ্যেয়ুরেতে

অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ তে দর্ভাসনং (৩১) ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণদ্বয়-দক্ষিণপার্শ্বয়োরেকৈকং দদ্যাৎ। ততো জলং স্পৃষ্ট্বা, মাতামহপক্ষব্রাহ্মণদ্বয়ে জলং দত্ত্বা, ত্রিপত্রদ্বয়ং পাত্রান্তরে স্থাপয়িত্বা, বামহস্তেন ধৃত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ তে দর্ভাসনং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য, ব্রাহ্মণদ্বয়দক্ষিণপার্শ্বয়োরেকৈকং দদ্যাৎ (৩২)।

আবাহনম্— ততো জলং স্পৃষ্ট্বা, দেবপক্ষে যবান্ গৃহীত্বা, ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে? ওঁ আবাহয় ইতি প্রতিবচনম্ (৩৩)। ওঁ বিশ্বে দেবাস আগত, শৃণুতা ম ইমং হবং। এদং বর্হির্নিষীদত।। ইত্যাবাহ্য, যবান্ বিকিরেৎ। কৃতাঞ্জলিঃ (৩৪)।

ওঁ বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে, যে অন্তরিক্ষে য উপ দ্যবিষ্ঠ। যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা, আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্।। ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্ত, সোমেন সহ রাজ্ঞা, যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণ, -স্তওঁ রাজন্ পারয়ামসি।। পিতৃপক্ষ-মাতামহপক্ষয়োরেকদৈব যবান্ গৃহীত্বা, ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৃন্ আবাহয়িষ্যে? ওঁ আবাহয় ইতি প্রতিবচনম্ (৩৫)। ওঁ এত নান্দীমুখা পিতরঃ সোম্যাসো, গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভিঃ। দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং, রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত।। ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীম, -হ্যশন্তঃ সমিধীমহি। উশন্ন শত আবহ, নান্দীমুখান্ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে।। ইত্যাবাহ্য কৃতাঞ্জলিঃ (৩৬)। ওঁ আয়ন্ত নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসো, -হগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে পুষ্ট্যা মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্।। ওঁ অপহতা

যৎ তন্ন স্যাদ্ধব্যকব্যয়োঃ.....মৃৎস্নাযুক্তাভিরদ্ভিশ্চ প্রোক্ষণন্তু বিধিয়তে।। (বায়ুপুরাণ)। রক্ষার্থম্— রক্ষণায় তু যদ্দত্তমুদকং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবৎ তিষ্ঠতি সোদকম্।। (বৃদ্ধযম) সোদকং পাত্রমিতি শেষঃ। (৩১) দেবপক্ষব্রাহ্মণদ্বয়ে জল দিয়া দুইটি ত্রিপত্র অন্যপাত্রে রাখিয়া বাম হস্ত দ্বারা ধরিয়া.....এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দুইটি ব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে এক-একটি দিবে। পিতৃপক্ষব্রাহ্মণদ্বয়ে জল দিয়া দুইটি ত্রিপত্র অন্যপাত্রে রাখিয়া বাম হস্ত দ্বারা ধরিয়া.....। এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দুইটি ব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে এক-একটি দিবে। (৩২) তারপর জল স্পর্শ করিয়া মাতামহপক্ষব্রাহ্মণদ্বয়ে জল দিয়া দুইটি ত্রিপত্র অন্যপাত্রে রাখিয়া বাম হস্তে ধরিয়া.....এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দুইটি ব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে এক-একটি দিবে। (৩৩) তারপর জলস্পর্শ করিয়া দেবপক্ষে যব লইয়া.........। (৩৪) এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া

অসুরা রক্ষাণ্ডসি বেদিষদঃ।। ইতি যবান্ উভয়পক্ষে বিকিরেৎ (৩৭)।

অর্ঘ্যদানম— (ততো দেবপক্ষব্রহ্মণসমীপে উত্তরাগ্রকুশোপরি প্রাগগ্রমর্ঘ্যপাত্রমেকং, পিতৃপক্ষে পূর্ব্বাগ্রকুশোপরি উত্তরাগ্রমর্ঘ্যপাত্রত্রয়ং, মাতামহপক্ষেহপি পূর্ব্বাগ্রকুশোপরি উত্তরাগ্র-মর্ঘ্যপাত্রত্রয়ং স্থাপয়িত্বা (৩৮)।। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ ইত্যনেন প্রতিবারপঠিতেন অনখচ্ছিন্নং (৩৯), ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ ইত্যনেন প্রতিবারপঠিতেন জলপ্রোক্ষিতং প্রাদেশপ্রমাণ-সাগ্রকুশপত্রদ্বয়রূপং পবিত্রং দৈবাদিক্রমেণ একৈকস্মিন্‌পাত্রে নিধায় (৪০) ওঁ শন্নো দেবী-রভিষ্টয়ে, শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো-রভিস্রবন্তু নঃ।। ইতি মন্ত্রেণ প্রতিবারপঠিতেন দৈবাদিক্রমেণ একৈকস্মিন্ পাত্রে জলং দত্ত্বা (৪১), ওঁ যবোঽসি যবায়স্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীর্দিবে ত্বান্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা। শুন্ধন্তাং লোকাঃ পিতৃষদনাঃ পিতৃষদনমসি।। ইত্যনেন দেবপক্ষার্ঘ্যপাত্রে যবান্ দত্ত্বা (৪২), ওঁ যবোঽসি সোমদেবত্যো, গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ পুষ্ট্যা, নান্দীমুখান্ পিতৃম্লোকান প্রীণাহি নঃ স্বাহা।। ইতি মন্ত্রেণ প্রতিবারপঠিতেন পিতৃপক্ষপাত্রত্রয়ে, মাতামহপক্ষপাত্রত্রয়ে চ যবান্ দদ্যাৎ। ততো দৈবাদিক্রমেণ প্রতিপাত্রে গন্ধপুষ্পদূর্ব্বাক্ষতানি তূষ্ণীং দত্ত্বা, দেবপক্ষার্ঘ্যপাত্রং প্রাগগ্রকুশপত্রেণাচ্ছাদ্য, ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্তু। ওঁ অস্তু ইতি প্রতিবচনম্। আচ্ছাদনকুশং নিক্ষিপ্য, ব্রাহ্মণে পূর্ব্বাগ্রং পবিত্রং দত্ত্বা, জলান্তরং দত্ত্বা, ওঁ পাদপ্রভৃতিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ ইতি পুষ্পান্তরঞ্চ দত্ত্বা, অর্ঘ্যপাত্রং বামহস্তে কৃত্বা, দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য (৪৩), ওঁ যা দিব্যা

যব ছড়াইয়া দিবে। (৩৫) পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষে একেবারেই যব লইয়া....। (৩৬) এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন। (৩৭) এই মন্ত্রে যবগুলি ছড়াইয়া দিবেন। (৩৮) তারপর দেবপক্ষব্রাহ্মণদ্বয়সমীপে উত্তরাগ্র কুশ পাতিয়া তাহার উপর পূর্ব্বগ্র একটি অর্ঘ্যপাত্র, পিতৃপক্ষে পূর্ব্বাগ্র একগাছি লম্বা কুশের উপর উত্তরাগ্র অর্ঘ্যপাত্রত্রয়, মাতামহপক্ষেও পূর্ব্বাগ্র একগাছি লম্বা কুশের উপর উত্তরাগ্র অর্ঘ্যপাত্রত্রয় রাখিয়া। (৩৯) এই মন্ত্র প্রতিবার পড়িয়া দুই-দুই গাছি সাগ্র কুশপত্র অগ্র হইতে প্রাদেশপ্রমাণ রাখিয়া নখব্যতিরেকে ছেদন করিয়া। (৪০) এই মন্ত্র প্রতিবার পড়িয়া ঐ সকল কুশপত্রদ্বয়ে দৈবাদিক্রমে জলের ছিটা দিয়া ঐ সকল প্রাদেশপ্রমাণ সাগ্রকুশপত্রদ্বয়রূপ ৬ গাছি পবিত্র দৈবাদিক্রমে ৭টি অর্ঘ্যপাত্রের এক-একটিতে রাখিয়া। (৪১) এই মন্ত্র প্রতিবার পড়িয়া দৈবাদিক্রমে প্রত্যেক পাত্রে জল দিয়া। (৪২) এই মন্ত্রে দেবপক্ষীয় অর্ঘ্যপাত্রে যব দিয়া। যবোসীতি। (৪৩) এই মন্ত্র প্রতিবার পড়িয়া পিতৃপক্ষের ৩টি অর্ঘ্যপাত্রে ও মাতামহপক্ষের ৩টি অর্ঘ্যপাত্রে যব দিবে। তারপর দেবপক্ষাদিক্রমে প্রত্যেক অর্ঘ্যপাত্রে গন্ধ পুষ্প দূর্ব্বা ও আতপ চাউল বিনা মন্ত্রে দিয়া,

আপঃ পয়সা সংবভূবু-র্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ, শিবাঃ শং স্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু (৪৪)।। ইতি পঠিত্বা, দক্ষিণহস্তেন ত্রিপত্রং জলে ধৃত্বা, ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বে দেবা এতদ্ বোঽর্ঘ্যং নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণে অর্ঘ্যমাত্রং দদ্যাৎ। ততঃ পিতৃপক্ষার্ঘ্যপাত্রত্রয়ং প্রাগগ্রকুশপত্রেণাচ্ছাদ্য, ওঁ অচ্ছিদ্রাণীমান্যর্ঘ্যপাত্রাণি সন্তু। ওঁ সন্তু ইতি প্রতিবচনম্। আচ্ছাদনকুশং নিক্ষিপ্য, পবিত্রত্রয়ম্ উত্তরাগ্রং ব্রাহ্মণে দত্ত্বা, জলান্তরং দত্ত্বা, ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ ইতি পুষ্পান্তরঞ্চ দত্ত্বা, পিত্রর্ঘ্যপাত্রং বামহস্তে কৃত্বা, দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য, ওঁ যা দিব্যা ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা, দক্ষিণহস্তেন ত্রিপত্রং জলে ধৃত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তেঽর্ঘ্যং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য, ব্রাহ্মণে অর্ঘ্যমাত্রং দত্ত্বা, সস্রেকসহিতং তৎ পাত্রং পূর্ব্বস্থানে স্থাপয়েৎ (৪৫)। জলং স্পৃষ্ট্বা, পিতামহার্ঘ্যপাত্রং বামহস্তে কৃত্বা, দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য, ওঁ যা দিব্যা ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা, দক্ষিণ হস্তেন ত্রিপত্রং জলে ধৃত্বা ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে অর্ঘ্যং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য অর্ঘ্যমাত্রং ব্রাহ্মণে দত্ত্বা সস্রেকসহিতং তৎ পাত্রং পূর্ব্বস্থানে স্থাপয়েৎ। জলংস্পৃষ্ট্বা, প্রপিতামহার্ঘ্যপাত্রং বামহস্তে কৃত্বা,

---

দেবপক্ষের অর্ঘ্যপাত্রে পূর্ব্বাগ্র কুশপত্রদ্বারা.......। আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণে পবিত্রটি পূর্ব্বগ্র করিয়া দিয়া, অন্য জল (অর্ঘ্যপাত্রের জল নহে) দিয়া.......এই মন্ত্রে অন্য পুষ্প আচ্ছাদন করিয়া। যা ইতি। 'আপঃ' জলানি 'পয়সা' ক্ষীরেণ সংবভূবুঃ' সঙ্গতাঃ ভূতাঃ। মার্ধুয্যশীতত্বাদিনা একীভূতা ইত্যর্থঃ। কান্তা ইত্যর্থঃ "স্যাৎ কোষশ্চ হিরণ্যঞ্চ হেমরূপ্যে কৃতাকৃতে" ইত্যমরঃ। 'যজ্ঞিয়া' যজ্ঞার্হাঃ 'তাঃ আপঃ' 'নঃ' অস্মাকং সম্বন্ধে 'শিবাঃ' ক্ষেমাঃ 'শং' কল্যাণাঃ 'স্যোনাঃ' সুখকর্য্যাঃ 'সুহবাঃ' ব্রাহ্মণহস্তে সুষ্ঠু হুতাঃ অর্পিতাঃ 'ভবন্তু'। দিব্যাঃ ইত্যাদি—"ভবে ছন্দসি" ইতি যঃ। পার্থিবীঃ— "বা ছন্দসি" ইতি পূর্ব্বসবর্ণঃ। স্যোনাঃ— (৪৪) এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা ত্রিপত্র জলে ধরিয়া,.....এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণে কেবল অর্ঘ্য দিবে (পাত্র সমেত দিবে না)। তারপর পিতৃপক্ষের ৩টি অর্ঘ্যপাত্র পূর্ব্বাগ্র কুশপত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া...আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া, ৩টি পবিত্র উত্তরাগ্র করিয়া ব্রাহ্মণে দিয়া, অন্য জল দিয়া,.........এই মন্ত্রে অন্য পুষ্প দিয়া, পিতার অর্ঘ্যপাত্রটি বামহস্তে রাখিয়া, দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া........এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা জলে ত্রিপত্র ধরিয়া—এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণে কেবল অর্ঘ্য দিয়া, অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ জল সহ সেই পাত্র পূর্ব্বস্থানে রাখিবে। (৪৫) জলস্পর্শ করিয়া পিতামহের অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া......এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা জলে ত্রিপত্র

দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য, ওঁ যা দিব্যা ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা, দক্ষিণহস্তেন ত্রিপত্রং জলে ধৃত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তেঅর্ঘ্যং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য, ব্রাহ্মণে অর্ঘ্যমাত্রং দত্ত্বা, সংস্রবসহিতং তৎ পাত্রং পূর্ব্বস্থানে স্থাপয়েৎ। জলং স্পৃষ্ট্বা, মাতামহপক্ষার্ঘ্যপাত্রত্রয়ং প্রাগগ্রকুশেনাচ্ছাদ্য, ওঁ অচ্ছিদ্রাণীমান্যর্ঘ্যপাত্রাণি সন্তু। ওঁ সন্তু ইতি প্রতিবচনম্। আচ্ছাদনকুশং নিক্ষিপ্য, পবিত্রত্রয়ম্ উত্তরাগ্রং ব্রাহ্মণে দত্ত্বা, জলান্তরং দত্ত্বা, ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ ইতি পুষ্পান্তরঞ্চ দত্ত্বা, মাতামহার্ঘ্যপাত্রং বামহস্তে কৃত্বা, দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য, ওঁ যা দিব্যা ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা, দক্ষিণহস্তেন ত্রিপত্রং জলে ধৃত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুর্খ মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তেঅর্ঘ্যং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণে অর্ঘ্যমাত্রং দত্ত্বা, সংস্রবসহিতং তৎ পাত্রং পূর্ব্বস্থানে স্থাপয়েৎ। জল স্পৃষ্ট্বা, প্রমাতামহার্ঘ্য-পাত্রং বামহস্তে কৃত্বা, দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য, ওঁ যা দিব্যা ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা, দক্ষিণহস্তেন ত্রিপত্রং জলে ধৃত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন এতত্তেঅর্ঘ্যং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য, ব্রাহ্মণে অর্ঘ্যমাত্রং দত্ত্বা, জলং স্পষ্ট্বা বৃদ্ধপ্রমাতামহার্ঘ্যপাত্রং বামহস্তেকৃত্বা দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য ওঁ যা দিব্যা ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা দক্ষিণহস্তেন ত্রিপত্রং জলে ধৃত্বা ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্মন্ এতত্তেঅর্ঘ্যং ওঁ যে চাত্র ইত্যাদি মন্ত্রেণ উৎসৃজ্য ব্রাহ্মণে অর্ঘ্যমাত্রং দত্ত্বা সংস্রবসহিতং তৎ পাত্রং পূর্ব্বস্থানে স্থাপয়েৎ। ততো জলং স্পৃষ্ট্বা, স্ববামে প্রাগগ্রং কুশপত্রমেকং পাতয়িত্বা, পিত্রর্ঘ্যপাত্রে পিতামহাদি- বৃদ্ধপ্রমাতামহপর্যন্তানাং সর্ব্বেষা-মর্ঘ্যপাত্রস্থসংস্রবং যথাক্রমং স্থাপয়িত্বা,

---

ধরিয়া.........এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণে কেবল অর্ঘ্য দিয়া কিঞ্চিৎ জল সহ অর্ঘ্যপাত্রটি পূর্ব্বস্থানে রাখিবে। জলস্পর্শ করিয়া প্রপিতামহের অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া......এই মন্ত্র পড়িয়া, দক্ষিণহস্ত দ্বারা জলে ত্রিপত্র ধরিয়া...........এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া কেবল অর্ঘ্যটি ব্রাহ্মণে দিয়া কিঞ্চিৎ জল সহ অর্ঘ্যপাত্রটি পূর্ব্বস্থানে রাখিবে। জলস্পর্শ করিয়া মাতামহপক্ষের ৩টি অর্ঘ্যপাত্রে পূর্ব্বগ্র কুশদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া আচ্ছাদন করিয়া আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া পবিত্রত্রয় উত্তরাগ্র করিয়া ব্রাহ্মণে দিয়া, অন্য জল দিয়া,..........এই মন্ত্রে অন্য পুষ্প দিয়া মাতামহের অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া....এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা জলে ত্রিপত্র ধরিয়া........এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণে কেবল অর্ঘ্যটি দিয়া কিঞ্চিৎ জলসহ অর্ঘ্যপাত্রটি পূর্ব্বস্থানে রাখিবে। জলস্পর্শ করিয়া প্রমাতামহের অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া.........এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা ত্রিপত্র জলে

প্রপিতামহার্ঘ্যপাত্রেণাচ্ছাদ্য, তাদৃশপাত্রদ্বয়ং বামহস্তে কৃত্বা, দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য (৪৫), ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি ইত্যুক্তা, স্ববামে পাতিতকুশোপরি ন্যুব্জীকৃত্য পূর্ব্বাগ্রং স্থাপয়িত্বা, প্রাগগ্রকুশান্তরেণাচ্ছাদয়েৎ (৪৬)

গন্ধাদিপঞ্চকদান— ততো দেবপক্ষব্রাহ্মণদ্বয়ে জলং দত্ত্বা, গন্ধপুষ্পধূপদীপবস্ত্রাণাং দ্বয়ং দ্বয়ং পাত্রান্তরে স্থাপয়িত্বা, বামহস্তেন ধৃত্বা, ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বে দেবা এতানি বো গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য, এষ বো গন্ধ ইতি গন্ধদ্বয়ং ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ। এবম্ এতদ্ বঃ পুষ্পং, এষ বো ধূপঃ, এষ বো দীপঃ, এতদ্ বা আচ্ছাদনম্। পিতৃপক্ষব্রাহ্মণদ্বয়ে জলং দত্ত্বা, গন্ধপুষ্পধূপদীপবস্ত্রাণাং দ্বয়ং দ্বয়ং পাত্রান্তরে স্থাপয়িত্বা, বামহস্তেন ধৃত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্, এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপচ্ছাদনানি ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য এষ তে গন্ধঃ এতত্তে পুষ্পং, এষ তে ধূপঃ, এষ তে দীপঃ, এতৎতে আচ্ছাদনং ইতি ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ। জলস্পর্শপূর্ব্বকং মাতামহপক্ষব্রাহ্মণে জলং দত্ত্বা, গন্ধপুষ্পধূপদীপচ্ছাদনানাং দ্বয়ং দ্বয়ং পাত্রান্তরে স্থাপয়িত্বা, বামহস্তেন ধৃত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য, এষ তে গন্ধঃ, এতৎ তে পুষ্পং, এষ তে ধূপঃ, এষ তে দীপঃ, এতৎ তে আচ্ছাদনং ইতি ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ। জলং স্পৃষ্ট্বা, দেবপক্ষেব্রাহ্মণে জলং দত্ত্বা, যজ্ঞোপবীতদ্বয়ং পাত্রান্তরে স্থাপয়িত্বা, বামহস্তেন ধৃত্বা, ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বে দেবা এতদ্ বো যজ্ঞোপবীতং নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ। পিতৃপক্ষব্রাহ্মণে জলং দত্ত্বা, যজ্ঞোপবীতদ্বয়ং পাত্রান্তরে স্থাপয়িতা, বামহস্তেন ধৃত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ

ধরিয়া........এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণে কেবল অর্ঘ্যটি দিয়া কিঞ্চিৎ জল সহ অর্ঘ্যপাত্রটি পূর্ব্বস্থানে রাখিবে। জলস্পর্শ করিয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহের অর্ঘ্যপাত্রটি বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া......এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা জলে ত্রিপত্র ধরিয়া........এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণে কেবল অর্ঘ্যটি দিয়া কিঞ্চিৎ জলসহ অর্ঘ্যপাত্রটি পূর্ব্বস্থানে রাখিবে। তারপর জলস্পর্শ করিয়া আপন বামভাগে

তে যজ্ঞোপবীতং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ। জলং স্পৃষ্টা, মাতামহপক্ষব্রাহ্মণে জলং দত্ত্বা, যজ্ঞোপবীতদ্বয়ং পাত্রান্তরে স্থাপয়িত্বা, বামহস্তেন ধৃত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ তে যজ্ঞোপবীতং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য, ব্রাহ্মণে দত্ত্বা, জলং স্পৃশেৎ (৪৭)।

অন্নোৎসর্গঃ— দৈবাদিক্রমেণ ব্রাহ্মণাগ্রভূমিং পরিষ্কৃত্য, তত্র সজলমধ্যময়া ঐশানীমারভ্য দক্ষিণাবর্ত্তেন প্রতিপক্ষে চতুষ্কোণমণ্ডলদ্বয়ং কৃত্বা, তদুপরি দেবপক্ষে পশ্চিমাগ্রং পাত্রদ্বয়ং পিতৃপক্ষে মাতামহপক্ষে চ দক্ষিণাগ্রং পাত্রচতুষ্টয়ং পাতয়েৎ, ততঃ প্রাঙ্মুখঃ সঘৃতমামান্নং পাত্রান্তরে স্থাপয়িত্বা, তৎ পাত্রং বামহস্তে কৃত্বা, ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি? ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ কুরুষ্ব ইতি প্রত্যুত্তরম্। ততঃ স্বাহা ইত্যুক্তা, দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠেন নিঘৃষ্য, তস্যান্নস্য একাহুতিং জলে দত্ত্বা, ওঁ সোমায় পিতৃমতে ইতি বদেৎ। পুনরপি, স্বাহা ইত্যুক্তা তথৈব অপরাহুতিং জলে দত্ত্বা, ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় ইতি বদেৎ। ততস্তূষ্ণীং বারদ্বয়ং দত্ত্বা, হুতশেষং দৈবপাত্রদ্বয়ে বারদ্বয়ং, পিতৃপক্ষপাত্রদ্বয়ে বারদ্বয়ং, মাতামহপক্ষপাত্রদ্বয়ে চ বারদ্বয়ং দত্ত্বা, অবশিষ্টং পিণ্ডপাত্রে স্থাপয়েৎ। দেবপক্ষে হস্তাভ্যাং অন্নপাত্রদ্বয়ং ধৃত্বা (৪৮)।ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং, দ্যৌঃ পিধানং, ব্রাহ্মণস্য মুখেঽমৃতেঽমৃতং জুহোমি স্বাহা।। ইতি পঠেৎ। পিতৃপক্ষে হস্তাভ্যামন্নপাত্রদ্বয়ং ধৃত্বা, ওঁ পৃথিবী তে পাত্রমিতি পঠেৎ। এবং মাতামহপক্ষেঽপি। ততো দৈবাদিক্রমেণ দক্ষিণহস্তধৃত-পাত্রান্তরেণ প্রতিপাত্রে সোপকরণামান্নং পরিবেষয়েৎ,

---

একগাছি পূর্ব্বাগ্র কুশ পাতিয়া পিতার অর্ঘ্যপাত্রে পিতামহাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহ পর্য্যন্ত সকলের অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল যথাক্রমে ঢালিয়া প্রপিতামহের অর্ঘ্যপাত্র অধোমুখ করিয়া তদ্দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া। (৪৬) ইহা বলিয়া আপন বামে পাতিত কুশেব উপর অধোমুখ করিয়া (প্রপিতামহপাত্র নিম্নে এবং পিতৃপাত্র উপরে করিয়া) রাখিয়া অন্য একগাছি কুশ প্রাগগ্র করিয়া তাহাদের উপর রাখিবে। (৪৭) তারপর দেবপক্ষব্রাহ্মণে জল দিয়া চন্দনাক্ত দুইটি তুলসীপত্র, দুইটি পুষ্প, দুইটি ধূপ দীপ ও দুইখানি বস্ত্র অন্য একটি পাত্রে রাখিয়া, বামহস্ত দ্বারা ধরিয়া, ...এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া.........এই বলিয়া দুইটি গন্ধ ব্রাহ্মণে দিবে, এইরূপ পুষ্পাদিও দিবে। পিতৃপক্ষব্রাহ্মণে জল দিয়া দুইটি-দুইটি গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও বস্ত্র অন্যপাত্রে রাখিয়া বাম হস্তে ধরিয়া....এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া.....এই এই বলিয়া ব্রাহ্মণে দিবে। জলস্পর্শ করিয়া মাতামহপক্ষ ব্রাহ্মণে জল দিয়া দুইটি-দুইটি গন্ধপুষ্পাদি অন্যপাত্রে রাখিয়া বামহস্তে ধরিয়া.........উৎসর্গ করিয়া এই এই বলিয়া ব্রাহ্মণে দিবে। জলস্পর্শ করিয়া দুইটি

যথালাভং দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-দ্রাক্ষামলকমূলানি দদ্যাৎ, পানার্থজলপাত্রাণি চ অন্নপাত্রপার্শ্বতঃ স্থাপয়েৎ (৪৯)। দেবপক্ষে—ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে, ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংসুরে। ইতি মন্ত্রেণ (ওঁ বিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষ ইতি মন্ত্রেণ বা) অন্নে অনখমঙ্গুষ্ঠং নিবেশ্য, তূষ্ণীং যবান্ দদ্যাৎ। পিতৃপক্ষে—ওঁ ইদং বিষ্ণুরিতি মন্ত্রেণ (ওঁ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষ ইতি মন্ত্রেণ বা) অন্নে অনখমঙ্গুষ্ঠং নিবেশ্য, ওঁ অপহতা রক্ষাংসি বেদিষদঃ। ইতি মন্ত্রেণ যবান্ বিকিরেৎ। মাতামহপক্ষেঅপ্যেবম্। ততো দৈবাদিক্রমেণ প্রতিপাত্রে মধু (তদভাবে গুড়ং) দত্ত্বা, সপ্রণবব্যাহৃতিকাং, গায়ত্রীং পঠিত্বা, মধু বাতা ইত্যাদি মন্ত্রং বিনৈব ওঁ মধু মধু মধু ইতি বদেৎ (৫০), দেবপক্ষব্রাহ্মণে হস্তক্ষালনার্থং জলং দত্ত্বা, বামহস্তেন অন্নপাত্রং ধৃত্বা, ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বে দেবা এতদ্ বঃ সোপকরণমামান্নং সযবোদকং (গঙ্গাজলে—সযবগঙ্গোদকং) নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য, ওঁ ইদমামান্নম্, ইমা আপঃ (গঙ্গাজলে—ইমা গঙ্গায়া আপঃ), ইদং হবিঃ, এতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতা জুষধ্বং ইতি বদেৎ (৫১)। পিতৃপক্ষব্রাহ্মণে হস্তক্ষালনার্থং জলং দত্ত্বা, বামহস্তেন অন্নপাত্রদ্বয়ং

পইতা অন্যপাত্রে রাখিয়া.......উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণে দিবে। পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষেও এইরূপ। (৪৮) দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণাদিগের সম্মুখস্থ ভূমি পরিষ্কার করিয়া জলযুক্ত মধ্যমা দ্বারা ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ডাইন দিক্ দিয়া প্রতিপক্ষে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তাহাদের উপর দেবপক্ষে পশ্চিমাগ্র দুইটি পাত্র, এবং পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে দক্ষিণাগ্র ৪টি পাত্র পাতিবে। তারপর পূর্ব্বমুখ হইয়া সঘৃত আমান্ন অন্নপাত্রে রাখিয়া, সেই পাত্র বামহস্তে রাখিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিবে। ....উত্তর দিলে, ...বলিয়া দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঘসড়াইয়া সেই অন্নের এক আহুতি জলে দিয়া....ইহা বলিবে। পুনর্ব্বার......বলিয়া সেইরূপেই অপর আহুতি জলে দিয়া....বলিবে। তারপর বিনা মন্ত্রে দুইবার দিয়া অবশিষ্ট অন্ন দৈবপাত্রদ্বয়ে দুইবার, পিতৃপক্ষপাত্রদ্বয়ে দুইবার এবং মাতামহপাত্রদ্বয়ে দুইবার দিয়া অবশিষ্ট অন্ন পিণ্ডপাত্রে রাখিবে। দেবপক্ষে দুই হস্তে দুইটি অন্নপাত্র ধরিয়া। হে অন্ন, 'পৃথিবী তে' তব পাত্রম্ 'দ্যৌঃ' দ্যুলোকঃ তব 'পিধানম্' আচ্ছাদনম্। 'অমৃতে' অমৃতময়ে 'ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতম্' অমৃতময়ং ত্বাং 'জুহোমি' প্রক্ষিপামি। 'স্বাহা' সুহুতং ভবত। (৪৯) ইহা পাঠ করিবেন। পিতৃপক্ষে দুই হাতে দুইটি অন্নপাত্র ধরিয়া....এই মন্ত্র পাড়িবে। মাতামহপক্ষেও এইরূপ। তারপর দৈবাদিক্রমে দক্ষিণ হস্তে অন্যপাত্র ধরিয়া তদ্দ্বারা প্রতিপাত্রে সোপকরণ আমান্ন পরিবেশন করিবেন, দধি দুগ্ধ ঘৃত দ্রাক্ষা আমলক আদা যাহা পাওয়া যায়, তাহাও দিবেন, পানার্থ জলপাত্র প্রত্যেক অন্নপাত্রের পার্শ্বে রাখিবে। (৫০) এই মন্ত্রে অথবা—এই মন্ত্রে দেবপক্ষে নখভিন্ন অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করাইয়া বিনা মন্ত্রে যব দিবে। পিতৃপক্ষে........এই মন্ত্রে বা.........এই মন্ত্রে অন্নে নখভিন্ন অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করাইয়া........এই মন্ত্রে যব ছড়াইবে। মাতামহপক্ষেও

ধৃত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্, এতত্তে সোপকরণমামান্নং সযবোদকং (সযবগঙ্গোদকং) ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য, জলং স্পৃষ্ট্বা, ওঁ ইদমামান্নম্, ইমা আপঃ (ইমা গঙ্গায়া আপঃ), ইদং হবিঃ, এতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতা জুষধ্বম্ ইতি বদেৎ। মাতামহপক্ষেহপ্যেবম্। ততো দৈবাদিক্রমেণ প্রতিপক্ষব্রাহ্মণয়োঃ অপোশানার্থং জলং দত্ত্বা। সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং পঠিত্বা। ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি-সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতি, র্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।। ওঁ মধু মধু মধু। ইতি পঠেৎ। ততো দৈবাদিক্রমেণ প্রতিপক্ষে কৃতাঞ্জলিঃ— ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎ সর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু। ওঁ অস্তু ইতি প্রতিবচনম্। ততঃ (বৈদিক শ্রাব্যং) প্রতিপক্ষে সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং ওঁ মধু বাতা ইত্যাদি, ওঁ মধু মধু মধু ইতি চ পঠেৎ (৫২)।

অন্যবিধশ্রাব্যপাঠঃ। কেবলপিতৃপক্ষ-মাতামহপক্ষয়োঃ সকৃদেব পঠেৎ। **ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্য, -ভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো, রক্ষাংস্য-শেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে।। ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ।। মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী। পরাশরব্যাসশঙ্খ-লিখিতা দক্ষগৌতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ। ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।। ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ, স্কন্ধ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ। (অত্র সপ্ত ব্যাধা ইতি পিতৃসংহিতাং**

এইরূপ। তারপর দৈবাদিক্রমে প্রতিপাত্রে মধু (তদভাবে গুড়) দিয়া......গায়ত্রী পড়িয়া, মধু বাতা ইত্যাদি মন্ত্র না পড়িয়াই মধু মধু মধু বলিবে। "দেবপূর্ব্বং পিতৃভ্যোঽন্নমাজ্যপূতং মধুপ্লুতম্" ইতি। (৫১) দেবপক্ষব্রাহ্মণে হস্তপ্রক্ষালনার্থ জল দিয়া বামহস্তে অন্নপাত্রদ্বয় ধরিয়া.....উৎসর্গ করিয়া— ইহা বলিবেন। 'দত্ত্বা জুষধ্বমিচ্ছাতো বাচ্যমেতদনিষ্ঠুরম্" ইতি বিষ্ণুবচনাৎ। (৫২) পিতৃপক্ষব্রাহ্মণে হস্তপ্রক্ষালনার্থ জল দিয়া বামহস্তে অন্নপাত্রদ্বয় ধরিয়া—ইহা বলিবেন। মাতামহপক্ষেও এইরূপ। তারপর দৈবাদিক্রমে প্রতিপক্ষব্রাহ্মণদ্বয়ে গণ্ডূষার্থ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া। মধুবাতা মন্ত্র পাঠ

ন পঠেৎ) (৫৩)।

অগ্নিদগ্ধাদ্যন্নবিকিরণম্ (৫৪)— পিতৃপক্ষোচ্ছিষ্টপার্শ্বে প্রাগগ্রান্ কুশানাস্তীর্য্য, যবোদকেন প্রোক্ষ্য, বামহস্তধৃতজলপাত্রঃ পিণ্ডপাত্রাৎ সোপকরণমন্নং যবমিশ্রিতং কিঞ্চিৎ বারিণাপ্লাব্য, বামহস্তান্বারব্ধদক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা (৫৫)।

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্। ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-র্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ, প্রয়াস্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ।। ইতি মন্ত্রাভ্যামাস্তীর্ণকুশোপরি বিকিরেৎ। ততো হস্তৌ প্রক্ষাল্য, আচম্য, (দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃষ্ট্বা) হরিং স্মৃত্বা, দৈবাদিক্রমেণ পক্ষত্রয়ে অন্ত্যাপোঽশনার্থং প্রত্যেকং জলগণ্ডূষং দত্ত্বা, সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং, ওঁ মধু বাতা ইত্যাদি, ওঁ মধু মধু মধু ইতি চ জপেৎ। ততো ব্রহ্মণান্ পৃচ্ছেৎ— ওঁ সম্পন্নম্? ওঁ সুসম্পন্নং— ইতি প্রতিবচনম্ (৫৬)।

পিণ্ডদানম্— ওঁ শেষমন্নং ক্ক দেয়ং? ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাং ইতি প্রবিচনম্। ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে? ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ কুরুষ্ব ইতি প্রতিবচনম্। ততঃ পিতৃপক্ষে— ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসংঘা, হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে।। ইতি মন্ত্রেণ পিতৃপক্ষব্রাহ্মণাগ্রভূমৌ সজলমধ্যময়া ঐশানীমারভ্য দক্ষিণাবর্ত্তেন প্রাগগ্রং প্রাদেশদ্বয়পরিমিতং চতুষ্কোণমণ্ডলং কৃত্বা, মাতামহপক্ষেঽপি তেনৈব মন্ত্রেণ তথৈব মণ্ডলং কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণং সাগ্রকুশপত্রদ্বয়ং বামহস্তাৎ গৃহীত্বা, তন্মূলেন, ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাগুংসি বেদিষদঃ, ওঁ নিহন্মি সর্ব্বমিতি মন্ত্রাভ্যাং পিতৃপক্ষ-মণ্ডলমধ্যে প্রাগগ্রং

করিবেন। তারপর দৈবাদিক্রমে কৃতাঞ্জলি হইয়া বৈদিক শ্রাব্য মন্ত্র, গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন। (৫৩) বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পিতৃসংহিতা পড়িবে না। (৫৪) অগ্নিদগ্ধা প্রভৃতির জন্য অন্ন ছড়ান। (৫৫) পিতৃপক্ষের উচ্ছিষ্টপাত্রের পাশে পূর্বাগ্রে কতকগুলি কুশ পাতিয়া তাহাতে যবমিশ্রিত জলের ছিটা দিয়া বামহস্তে কুশী করিয়া জল লইয়া পিণ্ডপাত্র হইতে (একটা পিণ্ডের উপযুক্ত) সোপকরণ যবমিশ্রিত তুলসী ও ত্রিপত্রযুক্ত কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া তাহা জলে ভিজাইয়া বামহস্তসংলগ্ন দক্ষিণহস্তে লইয়া। (৫৬) এই দুই মন্ত্রে পাতিত কুশের উপর ছড়াইয়া দিবে। তারপর দুই হাত ধুইয়া আচমন করিয়া (অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া) হরিস্মরণ করিয়া দৈবাদিক্রমে তিন পক্ষের প্রত্যেক ব্রাহ্মণে শেষ গণ্ডুষের জল দিয়া গায়ত্রী

রেখাদ্বয়ং কৃত্বা, কুশপত্রদ্বয়মুত্তরস্যাং দিশি ক্ষিপেৎ। মাতামহপক্ষেঽপি তথৈব অপরকুশপত্রদ্বয়মূলেন ওঁ অপহতা ইতি, ওঁ নিহন্মি সর্ব্বমিতি চ মন্ত্রাভ্যাং প্রাগগ্ররেখাদ্বয়ং কৃত্বা তৎ কুশপত্রদ্বয়মুত্তরস্যাং দিশি ক্ষিপেৎ। ততো রেখাদ্বয়োপরি যথাক্রমং প্রাগগ্রান্ প্রাদেশদ্বয়পরিমিতান্ কতিপয়কুশানাস্তীর্য্য। ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি।। ইতি ত্রিঃ পঠেৎ। ততো যবান্ গৃহীত্বা উভয়পক্ষে যথাক্রমং (৫৭)।

পিণ্ডদান— ওঁ এত নান্দীমুখা পিতরঃ সোম্যাসো, গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বণেভিঃ। দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং, রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত।। ইতি বারদ্বয়পঠিতেন আবাহ্য আস্তীর্ণকুশোপরি বিকিরেৎ। ততঃ পিতৃপক্ষে বামহস্তধৃতপাত্রাৎ দক্ষিণহস্তেন সযবজলং তুলসীত্রিপত্রসহিতং গৃহীত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্, অব-নেনিক্ষ্ব, ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইতি আস্তীর্ণকুশমূলদেশে দদ্যাৎ। জলং স্পৃষ্ট্বা, তথৈব জলং গৃহীত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অব-নেনিক্ষ্ব, ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইতি আস্তীর্ণকুশমধ্যদেশে দদ্যাৎ। জলংস্পৃষ্ট্বা তথৈব সযব জলং গৃহীত্বা—ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অবনেনিক্ষ্ব ওঁ যে চাত্রত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈতে নমঃ ইতি আস্তীর্ণ কুশগ্রদেশে দদ্যাৎ। মাতামহপক্ষেঽপ্যেবম্। ততঃ পিণ্ডপাত্রে দধিবদরমধ্বাজ্যযবমিশ্রেণ সোপকরণান্নেন বিল্বপ্রমাণান্ ষট্ পিণ্ডান্ নির্ম্মায়, (গায়ত্রীং বিনা) ওঁ মধু বাতা ইত্যাদি, ওঁ মধু মধু মধু ইতি (৫৮)। ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত। অস্তোষত

ও মধু বাতা মন্ত্র এবং...........পাঠ করিবে। তারপর ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে.......। সম্পন্নং—তৃপ্তির্জাতা? (৫৭) এই মন্ত্রে পিতৃপক্ষব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ ভূমিতে জলযুক্ত মধ্যমা দ্বারা ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে প্রাদেশদ্বয়পরিমিত পূর্ব্বাগ্রচতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, মাতামহপক্ষে ঐ মন্ত্রেই ঐরূপে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ সাগ্র কুশপত্রদ্বয় বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে লইয়া তাহার মূল দিয়া..........এই দুই মন্ত্রে পিতৃপক্ষে পূর্ব্বাগ্র দুইটি রেখা করিয়া ঐ কুশপত্রদ্বয় উত্তরদিকে ফেলিয়া দিবেন। মাতামহপক্ষেও ঐরূপে অপর কুশপত্রদ্বয়ের মূল দিয়া এই দুই মন্ত্রে দুইটি পূর্ব্বাগ্রে রেখা করিয়া সেই কুশপত্রদ্বয় উত্তরদিকে ফেলিয়া দিবেন। তারপর রেখাদ্বয়ের উপর যথাক্রমে প্রাদেশদ্বয়পরিমিতি কতকগুলি কুশ পূর্ব্বাগ্র করিয়া পাতিয়া এই মন্ত্র ৩ বার পড়িবে। তারপর যব লইয়া পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে যথাক্রমে। (৫৮) ....এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া আবাহন করিয়া পাতিত কুশের উপর ছড়াইয়া দিবেন। তারপর পিতৃপক্ষে

স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী, যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী।। ইতি চ প্রতিবারং পঠিত্বা, প্রথমপিণ্ডং গৃহীত্বা তদুপরি তুলসীত্রিপত্রং দত্ত্বা, বামহস্তেন জলপাত্রং ধৃত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে পিণ্ডঃ সোপকরণঃ সযবোদকঃ (সযবগঙ্গোদকঃ) ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইতি প্রথমাবনেজনস্থানে দত্ত্বা, তদুপরি দক্ষিণহস্তেন জলং দদাৎ। জলং স্পৃষ্ট্বা, দ্বিতীয়পিণ্ডং গৃহীত্বা, তদুপরি তুলসীত্রিপত্রং দত্ত্বা, বামহস্তেন জলপাত্রং ধৃত্বা, মধুবাতা ইত্যাদি পাঠত্বা ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে পিণ্ডঃ সোপকরণঃ (সযবগঙ্গোদকঃ) ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ ইতি দ্বিতীয়াবনেজনস্থানে দত্ত্বা, দক্ষিণহস্তেন জলং দদাৎ। জলং স্পৃষ্ট্বা, তৃতীয়পিণ্ডং গৃহীত্বা, তদুপরি তুলসীত্রিপত্রং দত্ত্বা, বামহস্তেন জলপাত্রং ধৃত্বা, মধুবাতা ইত্যাদিপঠিত্বা ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে পিণ্ডঃ সোপকরণঃ সযবোদকঃ ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ ইতি তৃতীয়াবনেজনস্থানে দত্ত্বা, দক্ষিণহস্তেন তদুপরি জলং দদ্যাৎ। (সর্ব্বে পিণ্ডা ঈষন্নগ্না যথা স্যুস্তথা কর্ত্তব্যম্)। জলং স্পৃষ্ট্বা, মাতামহপক্ষেঽপি যথাক্রমং পিণ্ডান্ গৃহীত্বা অনেনৈব প্রকারেণ দত্ত্বা জলং স্পৃশেৎ। পিণ্ডপাত্রে অন্নশেষে স্থিতে, তৎসর্ব্বং যথাক্রমং পিণ্ডান্তিকে তূষ্ণীং দদ্যাৎ। ওঁ লেপভুজো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং। ইতি পিতৃপিণ্ডসন্নিধৌ কুশমূলে করং নিঘৃষ্য, হস্তং প্রক্ষাল্য, অচম্য, হরিং স্মৃত্বা, পিণ্ডপাত্রং প্রক্ষাল্য, বামহস্তধৃতাৎ তৎপাত্রাৎ দক্ষিণহস্তেন তৎ প্রক্ষালনজলং যবতুলসীত্রিপত্রসাহিতং কিঞ্চিৎ গৃহীত্বা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ অব-নেনিক্ষ্ব, ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইতি পিতৃপিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। প্রতিবারং

বামহস্তধৃত পাত্র হইতে দক্ষিণহস্ত দ্বারা তুলসী ও ত্রিপত্রযুক্ত যবমিশ্রিত জল লইয়া......এই বলিয়া পাতিত কুশের মূলদেশে দিবে। জল স্পর্শ করিয়া সেইরূপেই যবমিশ্রিত জল লইয়া...এই বলিয়া পাতিত কুশের মধ্যদেশে দিবে। জলস্পর্শ করিয়া সেইরূপেই যবমিশ্রিত জল লইয়া...এই বলিয়া পাতিত কুশের অগ্রদেশে দিবে। মাতামহপক্ষেও এইরূপ। অবনেনিক্ষ্ব—(অবপূর্ব্বাৎ ণিঁজির্ শুদ্ধৌ হ্বাদিগণীয়ধাতোর্লোট্ স্ব, শুদ্ধো ভব।) তারপর পিণ্ডপাত্রে দধি-কুল-মধু-ঘৃত-যবমিশ্রিত সোপকরণ অন্ন দ্বারা বিল্বপ্রমাণ ৬টি পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া (গায়ত্রী বিনা) সর্ব্বস্মাদন্নমুদ্ধৃত্য ব্যঞ্জনৈরুপসিচ্য চ। সংযোজ্য যবকর্কন্ধুদধিভিঃ প্রাঙ্মুখস্থিতঃ। অবনেজনবৎ পিণ্ডান্ দত্ত্বা বিল্বপ্রমাণকান্।। (ছন্দোগপরিশিষ্ট)। (৫৯) ইহাও প্রত্যেক বারেই পড়িয়া, প্রথম পিণ্ড লইয়া তদুপরি তুলসী ও ত্রিপত্র দিয়া বামহস্তে এক কুশী জল লইয়া.......প্রথম অবনেজনস্থানে (পাতিত কুশের

জলস্পর্শপূর্ব্বকং পিতামহাদিপিণ্ডোপর্য্যপি তথৈব পাত্রক্ষালনজলং দদ্যাৎ। ততো জলং স্পৃষ্টা (৫৯)। ওঁ অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো মাদয়ধ্বং, যথাভাগ-মাবৃষায়ধ্বং ইতি পঠিত্বা, উদঙ্মুখো ভূত্বা, শ্বাসং গৃহীত্বা, পিত্রাদীনং সর্ব্বান্ ভাস্বরমূর্ত্তীন্ পরিতুষ্টাংশ্চ ধ্যায়ন্ (৬০)। ওঁ অমীমদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত, ইতি মনসা জপ্ত্বা শ্বাসং ত্যজেৎ (৬১)। কৃতাঞ্জলিঃ—ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো, নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বো; গৃহান্ নো নান্দীমুখাঃ পিতরো দত্ত, সদো বো নান্দীমুখা পিতরো দেষ্ম।।

বাসদান— ততো নব-মনবং বা শুক্লবস্ত্রদশাভবং সূত্রং যবতুলসীত্রিপত্রসহিতং বামহস্তাৎ দক্ষিণহস্তেণ গৃহীত্বা, ওঁ এতদ্ বো নান্দীমুখাঃ পিতরো বাসঃ। ইত্যুক্তা, ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ তে বাসঃ, ওঁ যে চাত্র ত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু, তস্মৈ তে নমঃ ইতি পিতৃপিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। এবং প্রতিবারং জলস্পর্শপূর্ব্বকং তথাভূতং সূত্রং গৃহীত্বা, পূর্ব্বোক্তমন্ত্রাদিপাঠপুরঃসরং পিতামহাদিপিণ্ডপঞ্চকেঽপি দদ্যাৎ।

মূলে) দিয়া, তাহার উপর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কুশীর জল দিবেন। জলস্পর্শ করিয়া দ্বিতীয় পিণ্ড লইয়া তদুপরি তুলসী ও ত্রিপত্র দিয়া বামহস্তে এককুশী জল লইয়া (মধুবাতা, মধু মধু মধু ও অক্ষয়মী পড়িয়া) পাতিত কুশের অগ্রভাগে দিবেন। জলস্পর্শ করিয়া মাতামহপক্ষেও যথাক্রমে এক-একটি পিণ্ড লইয়া এই প্রকারেই দিয়া জলস্পর্শ করিবেন। সমস্ত পিণ্ডই যাহাতে পরস্পর ঈষৎ সংলগ্ন হয়, এইরূপ ভাবেই দিতে হয়। পিণ্ডপাত্রে অবশিষ্ট অন্ন থাকিলে তৎসমস্তই যথাক্রমে প্রত্যেক পিণ্ডের নিকট বিনা মন্ত্রে দিবেন। ....এই বলিয়া কেবল পিতৃপিণ্ডের নিকটে পাতিত কুশের মূলে তণ্ডুলযুক্ত দক্ষিণহস্ত ঘর্ষণ করিবেন। লেপভুজঃ—হস্তে লিপ্ত পিণ্ডান্ন যাহারা ভোজন করেন; লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ। পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্।। (ছন্দোগপরিশিষ্ট) বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ও অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ—লেপভাগী; পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ—পিণ্ডভাগী; এবং পিণ্ডদাতা; এই সাত পুরুষ এবং তাঁহাদের সন্তানদিগকে সপিণ্ড বলে। হাত ধুইয়া আচমন ও হরিস্মরণ করিয়া পিণ্ডপাত্র ধুইয়া সেই পাত্র বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা সেই জল যব তুলসী ও ত্রিপত্র সহিত কিছু লইয়া......এই বলিয়া পিতার পিণ্ডের উপর দিবেন। প্রতিবার জলস্পর্শ করিয়া পিতামহাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহ পর্য্যন্ত সকলের পিণ্ডের উপর সেইরূপ পাত্রক্ষালন জল দিবেন। তারপর জলস্পর্শ করিয়া। (৬০) ইহা পড়িয়া উত্তরমুখ হইয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া পিতা প্রভৃতি সকলকে উজ্জ্বলমূর্ত্তি ও পরিতুষ্ট ভাবিয়া। (৬১) *ইহা মনে মনে (নিশ্বাস বন্ধ করিলে*

পিণ্ডপূজা— ততো জলং স্পৃষ্টা, তূষ্ণীং গন্ধপুষ্পধূপদীপতাম্বূলৈঃ প্রতিপিণ্ডং যথাক্রমং পিত্রাদিবুদ্ধ্যা পূজয়িত্বা (৬২)। ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ-ঋতবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসংবৎরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ।। ইতি পিত্রাদিরূপান্ ষড়্তূন্ সকৃৎ নমস্কুর্য্যাৎ। ততঃ ওঁ সুসুপ্রোক্ষিতমস্তু ইতি পিত্রাদিব্রাহ্মণাগ্রভূমিম্ একদৈব সিঞ্চেৎ ওঁ অস্তু ইতি প্রতিবচনম্। ততো দেবাদিক্রমেণ পক্ষত্রয়ে 'ওঁশিবা আপঃসন্তু ইতি মন্ত্রেণ প্রতিবার গঠিতেন ব্রাহ্মণে জলং দদ্যাৎ।। ওঁ সন্তু ইতি প্রতিবচনম্ এবম্ ওঁ সৌমনস্যমস্তু ইতি পুষ্পং দদ্যাৎ। ওঁ অস্তু ইতি প্রতিবচনম্। ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু ইতি যবান্ দদ্যাৎ। ওঁ অস্তু ইতি প্রতিবচনম্। (৬৩)

অক্ষয্যোদকদানম্— যবাজ্যমধুতুলসীত্রিপত্রযুক্তং জলং গৃহীত্বা, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণো দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমস্তু ইতি পিতৃপক্ষব্রাহ্মণে দদ্যাৎ। এবং পিতামহ-প্রপিতামহয়োরপি। এবমেব মাতামহপক্ষেঽপি (৬৪)। ততঃ পিতৃপক্ষমাতামহপক্ষয়োঃ সকৃদেব ওঁ অঘোরা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সন্তু। ওঁ সন্তু ইতি প্রতিবচনম্। ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্। ওঁ বর্দ্ধতাম্ ইতি প্রতিবচনম্। ততঃ পিতৃপক্ষে মাতামহপক্ষে চ সাগ্রকুশপত্রদ্বয়সহিতান্ পূর্ব্বাগ্রান্ কতিপয়কুশান্ পিণ্ডোপরি আস্তীর্য্য, ওঁ

কথা কহা যায় না) পড়িয়া শ্বাস ত্যাগ করিবে। (৬২) তারপর নূতন বা পুরাতন শুক্লবস্ত্রে দশীর সূতা যব তুলসী ত্রিপত্র সহ বামহস্ত হইতে দক্ষিণহস্তে লইয়া। এতদিতি। হে 'পিতরঃ', 'বঃ' যুষ্মাকম্ এতৎ 'বাসঃ' সূত্রমেব পরিধানমস্তু। বচনপ্রামাণ্যেই বাস (সূত্র) দিতে হয়; যথা— এতদ্বঃ পিতরো বাস ইতি জল্পন্ পৃথক্ পৃথক্। অমুকামুকগোত্রৈতৎ তুভ্যং বাসঃ পঠেৎ ততঃ। দদ্যাৎ ক্রমেণ বাসাংসি শ্বেতবস্ত্রভবা দশাঃ।। (ছন্দোগপরিশিষ্ট)। ইহা বলিয়া....পিতৃপিণ্ডের উপর দিবেন। প্রতিবার জলস্পর্শপূর্ব্বক ঐরূপ সূত্র লইয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া পিতামহাদির ৫টি পিণ্ডের উপরও দিবেন। তারপর জলস্পর্শ করিয়া বিনা মন্ত্রে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-তাম্বূল দ্বারা যথাক্রমে প্রত্যেক পিণ্ডকে পিত্রাদিজ্ঞানে পূজা করিয়া। (৬৩) এই বলিয়া ষড়্ঋতুরূপ পিত্রাদিদিগকে একবারমাত্র প্রমাণ করিবে। তারপর..........এই মন্ত্রে পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখস্থ ভূমিতে একবারই জলের ছিটা দিবে।। তারপর দৈবাদিক্রমে প্রতিবার শিবাঃ আপঃ ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া ৩ পক্ষের ব্রাহ্মণেই জল দিবে। এইরূপে প্রতিবারে মন্ত্র পড়িয়া ৩ পক্ষের ব্রাহ্মণে পুষ্প দিবে। এই মন্ত্রে ৩ পক্ষের ব্রাহ্মণে যব দিবে। যব অর্থে অক্ষত শব্দ পুংলিঙ্গ হইলেও এখানে ব্যত্যয়ে ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে। (৬৪) যব-ঘৃত-মধু-তুলসী-ত্রিপত্রযুক্ত জল লইয়া....

নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্ ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ প্রীয়ন্তাং ইতি প্রতিবচনম্। ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ প্রপিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ মাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ প্রমাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাং। ওঁ প্রীয়ন্তাং ইতি সকৃদেব প্রতিবচনম্ (৬৫)। পিতৃপক্ষে— ওঁ উর্জ্জং বহন্তী-রমৃতং ঘৃতং, পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং। পুষ্টয়ঃ স্থ তর্পয়ত মে নান্দীমুখান্ পিতৃন্।। ইতি বামহস্তাম্বারব্ধদক্ষিণপাণিনা কুশাচ্ছাদিতপিণ্ডত্রয়ম্ সকৃদেব সিঞ্চেৎ। মাতামহপক্ষেঽপ্যেবম্। ততো ন্যুব্জীকৃতমর্ঘ্যপাত্রং তূষ্ণীমুত্তানং কুর্য্যাৎ (৬৬)।

দক্ষিণাদি। প্রথমং পিতৃপক্ষে—তাম্রপাত্রস্থজলে যবত্রিপত্রহরীতকীং বামহস্তাম্বারব্ধদক্ষিণহস্তেন ধৃত্বা। ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি, অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (কন্যাপক্ষে—অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেব্যাঃ) শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিমাণি সযব-দ্রাক্ষামলকমূলানি বনস্পতিদৈবতানি (অলাভে—দক্ষিণামিদং সযব-দ্রাক্ষামলকমূলমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং) যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি (৬৭)। ইতি দক্ষিণাদ্রব্যে জলং দদ্যাৎ। মাতামহপক্ষেঽপ্যেবম্। পশ্চাৎ দেবপক্ষে—ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি, অমুকরাশিস্থে ভাস্করে, অমুকপক্ষে, অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (অমুকগোত্রায়াঃ

বাক্য বলিয়া পিতৃপক্ষব্রাহ্মণে দিবে। পিতামহ, প্রপিতামহপক্ষেও এইরূপ। মাতামহপক্ষেও এইরূপই। পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষে একবারই অঘোরা ইতি। মম 'পিতরঃ' পিতৃমাতামহাদয়ঃ 'অঘোরাঃ' প্রসন্নাঃ সন্তু। গোত্রমিতি। 'নঃ' অস্মাকং 'গোত্রং' বংশঃ 'বর্দ্ধতাং' বৃদ্ধিমাপ্নোতু। (৬৫) তারপর পিতৃপক্ষে দুইগাছি সাগ্র কুশপত্র সহিত কতিপয় কুশ প্রাগগ্র করিয়া পিণ্ডের উপর আচ্ছাদন করিয়া...ইহা জিজ্ঞাসা করিবে....'প্রীয়ন্তাং' এই প্রতিবাক্য একবারই বলিবে। (৬৬) পিতৃপক্ষে এই মন্ত্র বলিয়া বামহস্তসংলগ্ন দক্ষিণহস্তদ্বারা কুশাচ্ছাদিত পিণ্ডত্রয়ের উপর একবারই জল দিবে। মাতামহপক্ষেও এইরূপ। তারপর অধোমুখ সেই অর্ঘ্যপাত্র বিনা মন্ত্রে উর্দ্ধমুখ করিবে। (৬৭) দক্ষিণাদি। প্রথমে পিতৃপক্ষে ব্রাহ্মণে জল দিয়া বামহস্তসংলগ্ন দক্ষিণহস্তে কোশার জলে যব ত্রিপত্র হীরতকী ধরিয়া...দক্ষিণাদ্রব্যে জলের ছিটা দিবে। *দ্রাক্ষামলকমূলানি যবাংশ্চাপি নিবেদয়েৎ।*

শ্রীঅমুকদেব্যাঃ) শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং, বসুসত্যয়োর্বিশ্বেষাং দেবানা কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং (কাঞ্চনং বহ্নিদৈবতং) কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।' ইতি দক্ষিণাদ্রব্যে জলং দদ্যাৎ। ততো দেবপক্ষব্রাহ্মণে জলং দত্ত্বা, ওঁ বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তাং—ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ প্রীয়ন্তাং—ইতি প্রতিবচনম্। ততঃ পিতৃপক্ষ—মাতামহপক্ষয়োঃ কৃতাঞ্জলিঃ সুমনাস্তন্মনা ভূত্বা, সকৃদেব বরান্ যাচেত—ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং। ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং—ইতি প্রতিবচনম্ (৬৮)। ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।। শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নো অস্তু।। ওঁ অন্নঞ্চ নো বহু ভবে-দতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন।। ওঁ অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু। যেভ্যঃ সঙ্কলিতা দ্বিজাস্তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু। ওঁ অস্তু ইতি প্রতিবচনম্। ওঁ এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্তু।। ওঁ সন্তু ইতি প্রতিবচনম্। ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি।। ইতি ত্রিঃ পঠেৎ। তত্রঃ ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ইত্যুক্ত্বা ওঁ পিতৃন্ নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ, স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ। প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং, বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু ইতি প্রণমেৎ।। ওঁ বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো, ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং, তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ।। ইতি মন্ত্রেণ সকৃৎ পঠিতেন গৃহীতকুশমূলেন স্পৃষ্ট্বা পিতৃপক্ষীয়-মাতামহপক্ষীয়-ব্রাহ্মণান্ যথাক্রমং বিসৃজেৎ। ততো জলগণ্ডূষং গৃহীত্বা। ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যা—দেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্তাং

তান্যেব দক্ষিণার্থন্তু দদ্যাদ্ বিপ্রেষু সর্ব্বদা।। (ব্রহ্মপুরাণ)। দ্রাক্ষা—আঙ্গুর (বা কিস্‌মিস্) আমলক—আমলকী (আমলা), মূল—আদা, সম্ভাবে সমুচ্চঃ (সর্ব্বাণ্যেব), অসম্ভাবে প্রত্যেকমপি (তেষামেকতমং) তদলাভে তেষাং মূল্যম্। (৬৮) মাতামহ পক্ষেও এইরূপ। সর্ব্বশেষে দেবপক্ষে দক্ষিণা। দক্ষিণা পাইলেই ব্রাহ্মণেরা চলিয়া যান। দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণেরা পিতৃপক্ষীয় ও মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকে অসুরাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য আসিয়া থাকেন; তাঁহারা অগ্রে দক্ষিণা পাইয়া চলিয়া যাইলে অসুরেরা অত্যাচার করিবার আশঙ্কায় তাঁহাদের দক্ষিণা সর্ব্বশেষে দিতে হয়। তারপর দেবপক্ষব্রাহ্মণে জল দিয়া.......বলিবে। তারপর পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে কৃতাঞ্জলি, প্রসন্নচিত্ত ও

পিতরামাতরা, চা মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ।। ইতি মন্ত্রেণ সকৃৎ পঠিতেন প্রদক্ষিণজলধারয়া সর্ব্বান্ ব্রাহ্মাণান্ বেষ্টয়েৎ (৬৯)। সর্ব্বস্মাৎ ভোজনপাত্রাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদন্নং গৃহীত্বা, ওঁ যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং, তেষাম্ক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে পাত্রীয়মন্ন-মপ্সু (গঙ্গাজলে— গঙ্গাম্ভসি) সমর্পিতং। ইতি জলে ক্ষিপেৎ। সর্ব্বস্মাৎ পিণ্ডাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদন্ন গৃহীত্বা, পিণ্ডানপি সমর্পয়ামি ইতি জলে ক্ষিপেৎ। আচারাৎ—ওঁ পিণ্ডা গয়াং গচ্ছত ইতি গয়াং প্রতি চালয়েৎ। ওঁ পিণ্ডা গঙ্গাং গচ্ছত ইতি গঙ্গাং প্রতি চালয়েৎ। ততঃ কুশকুসুমসহিতজলপাত্রে হস্তং দত্ত্বা শান্তিমন্ত্রত্রয়ং পঠেৎ। কয়া ন ইতি ঋক্ত্রয়স্য বামদেব ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব, -দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা।। ইতি ত্রিধা পঠেৎ। ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং, মংহিষ্ঠো মৎস-দন্ধসঃ দৃঢ়া চিদাক্জে বসু।। ইতি ত্রিধা পঠেৎ। ওঁ অভী যু ণঃ সখীনা, -মবিতা জরিতৃণাং। শতং ভবাস্যূতয়ে।। ইতি ত্রিধা পঠেৎ। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তিঃ। ততো দক্ষিণাপাণিনা দীপং প্রচ্ছাদ্য, কুশাঙ্গুরীয়ং ত্যক্ত্বা, হস্তৌ প্রক্ষাল্য আচম্য, কৃতাঞ্জলিঃ—ওঁ কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মচ্ছিদ্রমস্তু। ওঁ অস্তু ইতি প্রতিবচনম্। ততস্তাম্রপাত্রস্থজলে ত্রিপত্রযবহরীতকীং ধৃত্বা, ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি, অমুকরাশিস্থে ভাস্করে, অমুকে পক্ষে, অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেহস্মিন্ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং, তদ্দোষপ্রশমনায় বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য, ওঁ তদ্ বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং।। ইতি পঠিত্বা, ওঁ বিষ্ণুঃ ইতি দশধা জপ্ত্বা, ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্ বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ।। ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ। ওঁ শ্রীহরিঃ, ওঁ শ্রীহরি, ওঁ শ্রীহরিঃ। জলগণ্ডূষং গৃহীত্বা। ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।। ইতি পঠিত্বা, এতৎ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতমস্তু। ইত্যুক্ত্বা বিষ্ণোরধো দক্ষিণহস্তোদ্দেশে ভূমৌ ত্যজেৎ। ততো বিষ্ণুং প্রণমেৎ—ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ (৭০)।। ইতি সামবেদিবৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাপ্তম্।

তদেকাগ্রচিত্ত হইয়া একবারই বর প্রার্থনা করিবে। ইহা ৩ বার পড়িবেন। তারপর....বিশ্বদেবদিগকে প্রণাম করিবেন। পিতা স্বর্গঃ—ইহা পিতৃলোকের স্তুতি। প্রাপ্তপিতৃলোক স্ত্রী ও পুরুষমাত্রেরই 'পিতৃ' এই সংজ্ঞা। পিতৃন্ নমস্যে—ইহাই পিতৃপ্রণাম মন্ত্র (রুচিস্তবোক্ত)। (৬৯) এই মন্ত্র একবার পড়িয়া কুশমূল দ্বারা স্পর্শ করিয়া যথাক্রমে পিতৃপক্ষীয়, মাতামহপক্ষীয় ও দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিবে। তারপর এক গণ্ডূষ জল লইয়া। আ মেতি। 'বাজস্য' অন্নস্য 'প্রসবঃ' উৎপত্তিঃ 'মা' মাম্ 'আ জগম্যাৎ' আগচ্ছতু। 'বিশ্বরূপে' সর্ববরূপাত্মিকে 'ইমে দ্যাবাপৃথিবী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ দ্যৌঃ পৃথিবী চ 'মা' মাং প্রতি আগচ্ছতাম্। 'পিতরামাতরা' মম পিতা মাতা চ 'মা' মাং প্রতি 'আ গন্তাম্' আগচ্ছতাম্। ' সোমঃ চ অমৃতত্বেন' এই মন্ত্র একবার পড়িয়া প্রদক্ষিণ জলধারা দ্বারা সকল ব্রাহ্মণকে বেষ্টন করিবে। (৭০) সকল ভোজন পাত্র হইতে কিছু কিছু অন্ন লইয়া....জলে নিক্ষেপ করিবে। সকল পিণ্ড হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া...জলে নিক্ষেপ করিবে। আচারবশতঃ......গয়ার দিকে ঠেলিবে। ....গঙ্গার দিকে ঠেলিয়া দিবে। তারপর ত্রিপত্র ও পুষ্পযুক্ত কোশার জলে হাত দিয়া শান্তিমন্ত্রত্রয় প্রত্যেকটি ৩ বার পাঠ করিবে। তারপর দক্ষিণহস্তে প্রদীপ আচ্ছাদন করিয়া কুশা-ঙ্গুরীয় ত্যাগ, হস্তদ্বয় প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া.....। তারপর কোশার জলে ত্রিপত্র যব ও হরীতকী ধরিয়া—১০ বার "ওঁ বিষ্ণুঃ" জপ করিয়া এক গণ্ডূষ জল লইয়া.....পড়িয়া.....ইহা বলিয়া বিষ্ণুর নিম্নস্থ দক্ষিণহস্তের উদ্দেশে ভূমিতে ফেলিবে। তারপর বিষ্ণুকে প্রণাম করিবে।

।। সামবেদী বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপ্ত।।

যজুর্বেদীয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ

ষোড়শ মাতৃকা পূজা ঃ স্বীয় বামদিকে, কদলী পত্রাদিতে গণপতি ও ষোড়শ মাতৃকার জন্য ১৭টী ভোজ্য বা নৈবেদ্য সাজাইয়া লইয়া, সপ্তদশ যবপুঞ্জে (১৭টি মুষ্টি যাবে) বা শালগ্রামে কিম্বা জলে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। (যবপুঞ্জে পূজা করিতে হইলে প্রত্যেকের আবাহন ও পূজান্তে বিসর্জ্জন করিতে হয়)।

পূজা ঃ 'এষগন্ধঃ ওঁ গণপতয়ে নমঃ ইদং সচন্দন পুষ্পং ওঁ গণপতয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ গণপতয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ গণপতয়ে নমঃ, এতৎ সোপকরণ-আমান্ন নৈবেদ্যং ওঁ গণপতয়ে নমঃ। এইরূপে প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যথা, —এষ গন্ধঃ ওঁ গৌর্য্যৈ মাত্রে নমঃ, এইরূপে—পদ্মায়ৈ মাত্রে, শচ্যৈ মাত্রে, মেধায়ৈ মাত্রে, সাবিত্র্যৈ মাত্রে, বিজয়ায়ৈ মাত্রে, জয়ায়ৈ মাত্রে, দেবসেনায়ৈ মাত্রে স্বধায়ৈ মাত্রে, স্বাহায়ৈ মাত্রে, শান্ত্যৈ মাত্রে, পুষ্ট্যৈ মাত্রে, ধৃত্যৈ মাত্রে, তুষ্ট্যৈ মাত্রে, আত্মদেবতায়ৈ মাত্রে, কুলদেবতায়ৈ মাত্রে।

বসুধারা ঃ পূর্ব বা উত্তরদিকের দেওয়ালে, গোময়লিপ্ত করিয়া, কর্ত্তর নাভিপ্রমাণ উর্ধ্বস্থানে একটী সিন্দুরের পুত্তলি অঙ্কিত করিয়া এবং তন্নিম্নে হরিদ্রা দ্বারা একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও তন্নিম্মে দুইটী সিন্দুরের রেখা করিবে তাহার নীচে পাঁচটী বা সাতটী সিন্দুর তিলক দিবে, ঐ তিলক হইতে প্রতিবারে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক যথাক্রমে ভিত্তিমূল পর্যন্ত স্পর্শ হয় এইরূপে কুশি করিয়া ৫টী বা ৭টী ঘৃতধারা দিবে। মন্ত্র যথা, (বসুধারা পশ্চিম বা দক্ষিণ প্রান্ত হইতে আরম্ভ হইবে)।

ষোড়শ মাতৃকা যথা—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া। দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ। শান্তি পুষ্টির্ধৃতিস্তুষ্টিরাত্মদেবতয়া সহ। আদৌ বিনায়কঃ পূজ্যো হ্যন্তে চ কুলদেবতাঃ।

হে দেব! ভগবানের নিবাস হেতু তুমি যজ্ঞাদি সৎকর্মের শতপ্রকার পবিত্রতা সঠিক, সেরূপ সৎকর্মের সহস্রপ্রকার পুণ্যফলদাতাও তুমি। তোমার অনুকম্পায় আমাদের কর্মসমূহ সর্বতোভাবে পবিত্র হোক। হে মন যজ্ঞাদি সৎকর্মের শতপ্রকার পূণ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সবিতৃদেব তোমাকে পবিত্র করুন। তুমি কোন দেবতাকে আকষণ করিতেছ।১। (বা.সং ১।৩)

ওঁ বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং, বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারং।
দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু, বসোঃ পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ্বা কামধুক্ষঃ।।১।।

তৎপরে ঐ স্থানে বসিয়া ভিত্তিমূলে ওঁ ভূর্ভবঃ স্বঃ চেদিরাজ বসো ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে চেদিরাজ বসুর আবাহন করিয়া এষগন্ধঃ ওঁ চেদিরাজবসবে নমঃ ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক প্রণাম করিবে যথা,—**'ওঁ চেদিরাজ নমস্তভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে। ক্ষুৎপিপাসানুদে দান্ত চেদিরাজ নমোঽস্তু তে।।'** তৎপরে করযোড়ে আয়ুষ্যসূক্ত পাঠ করিবে যথা—

ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যগুঁ রায়স্পোষমৌদ্ভিদং। ইদগুঁ হিরণ্যং বর্চ্চস্বজ্জৈত্রায়াবিশতাদু মাং।।২।। ওঁ ন তদ্রক্ষাগুঁসি ন পিশাচাস্তরন্তি, দেবানামোজঃ প্রথমজগুঁ হ্যেতৎ। যো বিভর্ত্তি দাক্ষায়ণগুঁ হিরণ্যগুঁ, স দেবেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ স মনুষ্যেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ।।৩।। ওঁ যদাবধ্নন্ দাক্ষায়ণা হিরণ্যগুঁ শতানীকায় সুমনস্যামানাঃ। তন্ম আ বধ্নামি শতশারদায়ায়ুষ্মাঞ্জরদষ্টির্যথাসম্।।৪।।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধম্ *

আয়োজন ঃ কর্ত্তা উত্তরাস্য বা পূর্বাস্য হইয়া উপবেশন পূর্বক স্বীয় বামভাগে নৈর্ঋতকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্যন্ত যথাক্রমে ব্রাহ্মণদিগের আসন স্থাপন করিবেন যথা—প্রথমে (নৈঋতকোণ সমীপে) দেব পক্ষীয় দুইটী ব্রাহ্মণের দুইখানি পূর্বাগ্র আসন, তাহার উত্তরে মাতৃপক্ষের দুইখানি আসন, তদুত্তরে পিতৃপক্ষীয় দুইখানি আসন, তদুত্তরে মাতামহ পক্ষীয় দুইখানি আসন স্থাপন করা হইবে। সমস্ত আসনই পূর্বাগ্রে করিয়া স্থাপন করিবেন এবং প্রত্যেক আসনে দুইগাছি করিয়া

আয়ুঃ ও তেজের হিতকারক, ধনের পুষ্টিবর্ধক, স্বর্গের প্রকাশক ও অন্নযুক্ত এই স্বর্গজয়ের জন্য আমার নিকট আসুক। ২। রাক্ষস ও পিশাচগণ হিংসা করে না এই হিরণ্যেরা দেবতাদের প্রথমোৎপন্নতেজ। হে হিরণ্য অলঙ্কাররূপে ধারণ করে, সে দেবলোকে দীর্ঘায়ু লাভ করে। ৩। দক্ষবংশোৎপন্ন সুমনা ব্রাহ্মণগণ যে হিরণ্যক শতানীক রাজাকে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, আমি দীর্ঘায়ু ও বার্ধক্যের জন্য তা ধারণা করিতেছি।৪। (বা.সং ৩৪।৫০-৫২)

* আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধেরই অপর দুইটি নাম হইল বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ। অভিলাপবাক্যে সর্বদা আভ্যুদয়িক শব্দটি প্রয়োগ করা যায়।

কুশ এবং যব, পান ও সুপারি থাকিবে। প্রত্যেক পক্ষের আসনের দক্ষিণপার্শ্বে এক একটী জলপাত্র রাখিবেন। কর্ত্তার সম্মুখে (উত্তরদিকে) উৎসর্গের জন্য ১টী ভোজ্য এবং বাস্তুপুরুষাদির জন্য ৪টী ভোজ্য ও চারিপক্ষের চারিভাগ উপকরণ সাজাইয়া রাখিবে। শ্রাদ্ধ সমাপন পর্য্যন্ত ১টী প্রদীপ জ্বলিয়া রাখিবেন।

ভোজ্যোৎসর্গ ঃ পূর্বাস্য হইয়া উপবেশন পূর্বক আচমন করিয়া **'ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্ব কর্ম্মাণি কারয়েৎ?'** এই মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ ও নমস্কার করিয়া ভোজ্য অর্চ্চনা করিবেন,—**'ওঁ এতস্মৈ সঘৃতোপকরণ ভোজ্যায় নমঃ'** বলিয়া ভোজ্যতে একবার জলের ছিটা দিয়া, **'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সঘৃতোপকরণামান্ন ভোজ্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।'** বলিয়া গন্ধপুষ্প দিবে। পরে ভোজ্য বামহস্তে ধরিয়া, হরিতকী ও ত্রিপত্র সহ কোশার জলে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া, **'বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা** (নিজের নাম) ** **অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণ (অমুক দেব্যাঃ) শুভ অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ অমুক দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুক দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুক দেব্যাঃ। অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ। অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধ মাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেব দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধ প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ**

*** **আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধবাসরে (পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ নাম গোত্রাদি উল্লেখ করিয়া) বিষ্ণুপ্রীতিকামঃ, এতৎ**

---

* শূদ্রেরা অমুক দেবশর্ম্মা স্থলে অমুক ঘো, দাসঃ, বসু দাসঃ ইত্যাদি যাহার য়ে উপাধি তাহার সহিত দাস বলিবেন। ওঁকার স্থলে নমঃ বলিবেন এবং শ্রাদ্ধমন্ত্র পাঠ করিবেন না।

** আশ্বলায়ন গৃহ্যম্—'আভ্যুদায়িকে যুগ্ম ব্রাহ্মণঃ সমুল দর্ভাঃ প্রাঙ্মুখো দদ্যাৎ।

*** পিতামহী প্রভৃতি কোন ব্যক্তির নাম জানা না থাকিলে 'অমুক গোত্রয়াঃ পিতামহ্যাঃ পিতামহী দেব্যাঃ' এইরূপে উল্লেখ হইবে।

সঘৃতোপকরণমান্নং ভোজ্যম্ অর্চ্চিতম্ শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি। তৎপরে দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

বাস্তু পূজাদি। —এষ গন্ধঃ ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ, (এইক্রমে) এতৎ পুষ্পং—, এষ ধূপ—, এষ দীপ—, এতৎ সঘৃতোপকরণামান্ন ভোজ্যং ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ বলিয়া ত্রিপত্র দ্বারা ভোজ্যে জলের ছিটা দিয়া প্রণাম করিবে,—**'ওঁ সর্ব্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ। পৃথ্বীধরস্তু বিজ্ঞেয়ো বাস্তুদেব নমোঽস্তু তে।।'** তৎপরে **ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং**—ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া, **'এষ গন্ধঃ ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ** এইক্রমে পূজা করিয়া **'এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ সঘৃতোপকরণ আমান্ন ভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ'** বলিয়া ভোজ্যে জলের ছিটা দিয়া **ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়** ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম পূর্বক কৃতাঞ্জলি—**ওঁ অনাদিনিধনজ্ঞান নিত্যানন্দ জনার্দন। ময়াত্র শ্রাদ্ধে কর্তব্যে সান্নিধ্যং কুরু কেশব।। ভো ভগবন্ অত্রশ্রাদ্ধে অধিষ্ঠাতা ভব।** (গঙ্গাপ্রদেশে এই সময়ে গঙ্গাপূজা করার ব্যবহার আছে)। **এষ গন্ধ-ওঁ গঙ্গায়ৈ নম মন্ত্রে পূজা করে প্রণাম—ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখ বিনাশিনী সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতিঃ।।**

তৎপরে যব তুলসী ও ত্রিপত্র লইয়া **'এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং এতৎ ভূস্বামি-পিতৃভ্যো নমঃ'** বলিয়া ত্রিপত্রাদি ঐ ভোজ্যের উপর দিবে।' ** পরে ব্রাহ্মণ ৮টিকে বামহস্তে একটি পাত্রের উপর ধরিয়া—**ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্'** বলিয়া চন্দন মাখাইয়া **'ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সভূমিগুং সর্ব্বতস্পৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।'** এই মন্ত্রে স্নান করাইয়া **'এষ গন্ধঃ ওঁ দর্ভময় ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ'** এইক্রমে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপ ও তাম্বুল দ্বারা পূজা করিয়া দেবপক্ষ হইতে যথাক্রমে প্রত্যেক পক্ষের দুইটী আসনে, দুইটী ব্রাহ্মণ পশ্চিমাগ্র করিয়া স্থাপন করিবে। এরপর একটি ত্রিপত্র বামকটিতে বদ্ধ করিবে। (অর্থাৎ কটিদেশস্থ বস্ত্রের খুঁটের সঙ্গে গুঁজিয়া রাখিবে)।

** আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে স্বাভাবিক উত্তরীয় হইয়া এবং দৈবতীর্থ দ্বারা পিণ্ডদানাদি সমস্ত কার্য্যই করিতে হইবে। তিল স্থানে যব এবং মোটক স্থানে ত্রিপত্র ব্যবহার করিবে, স্বধ্যস্থলে নমঃ বলিবে। দেবতাভ্য প্রভৃতি মন্ত্রস্থিত স্বধাস্থলে পুষ্টি পদের প্রয়োগ হইবে। সর্ব্বত্রই পিত্রাদি পদ প্রয়োগের পূর্ব্বে নান্দীমুখ বলিতে হইবে, অর্থাৎ 'অমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতরমুক দেবশর্ম্মন্'—এইরূপ বলিতে হইবে।

অনুজ্ঞা— প্রথমে দেবপক্ষের ব্রাহ্মণে জল দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া, **'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ অমুক দেবশর্মা অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণঃ (বা অমুক গোত্রায়াঃ শ্রীঅমুক দেব্যাঃ) শুভ অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ অমুক দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুক দেব্যাঃ (এইরূপে প্রপিতামহী, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহাদির নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া) আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে বসুসত্যয়োর্বিশ্বেয়াং দেবানাম্ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে? ('ও কুরুষ্ব' প্রতিবাক্য)।** তৎপরে মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে জল দিয়া করযোড়ে বলিবে— **'বিষ্ণুরোমিত্যাদি—অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ অমুকদেব্যাঃ অমুকগোত্রয়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুক দেব্যাঃ অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুক দেব্যাঃ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময় ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে? (ওঁ কুরুষ্ব)।** পিতৃপক্ষে জল দিয়া করযোড়ে বলিবে,—**বিষ্ণুরোমিত্যাদি—অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধং দর্ভময় ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে? (ওঁ কুরুষ্ব)।** মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণে জল দিয়া করযোড়ে বলিবে,—**বিষ্ণুরোমিত্যাদি—অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্মণঃ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে? (ওঁ কুরুষ্ব)।** এরপর প্রতিপক্ষে একবার করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিয়া **'ওঁ দেবাতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহযোগিভ্য এব চ। নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি।।'** তিনবার পাঠ করিবে। তৎপরে **ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষ** বলিয়া পূর্বকৃত মৃত্তিকামিশ্রিত জল শ্রাদ্বীয় দ্রব্যে ছিটাইয়া এবং প্রত্যেক পক্ষের ব্রাহ্মণের শিরস্থানীয় পাত্রে (মাত্রাদিক্রমে) ঐ জল দিয়া বলিবে **'রক্ষোঘ্নমুদকমসি যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ্ব'।**

---

* মাত্রাদি তিন পুরুষের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে তাহার উর্দ্ধতন পুরুষ লইয়া তিন পুরুষ পূরণ করিয়া লইবে, অর্থাৎ যদি মাতা জীবিত থাকেন তবে পিতামহী প্রপিতামহী ও বৃদ্ধপিতামহীর শ্রাদ্ধ হইবে, যদি মাতা মৃতা কিন্তু পিতামহী জীবিতা সেস্থলে মাতা প্রপিতামহী ও বৃদ্ধ প্রপিতামহীর শ্রাদ্ধ হইবে। পিত্রাদি পক্ষেও এইরূপ। মাতা পিতামহী ও প্রপিতামহী তিনজনেই জীবিত থাকিলে মাতৃপক্ষের শ্রাদ্ধ হইবে না।

আসন দান —দৈব ব্রাহ্মণে একটু জল দিয়া একটি দুইটী ত্রিপত্র রাখিয়া, বামহস্তে ধরিয়া, **'বিষ্ণুরোম্ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতদ্ বো দর্ভাসনং নমঃ।'** বলিয়া জলের ছিটা দিয়া দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ দুটির পার্শ্বে রাখিবেন। ঐরূপে মাতৃপক্ষে জল দিয়া দুইটী ত্রিপত্র ধরিয়া, **'বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুক দেবি, অমুক গোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুক দেবি, অমুক গোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুক দেবি এতত্তে দর্ভাসনং নমঃ'** বলিয়া জলের ছিটা দিয়া ব্রাহ্মণে দিবেন। পিতৃপক্ষেও দুইটি ত্রিপত্র ধরিয়া **"অমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্মন্ এতত্তে দর্ভাসনং নমঃ** বলিয়া জলের ছিটা দিয়া বাহ্মনে দিবেন। মাতামহ পক্ষে,—**'বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্, অমুক গোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্, অমুক গোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে দর্ভাসনং নমঃ'** বলিয়া জলের ছিটা দিয়া ব্রাহ্মণে আসন দিবেন।

আবাহন্—প্রথমে দেবপক্ষে যব লইয়া বলিবে, **'ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে?' ('ওঁ আবাহয়' প্রতিবাক্য)। 'ওঁ বিশ্বে দেবাস আগত, শৃণুতা ম ইমং হবং। এদং বর্হির্নিষীদত'।।** এই মন্ত্র পড়িয়া যবগুলি ব্রাহ্মণে সমীপে ছড়াইয়া দিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন।—**'ওঁ বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অন্তরিক্ষে য উপ দ্যবিষ্ঠ। যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্।'** পরে যব লইয়া, মাতৃপক্ষে, পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে একবার মাত্র বলিবে **'ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৃ আবাহয়িষ্যে?' ('ওঁ আবাহয়' প্রতিবাক্য)। 'ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি। উশন্নুশত আ বহ নান্দীমুখান্ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে।।'** এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক **'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাগুঁসি বেদিষদঃ'।** বলিয়া তিন পক্ষের ব্রাহ্মণ সমীপে যবগুলি ছড়াইয়া দিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া **'আয়ন্তু নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভি র্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে পুষ্ট্যা মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্।।'** এই মন্ত্রে আবাহন করিবে।

অর্ঘ্য—দেবপক্ষ প্রভৃতি চারি পক্ষের ব্রাহ্মণ সমীপে এক একগাছি পুর্বাগ্র কুশ পাতিয়া তাহার উপর উত্তরাগ্রে দেবপক্ষে একটি এবং অন্য তিনটি পক্ষে তিনটি করিয়া পাত্র (ডোঙা বা কলাপাতা) স্থাপন করিবে। পরে এক একটী পবিত্র লইয়া, **'ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ'।** মন্ত্রে প্রাদেশ প্রমাণের অতিরিক্ত মূলভাগ নখ ব্যতিরিক্ত অস্ত্রে ছেদন করিয়া, বামহস্তে ধরিয়া,

'ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ' মন্ত্রে দক্ষিণহস্ত দ্বারা জলের ছিটা দিয়া, যথাক্রমে এক একটী পাত্রে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবে, (অর্ঘ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত মন্ত্রই প্রত্যেকবারে পৃথক্ পৃথক্ পাঠ করিতে হইবে)। পরে দৈবাদিক্রমে **'ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টায় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো রভিস্রবন্তু নঃ'**। এই মন্ত্র প্রত্যেকবার পাঠ করিয়া যথাক্রমে সকল পক্ষের পবিত্রের উপর জল দিয়া, ওঁ **যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়াঽরাতী'**। এই মন্ত্র পড়িয়া দেবপক্ষের পাত্রে যব দিবে। পরে **'ওঁ যবো সি সোম দেবত্যো গোষবো দেব নির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ পুষ্ট্যা, নান্দীমুখান্ পিতৃল্লোঁকান্ প্রাণাহি নঃ স্বাহা।।'** এই মন্ত্র প্রতিবার পড়িয়া মাতৃ পিতৃ ও মাতামহ পক্ষীয় পাত্রে পৃথক পৃথক যব দিবে। দৈবাদিক্রমে প্রতিপাত্রে গন্ধ, পুষ্প, সগর্ভা দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল দিয়া, একগাছি কুশ দ্বারা দৈবপাত্র আচ্ছাদন করিয়া বলিবে,—'ওঁ অচ্ছিদ্রমিদম্ অর্ঘপাত্রম্ অস্তু'। মাতৃপক্ষাদিতেও ঐরূপে গন্ধপুষ্পাদি দিয়া, প্রতিপক্ষে এক একগাছি কুশ দ্বারা তিনটী তিনটী পাত্র আচ্ছাদন করিয়া বলিবে,— **'ওঁ অচ্ছিদ্রাণীমান্যর্ঘপাত্রাণি সন্তু'**। পরে দেবপক্ষের আচ্ছাদন কুশটী উত্তরদিকে ফেলিয়া দিয়া, অর্ঘ্যপাত্রস্থ পবিত্র ব্রাহ্মণে পূর্ব্বাগ্রে করিয়া দিয়া, কোশা হইতে একটু জল দিয়া একটী পুষ্প লইয়া। **'ওঁ পাদ প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ'** বলিয়া ব্রাহ্মণে দিয়া, অর্ঘ্যপাত্র বাম করতলে তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ করতল দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, **'ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সং বভূবুর্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবী র্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ সং স্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু।।'** এই মন্ত্র পাঠান্তে অর্ঘ্যপাত্র যথাস্থানে রাখিয়া, উৎসর্গ প্রণালীতে ধরিয়া, **'বিষ্ণুরোম্ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবাঃ এষ বো অর্ঘো নমঃ।'** বলিয়া জলের ছিটা দিয়া, অর্ঘ্যপাত্রস্থ পুষ্পাদি ব্রাহ্মণে দিবে। মাতৃপক্ষের আচ্ছাদন কুশটী তুলিয়া ফেলিয়া, পবিত্র তিনটী ব্রাহ্মণে দিয়া একটু জল ও একটী পুষ্প লইয়া **'ওঁ শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ'** বলিয়া ব্রাহ্মণে দিয়া প্রথম পাত্রটী বাম করতলে লইয়া দক্ষিণকর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া **'ওঁ যা দিব্যা আপঃ'**।—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে ভূমিতে রাখিয়া উৎসর্গ প্রণালীতে ধরিয়া **'বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুক দেবি এষ বো অর্ঘো নমঃ।'** বলিয়া জলের ছিটা দিয়া পুষ্পাদি ব্রাহ্মণে দিবে। ঐ পাত্রে একটু জল অবশিষ্ট রাখিয়া পাত্রটী যথাস্থানে রাখিবে। ঐরূপে পিতামহী হইতে বৃদ্ধপ্রমাতামহ পর্য্যন্ত

* দুইটি কুশাগ্র একত্র বাঁধাকে এক একটি পবিত্র বলা হইতেছে।

প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ অর্ঘ্য দিয়া অবশিষ্ট জল সহ পাত্রগুলি যথাস্থানে রাখিবে। তৎপরে মাত্রাদি আটটী অর্ঘ্য পাত্রের সংস্রব জল পিতৃপাত্রে ঢালিয়া প্রপিতামহ পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া **'ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থান মসি'**। বলিয়া স্ববামে একগাছি কুশের উপর ন্যুব্জ করিয়া রাখিবে (অর্থাৎ প্রপিতামহ পাত্রটী নীচে ও পিতৃপাত্রটী উপরে যেরূপে থাকে এইরূপে উল্টাইয়া রাখিবে) এবং একগাছি কুশদ্বারা আচ্ছাদন করিবে।

গন্ধাদি পঞ্চক দান—প্রথমে দেবপক্ষে একটী পাত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র দুইটি দুইটি করিয়া লইয়া উৎসর্গ প্রণালীতে বামহস্তে ধরিয়া, **'বিষ্ণুরোম্ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি নমঃ।'** বলিয়া উৎসর্গ করিয়া, **'এষ বো গন্ধঃ, এতদ্বঃ পুষ্পং, এষ বোধূপঃ, এতদ্ব আচ্ছাদনম্'** প্রত্যেক মন্ত্রে প্রত্যেক দ্রব্য দুই দুইটী করিয়া ব্রাহ্মণে দিবে ধূপ ও দীপে জলের ছিটা দিবে। তৎপরে মাতৃপক্ষে গন্ধাদি দুইটি করিয়া লইয়া, একত্রে বামহস্তে, ধরিয়া—**'বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুক দেবি, অমুক গোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুক দেবি, অমুক গোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুক দেবি, এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি নমঃ।'** বলিয়া উৎসর্গ করিয়া **'এষ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং'** ইত্যাদিক্রমে প্রত্যেক দ্রব্য ব্রাহ্মণে দিবে, ধূপ ও দীপে জলের ছিটা দেবে। পিতৃপক্ষে ও মাতামহ পক্ষেও ঐরূপে দিবে। (শূদ্র ভিন্ন জাতিরা আসনাদি দানের ন্যায় দৈবাদিক্রমে যজ্ঞোপবীত দান করিবে)।

অন্নপাত্রস্থাপন—দৈবাদিক্রমে চারি পক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করিয়া, প্রত্যেকের সম্মুখে জল দ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্বাগ্র করিয়া এক একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে এবং তদুপরি প্রত্যেক পক্ষে দুই দুইটী করিয়া আটটী অন্নপাত্র স্থাপন করিবে।

অগ্নৌকরণ—একটী পাত্রে ঘৃত মিশ্রিত আমান্ন লইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, **'ওঁ অগ্নৌ করিষ্যে? (প্রতিবাক্যে—'ওঁ কুরুস্ব')**। ঐ পাত্রটী বামহস্তে লইয়া, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, **'ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা'** বলিয়া কিঞ্চিৎ অন্ন সম্মুখস্থ

জলে দিবে, পুনর্বার **'ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা'** বলিয়া ঐ জলে আহুতি দিবে। আর দুই বার অমন্ত্রক ঐভাবে জলে দিয়া অবশিষ্ট অন্ন দেবপক্ষ হইতে যথাক্রমে প্রতিপক্ষের পাত্রে অল্প অল্প দিয়া, পিণ্ডপাত্রে কিঞ্চিৎ রাখিবে।

পাত্রালম্ভন—প্রথমে দৈবপাত্রে অধোমুখ রাম হস্তের পৃষ্ঠে দক্ষিণ করতল স্থাপন করিয়া, **'ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং, দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখেঽমৃতে মৃতং জুহোমি স্বাহা।'** তারপর মাতৃপক্ষে, পিতৃপক্ষে ও মাতামহ পক্ষেও ঐরূপ পৃথিবীতে পাত্রম্ ইত্যাদি মন্ত্র তিনপক্ষে তিনবার পাঠ করিবে।

অন্নোৎসর্গ—জলস্পর্শান্তে দৈবাদিক্রমে প্রত্যেক পাত্রে সঘৃত সোপকরণ আমান্ন পরিবেশন করিয়া, যথাক্রমে অন্নে জলের ছিটা দিয়া, **'ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদং সমূঢ়মস্য পাগুঁসুরে।।'** এই মন্ত্রে অথবা **'বিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষ'** এই মন্ত্রে নখ ব্যতিরিক্ত অঙ্গুষ্ঠ অন্নমধ্যে দিবে। মাতৃপক্ষে, পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে যথাক্রমে পূবের্বাক্ত মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ অন্নে অঙ্গুষ্ঠ দিবে। পরে জল স্পর্শ পূর্বক দেবপক্ষীয় অন্নে অমন্ত্রক যব দিয়া মাতৃপক্ষীয়, পিতৃপক্ষীয় ও মাতামহ পক্ষীয় অন্নে **'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাগুঁসি বেদিষদঃ।।'** এই মন্ত্রে প্রতিবার পড়িয়া তিন পক্ষের অন্নে পৃথক পৃথক যব দিবে।

দৈবাদিক্রমে সকল পক্ষেই অন্নে মধু (অথবা ইক্ষুগুড়) দিয়া, ব্রাহ্মণে এক এক গণ্ডুষ জল দিয়া, গায়ত্রী পাঠ পূর্বক **'ওঁ মধু মধু মধু'** প্রতি পক্ষে একবার বলিবে। পরে বামহস্তে (উপুড়হাতে) **দেবপক্ষীয়** অন্নপাত্রে ধরিয়া, হরিতকী ও ত্রিপত্র সহ দক্ষিণহস্ত জলে রাখিয়া **'বিষ্ণুরোম্ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতদবো আমান্নং সোমপকরণং সযবোদকং (গঙ্গার জল হলে—'সযব গঙ্গোদকং') নমঃ।'** বলিয়া ত্রিপত্র দ্বারা জল দিয়া, ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল (পানার্থে) দিবে। পরে করযোড়ে বলিবে,—**ওঁ ইদমামান্নং ইমা সযবা আপঃ ইদং হবিঃ এতানি উপকারাণানি যথাসুখং বাগযতৌ স্বদতং।।'** এইরূপে মাতৃপক্ষের অন্নপাত্রে মধু দিয়া গায়ত্রী ও মধু মধু মধু পাঠ পূর্বক ন্যুব্জ বামহস্তে ধরিয়া **'বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ আমুক দেবি, অমুক গোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুক দেবি, আমুক গোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুক দেবি এতত্তে আমান্নং সোপকরণং সযবোদকং নমঃ।'** বলিয়া ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিয়া, ব্রহ্মাণে জল দিয়া করযোড়ে বলিবে,

'ইদ্‌মামান্নং ইমা সযবা আপঃ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগযতাঃ স্বদত'। পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষেও এইরূপে দিবে। দৈবাদিক্রমে সকলপক্ষের ব্রাহ্মণে গণ্ডুষার্থ জল দিয়া গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক **'ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ।। ওঁ মধুনক্তমুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবগুঁরজঃ। মধু দৌরস্তু নঃ পিতা।। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতি-র্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু মধু মধু।।'** এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বলিবে, **ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্‌ভবেৎ। তৎসর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু।** তারপর শ্রাব্য মন্ত্র (২৩৪ পৃ.) পাঠ করিবেন।

অগ্নিদগ্ধা-বিকিরান্ন দান– এরপর পিণ্ডপাত্রে পিণ্ড মাখিয়া পিতৃপক্ষীয় অন্নপাত্রের পার্শ্বে পূর্বাগ্র করিয়া কতকগুলি কুশ পাতিয়া একটু জলের ছিটা ও যব ছড়াইয়া দিয়া, পিণ্ডপাত্র হইতে যব ও তুলসী সহ একটি পিণ্ডের পরিমাণ কতকগুলি অন্ন লইয়া **ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্।। ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-র্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঅন্নং ভুমি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ।।** এই দুটি মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ পাতিত কুশোপরি ছড়াইয়া দিবে। পরে উত্তমরূপে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া, আচমন বা দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণদিগকে জল দিয়া **গায়ত্রী** এবং **মধুবাতা**—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে **'ওঁ সম্পন্নং?'** (প্রতিবাক্য ওঁ সুসম্পন্নং)। **'ওঁ শেষমন্নং ক্ব দেয়ং?'** (ওঁ ইষ্টোভ্যো দীয়তাং)। **'ওঁ পিণ্ডদান মহং করিষ্যে? (** ওঁ কুরুষ্ব)।

রেখাকরণ—মাতৃপক্ষাদিক্রমে প্রত্যেক পক্ষের আন্নপত্রের পূর্বদিকে স্থান পরিষ্কার করিয়া, ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক পক্ষে তিনটি পূর্ব্বাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে। পরে দুই গাছি সাগ্র কুশের মূল দ্বারা **'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাগুঁসি বেদিষদঃ।'** এই মন্ত্র প্রতিবার পড়িয়া, যথাক্রমে সকল মণ্ডলের উপর পূর্বাগ্রে করিয়া এক একটী রেখা করিয়া কুশটি ফেলিয়া দিবে। প্রত্যেক রেখায় জলের ছিটা দিয়া, তাহার উপর কতকগুলি আস্তরণ কুশ পূর্ব্বাগ্র করিয়া পাতিয়া **ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ** ইত্যাদি মন্ত্র ৩ বার পাঠ করিয়া যব লইয়া **ওঁ এত নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সৌম্যাসো, গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বীণেভিঃ। দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ববীরং নিযচ্ছত'** মন্ত্রটি পাঠ করিয়া তিনটি মণ্ডলেই হাতের

যবগুলি ছড়াইয়া দিবেন।

অবনেজন—একটি পাত্রে যব তুলসী সহ নয়টি ত্রিপত্র ও জল রাখিয়া যথাক্রমে এক একটি পাত্র বাম হস্তে (উপুড় হাতে) ধরিয়া, দক্ষিণ হস্ত জলে রাখিয়া **'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুক দেবি অবনেনিক্ষ্নমঃ'**। বলিয়া প্রথম মণ্ডলটির উপর ত্রিপত্র তুলসী ও যব সহ জল দিবে। এইরূপে পিতামহী ও প্রপিতামহীর নাম গোত্রাদি উল্লেখ করিয়া অবনেজন দিবে। পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষেও **'বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ অবনেনিক্ষ্ব নমঃ।'** এইরূপে পিতামহাদি ও মাতামহপক্ষেও প্রত্যেককে পৃথক পৃথক অবনেজন দিবে, প্রত্যবনেজনের জন্য ঐ পাত্রে কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট রাখিবে।

পিণ্ডদান—অগ্নৌকরণাবশিষ্ট অন্নের সহিত দধি যবাদি মিশ্রিত করিয়া বিল্বপ্রমাণ নয়টী পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, তাহার একটি দক্ষিণহস্তে লইয়া তদুপরি যব তুলসী ও ত্রিপত্র দিয়া বাম হস্তে কুশী করিয়া জল লইয়া দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন রাখিয়া গায়ত্রী ও **'ওঁ মধুবাতা'** ইত্যাদি মন্ত্র এবং **'ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত। অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবষ্ঠিয়া মতী, যোজা ম্বিন্দ্র তে হরী।'** পাঠপূর্ব্বক **'বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুক দেবি এতত্তে পিণ্ডং সোপকরণং সযবোদকং নমঃ।' (ওঁ গয়া গঙ্গা গদাধর হরিঃ)** বলিয়া আস্তৃত কুশের মূল দেশে দৈবতীর্থ দ্বারা পিণ্ড দিয়া, বামহস্তস্থিত কুশির জল দক্ষিণ হস্তে ঢালিয়া লইয়া পিণ্ডের উপর দিবে। পরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া এইরূপ আস্তৃত কুশের মধ্য ও অগ্রদেশে প্রত্যেকবারে **গায়ত্রী** ও **মধুবাতা** ইত্যাদি ওঁ অক্ষন্নমী ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পিতামহী ও প্রপিতামহীকে যথাক্রমে পিণ্ডদান করিবে। (পিণ্ডদানের পর প্রত্যেকবার হস্ত প্রক্ষালন করিবে)। এইরূপে পিতৃপক্ষে পিত্রাদিত্রয়কে এবং মাতামহ পক্ষে মাতামহাদিত্রয়কেও যথাক্রমে পিণ্ডদান করিয়া, পাত্রাবিশিষ্ট অন্নগুলি পিণ্ডের পার্শ্বে ছড়াইয়া দিয়া, পিতৃপিণ্ডের নিম্নস্থ আস্তৃত কুশের মুলদেশে **'ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্'** বলিয়া দক্ষিণ করতল সংলগ্ন অন্নলেপ ঘর্ষণ করিবে। তৎপরে **হস্ত প্রক্ষালন** আচমন ও **হরিস্মরণ** করিয়া, করযোড়ে **'ওঁ অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো মাদয়ধ্বং, যথাভাগ মা বৃষায়ধ্বং'**। বলিয়া

শ্বাস লইয়া পিতৃদিগের তেজোময় মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিবে, **'ওঁ অমীমদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগ মা বৃষায়িষত।'** এই মন্ত্র পড়িয়া শ্বাসত্যাগ পূর্বক অবনেজন পাত্রাবশিষ্ট জল হইতে, যব তুলসী ও ত্রিপত্র সহ কিঞ্চিৎ লইয়া, **'বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুক দেবি প্রত্যবনেনিক্ষ্ব নমঃ।'** বলিয়া মাতৃপিণ্ডের উপর দিবে। এইরূপে পিতামহী প্রভৃতির পিণ্ডেও প্রতিবারে মন্ত্র পড়িয়া, যথাক্রমে প্রত্যবনেজন দিবে। পরে পূর্ববদ্ধনীবী ত্যাগ করিয়া হস্ত প্রক্ষালন পূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া—

'ওঁ নমোবো নান্দীমুখাঃ পিতরো রসায়। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ শোষায়। ওঁ নমো বো নান্দীমুখা পিতরো জীবা। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ পুষ্ট্যৈ। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো ঘোরায়। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো মন্যবে।' ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বঃ। ওঁ গৃহান্ন নান্দীমুখাঃ পিতরো দত্ত। ওঁ সতো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো দেষ্ম।।' এই কয়টি মন্ত্রে পিতৃগণ ও ঋতুদিগকে নমস্কার করিবে। **'এতদ্ বো নান্দীমুখাঃ পিতরো বাসঃ।'** এই মন্ত্রে প্রতিবার পাঠ করিয়া নয়টি ত্রিপত্রযুক্ত শুক্লবস্ত্রের দশাসূত্র উৎসর্গ প্রণালীতে ধরিয়া **'বিষ্ণুরোম অমুক গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুক দেবি এতত্তে বাসো নমো'** বলিয়া যথাক্রমে উৎসর্গ করিয়া মাতার পিণ্ডের উপর দিবেন, এইভাবেই পিতামহী, প্রপিতামহী, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ প্রত্যেকের নামে প্রত্যেকের পিণ্ডের উপর দিবেন।

পিণ্ডপূজা—ধূপ দীপ জ্বালিয়ে প্রত্যেক পিণ্ডের উপর অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প ও তাম্বুল দিয়া পূজা করিয়া (জিজ্ঞাসা করিবে, **'পিণ্ডানি সম্পন্নানি?** (প্রতিবাক্য সুসম্পন্নানি) বলিয়া একটু জল দিবে। তারপর মাত্রাদি তিন ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ ভূমিতে একটু একটু জল দিয়া বলিবে, **'ওঁ সুসুপ্রোক্ষিতমস্তু' (ওঁ অস্তু)**। তারপর দৈবাদিক্রমে চারিটি পক্ষের ব্রাহ্মণে **'ওঁ শিবা আপঃসন্তু** বলিয়া একটু করে জল দিবেন। (প্রতিবচন-সন্তু) তারপর **ওঁ সৌমনস্যমস্তু** বলিয়া একটি করিয়া ফুল দিবেন। (প্রতিবচন-অস্তু) তারপর **ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু' বলিয়া যব দিবে (ওঁ অস্তু)**।

অক্ষয্য দান—যব ঘৃত মধু মিশ্রিত জল লইয়া **ওঁ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং'** ইহা একবার মাত্র বলিয়া মাতৃপক্ষাদির সকল ব্রাহ্মণে দিবে।। (প্রতিবেদন-প্রীয়ন্তাম্) তৎপরে বলিবে **ওঁ অঘোরা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সন্তু (ওঁ সন্তু)**। **ওঁ গোত্রং**

নো বর্দ্ধতাং (ওঁ বর্দ্ধতাং)। তৎপরে একটী পুষ্প লইয়া করযোড়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবে যথা—ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং (ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যান্তাং) ওঁ দাতারোনোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি (নো অস্তু)। ওঁ অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন। ওঁ অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু। যেভ্যঃ সঙ্কল্পিতা দ্বিজাস্তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু। ওঁ এতাঃ সত্যাশিষঃ সন্তু। (ওঁ সন্তু)।

স্বধাবাচন—সপবিত্র কতিপয় কুশ উত্তরাগ্র করিয়া পিণ্ডের উপর দিয়া, জিজ্ঞাসা করিবে, 'ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৃন্ বাচয়িষ্যে? (ওঁ বাচ্যতাং)। ওঁ নান্দীমুখ্যো মাতরঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখ্যঃ পিতামহ্যঃ প্রীয়ন্তং, ওঁ নান্দীমুখ্যঃ প্রপিতামহ্যঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখাঃ পিতামহাঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখাঃ প্রপিতামহাঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখাঃ মাতামহাঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখাঃ প্রমাতামহাঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখাঃ বৃদ্ধমাতামহাঃ প্রীয়ন্তাং। সর্বশেষে একবার মাত্র 'ওঁ প্রীয়ন্তাং' এই প্রতিবাক্য বলিবেন। তৎপরে অঞ্জলি করিয়া জল লইয়া,—ওঁ **উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘতং, পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং। পুষ্টয়ঃস্থ তর্পয়ত মে নান্দীমুখান্ পিতৃন্।।'** এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রথম মাতৃপক্ষে তিনটি পিণ্ডে তারপর পিতৃপক্ষে তারপর মাতামহপক্ষে এইভাবে তিনবার মন্ত্র পাঠ করে নয়টী পিণ্ডের উপর জলধারা সেচন করিবে, পরে ব্রহ্মণদিগকে জল দিয়া, পূর্বস্থাপিত ন্যুব্জ পাত্র খুলিয়া (চিৎ করিয়া) দিয়া, নত হইয়া পিণ্ডগুলিকে আঘ্রাণ করিবেন।

দক্ষিণান্ত—(প্রথমে মাতৃপক্ষে) **এতস্মৈ সযবদ্রাক্ষামলকমূল মূল্যায় নমঃ'** ইত্যাদিক্রমে অর্চনা করিয়া ডানহাতে বাক্যপাত্র ধরিয়া পাঠ—**'বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ শুভ অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ অমুকদেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুক দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুক দেব্যা কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং সযব দ্রাক্ষামলকমূল মূল্যং শ্রীবিষ্ণু দৈবতং**

যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।' পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে এইরূপে দক্ষিণান্ত করিয়া, দেবপক্ষে দক্ষিণান্ত কাঞ্চনমূল্য দিয়া করিবে যথা,—**'বিষ্ণুরোম্ —অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং কৃতৈতৎ বসুসত্যয়োর্বিশ্বেষাং দেবানাং আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।'** তৎপরে দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ **'ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং'** বলিয়া একটু জল দিবে (ওঁ প্রীয়ন্তাং প্রতিবাক্য)।

বিসর্জ্জন—প্রথমে মাতৃপক্ষে **'ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি।'** এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করি,—**'ওঁ বাজে বাজে বত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ'**। এই মন্ত্রটী পাঠপূর্বক ত্রিপত্রের অগ্রভাগ দ্বারা ব্রাহ্মণে একটু জল দিয়া ব্রাহ্মণ শরীরস্থ পিতৃদিগকে বিসর্জ্জন করিবে। পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষেও এইরূপে বিসর্জ্জন করিয়া, দৈব ব্রাহ্মণে ত্রিপত্র মূল দ্বারা উক্ত মন্ত্রে একটু জল দিয়া বিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রটী একবার মাত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণাবর্তে বারিধারা দ্বারা দেবপক্ষাদি সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে বেষ্টন করিবে। **'ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাব্যাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্তাং পিতরামাতরা চা মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ।'** পিতৃপ্রণাম।—**'ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।।** এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে 'ওঁ বিশ্বেভ্যোদেবেভ্যো নমঃ' বলিয়া বিশ্বদেবদিগকেও প্রণাম করিবে।

অন্নপ্রতিপত্তি—সকল পক্ষের অন্নপাত্র হইতে কিছু কিছু অন্ন লইয়া **'ওঁ যেষাং শ্রাদ্ধংকৃতং তেষামক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে পাত্রীয়মামান্নং অম্ভসি (গঙ্গায় গঙ্গাজলে) সমর্পিতমস্তু** বলিয়া জলে দিবে। সমস্ত পিণ্ড হইতেও কিছু কিছু লইয়া **'ওঁ পিণ্ডান্যপি অম্ভসি সমর্পয়ামি'** বলিয়া জলে দিবে। **'ওঁ পিণ্ডানি গয়াং গচ্ছত'** বলিয়া পিণ্ড গুলিকে গয়ার দিকে ঠেলিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণগুলির গ্রন্থি মোচন করিয়া, যুক্ত করে দীপ আচ্ছাদন পূর্বক 'জবাকুসুম'—ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্যকে প্রণাম করিয়া, কুশাঙ্গুরীয় ত্যাগ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া **ওঁ কৃতৈতদাভ্যুদয়িশ্রাদ্ধকর্মাচ্ছিদ্রমস্তু বলিবেন—(প্রতিবচন—ওঁ অস্তু)।** তারপর

বামহস্ত অন্বারব্ধ দক্ষিণহস্তে বাক্যপাত্র ধরিয়া বলিবেন—**বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ অমুক দেবশর্মা কৃতেষু এতেষু সগণাধিপ গৌর্যাদি ষোড়শমাতৃকা পূজা বসোর্ধারাসম্পাতনায়য্যসূক্ত জপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্মসু যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।** এইরূপ বাক্য পাঠ করিয়া **ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ ইত্যাদি** উচ্চারণ পূর্বক **ওঁ বিষ্ণু** মন্ত্র দশবার জপ করিয়া একগণ্ডুষ জল লইয়া—**ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।** এতৎকর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতমস্তু বলিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে জল ভূমিতে ত্যাগ করিবে। তারপর বিষ্ণুকে প্রণাম ও আচমন করিয়া শান্তিগ্রহণ করিবেন।

।। যজুর্বেদীয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ।।

চক্রাব্জমণ্ডলং

পূর্ব্ব
উত্তর
দক্ষিণ
পশ্চিম
রক্তং
পীতং
শ্বেতং
তাম্রাভং
ভেকং
রজতাভং
মৎস্যং
সুবর্ণাভং
মকরং
কুলীরং
লৌহাভং
মারং
রক্ত
পীত
শ্বেত

গ্রহমণ্ডল

ঈশান
পূর্ব্ব
অগ্নি
বুধ ধনু-রাকার
পীতবর্ণ
শুক্র
চতুষ্কোণ
শুভ্রবর্ণ
অর্দ্ধ গোলাকার
চন্দ্র
গুরু, পদ্মাকার
পীতবর্ণ
রক্তবর্ণ
সূর্য্য
গোলাকার
রক্তবর্ণ ত্রিকোণ
মঙ্গল
উত্তর
দক্ষিণ
কেতু সর্পাকার
ধূম্রবর্ণ
শনি খড়্গাকার
কৃষ্ণবর্ণ
রাহু মকরাকার
কৃষ্ণবর্ণ
বায়ু
পশ্চিম
নৈঋত

বরুণ ও শান্তি

দিক্‌পালসহ নবগ্রহমণ্ডল

ব্রহ্মা
ইন্দ্র
ঈশান
অগ্নি
চন্দ্র
কেতু
অরুণ
শিখাদণ্ড
মঙ্গল
রাহু
রবি
বুধ
কুবের
যম
অরুণ
শিখা
শনি
বৃহঃ
শুক্র
বায়ু
নৈঋত
বরুণ
অনন্ত

বাস্তুমণ্ডল (ষোড়শ পদ)

তন্ত্রোক্ত বাস্তুযাগ

শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে গৃহপ্রবেশ, মন্দির প্রতিষ্ঠা, দেবতা প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যে আমরা বাস্তুযাগ করে থাকি। তবে যে বাস্তুযাগ অনুষ্ঠিত হয় তা মুখ্যতঃ স্মার্তোক্ত বা পুরাণোক্ত বিধানে হয়ে থাকে। কারণ প্রচলিত বাস্তুযাগটি মুখ্যতঃ মৎস্যপুরাণোক্ত নির্দেশেই হয়ে থাকে কিন্তু কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবতাদের পূজা হয় তন্ত্র মতে। সুতরাং তাঁদের মূর্তি বা মন্দির প্রতিষ্ঠায় বাস্তুযাগ এবং প্রতিষ্ঠাদি ক্রিয়া তন্ত্রোক্ত বিধানে করাই বিধেয়। এমন কি যে ব্যক্তি তান্ত্রিক বলে পরিচিত তাঁর গৃহপ্রবেশেও তন্ত্রোক্ত বিধানে করাই উচিত। কিন্তু বর্তমানে সেরূপ কোনোও পদ্ধতি না থাকায় সাধারণের ধারণা তন্ত্রোক্ত বিধানে বোধ হয় এসব কৃত্যগুলি করা সম্ভব নয়। এরূপ ধারণা যথার্থ নয়। তন্ত্রজগতে অতি প্রশংসনীয় গ্রন্থ 'মহানির্বাণ তন্ত্রে' বাস্তুযাগ ও দেবতা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। তাতে উল্লিখিত বাস্তুমণ্ডল ও বাস্তুপরিকরদের পূজা পুরাণোক্ত বিধান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাস্তুযাগে করণীয় সম্পর্কে মহানির্বাণ তন্ত্রে বলা হয়েছে—

'জলাশয় গৃহারাম সেতুসংক্রমশাখিনাম্।
দেবতানাং প্রতিষ্ঠায়াং বাস্তুদৈত্যং প্রপূজয়েৎ।।
অনর্চয়িত্বা যো বাস্তুং কুর্যাৎ কর্মাণি মানবঃ।
বিঘ্নং তস্যাচরেদ্বাস্তুঃ পরিবারগণৈঃ সহ।। ১৩।৪২-৪৩

অর্থ—জলাশয়, গৃহ, উদ্যান, সেতু, সংক্রম, বৃক্ষ ও দেবতা প্রতিষ্ঠার সময় বাস্তুপূজা করা উচিত। যে মানুষ বাস্তুপূজা না করে ঐ কাজগুলি করে বাস্তুপুরুষ নিজ পরিকরের সহিত মিলিত হয়ে তার বিঘ্নসৃষ্টি করে।৪২-৪৩।

এরপর বাস্তুদেবতার পরিকর সমূহ ও মণ্ডল রচনার নির্দেশ করেছেন।

'কপিলাস্যঃ পিঙ্গকেশো ভীষণো রক্তলোচনঃ।
কোটরাক্ষো লম্বকর্ণো দীর্ঘজঙ্ঘো মহোদরঃ।।
অশ্বতুণ্ডঃ কাককণ্ঠো বজ্রবাহুর্ব্রতান্তকঃ।
এতে পরিকরা বাস্তোঃ পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ।।
মণ্ডলং শৃণুবক্ষ্যামি যত্র বাস্তুং প্রপূজয়েৎ।।১৩।৪৪-৪৬

অর্থাৎ—(১) কপিলাস্য, (২) পিঙ্গকেশ, (৩) ভীষণঃ, (৪) রক্তলোচন, (৫) কোটরাক্ষ, (৬) লম্বকর্ণ, (৭) দীর্ঘজঙ্ঘ, (৮) মহোদর, (৯) অশ্বতুণ্ড, (১০) কাককণ্ঠ, (১১) বজ্রবাহু, (১২) ব্রতান্তক—এই বারোজন বাস্তুপুরুষের পরিকর। বাস্তুপুরুষের পূজাকালে এঁদের পূজা করতে হবে। যে বাস্তুমণ্ডলে পূজা করা হবে তা বলছি।

(এখানে উল্লেখ্য পুরাণোক্ত বাস্তুমণ্ডল অপেক্ষা এটি খুবই সংক্ষিপ্ত। এখানে মণ্ডল একাশীটি পদ বা চতুঃষষ্ঠি পদের পরিবর্তে কেবল ষোড়শপদ। মধ্যস্থিত চতুষ্পদে বাস্তুপুরুষের পূজা হবে এবং পার্শ্ববর্তী দ্বাদশপদে দ্বাদশ পরিকরের পূজা হবে। এই ষোড়শপদ মণ্ডলটি অঙ্কন করার পদ্ধতি শাস্ত্রের বর্ণনানুসারে জটিল হলেও সহজ উপায়টি বলা থাকছে। ২৪ আঙ্গুল হস্তবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অংকন করে ৬ আঙ্গুল অন্তর অন্তর পূর্ব হতে পশ্চিমে ৩টি রেখা টেনে ঐরূপ ৬ আঙ্গুল অন্তর অন্তর উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত তিনটি রেখা টানলেই ১৬টি চতুষ্কোণ তৈরি হবে। মাঝের চারটি প্রকোষ্ঠে একটি চতুর্দল পদ্ম অংকন করা হবে এবং তাতে বাস্তুদেবের পূজা হবে।

স্মার্তমতে যেমন মধ্যস্থলে বাসুদেব, লক্ষ্মী, বাসুদেবগণ, পৃথবী, সর্বদেবময়হরির, বাস্তুদেব ও ব্রহ্মার পূজার বিধান আছে। মহানির্বাণ তন্ত্রেও সেরূপ বিশেষভাবে পূজ্য দেবগণের নামোল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—

যথাবাস্তুঃ পূজনীয়ঃ প্রোক্তঃ কর্মসু সুব্রতে।
গ্রহাশ্চাপি তথা পূজ্যা দশদিক্‌পতিভির্যুতাঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাণী লক্ষ্মীশ্চ শংকরী।
মাতরঃ সগণেশাশ্চ সংপূজ্য বসবস্তথা।
পিতরঃ যদ্যতৃপ্তাঃ স্যুঃ কর্মস্বেতেষু কালিকে।
সর্বং তস্য ভবেদ্ব্যর্থং বিঘ্নঞ্চাপি পদে পদে।।
অতো মহেশি যত্নেন প্রোক্ত সংস্কার কর্মসু।
পিতৃণাং তৃপ্তয়েহত্রাভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধমাচরেৎ।। ১৩।৬৯-৭২

সুতরাং এই উক্তি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, পূর্বোক্ত জলাশয় প্রতিষ্ঠাদি কর্মসমুদায়ে যেরূপ বাস্তুপূজা, নবগ্রহ এবং দশদিক্‌পালের পূজা করতে হয়, সেরূপ বাস্তু প্রভৃতির পূজার সঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, সগণাধিপ গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকা ও বসুগণের পূজা করতে হয়। পরন্তু পূর্বোক্ত সমুদয় কর্মেই যদি পিতৃগণ অতৃপ্ত থাকেন তা হ'লে কর্মকর্তা সমস্ত কর্মেই ব্যর্থ হয় এবং তার পদে পদে বিঘ্ন ঘটে। অতএব পূর্বোক্ত সমস্ত কর্মে পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। গৌর্যাদি ষোড়মাতৃকার পূজা করে বসুধারা দিয়ে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করতে হয়।

পুনরায় বলা হয়েছে—

এবং ধ্যাত্বা যথাশক্ত্যা পূজয়িত্বা গণেশ্বরম্।
ব্রহ্মাণঞ্চ তথা বাণীং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং সমর্চয়েৎ।।
শিবং দুর্গা গ্রহাংশ্চাপি তথা ষোড়শ মাতৃকাঃ।

ঘৃতধারান্বপি বসূন্ ইষ্ট্বা কুর্যাৎ পিতৃক্রিয়াম্।।
ততঃ প্রোক্তবিধানেন মণ্ডলং বাস্তরক্ষসঃ।
বিধায় পূজয়েত্তত্র বাস্তুদৈত্যং গণৈঃ সহ।।

অর্থাৎ যথাশক্তি উপচারে গণেশের পূজা করে ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব, দুর্গা এবং গ্রহগণের পূজা করতে হয়। সেইভাবে গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করে ঘৃত ধারায় বসুগণকে পূজা করে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করতে হয়। তারপর কথিত বিধান অনুসারে মণ্ডল নির্মাণ করে পরিকরগণের সহিত বাস্তুদৈত্যকে পূজা করতে হয়।

সেইসঙ্গে দেবীপুরাণের একটি বচন অনুসারে সর্বলোকধরা পৃথিবী ও শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মারও পূজা করণীয়। **'অপূজিত্বা বিনিঘ্নন্তি গৃহারম্ভেষকারকম্। গৃহাদেঃ শিল্পরূপত্বাদ্ বিশ্বকর্মাপি পূজয়েৎ।**

শিল্পাচার্যায় দেবায় নমস্তে বিশ্বকর্মণে। স্বাহা ব্রহ্মাপুরাণীয় মন্ত্রেনেতি মতং মম।

এখানে নবগ্রহ ও দিকপালের পূজা গ্রহচক্রে করার বিধান আছে। এখানে গ্রহচক্রটি ভিন্নধরণের। গ্রহনগুলের ঈশানে বরুণ ও শান্তির একটি ঘট এবং বাস্তুমণ্ডলের বহির্ভাগে চার কোণে চারটি ঘটে যথাক্রম অগ্নি কোণে ১ম ঘটে গণেশ, নৈঋত কোণে ২য় ঘটে ব্রহ্মা ও বাণী, বায়ুকোণে তৃতীয় ঘটে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী এবং ঈশানে চতুর্থ ঘটে শিব ও শংকরী বা রুদ্র ও রুদ্রাণীর পূজা হবে। মণ্ডলের মধ্যে নৈঋতে একটি তাম্রঘটে রৌপ্যপৃথিবী স্থাপন করা হবে। পূজার পর হোমও হবে তন্ত্রোক্তবিধিতে, তবে নামকরণ হবে প্রজাপতি এবং জুষ্ট গ্রহণ ও চরুহোম হবে। কারণ ভগবান সদাশিব বলেছেন, **তিলাজ্যপায়সৈর্হুত্বা সর্বশান্তিমবাপ্নুয়াৎ।** ম.নি ১৩।৩৮

নবগ্রহ মণ্ডলের বৈশিষ্ট্য হলো যে দুটি অধোমুখ ত্রিকোণ ও একটি উর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ অঙ্কন করলে নয়টি ত্রিভুজ হবে ঐ ত্রিভুজগুলির মধ্যবর্তী ত্রিভুজটিতে সূর্যের এবং সূর্যের উপরে পূর্বদিকের ত্রিভুজে চন্দ্রের এবং দক্ষিণাবর্তে পরপর ত্রিভুজগুলিতে

ক্রমান্বয়ে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতুর অর্চনা করা হবে সূর্যের দুপাশের ২টি চতুষ্কোণে অরুণ ও শিখার এবং উপরের চতুষ্কোণে অরুণ ও শিখাদণ্ডের পূজা হবে। এই যন্ত্রের বাহিরে একটি বৃত্ত করে অষ্টদলপদ্ম এঁকে তার পূর্বাদি দলে ইন্দ্রাদি অষ্টদিকপালের এবং ভূপুরে দুটি বৃত্তে ব্রহ্মা ও অনন্তের পূজা করা হবে। চন্দ্রের ত্রিকোণের মধ্যে তারাদের পূজা করা হবে। ভূপুরের পূর্ব দ্বারে **উগ্র, ভীম, প্রচণ্ড ও ঈশের**, দক্ষিণ দ্বারে **জয়ন্ত; ক্ষেত্রপাল, নকুলেরও বৃহৎ শিরার**, পশ্চিমদ্বারে **বৃক, অশ্ব, আনন্দ ও দুর্জয়ের** এবং উত্তর দ্বারে **ত্রিশিরা পুরজিৎ ভীমনাদ ও মহোদরের** পূজা করতে হবে।

প্রয়োগ

যজমানপ্রাতঃ কৃত্য সমাপন করে পূর্বমুখে শুদ্ধাসনে বসে, তিলক, কুশাঙ্গুরী ধারণ, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ গন্ধাদি ও নারায়ণাদির অর্চনা করে জলশুদ্ধি আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি ও সূর্যার্ঘ্যদানান্তে গুরুপংক্তির পূজা করে **ওঁ অত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা** মন্ত্রে আচমনী ও মার্জন করে গৃহপ্রবেশাদি যে কর্মোপলক্ষ্যে বাস্তুযাগ হবে তার স্বস্তিবাচন করা হবে। তান্ত্রিক স্বস্তিবাচনে প্রথমে **সাক্ষ্যমন্ত্রপাঠ**—প্রথমে কৃতাঞ্জলি হয়ে **ওঁ বিশুদ্ধ সর্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পমপনয় হুং ফট্ স্বাহা। ওঁ দেবীত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম। তন্নিসারয় চিত্তান্মে পাপং হুং ফট্ চ তে নমঃ। ওঁ সূর্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চবৈ এতে শুভাশুভস্যেহ কর্মণো নব সাক্ষিণঃ।।** বলে কুশিতে আতপচাল বাম হাতে নিয়ে ডান হাত চাপা দিয়ে **ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন নববাসগৃহপ্রবেশ কর্মণি/কালিকায়াঃ শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা কর্মণি/ কালিকায়া প্রস্তরময়মূর্তিপ্রতিষ্ঠা কর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।** বলার পর ব্রাহ্মণগণ বলবেন—**ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং।** এইক্রমে স্বস্তি ও ঋদ্ধি

পাঠের পর কুশির চাল ব্রাহ্মণদের হাতে দিয়ে এবং নিজে একটু নিয়ে ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি বলে তিনবার ছড়িয়ে জোড় হতে বলবেন—ওঁ হ্রীং হুং স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী অপর্ণশ্রবা, স্বস্তি নঃ কালী হ্রৌং মেধা অমৃতময়ী। হুং স্বস্তিনঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু, ওঁ শ্রী হ্রীং হুং ফট্ স্বাহা। ওঁ সর্বশ্চ দেবশ্চ বিভীতকশ্চ প্রভঞ্জতাং মেরু সুবর্ণদায়ী কালোঙ্ক সা সা সচেন্দ্রিয়ঃ শ্রিয়ঃ বিবিক্তরাগশ্চ পুনর্ভবায় বৈ। এরপর কুশ তিল-হরীতকী জল সহতাম্রপত্রটি বাম হাতে রেখে ডান হাত চাপা দিয়ে সঙ্কল্প বাক্য বলতে হবে।

গৃহপ্রবেশের সঙ্কল্প—**বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্যঅমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুক তিথৌ অমুকবাসরে অমুক গোত্র শ্রী অমুকদেবশর্মা/দাসঃ/দেবী/দাসী জ্ঞাতাজ্ঞাত কায়মনোবাক্‌কৃত সকলপাপক্ষয়পূর্বক নির্বিঘ্নেন পুত্রপৌত্রাদ্যখিল পরিজন ধন বাহন ঐশ্বর্য পূর্ণ চিরবাস সহিত শ্রীশ্রী কালিকায়াঃ কৃপয়া গাহস্থ্য সর্বসুখ প্রাপ্ত্যন্তে কলিকায়া পাদপদ্মে স্থান প্রাপ্তিকামঃ/কামা শুভ নববাসগৃহপ্রবেশ কর্মাহং করিষ্যে।**

এরপর আর স্বস্তিবাচনের প্রয়োজন নাই কিন্তু আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বা তদনুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ ও বাস্তুযাগের সঙ্কল্প করতে হবে।

আভুদয়িক শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প—**বিষ্ণুরোম......শুভ নববাসগৃহপ্রবেশ কর্মাভ্যুদয়ার্থং/অমুকদেবতায়াঃ শ্রীমন্দিরপ্রতিষ্ঠা কর্মাভ্যুদয়ার্থং/অমুকদেবতায়াঃ প্রস্তর/ধাতুময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর্মাভ্যুদয়ার্থং/শিলাময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসোর্ধারা সম্পাতনাভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধান্যহং/শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ কর্মাণ্যহং করিষ্যে।** তারপর বাস্তুযাগের সঙ্কল্প করা হবে।

বাস্তুযাগের সঙ্কল্প—**বিষ্ণুরোম.....নববাসগৃহপ্রবেশে/অমুক দেবতায়াঃ প্রস্তরময়/ধাতুময় মূর্তি প্রতিষ্ঠায়াং/শিলাময়**

শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠায়াং এতদ্ বাস্তোঃ সর্বদোষোপশমনকামঃ/কামা/শুভ বাস্তুযাগমহং করিষ্য। এরপর কোশার জল ফুল ফল কুশ সমেত ঈশান কোণে ঢেলে কোশাটি উপুড় করে দিয়ে জোড় হাতে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করবে।

সঙ্কল্পসূক্ত—**ওঁ ইন্দ্রাদ্যানোবিবেশী পুষ্টাং মাকৃণোতি সতাং সিঞ্চধ্বং। প্রহিতামমরোভিঃ স্বর্গমাদধৎ কৃষ্ণায়ুর্দেব ওহতে।**

এরপর ব্রাহ্মণ বরণ করার পর যজমান উঠে গেলে বৃতী ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব কার্য করবেন।

বৃত ব্রাহ্মণগণের কৃত্য

ব্রাহ্মণ—আচমনান্তে সূর্যার্ঘ্য দান করে পঞ্চগব্যশোধন করতে হবে।

তান্ত্রিকে পঞ্চগব্যশোধন সমস্তই দেবতার মূলমন্ত্র বা গায়ত্রী দ্বারা করা হবে।

তারপর বেদিশোধন থেকে দিগ্‌বলি পর্যন্ত করার (৩২ পৃ.-৩৩ পৃ.) পর ঘটস্থাপন করা হবে।

ঘটস্থাপন—রক্তবস্ত্র পরিবেষ্টিত ঘটটিকে ক্লীং মন্ত্রে শোধন ঐং মন্ত্রে কুশ দ্বারা তাড়ন, হ্রীং মন্ত্রে স্থাপন হ্রীং মন্ত্রে জলপূরণ,

হ্রীং গঙ্গাদ্যাঃ সরিত সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।
সর্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদানদাঃ।
হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বপাতালমহীগতাঃ।
সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্ত সন্নিধিম্।। বলে তীর্থ আবাহন করে

হ্রীং মন্ত্রে ঘটে নবরত্ন দেবে। নমঃ মন্ত্রে গন্ধ, যং মন্ত্রে পুষ্প, হ্রীং মন্ত্রে চন্দন, কর্পূর পুষ্পাদি দিয়ে শ্রীং মন্ত্রে পঞ্চপল্লব,

হ্রীং, শ্রীং মন্ত্রে চাল ভর্তি শরা, হুং মন্ত্রে ফল, স্ত্রীং মন্ত্রে স্থিরীকরণ, নমঃ মন্ত্রে বস্ত্র, শ্রীং মন্ত্রে সিন্দূর, ওঁ মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ, হুং ফট মন্ত্রে কুশ দ্বারা তাড়ন, শেষে স্থাং স্থীং হ্রীং শ্রীং স্থিরীভব মন্ত্রে ঘট স্থিরীকরণ।

তারপর যথাক্রমে দ্বারপূজা, বিঘ্নাপসারণ, মাষভক্তবলি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, অন্তর্মাতৃকা ন্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহারমাতৃকান্যাস 'ওঁ মন্ত্রে প্রাণায়াম ও পীঠন্যাস করে (৩৩ পৃঃ-৩৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) গণেশ ঘটে পঞ্চ দেবতার পূজা (৪১ পৃ.- ৪২ পৃ.) পর্যন্ত করে। অগ্নিকোণে প্রথম ঘটে গণেশের পূজা হবে। বাস্তুযাগে গণেশের বিশেষ ধ্যান—

বন্ধুকাভং ত্রিনেত্রং দ্বিরদবরমুখং নাগযজ্ঞোপবীতং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং বিমলসরসিজং হস্তপদ্মৈর্দধানম্।
উদ্যদ্‌বালেন্দুমৌলিং দিন কর কিরণোদ্দীপ্তবস্ত্রাঙ্গশোভং
নানালঙ্কারযুক্ত ভজতগণপতিং রক্তপদ্মোপবিষ্টম্।।

এরূপ ধ্যান করে মানসোপচারে পূজার পর পুনরায় ধ্যান করে ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ গণেশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহনান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করে প্রণাম।

প্রণাম মন্ত্র— ওঁ দ্বৈমাতুর কৃপাসিন্ধো যান্মাতুরাগ্রজ প্রভো।
বরদস্ত্বং বরং দেহি বাঞ্ছিতং বাঞ্ছিতার্থদ।।

নৈঋতে দ্বিতীয় ঘটে ব্রহ্মা ও বাণীর পূজা। ব্রহ্মা (৫৯ পৃ.)

এরপর সরস্বতীর পূজা।

ধ্যান— ওঁ তরুণশকল মিন্দো র্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভর নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।

নিজকর কমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ
সকল বিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।। —এরূপ ধ্যান, মানসোপচারে পূজার পর পুনরায় ধ্যান করে ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ দেবি সরস্বতি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ—ক্রমে আবাহন করে ঐং ইদং রজতাসনং সরস্বত্যৈ নমঃ—ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করে প্রণাম—

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।।

বায়ুকোণে তৃতীয় ঘটে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা হবে।

(৪) বিষ্ণু ধ্যান—ওঁ উদ্যৎকোটি দিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং, চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা বসুমতী সংশোভিপার্শ্বদ্বয়ং।
কোটিরঙ্গদহার কুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তভো, দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসিলসৎ শ্রীবৎসচিহ্নং ভজে।।

ধ্যান, মানসপূজা, পুনর্ধ্যান করে ওঁ ভগবন্ বিষ্ণো ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদিক্রমে আবাহন করে ইদং রজতাসনং ওঁ ভগবতে বিষ্ণবে নমঃ—এই ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করে প্রণাম—

ওঁ শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশম্, বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং, বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্।।

এরপর লক্ষ্মীর পূজা হবে।

ধ্যান— ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্য মাতরম্।

গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কার ভূষিতাম্

রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেনতু।। এরূপ ধ্যান, মানসোপচারে পূজা ও পুনরায় ধ্যান করে ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ লক্ষ্মীদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদিক্রমে আবাহন করে শ্রীং ইদং রজতাসনং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ—ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করে প্রণাম করবে—

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।

সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে।।

এরপর রুদ্রের পূজা।

ঈশানে চতুর্থ ঘটে শিব ও শংকরী বা রুদ্র ও রুদ্রাণীর পূজা হবে।

ধ্যান— ওঁ মুক্তাপীত পয়োদ মৌক্তকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভি

স্ত্র্যক্ষৈরঞ্জিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভম্।

শূলং টঙ্ককৃপাণ বজ্রদহনান্নাগেন্দ্র ঘণ্টাঙ্কুশান্

পাশং ভীতিহরং দধানমমিতং কল্লোজ্জ্বলাঙ্গ ভজে।। অথবা ওঁ ধ্যায়েন্নিতং ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান, মানসোপচারে পূজার পর পুনরায় ধ্যান করে ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ রুদ্র ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ক্রমে আবাহন করে হৌং ইদং রজতাসনং রুদ্রায় নমঃ—ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করে প্রণাম—

নমস্যামি পরং জ্যোতির্ব্রহ্মাণং ত্বাং পরামৃতম্।

বিশ্বং পশুপতিং ভীমং নরনারী শরীরিণম্।।

নমঃ সূর্যায় রুদ্রায় ভাস্বতে পরমেষ্ঠিনে।

উগ্রায় সর্বভক্ষায় ত্বাং প্রপদ্যে সদৈব হি।। অথবা ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় ইত্যাদি

এরপর শংকরী অর্থৎ দুর্গার পূজা।

ধ্যান— ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভির্গজৈঃ।

শংখং চক্র ধনুঃশরাংশ্চদধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।

আমুক্তাঙ্গদহার কংকন রণৎ কাঞ্চীক্কন্নূপুরা

দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎ কুণ্ডলা।। ধ্যান, মানসোপচারে পূজার পর পুনরায় ধ্যান করে ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ দেবি রুদ্রাণি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ক্রমে আবাহনান্তে হ্রীং ইদং রজতাসনং রুদ্রাণ্যৈ নমঃ ক্রমে পূজান্তে প্রণাম—ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।

এরপর বাস্তুমণ্ডলের নৈঋতে স্থাপিত তাম্রঘটে পৃথিবীর পূজা করে (৫৫ পৃ ৫৬ পৃ. দ্রষ্টব্য) তারপর বাস্তুপুরুষের পূজা করা হবে।

(বাস্তুমণ্ডলে পূজার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য একজন ব্রাহ্মণ গ্রহমণ্ডলে নবগ্রহ দশদিকপাল ও উগ্রাদি ষোড়শ দ্বারপালের পূজা করবেন।)

বাস্তুপুরুষের ধ্যান— ওঁ চতুর্ভুজং মহাকায়ং জটা মণ্ডিত মস্তকম্।

ত্রিলোচনং করালাস্যং হারকুণ্ডল শোভিতম্।

লম্বোদরং দীর্ঘকর্ণং লোমশং পীতবাসসম্।

গদাত্রিশূলপরশু খট্টাঙ্গং দধতং করৈঃ

অসিচর্মধরৈর্বীরৈঃ কপিলাস্যাদিভির্বৃতম্।
শত্রূণামন্তকং সাক্ষাৎ উদ্যদাদিত্য সন্নিভম্।
ওঁ ধ্যায়েদ দেবং বাস্তুপতিং কূর্ম পদ্মাসনস্থিতম্।
মারীভয়ে রোগভয়ে ডাকিন্যাদি ভয়ে তথা।
ঔৎপাতিকাপত্য দোষে ব্যালরক্ষো ভয়েঽপি চ।
ধ্যাত্বৈব পূজয়েদ্বাস্তুং পরিবার সমন্বিতম্।।

অথবা অরুণিতমণিবর্ণং (৫৭ পৃ.) ধ্যান করে মানসোপচারে পূজান্তে পুনরায় ধ্যান করে আবাহন—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ বাস্তুপুরুষ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদিক্রমে আবাহন বিশেষার্ঘ্য স্থাপন ও পীঠপূজা করে ষোড়শোপচারে পূজা করতে হয়। বাস্তুপুরুষের বীজ মন্ত্র—ক্ষ্রাং ক্ষ্রীং ক্ষ্রূং ক্ষ্রৈং ক্ষ্রৌং ক্ষ্রঃ। শেষে বাস্তুপুরুষকে অর্ঘদান করতে হয় (৫৭ পৃ.) তার পর প্রণামও স্তব পাঠ করতে হয়। বাস্তুমণ্ডলে ঈশানকোনে শ্বেতবর্ণ কোষ্ঠ থেকে বামাবর্তে (দক্ষিণাবর্ত যোগেন কোষ্ঠানাং পূরণং প্রিয়ে। বামাবর্তেন দেবানাং পূজনং তেন্ সাধয়েৎ।) দ্বাদশ বাস্তুপরিকরের পূজা হবে। যথা— (১) এতেগন্ধপুষ্পে কপিলাস্যায় নমঃ মন্ত্রে ফুল দিয়ে ওঁ কপিলাস্য ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করে এষ গন্ধঃ কপিলাস্যায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রণাম। (২) এতে গন্ধপুষ্পে পিঙ্গকেশায় নমঃ মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়ে আবাহন ওঁ পিঙ্গকেশ ইহাগচ্ছ ইত্যাদিক্রমে আবাহন করে পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রণাম।

(৩) এতেগন্ধপুষ্পে ভীষণায় নমঃ। পুষ্প দিয়ে আবাহন ওঁ ভীষণ ইহাগচ্ছ....। পূজা, প্রণাম।

(৪) এতেগন্ধপুষ্পে রক্তলোচনায় নমঃ। পুষ্প দিয়ে আবাহন ওঁ রক্তলোচন ইহাগচ্ছ.... পূজা, প্রণাম।
(৫) এতেগন্ধপুষ্পে কোটরাক্ষায় নমঃ। পুষ্প দিয়ে আবাহন ওঁ কোটরাক্ষ ইহাগচ্ছ.... পূজা, প্রণাম।
(৬) এতেগন্ধপুষ্পে লম্বকর্ণায় নমঃ। পুষ্প দিয়ে আবাহন ওঁ লম্বকর্ণ ইহাগচ্ছ.... পূজা, প্রণাম।
(৭) এতেগন্ধপুষ্পে দীর্ঘজঙ্ঘায় নমঃ। পুষ্প দিয়ে আবাহন ওঁ দীর্ঘজঙ্ঘ ইহাগচ্ছ.... পূজা, প্রণাম।
(৮) এতেগন্ধপুষ্পে মহোদরায় নমঃ। পুষ্প দিয়ে আবাহন ওঁ মহোদর ইহাগচ্ছ.... পূজা, প্রণাম।
(৯) এতেগন্ধপুষ্পে অশ্বতুণ্ডায় নমঃ। পুষ্প দিয়ে আবাহন ওঁ অশ্বতুণ্ড ইহাগচ্ছ.... পূজা, প্রণাম।
(১০) এতেগন্ধপুষ্পে কাককণ্ঠায় নমঃ। পুষ্প দিয়ে আবাহন ওঁ কাককণ্ঠ ইহাগচ্ছ.... পূজা, প্রণাম।
(১১) এতেগন্ধপুষ্পে বজ্রবাহবে নমঃ। পুষ্প দিয়ে আবাহন ওঁ বজ্রবাহো ইহাগচ্ছ.... পূজা, প্রণাম।
(১২) এতেগন্ধপুষ্পে ব্রতান্তকায় নমঃ। পুষ্প দিয়ে আবাহন ওঁ ব্রতান্তক ইহাগচ্ছ.... পূজা, প্রণাম।

গ্রহমণ্ডলে পূজায় প্রথম সবিষ্ণুক নবগ্রহ পূজা। (৪৭ পৃ.-৫১ পৃ.) এরমধ্যে বিশেষ হলো নবগ্রহের মূল মন্ত্রগুলি পূর্বপদ্ধতিতে যেমন ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্যায় ইত্যাদি সূর্যাদিগ্রহের মন্ত্রগুলি আছে, এখানে তার পরিবর্তন হবে। পরিবর্তনীয় মন্ত্রগুলির এখানে উল্লেখ থাকছে। পূজার সময় ও হোমের সময় এই মন্ত্রগুলি ব্যবহার করতে হবে।

যথা—সূর্যমন্ত্র—হ্রীং তীক্ষ্ণরশ্মে আরোগ্যদায় স্বাহা।
চন্দ্রমন্ত্র—ক্লীং হ্রীং ঐং অমৃতকরামৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহা।
মঙ্গলমন্ত্র—ঐং হ্রাং হ্রীং সর্বদুষ্টান্ নাশয় নাশয় স্বাহা।

বুধমন্ত্র—হ্রীং শ্রীং সৌম্য সর্বান্ কামান্ পূরয় স্বাহা।

বৃহস্পতিমন্ত্র—ওঁ ঐং ওঁ সুরগুরো অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ স্বাহা।

শুক্রমন্ত্র—শাং শীং শূং শৈং শৌং শঃ নমঃ।

শনিমন্ত্র—হ্রাং হ্রাং হ্রীং হ্রীং সর্বশত্রূন্ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় মার্তণ্ডসুনবে নমঃ।

রাহুমন্ত্র—রাং হ্রোং ভ্রোং হ্রীং সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংস বিধ্বংস রাহবে নমঃ।

কেতুমন্ত্র—ক্রূং হ্রূং ক্রৈং কেতবে স্বাহা।

অনুরূপ দিকপালের বীজেও পার্থক্য আছে। তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—

লঁ রঁ মৃঁ স্ত্রূঁ বঁ যমিতি ক্ষং হৌ বীমমিতি ক্রমাৎ। ইন্দ্রাদ্যনন্ত দিক্‌পালানাং দশমন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ অন্যেযাং পরিবারাণাং নামমন্ত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।

দিক্‌পালগণের মূলমন্ত্র—ইন্দ্রের—লং। অগ্নি—রং। যম—মৃং। নৈঋত—স্ত্রূং। বরুণ—বং। বায়ু—যং। কুবের—ক্ষং। ঈশান—হৌঁ। ব্রহ্মা—ব্রীং। অনন্ত—অং।

সুতরাং পূজার সময় লং ইন্দ্রায়, রং অগ্নয়ে। মৃং যমায় ইত্যাদিরূপে হবে।

দশদিক পালের পূজা (৪৩ পৃ.-৪৭ পৃ. ৪পৃ. পর্যন্ত দ্রষ্টব্য)।

এরপর ষোড়শদ্বারপালের নাম মন্ত্রে আবাহন করে পঞ্চোপচারে পূজা হবে।

যথা—ওঁ উগ্রাদয়ঃ পূর্বদ্বারপালাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত ইহসন্নিধত্ত ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মমপূজাং গৃহ্লীত। এরূপ আবাহন করে এষগন্ধ ওঁ উগ্রায় নমঃ। এষগন্ধ ওঁ ভীমায় নমঃ এষ গন্ধ ওঁ প্রচণ্ডায় নমঃ এষগন্ধ ওঁ ঈশায় নমঃ। তারপর দক্ষিণদ্বারে ওঁ জয়ন্তাদয় দক্ষিণদ্বারপালাঃ ইহাগচ্ছত ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করে এষগন্ধঃ ওঁ জয়ন্তায়

নমঃ। এষগন্ধঃ ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এষ গন্ধ ওঁ নকুলেশ্বরায় নমঃ। এষ গন্ধঃ বৃহৎ শিরসে নমঃ। এই ক্রমে পূজা করে পশ্চিমদ্বারে বৃকাদির আবাহন ও পূজা। ওঁ বৃকাদয় পশ্চিমদ্বারপালা ইহাগচ্ছত ইত্যাদিক্রমে আবাহন করে এষ গন্ধঃ বৃকায় নমঃ। এষ গন্ধঃ অশ্বায় নমঃ। এষ গন্ধঃ আনন্দায় নমঃ। এষ গন্ধ দুর্জয়ায় নমঃ—এই ক্রমে পূজার পর উত্তরদ্বারপালগণের আবাহন ও পূজা হবে। যথা ওঁ ত্রিশিরসাদয়ঃ উত্তর দ্বারপালা ইহাগচ্ছত ইত্যাদিক্রমে আবাহনের পর এষ গন্ধঃ ত্রিশিরসে নমঃ। এষ গন্ধঃ পুরজিতে নমঃ। এষ গন্ধঃ ভীমনাদায় নমঃ। এষ গন্ধঃ মহোদরায় নমঃ। এরপর শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মার পূজা করতে হবে।

বিশ্বকর্মার ধ্যান—ওঁ দংশপাল মহাবীর সুচিত্র কর্মকারক। বিশ্বকৃৎ বিশ্বধৃচ্চ ত্বং রসনা মানদণ্ডধৃক্।। এই ধ্যান ও মানস পূজার পর ওঁ শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মন্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু। মম পূজাং গৃহাণ। আবাহন করে ওঁ শিল্পাচার্যায় দেবায় বিশ্বকর্মণে স্বাহা মন্ত্রে দশোপচারে পূজা করে প্রণাম—

ওঁ শিল্পাচার্য মহাভাগ দেবানাং কার্যসাধক। বিশ্বকর্মন্ নমস্তুভ্যং সর্বাভীষ্ট প্রদায়ক।

এরপর আরতি করে হোম।

হোমবিধি—

হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি। অনুলোৎসেধস যুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ। বালুকাং পাতয়েত্তত্র স্থণ্ডিলস্থানমুত্তমম্। ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা মধ্যে বিন্দু সমাহিতম্।। ততো হি ত্রিকোণশ্চৈব ষট্‌কোণং পরিকীর্ত্তয়েৎ। তদ্বহির্বৃত্তমাকুর্য্যাদষ্টদল সমন্বিতম্।। চতুর্দ্বারং লিখিত্বা চ ব্রজ্রভূপুর সংযুতম্। স্থণ্ডিলস্য বহির্ভাগে পূর্ব্বাগ্রমুত্তরাগ্রকম্।। তিস্রস্তিস্রা রেখাঃ কুর্য্যাদ্ হোম কার্যে যথাবিধি।।

দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে হস্তপরিমিত স্থানে বালুকা বিস্তীর্ণ করে কুশ দ্বারা তার মধ্যস্থানে একটি অধোমুখ ত্রিকোণমণ্ডল করে, তার মধ্যে একটি বিন্দু অঙ্কিত করবেন। পরে ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের উপরে আর একটি ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণমণ্ডল করে ষট্‌কোণাকার মণ্ডল করে তার বাইরে একটি গোলাকার অংকন করতে হবে। ঐ বৃত্তের বাইরে অষ্টদল পদ্ম, চারিদিকে দ্বারচতুষ্টয় করে বজ্রভূপুর অঙ্কিত করবেন এবং স্থণ্ডিলের বহির্ভাগে প্রাদেশপ্রমাণ অগ্নিকোণে উত্তরাগ্র তিনটি ও বায়ুকোণে পূর্ব্বাগ্র তিনটি রেখা অঙ্কিত করবেন।

এভাবে স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করে মূলমন্ত্রে বীক্ষণাদি সংস্কার করবেন। যথা—মূলমন্ত্রে অবলোকন, "ফট" মন্ত্রে তাড়ন এবং মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করে "হূং" মন্ত্রে পুনরায় অভ্যুক্ষণ করবেন। তার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "**এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ স্থণ্ডিলায় নমঃ,**" এই মন্ত্রে পূজা করে পূর্বকৃত পূর্ব্বাগ্র রেখাত্রয়ে দক্ষিণাদিক্রমে পূজা করবেন। যথা—"**এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মুকুন্দায় নমঃ**", (এইক্রমে) "**ওঁ ঈশানায় নমঃ**", **ওঁ পুরন্দরায় নমঃ**। তারপর উত্তরাগ্র রেখাত্রয়ে—"**ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ, ওঁ ইন্দবে নমঃ**"। তারপর এতেগন্ধপুষ্পে বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ মন্ত্রে স্থন্ডিলে পূজা করে তারপর "ওঁ" মন্ত্রে হোমের দ্রব্যসমুদয় প্রোক্ষণ করে বহ্নির যোগপীঠের পূজা করবেন। যথা, কর্ণিকোপরি—**এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এইক্রমে—প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়। অগ্ন্যাদিকোণচতুষ্টয়ে—ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়। পূর্ব্বাদিদিক্‌চতুষ্টয়ে—অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়। মধ্যে—অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ**। আদিতে "ওঁ" ও অন্তে "**নমঃ**" যোগে পূজা করবেন। পূর্বাদিকেশর মধ্যে—**পীতায়ৈ, শ্বেতায়ৈ, অরুণায়ৈ, কৃষ্ণায়ৈ, ধূম্রায়ৈ, তীব্রায়ৈ, স্ফুলিঙ্গিন্যৈ, রুচিরায়ৈ, জ্বালিন্যৈ, রং বহ্ন্যাসনায়**। অতঃপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে বাগীশ্বরীর

ধ্যানান্তে পূজা করবেন। যথা—"বাগীশ্বরী মৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাম্।।" ধ্যানান্তে—"ওঁ হ্রীং বাগীশ্বরসরিত বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করে কাংস্যপাত্রে, তাম্রপাত্রে বা নূতন মাটিরপাত্রে শুদ্ধাগ্নি গ্রহণ করে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "বৌষট্" মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত ও অবলোকন করবেন। তারপর "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে আবাহন করে "ওঁ" উচ্চারণপূর্ব্বক "হুং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে ক্রব্যাদংশ (প্রজ্জ্বলিত অগ্নির কিয়দংশ) পরিত্যাগ করে "ফট্" মন্ত্রে বহ্নিরক্ষণ "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন ও "রং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করে দুই হাত দিয়ে বহ্নিধারণ করতঃ স্থণ্ডিলের উপর তিনবার পরিক্রমণপূর্ব্বক জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শ করে বহ্নিকে শিববীজ ও স্থণ্ডিলকে দেবীযোনি চিন্তা করতে করতে হৌং মন্ত্রে স্থণ্ডিলের মধ্যস্থলে আত্মাভিমুখে স্থাপন করবেন। তারপর এতে গন্ধপুষ্পে 'হ্রীং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ', এই মন্ত্রে পূজা করে, এতে গন্ধপুষ্পে 'রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ' এই মন্ত্রে বহ্নিচৈতন্য সংযোজন করে, 'ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা।।' মন্ত্রে উত্তমরূপে বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করে কৃতাঞ্জলি হয়ে পাঠ করবেন 'ওঁ অগ্নিং প্রজ্জ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্।। এই ভাবে অগ্নিকে বন্দনা করে ইষ্টকর্ম্মানুসারে নামকরণ করতে হবে। যথা—অগ্নে ত্বং প্রজাপতিনামাসি। তারপর ওঁ প্রজাপত্যগ্নে ইহাগচ্ছ ইত্যাদিক্রমে আবাহন করে ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা। এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচার দ্বারা অগ্নির পূজা করে, 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ।' এইক্রমে—ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ, অগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ, ওঁ অগ্নয়েজাতবেদসে ইত্যদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ, ওঁ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ, (তদ্বাহ্যে) ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ, (তদ্ব্যাহ্যে) ওঁ ইন্দ্রাদিদশাদিক্পালেভ্যো নমঃ, (তদ্বাহ্যে) ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ। তারপর স্রুক্ স্রুবকে অধোমুখে তপ্ত করে ফুল দ্বারা অর্চনা করে ফট্ মন্ত্রে জলদ্বারা আজ্যস্থালী শোধন করে ঘৃত ঢেলে প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্রদ্বয় (পবিত্র) ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক

বাম, দক্ষিণ ও মধ্যভাগে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুযুম্না নাড়ী চিন্তা করতঃ প্রথমতঃ স্রুবদ্বারা আজ্যস্থালীর দক্ষিণভাগ থেকে নিয়ে অগ্নির দক্ষিণভাগে ঘৃতধারা দিয়ে **'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা'** এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণনেত্রে হোম করবেন। এইরূপে বামভাগ হতে ঘৃতগ্রহণ করে অগ্নির বামভাগে বামনেত্রে হোম করবেন, যথা—**"ওঁ সোমায় স্বাহা"**। মধ্যভাগ থেকে ঘৃত নিয়ে অগ্নির মধ্যভাগ ললাটনেত্রে হোম করবেন, **"ওঁ অগ্নি সোমাভ্যাং স্বাহা"**। পুনরায় **ওঁ নমঃ** বলে দক্ষিণভাগ থেকে ঘৃত নিয়ে **'ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা'** মন্ত্রে অগ্নির মুখে হোম করবেন।

প্রকৃতকর্ম—অনন্তর মহাব্যাহৃতি হোম করবেন, যথা—**ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা,** অনন্তর **"ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা।।"** এই মন্ত্রে তিনবার হোম করে, অগ্নিতে **"এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতা সহিতয়ৈ ওঁ ক্ষাং বাস্তুপুরুষায় নমঃ"** মন্ত্রে পীঠদেবতাসহ মূল দেবতার পূজা করে ঘৃত দ্বারা **'ক্ষাং'** মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশিতিবার আহুতি দিবেন। আত্মার সহিত বহ্নি ও দেবতার একত্ব চিন্তা করে পুনরায় **ক্ষাং'** মূলমন্ত্রে একাদশবার আহুতি দিবেন। তারপর **ওঁ মূলমন্ত্রস্যাঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা,** এই মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা হোম করবেন। এরপর জুষ্ট গ্রহণ (৭০পৃ. ১১প.) ৭০ পৃষ্ঠায় উক্ত দেবতাগণ ছাড়াও এখানে **ওঁ গণেশায় ত্বা। ওঁ বিষ্ণবে ত্বা। ওঁ শ্রিয়ৈ ত্বা। ওঁ রুদ্রায় ত্বা ওঁ রুদ্রাণ্যৈ ত্বা ওঁ পৃথিব্যৈত্বা ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যস্ত্বা।** মন্ত্রেও জুষ্ট গ্রহণ করতে হবে। ও চরুপাক করে চরু হোম (৭১ পৃ. ১৩প.—৭৪পৃ. ১০প.) চরুহোম ও আজ্যহোমের ক্ষেত্রে ৭১-৭৩ পৃষ্ঠায় উক্ত দশটি আহুতির পর নিম্নোক্ত দেবতাদের মন্ত্র দ্বারা চরু ও আজ্য দ্বারা আহুতি দিতে হবে। যথা—**(১১) ওঁ গণনাং ত্বা গণপতি গুঁ হবামহে প্রিয়াণাস্ত্বা প্রিয়পতি গুঁ হবামহে নিধীনাস্ত্বা নিধিপতি গুঁ হবামহে বসো মম। আহমজানি গর্ভধমা ত্বমজাসি গর্ভধম্ স্বাহা।**

(১২) ব্রহ্মা—ওঁ ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্, বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। সবুধ্ন্যা উপমা তস্য বিষ্ঠাঃ, সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ স্বাহা।

(১৩) সরস্বতী—ওঁ বদবদ বাগ্‌বাদিনি স্বাহা।

(১৪) বিষ্ণু—ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা।

(১৫) লক্ষ্মী—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্মঈষাণ সর্বলোকম্ম ইষাণ স্বাহা।

(১৬) রুদ্র—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ স্বাহা।

(১৭) দুর্গা—ওঁ অম্বে অম্বিকেঽম্বালিকে ন মাং নয়তি কশ্চন। সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীল্যবাসিনীং স্বাহা।

(১৮) সূর্য—ওঁ হ্রীং তীক্ষ্নরশ্মে আরোগ্যদায় স্বাহা।

(১৯) চন্দ্র—ওঁ ক্লীং হ্রীং ঐঁ অমৃতকরামৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহা।

(২০) মঙ্গল—ওঁ ঐং হ্রাঁং সর্বদুষ্টান্ নাশয় নাশয় স্বাহা।

(২১) বুধ—ওঁ হ্রীং হ্রীং সর্বান্ কামান্ পূরয় স্বাহা।

(২২) বৃহস্পতি—ওঁ ঐং ওঁ সুরগুরো অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ স্বাহা।

(২৩) শুক্র—ওঁ শাং শীং শূং শৈং শৌং শঃ স্বাহা।

(২৪) শনি—ওঁ হ্রাং হ্রাং হ্রীং হ্রীং সর্বশত্রূন্ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় মার্তণ্ডসূনবে স্বাহা।

(২৫) রাহু—ওঁ রাং হ্রৌং ভ্রৌং হ্রীং সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় রাহবে স্বাহা।

(২৬) কেতু—ওঁ ক্রূং হ্রূং ক্রৈং কেতবে স্বাহা (অথবা গ্রহযামলোক্ত হ্রীং হ্রীং সূর্যায় ইত্যাদি মন্ত্রেও হবে।) এরপর দশদিক্‌পালকে দশটি পাত্রে পায়স বলি দিতে হবে। (৬৭ পৃষ্ঠা)

আজ্যহোম

এরপর চরুহোম যে ক্রমে যে যে মন্ত্রে যে সমস্ত দেবতার নামে আহুতি দেওয়া হয়েছে, সেই ক্রমে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে ঘৃত দ্বারা একটি করে আহুতি হবে। এরপর সমিদ্ধোম।

সমিদ্ধোম

প্রথমে ১। গণেশ— ওঁ গণানান্ত্বা.... মন্ত্রে (বিল্বপত্র সমিধ ২৮)

২। ব্রহ্মা— ওঁ ব্রহ্মজজ্ঞানং.... (যজ্ঞডম্বুর ২৮)

৩। সরস্বতী— ওঁ বদবদ বাগবাদিনি স্বাহা (বিল্বপত্র ২৮)

৪। বিষ্ণু— ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ.... (যজ্ঞডম্বুর ২৮)

৫। লক্ষ্মী— ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ.... (বিল্বপত্র ২৮)

৬। শিব— ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে.... (বিল্বপত্র ২৮)

৭। পৃথিবী— ওঁ স্যোনা পৃথিবি নো ভবা নৃক্ষরা নিবেশনী
যচ্ছানঃ শর্ম সপ্রথা স্বাহা (বিল্বপত্র ২৮)

৮। বাস্তুদেবতা— ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহি ইত্যাদি ৫টি মন্ত্রে (বিল্ব ৫টি) ৭৯ পৃ.

৯। বাস্তুর দ্বাদশ পরিকর-বিল্বপত্র সমিধ ৮টি করে (১) ওঁ কপিলাস্যায় স্বাহা। (২) ওঁ পিঙ্গকেশায় স্বাহা। (৩) ওঁ ভীষণায় স্বাহা। (৪) ওঁ রক্তলোচনায় স্বাহা। (৫) ওঁ কোটরাক্ষায় স্বাহা। (৬) ওঁ লম্বকর্ণায় স্বাহা। (৭) ওঁ দীর্ঘজঙ্ঘায় স্বাহা। (৮) ওঁ মহোদরায় স্বাহা। (৯) ওঁ অশ্বতুণ্ডায় স্বাহা। (১০) ওঁ কাককণ্ঠায় স্বাহা। (১১) ওঁ বজ্রবাহবে স্বাহা। (১২) ওঁ ব্রতান্তকায় স্বাহা।

১০। বিষ্ণুর ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ.... মন্ত্রে যজ্ঞডুমুর ২৮)

১১। নবগ্রহের ২৮টি করে অর্কাদি সমিধ দ্বারা চরুহোমোক্ত মন্ত্রে আহুতি হবে।

১২। দশদিকপালের ২৮টি করে সাজ্য তিল যব সমিধ দ্বারা পূজাতে উক্ত মন্ত্রে আহুতি হবে।

১৩। তারপর ৮টি করে তিলাজ্য দ্বারা ষোড়শ দ্বারপালের আহুতি হবে।

যথা— (১) ওঁ উগ্রায় স্বাহা (২) ওঁ ভীমায় স্বাহা। (৩) ওঁ প্রচণ্ডায় স্বাহা। (৪) ওঁ ঈশায় স্বাহা। (৫) ওঁ জয়ন্তায় স্বাহা। (৬) ওঁ ক্ষেত্রপালায় স্বাহা। (৭) ওঁ নকুলায় স্বাহা। (৮) ওঁ বৃহৎ ওঁ স্বাহা। (৯) ওঁ বৃকায় স্বাহা। (১০) শিরসে অশ্বায় স্বাহা। (১১) ওঁ আনন্দায় স্বাহা। (১২) ওঁ দুর্জয়ায় স্বাহা। (১৩) ওঁ ত্রিশিরসে স্বাহা। (১৪) ওঁ পুরজিতে স্বাহা। (১৫) ওঁ ভীমনাদায় স্বাহা। (১৬) ওঁ মহোদরায় স্বাহা।

১৪। বিশ্বকর্মা— ওঁ শিল্পাচার্যায় দেবায় বিশ্বকর্মণে স্বাহা মন্ত্রে ২৮টি বিল্বপত্র আহুতি দিতে হবে।

আজ্যহোম সমিদ্ধোম প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞাতব্য যে প্রত্যাহুতি রাখা হতে কিন্তু ইদং অমুকায় বলতে হয় না।

এরপর উদীচ্য কর্ম অর্থাৎ শেষকৃত্য। তান্ত্রিক হোমে বৈদিক হোমের মত উদীচ্য কর্ম প্রায়শ্চিত্ত হোমাদি নাই তবে প্রকৃত কর্মের পর প্রত্যক্ষ দেবতাদের হোম করা বিধেয়। সুতরাং আজ্য বা তিলযব বা বিল্বপত্রাদির দ্বারা নিম্নোক্ত দেবতাদের উদ্দেশ্যে হোম করতে হবে। যথা—ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্ট শক্তিভ্যঃ স্বাহা। ওঁ কাল্যাদি পঞ্চদশযোগিনীভ্যঃ স্বাহা। ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ কাল্যাদিদশমহাবিদ্যাভ্যঃ স্বাহা। ওঁ অসিতাঙ্গাদ্যষ্টভৈরবেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ শীতলাদেব্যৈ স্বাহা। ওঁ মনসাদেব্যৈ স্বাহা। ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ যমুনায়ৈ স্বাহা। ওঁ সগণাধিপ ষোড়শমাতৃকাভ্যঃ স্বাহা। ওঁ স্থানদেবতাভ্যঃ স্বাহা। ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ সর্বাভ্যো দেবীভ্যঃ স্বাহা।

এরপর পূর্ণাহুতি। তাম্বুল নারিকেল কুশ, পুষ্প বস্ত্রসহ ঘৃতপূর্ণ পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে ওঁ ইতঃ প্রাক্ প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা তারপর ঘৃতাক্ত পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে মাং মদীয়ঞ্চ সকলং পরমেশ্বরচরণে সমর্পয়ে। বলে অগ্নিতে পুষ্পাঞ্জলি দেবে। পূর্ণাহুতির পরের কৃত্য ৮৮পৃ. ১৬-১৭ প.)

শেষে পূজিত সমস্ত দেবতাদের পৃথক পৃথক পাত্রে পায়স বলি দেওয়া হবে। তারপর খাত পূজা থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ৯০ পৃ. ৪প—৯৩ পৃ. পর্যন্ত করতে হবে।

তন্ত্রোক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা

যজমানকে শুদ্ধাসনে বসিয়ে আচমন, গন্ধাদির অর্চনাও সূর্যার্ঘ্য ও অর্চনীয় দেবতাকে অর্ঘ নিবেদন করে তন্ত্রোক্ত নিয়মে স্বস্তিবাচন করে সংকল্প (১০১) এখানে সৌরমাস ও রাশি উল্লেখ হবে। তারপর আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ ও বাস্তুযাগের সংকল্প করিয়ে

বরণ করাবেন (১০২)। তারপর বৃত ব্রাহ্মণগণ বাস্তুযাগে ও মন্দির প্রতিষ্ঠার কৃত্যগুলি করবেন। বাস্তুযাগে ধৃত ক্রম অনুসারে পঞ্চদেবতার পূজার পর মন্দির প্রতিষ্ঠার বেদিতে স্থাপিত ঘটে গণেশ, বিষ্ণুর পূজা করে অর্চনীয় দেবতার ষোড়শোপচারে পূজা করে অগ্নি, বায়ু, নবগ্রহ ও দিকপালের পূজা হবে (৪৩ পৃ.-৫১ পৃ.) (নবগ্রহ ও দিকপালের বীজমন্ত্র বাস্তুযাগপর্বে আছে)।

পূজা-আরতির পর হোম। তন্ত্রমতে বহ্নিস্থাপন করে জুষ্ট গ্রহণ করে (১০৩ পৃ. চারুপাক করে প্রকৃত কর্ম করবেন। অগ্নির নাম হবে লোহিতাক্ষ। চরুহোম থেকে (১০৪-১০৮ পৃ. ৪ প/) তিলাজ্য হোম পর্যন্ত করে পূর্ণহোম—বাস্তুযাগ বিধিতে আছে তারপর অগ্নি প্রণামাদি বৈগুণ্য সমাধান পর্যন্ত (১০৯ পৃ. ১৩ প.—১১৪ পৃ.) করণীয়।

তন্ত্রোক্ত দেবতা প্রতিষ্ঠা

আমরা যেহেতু কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, তারা প্রভৃতি দেবতাদের তন্ত্রমতে পূজা করে থাকি, সেহেতু তাঁদের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা বা মন্দির প্রতিষ্ঠা তন্ত্রমতেই হওয়া বিধেয়। এরজন্য বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই কেবল সঙ্কল্প, স্বস্তিসূক্ত ও নিবেদনের কিছু বৈশিষ্ট্য আর ঘট স্থাপন ও হোম তন্ত্রোক্ত বিধানে করতে হবে। সচরাচর কালীমূর্তি ও কালীমন্দিরই বিশেষ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাই সেই ভাবেই বিধান লেখা থাকছে। জগদ্ধাত্রী বা অন্নপূর্ণা হলে শাক্তাচমন ও পীঠন্যাস ও পীঠ পূজায় জগদ্ধাত্রী কল্প বা অন্নপূর্ণা কল্প দেখে কাজ করতে হবে। দেবতা ও মন্দির প্রতিষ্ঠাতেও বাস্তুযাগ ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করতে হয়। তাই এই দুটি কৃত্যের আয়োজনের সঙ্গে দেবতা প্রতিষ্ঠার আয়োজন করতে হয়। বাস্তুযাগের ঘটগুলির অতিরিক্ত দেবতা প্রতিষ্ঠায় দেবতার সম্মুখে একটি ঘট বসাতে হয়।

প্রয়োগ—১২৩ পৃ. ৯ প. ১২৪ পৃ ৯ প কেবল তান্ত্রিক সূক্ত পাঠ করতে হবে এবং সংকল্পে রশির উল্লেখ হবে। পূর্বদিন অধিবাস না হলে প্রতিষ্ঠার দিন প্রাতঃকালে স্বস্তিবাচন সংকল্প করে দেবতার ধ্যান করে অধিবাস করতে হবে। তারপর স্বস্তিবাচন করে দেবতাপ্রতিষ্ঠার সংকল্প করে বাস্তুযাগের সংকল্প করতে হবে। বাস্তুযাগ পর্যায়ে দেওয়া আছে। এরপরে বৃতীব্রাহ্মণ আচমনাদি সূর্যার্ঘ্যদান পর্যন্ত করে কালীপ্রতিষ্ঠা হলে ক্রীং ক্রীং ক্রীং মন্ত্রে জলপানাদি কাল্যাচমন ও জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠা হলে ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা মন্ত্রে জল পান ও মার্জনরূপ আচমন করে পঞ্চগব্য শোধন বেদিশোধন করে ঘটস্থাপন করবেন। তারপর দ্বারপূজা—দ্বারদেবতা ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত ইত্যাদিক্রমে আবাহন করে এতেগন্ধপুষ্পে গণেশায় নমঃ এই গন্ধপুষ্প দ্বারা ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। ওঁ বাং বটুকায় নমঃ। ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। ওঁ গাং গঙ্গায়ৈঃ নমঃ। ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ। ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ নৈঋত্যৈ নমঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ। —এইরূপ দ্বার পূজা করে ঘটস্থাপন, মাষভক্ত বলি থেকে প্রাণায়াম পর্যন্ত করে পীঠন্যাস বর্ণন্যাস প্রাণায়াম ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস সংক্ষেপ যোড়ান্যাস। তত্ত্বন্যাস বীজন্যাস ব্যাপকন্যাস ধ্যান ও দশোপচারে পূজা করে বল্মীকমৃত্তিকাদি দ্বারা কৃত্যগুলি হবে। (১২৪পৃ. ১৪ প.-১৩২ পৃ. পর্যন্ত)।

পীঠন্যাস—হৃদি—(উক্ত স্থানগুলিতে হাত রেখে আদিতে ওঁ কার ও শেষে নমঃ যোগ করে বলতে হয়)—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, এবং কূর্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, সুধাম্বুধয়ে, মণিদ্বীপায়, চিন্তামণিগৃহায়, শ্মশানায়, পারিজাতায়, রত্নবেদিকায়ৈ, মণিপীঠায়, মুনিভ্যঃ, দেবেভ্যঃ, শিবাভ্যঃ, শবমুণ্ডেভ্যঃ। দক্ষিণস্কন্ধে—ধর্ম্মায়। বামস্কন্ধে—জ্ঞানায়। দক্ষিণোরৌ—বৈরাগ্যায়। বামোরৌ—ঐশ্বর্য্যায়। মুখে—অধর্ম্মায়। দক্ষিণপার্শ্বে—অজ্ঞানায়। নাভৌ—অবৈরাগ্যায়। বামপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যায়। হৃদি—অনন্তায়, পদ্মায়। পুনঃ হৃদি—অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং

বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ, তারপর হৃৎপদ্মের পুর্ব্বাদিকেশরে—ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ওঁ মনোম্মন্যৈ নমঃ, ঐং ওঁ পরায়ৈ নমঃ, ঐঁ ওঁ অপরায়ৈ নমঃ, ঐং ওঁ পরাপরায়ৈ নমঃ। ওঁ হেসৌ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ।। (তারপর পুষ্পদ্বারা তত্ত্বমুদ্রায় বর্ণন্যাস করতে হবে।)

বর্ণন্যাস—(প্রতিটি বর্ণের শেষে 'নমঃ' যোগ করে বলতে হয়।) হৃদয়ে—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঋৃং ঌং ৠং নমঃ, দক্ষিণবাহুতে—এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ; বামবাহুতে—ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ; দক্ষিণপাদে—ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ; বামপাদে—মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ।। তারপর মূল বা প্রণব বা হ্রীঁ বীজ দ্বারা প্রাণায়াম করবে।

প্রাণায়াম ঃ—(দেবতার মূলমন্ত্র অথবা হ্রীঁ অথবা ওঁ মন্ত্র দ্বারা তিনবার প্রাণায়াম করতে হয়।) মূলমন্ত্র/হ্রীঁ/ওঁ মন্ত্র ১৬ বা ৪ বার জপ করতে করতে ডান নাক টিপে বাঁ নাক দিয়ে বায়ু পূরণ করবে (পূরক)। তারপর বাঁ নাকও টিপে ৬৪/১৬ বার জপ করতে করতে কুম্ভক করবে। এরপর ডান নাক ছেড়ে ঐ মন্ত্র ৩২/৮ বার জপ করতে ডান নাক দিয়ে বায়ু ত্যাগ (রেচক) করবে। এই হলো একবার। তারপর দ্বিতীয় বার প্রথম বাঁ নাক টিপে ১৬/৪ জপ করতে করতে ডান নাক দিয়ে পূরক, ডান নাকও টিপে ৬৪/১৬ বার জপ দ্বারা কুম্ভক এবং ডান নাক ছেড়ে ৩২/৮ বার জপ দ্বারা রেচক। এরপর আবার ডান নাক টিপে ১৬/৪ বার জপে বাম নাক দিয়ে পূরক, বাম নাকও টিপে ৬৪/১৬ বার জপে পূরক বা ডান নাক ছেড়ে ৩২/৮ বার জপে ডান নাক দিয়ে রেচক। এরূপ প্রক্রিয়াকে বলা হবে ত্রিপ্রাণায়াম।

ঋষ্যাদিন্যাস ঃ—কৃতাঞ্জলি হয়ে পাঠ—অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিরুষ্ণিকৃচ্ছন্দঃ শ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকা দেবতা হ্রীঁ বীজং হুং শক্তিঃ ক্রীং কীলকং পুরুষার্থচতুষ্টয়সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি—ওং ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ উষ্ণিকৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ শ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—হ্রীং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ—হূং শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে—ক্রীং কীলকায় নমঃ। এই ঋষ্যাদিন্যাসের পর করাঙ্গন্যাস করা হবে।

করন্যাস ঃ— (একাক্ষরমন্ত্রেণার্চ্চনে) ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ ক্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ ক্রৈং অনামিকাভ্যাং হূং, ওঁ ক্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ক্রঃ করতল-পষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্রূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্রৈং কবচায় হূং, ওঁ ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

সংক্ষেপষোঢ়ান্যাস ঃ—মস্তকে—ওঁ নমঃ। মূলাধারে—স্ত্রীং নমঃ। লিঙ্গে—এং নমঃ। নাভৌ—ক্রীং নমঃ। হৃদি—ঐং নমঃ। কণ্ঠে—ক্রীং নমঃ। ভ্রূমধ্যে—স্ৌং নমঃ। দক্ষিণবাহৌ—ওঁ নমঃ। বামবাহৌ—শ্রীং নমঃ। দক্ষিণপাদে—হ্রীং নমঃ। বামপাদে—ক্লীং নমঃ। পৃষ্ঠে—ক্রৌং নমঃ। সর্ব্বত্র তত্ত্বমুদ্রয়া ন্যসেৎ।

তত্ত্বন্যাস ঃ—একাক্ষরমন্ত্রপক্ষে—পাদাদি নাভিপর্য্যন্ত—'ওঁ ক্রীঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা''; নাভ্যাদি হৃদয়পর্য্যন্ত—''ওঁ ক্রীঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা''; হৃদয়াদি শিরঃপর্য্যন্ত—''ওঁ ক্রীঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা''। মন্ত্রান্তরপক্ষে—পাদাদি নাভিপর্য্যন্ত—''ক্রীঁ ক্রাঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রাঁ ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা''।। নাভ্যাদি হৃদয়ান্তম্—''দক্ষিণকালিকে ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা''; হৃদয়াদি শিরঃপর্য্যন্ত—ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা'' স্পর্শ করতে হয়।

ব্যাপকন্যাস ঃ—(ক্রীং মন্ত্রে সাতবার ব্যাপক ন্যাস করবে)—ওঁ ক্রীঁ ওঁ মন্ত্র বলতে বলতে দুহাত দিয়ে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত এবং পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত, শেষে নাভি থেকে হৃদয় পর্য্যন্ত স্পর্শ করাকে ব্যাপকন্যাস বলা হয়। এটি সাতবার করতে হয়। অসমর্থে পাঁচবার বা তিনবার করবে। এরপর পঞ্চদেবতার পূজা (৪১পৃ.-৪২পৃ.) পূর্বদিন অধিবাস না হ'লে এসময় দেবতার ধ্যান করে পঞ্চোপচারে পূজা করে অধিবাস করতে হবে।

ধ্যান—যোনি, ভূতিনী, বর, অভয়, খড়্গ, মুণ্ডমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করে (একাক্ষর মন্ত্র পক্ষে) ''ওঁ শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্।। মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।।'' (অন্য মন্ত্রপক্ষে)—ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃপাণিকাম্।। মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্।। কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্মভয়ানকাম্।। ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।। শবানাং করসঙ্ঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্। সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননাম্। ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্। বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্।। দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্। শবরূপমহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্। শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্। মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্।। সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্। এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্বকামসমৃদ্ধিদাম্।।

এখানে মূলমন্ত্র বলতে 'ঐং হ্রীং শ্রীং' প্রয়োগ করা হবে। নবগ্রহমন্ত্র ও দিকপাল মন্ত্র (বাস্তুযাগ পর্বে) আছে।

এরপর **হোম** বাস্তুযাগ পর্যায়ে বহ্নিস্থাপন বিধি আছে। এখানে অগ্নিনাম হবে **লোহিতাক্ষ**। এরপর হোম হবে (১৫৬ পৃ.-১৫৭ পৃ. ৪ প.) পূর্ণহোম হবে দেবতার গায়ত্রী মন্ত্রে এবং বাস্তুযোগ পর্যায়ে দেওয়া মন্ত্রে।

তারপর **দ্বাদশদান উৎসর্গ** করে দেবতাকে পঞ্চকলস জলে স্নান করিয়ে যথাশক্তি উপচারে পূজা, জপ ও তর্পণ অভিষেক করে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা—

ওঁ সর্বদেবময়েশানি ত্রৈলোক্যাহ্লাদ কারিণি। ত্বাং প্রতিষ্ঠাপয়ামাত্র মন্দিরে বিশ্বনির্মিতে।

যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ যাবদ্ দেবীবসুন্ধরা তারত্ত্বং দেবি দেবেশি মন্দিরেঽস্মিন্ স্থিরা ভব।।

বিনয়ং ভূপতেঃ সর্বলোকানাং ক্ষেমমেব চ। সুভিক্ষং সর্বকালীনং কুরু দেবি নমো নমঃ।।

এরপর তিলক ব্রাহ্মণ দক্ষিণা, মূলদক্ষিণা, ঘটবিসর্জন, শান্তি, প্রার্থনা দক্ষিণা অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান ও মন্দির প্রদক্ষিণাদি কৃত্যগুলি করবে।। (১৫৯পৃ.)

একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডল (মনুষ্যবাস্তু)

পর্ব

একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডল (মনুষ্যবাস্তু)

পূর্ব

চরকীং কৃষ্ণাং — স্কন্দং পীতাং — বিদারীং কৃষ্ণাং

১ শিখিনং রক্তম্ একপাদম্	২ পর্জন্যম কৃষ্ণম্ একাপদম্	৩ জয়ন্তম্ শ্বেতম্ দ্বিপদম্	৪ কুলিশায়ুধম পীতম্ দ্বিপদম্	৫ সূর্যম্ রক্তম্ দ্বিপদম্	৬ সত্যম্ শুক্লম্ দ্বিপদম্	৭ ভৃশম্ পীতম্ দ্বিপদম্	৮ আকাশম্ কৃষ্ণম্ একপদম্	৯ বায়ুং শ্বেতম্ একপদম্
৩২ দিতিং শ্যামম্ একপদম্	৩৩ অপঃ শ্বেতান্ একপদান্						৩৪ সাবিত্রম্ শ্বেতম্ একপদং	১০ পুষাণম্ রক্তম্ একপদং
৩১ অদিতিং রক্তং দ্বিপদম্		৪৪ আপবৎসং পীতম্ একপদম্	←	৩৭ অর্যমনম্ শ্বেতম্ ত্রিপদম্	→	৩৮ সবিতারম্ রক্তম্ একপদম্		১১ বিতথং কষ্ণং দ্বিপদম্
৩০ সর্পং কৃষ্ণং দ্বিপদম্		↑				↑		১২ গৃহক্ষতং শ্বেতং দ্বিপদম্
২৯ সোমং শ্বেতং দ্বিপদম্		৪৩ ধরাধরং শ্বেতম্ ত্রিপদম্		৪৫ ব্রহ্মাণং রক্তং নবপদম্		৩৯ বিবস্বন্তং শ্বেতং ত্রিপদম্		১৩ যমং কৃষ্ণং দ্বিপদম্
২৮ ভল্লাটম্ পীতং দ্বিপদম্		↓				↓		১৪ গন্ধর্বং পীতং দ্বিপদম্
২৭ মুখ্যং শ্যামং দ্বিপদম্		৪২ রাজযক্ষ্মানং রক্তম্ একপদম্	←	৪১ মিত্রং শ্বেতং ত্রিপদম্	→	৪০ বিবুধাধিপং পীতম্ একপদম্		১৫ ভৃঙ্গরাজং শ্যামং দ্বিপদম্
২৬ অহিং পীতম্ একপদম্	৩৬ রুদ্রম্ শ্বেতম্ একপদম্						৩৫ জয়ম্ শ্বেতম্ একপদম্	১৬ মৃগং পীতম্ একপদম্
রোগং শ্যামম্ একপদম্ ২৫	পাপং কৃষ্ণম্ একপদম্ ২৪	শেষম্ শ্বেতম্ দ্বিপদম্ ২৩	অসুরং কৃষ্ণং দ্বিপদং ২২	বরুণং শ্বেতং দ্বিপদম্ ২১	পুষ্পদন্তং পীতং দ্বিপদম্ ২০	সুগ্রীবং শ্বেতং দ্বিপদম্ ১৯	দৌবারিকং কৃষ্ণম্ একপদম্ ১৮	পিতৃগণম্ শ্বেতম্ একপদম্ ১৭

উত্তর — পিলিপিঞ্জং কৃষ্ণাম্

অর্যমাং রক্তাং — দক্ষিণ

পাপরাক্ষসীং কৃষ্ণাম্ — জম্ভকং কৃষ্ণাম্ — পূতনাং কৃষ্ণাং

পশ্চিম

দেববাস্তুমণ্ডল—চতুঃষষ্টিপদ (মৎস্যপুরাণনুসৃত)

পূর্ব

চরকীং কৃষ্ণাং — স্কন্দং পীতাং — বিদারীং কৃষ্ণাং

১ ঈশং শ্বেতং / ৩২ দিতি শ্যামম্	২ পর্জন্যং কৃষ্ণম একপদম্	৩ জয়ন্তং শ্বেতং দ্বিপদম্	৪ কুলিশায়ুধং পীতং দ্বিপদম	৫ সূর্যং রক্তং দ্বিপদম্	৬ সত্যং শ্বেতং দ্বিপদম্	৭ ভৃশং পীতম্ একপদম্	৮ আকাশ কৃষ্ণং / বায়ুং ৯ শ্বেতং
৩১ অদিতিং রক্তম্ একপদং	৩৩ অপঃ শ্বেতম্ একপদম্					৩৪ সাবিত্রং শ্বেতম্ একপদং	১০ পুষাণং রক্তম্ একপদম্
৩০ সর্পং কৃষ্ণং দ্বিপদং		৪৪ আপবৎসং পীতম্ একপদম্	৩৭ অর্যমনং শ্বেতং দ্বিপদম্	→	৩৮ সবিতারং রক্তম্ একপদং		১১ বিতথং কৃষ্ণং দ্বিপদম্
২৯ সোমং শ্বেতং দ্বিপম্		৪৩ ধরাধরং শ্বেতং দ্বিপদম্	৪৫		৩৯ বিবস্বন্তং শ্বেতং দ্বিপদং		১২ গৃহক্ষতং শ্বেতং দ্বিপদম্
২৮ ভল্লাটং পীতং দ্বিপদম্		↓	ব্রহ্মাণং রক্তং চতুষ্পাদম্		↓		১৩ যমং কৃষ্ণং দ্বিপদম্
২৭ মুখ্যং শ্যামং দ্বিপদং		৪২ রাজযক্ষ্মানং রক্তম্ একপদম্	৪১ মিত্রং	শ্বেতং দ্বিপদং	৪০ বিবুধাধিপং পীতম্ একপদম্		১৪ গন্ধর্বং পীতং দ্বিপদম্
২৬ অহিং পীতম্ একপদং	৩৬ রুদ্রং শ্বেতম্ একপদম্					৩৫ জয়ং শ্বেতম্ একপদম্	১৫ ভৃঙ্গরাজং শ্যামম্ একপদম্
২৫ রোগং শ্যামং / পাপং কৃষ্ণং ২৪	শেষং শ্বেতম্ একপদং ২৩	অসুরং কৃষ্ণং দ্বিপদম্ ২২	বরুণং শ্বেতং দ্বিপদম্ ২১	পুষ্পদন্তং পীতং দ্বিপদম্ ২০	সুগ্রীবং শ্বেতং দ্বিপদম্ ১৯	দৌবারিকং কৃষ্ণম্ একপদং ১৮	মৃগং ১৬ পীতং / ১৭ শ্বেতং পিতৃগণং

উত্তর — পিলিপিঞ্জং কৃষ্ণাম্

দক্ষিণ — অর্যমং রক্তং

পাপরাক্ষসীং কৃষ্ণাম্ — জম্ভকং কৃষ্ণাম্ — পূতনাং কৃষ্ণাং

পশ্চিম